ইসলামের দৃষ্টিতে সুখী পরিবার

আয়াতুল্লাহ্ ইব্রাহীম আমিনী

ডন পাবলিশার্স

প্রকাশক ঃ
ডন পাবলিশার্স
৮৩/১ ইন্দিরা রোড
ঢাকা - ১২১৫

অনুবাদ ঃ
মুন্সী মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
কাজী সাদিয়া হাসান
সম্পাদনা ঃ আবুল হোসেন

প্রকাশকাল ঃ
আশ্বিন ১৪০১ বাংলা
রবিউস সানি ১৪১৫ হিজরী
অক্টোবর ১৯৯৪ ইরেজী

প্রচ্ছদ ঃ
মামুন কায়সার

স্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

কম্পিউটার ঃ
নেপচুন কম্পিউটারস্
১৪/২২ ইকবাল রোড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

মূল্য ঃ বাংলাদেশে ঃ একশত টাকা মাত্র
বিদেশে ঃ US$ 5.00 only.

ISLAMER DRISHTITE SUKHI PARIBAR
Bengali version of Ayatollah Ibrahim Amini's
"Family Ethics and Principles of Marriage".
Translated by Munshi Mohammad Rafiqul Hassan and
Kazi Sadia Hassan, edited by Mr. Abul Hossain,
Published by Dawn Publishers, 83/1, Indira Road,
Dhaka-1215, Bangladesh.

উপহার

প্রকাশকের কথা

আমাদের যুবক সমাজ যারা জাতির ভবিষ্যৎ তাদের উশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম দেশকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিক দেশের এ ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে শঙ্কিত। আমাদের সরকার ক্রমবর্ধমান পুলিশী তৎপরতার মাধ্যমে সন্ত্রাস নির্মূলে সংকল্পবদ্ধ। নিছক শাস্তি দিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে বা জেলে পুরে সমাজ থেকে জুলুম নির্যাতন ও দুর্নীতির স্থায়ী অবসান কিছুতেই সম্ভব নয়। যে মানুষকে দিয়ে সমাজ গঠিত সে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে না তোলা পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে একটা উন্নয়নশীল জনকল্যাণমূলক সমাজ গড়ে তোলা কিছুতেই সম্ভব নয়।

প্রকৃত ইসলামই মানুষের মধ্যকার সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রীকতা, লোভলালসা, অহংকার ও আবেগ উত্তেজনার মত পশুবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ করতঃ সমাজের অন্যসব মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সেবা ও আত্মত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। বস্তুত পক্ষে মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা ও কল্যাণকামীতাকে ইসলাম একজন ঈমানদারের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে।

বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের মধ্য দিয়েই মানুষের সামাজিক জীবনের যাত্রা শুরু হয়। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচার আচরণের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনের বিনির্মাণকারী সন্তান সন্ততির জীবন-ধারা। এজন্যই ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথ গুরুত্বের াথে নির্ধারণ করে দিয়েছে। বিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁর ফার্সী ভাষায় রচিত এ গ্রন্থে ত্যন্ত দক্ষতার সাথে কালামে পাকে প্রদত্ত মহান আল্লাহ্-পাকের এ সম্পর্কিত র্দেশাবলী ও প্রিয় নবী (সাঃ) ও পবিত্র ইমামদের রেখে যাওয়া শিক্ষার উপর ত্ত করে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনকে সফল ও সুন্দর করে গড়ে তোলার ন্য অত্যাবশ্যকীয় আচরণবিধি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন, াদের পারিবারিক জীবনে ইসলামের সুমহান নৈতিক শিক্ষার যথাযথ ীলন না হওয়ার কারণে আমাদের ছাত্র ও যুবসমাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ত্য ভোগবাদের কবলে পড়ে হতাশা নিরাশা ও মাদকাশক্তির দিকে ঝুঁকে

পড়ছে। বাপ-মায়ের জীবনে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার বাস্তব অনুশীলন না থাকলে ছেলেমেয়ে তথা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনে তা কি করে আশা করা যায়।

এ মহান দেশ ও জাতিকে নৈতিক উশৃঙ্খলতার মত কঠিন বিপর্যয় হতে রক্ষা করতে হলে আমাদের প্রতিটি মা-বাবাকে তাদের সন্তান-সন্ততি তথা ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে প্রতিনিয়ত উত্তম ও উন্নত আচরণের উদাহরণ পেশ করতে হবে।

এই মহামূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা আয়াতুল্লাহ্ ইব্রাহিম আমিনী একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুবিজ্ঞ আলেম। তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের উপর বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাদৃত হয়েছে।

বাংলা ভাষাভাষী ভাইবোনদের খেদমতে তাঁর এ মহামূল্যবান বইটির বাংলা সংস্করণ পেশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ পাকের অশেষ শুক্‌রিয়া আদায় করছি। এই বই প্রকাশে যারা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দান করেছেন তাদের সবার প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অনুবাদ দম্পতি ও কম্পিউটার এনালিষ্ট জনাব রিজভী তাঁদের নিজ নিজ কর্মজীবনে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও এ মহামূল্যবান গ্রন্থটির প্রকাশনা সম্ভব করতে গিয়ে যে ধৈর্য, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ দোয়া করি তিনি যেন এ মূল্যবান খেদমতের জন্য তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কৃত করেন।

বাংলাভাষায় ইসলামী জীন্দেগীর বিভিন্ন দিক ও বিভাগের উপর উন্নতমানের বইপত্র না থাকার কারণে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদের একটি শ্রেণীর মধ্যে বেশ ভুলবুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। আরবী ও ফার্সী ভাষায় ইসলামের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে যা ব্যাপকভাবে বাংলাভাষায় প্রকাশিত হওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমরা এর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছি। সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও সম্পদের স্বল্পতা এ পথে প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। বিজ্ঞ আলেম ও সম্পদশালী লোকেরা এদিকে এগিয়ে আসলে এ অভাব পূরণে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যাবে, আল্লাহ্ আমাদেরকে তৌফিক দিন। আমীন।

ভূমিকা

যৌবনের পরিসরে যেসব যুবক যুবতী এসে পৌঁছেছেন তাদের মনের অন্যতম ভাবনা হলো বিবহিত জীবনে প্রবেশ করা। যৌথ দাম্পত্য জীবনের সূচনার মধ্যে দিয়ে তারা আরও অধিক পরিমানে নিজ নিজ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করতে সক্ষম হবেন একই সঙ্গে সমগ্র জীবনের জন্যে একজন বিশ্বাসী ও দরদী বন্ধুকেও খুজে পাবেন। তাই বিবাহ তাদের কাছে সমৃদ্ধির সূচনা বলেও পরিগনিত।

নারী ও পুরুষ পরস্পরের জন্যে সৃষ্ট। এক দুর্নিবার আকর্ষণে তারা পরস্পরের দিকে ছুটে যায়। তাই বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের সূচনা মানুষের প্রবৃত্তিগত চাহিদার এক স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। বিবাহকে গণ্য করা যায় আল্লাহ্তায়ালার এক বিশেষ রহ্মত হিশেবে। প্রকৃতপক্ষে পারিবারিক জীবনের আন্তরিক পরিবেশ ছাড়া আর কোথায়ইবা যৌবনের যথার্থ আশ্রয় হতে পারে ? পারিবারিক জীবনকে ঘিরে আবর্তিত স্বপ্ন, সাধ এবং প্রয়াসের কারণে একজন তরুণ খামখেয়ালী আচরণ এবং অস্থিরতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। আবার বিবাহিত জীবন তথা দাম্পত্য মিলনের মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রী জীবনের সুখ-দুঃখ ও সকল কঠিনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে একজন যোগ্য ও দরদী সাথীকে খুঁজে পায়। পবিত্র বৈবাহিক চুক্তি হলো এক বেহেশ্তী রজ্জুর মত যা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে গ্রথিত করে, স্বামী স্ত্রীকে সংকটের মুখে অবিচলিত দৃঢ় বন্ধনে শান্ত করে রাখে এবং সমস্ত খামখেয়ালী আচরণকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ধর্মের আদর্শ পথে টেনে নিয়ে যায়। পারিবারিক জীবনই হলো দয়া, গালবাসা ও বন্ধুত্বের কেন্দ্রবিন্দু বিধায় শান্তি, স্থিতি ও অবকাশের শ্রেষ্ঠ াশ্রয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেন ঃ

> াবং তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে 'মাদের জন্যে সঙ্গী সষ্টি করে দিয়েছেন যেন তোমরা তার মধ্যে স্থিতি ি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে দিয়েছেন পরস্পরের পতি ভালবাসা করুণা; নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্যে রয়েছে 'ত।"(৩০ঃ২১)

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেন ঃ '*যে পুরুষ বিবাহ করেনি, অর্থ ও বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও সে নিশ্চিতই দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত; নারীর জন্যেও একই কথা প্রযোজ্য*।"

"ইমাম সাদিক (আঃ) এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন ঃ 'তুমি কি বিবাহিত।' সে উত্তর দিল 'না'। তখন ইমাম বললেন ঃ 'এমনকি একরাত্রির জন্যেও আমি অবিবাহিত জীবন কাটাতে প্রস্তুত নই, এমনকি আমাকে সমগ্র পৃথিবীর মালিক করে দিলেও না'।"

নবী পাক (সাঃ) বলেন ঃ '*ইসলামে এমন আর কোন প্রতিষ্ঠান বা অঙ্গ গড়ে ওঠে নাই যা আল্লাহ্‌তায়ালার চোখে বিবাহের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় বা প্রিয়*'।"

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালা যদিও মানুষকে এমন মূল্যবান এক সম্পদ দান করেছেন তথাপি মানুষ সবসময় এর যথার্থ মূল্য ও তাৎপর্য বুঝতে পারে না, এমনকি অজ্ঞতা ও আত্মকেন্দ্রীকতা বশতঃ বিবাহ তথা দাম্পত্যের মত উষ্ণ ও পবিত্র এক সম্পর্ককে পরিণত করে এক অন্ধকার কারাগারে - এমনকি এক প্রজ্জলন্ত নরকে। মানুষের অজ্ঞতার কারণেই পরিবারের সবাইকে বন্দী হয়ে পড়তে হয় এইরকম এক অন্ধকার কারাগারে এবং বিবাহের পবিত্র চুক্তি ধ্বংসে পড়ে।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত থাকে তাহলে সংসার সুখী ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে দাম্পত্য কলহ মতের অমিলের ফলে পারিবারিক জীবন সত্যি সত্যি এক বন্দীশালার মত অসহনীয় হয়ে ওঠে।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বহু কারণে মতভেদ বা মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। অর্থনৈতিক কারণে, স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক পৃথক পারিবারিক ঐতিহ্য প্রেক্ষাপটের কারণে, দৈনন্দিন পরিবেশ, মা-বাবা-আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি সাংসারিক ব্যাপারে অকারণ নাক গলানোর ফলে, - এরকম অসংখ্য কারণের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ দেখা দিতে পারে। তবে বর্তমান গ্রন্থকারের মতে এগুলোর মধ্যে দাম্পত্য বিভেদ ও কলহের জন্যে দায়ী সবচেয়ে বড় কারণটি হলো নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর অজ্ঞতা এবং

বিবাহিত জীবন শুরু করবার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রস্তুতির অভাব। সাধারণতঃ কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে গেলে প্রস্তুতি বা দক্ষতা আবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রস্তুতি যদি না থাকে তাহলে কারও পক্ষেই সফলভাবে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। তাই যে কোন কাজে হাত দেবার আগে প্রয়োজন হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেবার।

বিবাহের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। এখানেও প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং প্রস্তুতি পূর্বাহ্নেই সেরে নিতে হবে। একজন তরুণকে তার স্ত্রীর মূল্যবোধগুলো সম্পর্কে এবং তার স্ত্রীর মনের আকাঙ্খাগুলো সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হতে হবে। জানতে হবে বিবাহিত জীবনে কি কি সমস্যা সচরাচর সৃষ্টি হয় এবং কেমন ভাবে সেগুলো সমাধান করা যায়। তাকে বুঝতে হবে যে বিয়ে করা আর মালপত্র ক্রয় করা কিংবা একজন কাজের লোক রাখা এক কথা নয়। বিবাহকে গণ্য করতে হবে বন্ধুত্ব, সততা, দয়াশীলতা, অংশীদারিত্ব এবং যৌথ পারিবারিক জীবনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সম্পাদিত এক পবিত্র চুক্তি হিসেবে।

একজন তরুণীকেও অবশ্যই তার স্বামীর জীবন দর্শন ও আশা আকাঙ্খাকে বুঝতে হবে। তাকেও উপলব্ধি করতে হবে যে বিবাহ অর্থ বিনাশর্তে তার সকল কাজ সম্পাদনের জন্যে একজন হুকুমবরদার নিয়োগ করা নয়। বরং এ হলো জীবন পরিচালনার জন্যে অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতার এক প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি স্বরূপ। এই অংশীদারিত্বকে সার্থক করে তুলবার জন্যে প্রয়োজন পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহযোগিতা এবং আত্মত্যাগ ও আত্মনিবেদন।

আমাদের তরুণ-তরুণীদের ভবিষ্যৎ জীবন বহুলাংশেই বিবাহের সফলতা বা ব্যর্থতার ওপর নির্ভরশীল। আবার বিবাহের সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করছে বিবাহ সম্পর্কিত সচেতনতা, বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করবার পূর্বে যথাযথ ক্ষা ও প্রস্তুতি গ্রহণ ইত্যাদির ওপর। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আমাদের াজ এগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে সচরাচর অবহেলা করে থাকে।

চ যৌতুক, পাত্র/পাত্রী দেখতে কেমন, তাদের ব্যক্তিত্ব কি রকম ইত্যাদি রে মা-বাবা প্রচুর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু বিবাহিত জীবন শুরু করবার । ছেলে বা মেয়ের পূর্ণ নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা বা প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে

কিনা সে ব্যাপারে মা-বাবা যথার্থ গুরুত্ব দেন না। পারিবারিক জীবন সম্পর্কে পর্যাপ্ত শিক্ষা বা তথ্য প্রদান না করেই তারা ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেবার কাজটি সম্পন্ন করেন।

ফলে অনভিজ্ঞ আনাড়ি, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও শিক্ষাবিহীন দু'জন মানুষ একটি সম্পূর্ণ নতুন জীবনে প্রবেশ করে এবং অনিবার্যভাবে সমস্যা ও সংঘাতের মুখোমুখী এসে পড়ে। এসময় সমস্যা সমাধানের নামে মা-বাবা আবার ছেলে-মেয়ের জীবনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে কোন মা-বাবাই তার ছেলে বা মেয়েকে পুত্রবধূ বা জামাই সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে কোন সদুপদেশ দিতে পারেন না। ফলে নতুন দম্পতির সমস্যা সমাধান তো দূরের কথা তা আরও জটিল রূপ পরিগ্রহ করে।

দাম্পত্যজীবনের প্রথম কয়েকটি বছর হলো সবচেয়ে ঘটনা বহুল ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই অনেক দাম্পত্য জীবন ভেঙ্গে পড়ে বা সম্পূর্ণ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। কোন কোন দম্পতি অবশ্য এই অবস্থাতেই বিবাহকে টিকিয়ে রাখে এবং কোন কারণে তালাক বা বিচ্ছেদের চেয়ে এই স্বনির্মিত কারাগারকে মেনে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে। অনেকে এই সময়ে সত্যি সত্যি দাম্পত্য সঙ্গীটিকে ভালভাবে বুঝতে পারে বা চেষ্টা করে এবং অপেক্ষাকৃত স্বস্তিকর একটি জীবন পদ্ধতি খুঁজে বের করে।

কিন্তু এইসব তিক্ত অভিজ্ঞতা, আপোষ কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের আগেই যদি এদেরকে দাম্পত্যজীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি স্বরূপ বিবাহের ভিত্তি ও আদর্শ সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দেয়া যেতো তাহলে তা কতই না সুন্দর হতো। আমার বিশ্বাস আশু ভবিষ্যতে এমন এক দিন আসবে যখন সমাজে এ ধরণের "প্রাক্ বিবাহ শিক্ষা"র আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এই ধরণের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করেই বর্তমান গ্রন্থখানি রচিত। এই গ্রন্থে দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন দিক ও সমস্যা তুলে ধরে সেগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে আমি পবিত্র কোরআন, নবী পাক (সাঃ) এর হাদীস এবং ভুলত্রুটির উর্ধ্বের ইমাম(আঃ)দের দৃষ্টান্ত ও নির্দেশাবলীর ওপর নির্ভর করেছি। পাশাপাশি তথ্য, পরিসংখ্যান এবং আমার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।

দাম্পত্য জীবনকে কি করে অধিকতর সুখী ও সুন্দর করে তোলা যায় সে ব্যাপারে কিছু সাধারণ নির্দেশ ও নিয়মাবলী এই গ্রন্থটিতে আমি দেবার চেষ্টা করেছি। একথা ভাববার কোন অবকাশ নেই যে সমস্ত দাম্পত্য সমস্যার সমাধানই আমার এই বই পড়বার মাধ্যমে মিলে যাবে। আমরা আশা রাখি যে যারা দাম্পত্য তথা পারিবারিক সমস্যার মধ্যে রয়েছেন তারা এই বই পড়বার মাধ্যমে অধিকতর সচেতনতা এবং দূরদৃষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

যারা দাম্পত্য বিষয়ক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন তাদের কাছে এই প্রত্যাশা যে পারিবারিক দ্বন্দ-কলহে যারা পীড়িত ও বিক্ষুব্ধ তাদেরকে সহায়তা করবার ব্যাপারে তারা কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন।

বর্তমান গ্রন্থটি দু'টি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য এবং দ্বিতীয় খন্ডে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য বিবৃত হয়েছে। তবে নারী ও পুরুষ সবার প্রতিই এই অনুরোধ যে সম্পূর্ণ বইটিই পড়বেন। কেবল তাহলেই আলোচ্য বিষয়টি সম্যকভাবে বোঝা সম্ভব হবে। কেবলমাত্র একটি খন্ড যদি পড়া হয় তাহলে যতটুকু শেখা হবে সেটা একপেশে হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু উভয় অংশ পড়বার মাধ্যমে তা এড়ানো যেতে পারে।

ইব্রাহীম আমিনী
জুলাই, ১৯৭৫

সূচীপত্র

প্রথম খন্ড -	১
নারীর কর্তব্য -	৩
বিবাহের উদ্দেশ্য	৩
স্বামীর সঙ্গে বসবাস	৬
দয়াশীলতা	৮
স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা	৯
ছিদ্রান্বেষণ এবং অভিযোগ	১১
আনন্দদায়ক স্বভাব	১৪
ভুল কামনা	১৭
স্বামীর জন্য সান্তনা প্রদানকারী হউন	১৮
প্রশংসাকারী হউন	২০
ছোটখাট দোষ ত্রুটিকে অবহেলা করুন	২২
আপনার স্বামী ছাড়া অন্য কারও দিকে চোখ দেবেন না	২৪
ইসলামী হিজাব বা পর্দা	২৫
স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রবণতা	৩০
স্বামীর পেশার সঙ্গে মানিয়ে নিন	৩২
জন্মস্থান থেকে দুরে দুরে অবস্থান করতে হলে	৩৫
যদি আপনার স্বামী ঘরে বসে কাজ করেন	৩৭
স্বামীর উন্নতিতে সাহায্য করুন	৩৯
সতর্ক থাকুন যেন তিনি বিপথে পা না বাড়ান	৪০
সন্দেহপরায়ণ স্ত্রী	৪৪
স্বামীর নিন্দায় কান দেবেন না	৫৫
মাতার উপর স্বামীর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার	৫৮
ঘরের মধ্যেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য বজায় রাখুন	৬৩
তার প্রতি মায়ের মত মমতা দেখান	৬৫
গোপন কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করবেন না	৬৬

স্বামীর পরিচালনা মেনে নিনি	৬৭
সংকটের সময় স্বামীর সহায় হউন	৬৯
কথা বলতে অস্বীকার করবেন না কিংবা গোমরামুখো হয়ে থাকবেন না	৭১
স্বামী রেগে গেলে আপনি চুপ করে থাকুন	৭৪
পুরুষদের নানারকম শখ	৭৬
ঘরদোরের দেখাশোনা	৭৬
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৭৯
সাজানো গোছানো বাড়ীঘর	৮১
বাসনপত্র ভাগ করে গুছিয়ে রাখা	৮২
রান্না বান্না	৮৫
অতিথি আপ্যায়ণ	৮৯
পরিবারের বিশ্বস্ত আমনতদার	৯৬
নারীর পেশা বা চাকুরী	৯৭
নিজের অবসর সময় নষ্ট করবেন না	১০১
শিশু পালন	১০৪
দ্বিতীয় খন্ড -	১১৩
পুরুষের কর্তব্য -	১১৩
পরিবারের অভিভাবক	১১৩
আপনার স্ত্রীর যত্ন নিন	১১৪
আপনার স্ত্রীকে ভালবাসুন	১১৪
আপনার স্ত্রীকে মর্যাদা প্রদর্শন করুন	১১৭
সুন্দর আচরণ করুন	১২০
অকারনে অভিযোগ করতে থাকা	১২৫
কথায় কথায় ঝগড়া	১২৮
তাকে শান্ত করুন	১৩০
খালি দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়াবেন না	১৩১
নিন্দুকের কথায় কান দেবেন না	১৩৪

তার ভুল ত্রুটি উপেক্ষা করুন	১৪০
মনোযোগী হউন	১৪৮
পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাপারে স্বামীর ক্ষমতা	১৫২
সন্দেহপরায়ণ পুরুষ	১৫৬
অবিশ্বস্ত নারী	১৬৪
অন্য নারীদের পিছু ছুটবেন না	১৬৬
স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন	১৬৯
বাড়ীতেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন	১৭১
স্ত্রীর সেবা ও যত্ন	১৭৩
পারিবারিক অর্থনীতি	১৭৫
সংসারের কাজে কর্মে সাহায্য করুন	১৭৮
দেরী করে বাসায় ফিরবেন না	১৭৯
বিশ্বস্ত হউন	১৮১
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	১৮৩
মা-বাবা হওয়া	১৮৫
গর্ভাবস্থা ও সন্তান প্রসব	১৯৩
শিশুপালনে সহযোগিতা	১৯৬
নিজেদের বিরোধ মেটাতে সবচেয়ে বড় বাধা	১৯৮
তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ	২০০
তথ্য নির্দেশনা	২০৬

بسم الله الرحمن الرحيم

নারীর কর্তব্য

বিবাহের উদ্দেশ্য

বিবাহ প্রত্যেক মানুষের জন্য একটি প্রাকৃতিক নিয়মের মত। এ থেকে যে সব ভাল ফল পাওয়া যায় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঃ

(১) বিবাহের মাধ্যমে একটি পরিবারের সৃষ্টি হয় যা মানুষকে মানসিক শান্তি ও স্থিতি দেয়। যে বিয়ে করেনি তার অবস্থা হলো নীড়হারা পাখীর মত। জীবনের উদ্দামতাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বিবাহ একটি আশ্রয় কেন্দ্রের কাজ করে। জীবন সঙ্গী নির্বাচিত করে সুখদুঃখকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য এ হলো এক মহৎ মাধ্যম।

(২) প্রাকৃতিক শারীরিক চাহিদা একটি জোরালো এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শান্ত এবং স্থিতিশীল পরিবেশে শারীরিক চাহিদার তৃপ্তি লাভ করার জন্য একজন সঙ্গীর প্রয়োজন। যারা বিবাহকে এড়িয়ে যায় তারা প্রায়শঃ শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতার শিকার হয়। যুব সমাজের বিয়েতে অনীহা কিছু কিছু অস্থিরতা ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে।

(৩) বংশ বিস্তারঃ বিবাহের মাধ্যমে মানবতার প্রবহমানতা বজায় থাকে। এর অন্যতম পরিণতি সন্তান উৎপাদন আর পরিবারের ভিত্তিকে স্থায়ী করতে সন্তানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে সন্তান মা-বাবার জন্যে প্রকৃত আনন্দের উৎস হিসেবে কাজ করে। বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনকে পবিত্র কোরআন এবং হাদিসে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন ঃ

"এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে যে তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জন্য সাথী সৃষ্টি করেছেন ..." (৩০ : ৩১)

"নবী করিম (সাঃ) বলেছেনঃ '*ইসলামে বিবাহের মত আর কোন পবিত্র কাঠামো গড়ে ওঠে নাই*'।" [১]

"ইমাম আলী (আঃ) বলেছেনঃ 'বিয়ে কর কারণ এ হলো আল্লাহ্র নবী (সাঃ) - এর সুন্নাত"। [২]

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেছেনঃ *'যারা আমার পথ অনুসরণ করতে চায় তারা যেন বিবাহ করে এবং বিবাহের মধ্য দিয়ে তাদের বংশধর তৈরি করে (মুসলিম জনগোষ্ঠির সংখ্যা বৃদ্ধি করে) যেন পুনরুত্থানের দিন আমার বৃহৎ উম্মাহ্‌ (জাতি) অন্য উম্মাহ্‌র (জাতি) মোকাবেলা করতে পারে'* ।" [৩]

"ইমাম রেজা (আঃ) বলেছেনঃ 'একজন পুরুষের জন্য সবচাইতে বড় সম্পদ হলো একজন ঈমানদার নারী পাওয়া, যে নারী সেই পুরুষটিকে যখনই দেখবে তখনই সুখী হয়ে উঠবে এবং তার অবর্তমানে তার সম্পদ ও সম্মান রক্ষা করবে' ।" [৪]

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কেবল বিবাহের জৈবিক ও বস্তুগত দিকের কথা বলেছি। সঙ্গী বাছাইয়ের ফলে বা বংশবিস্তারের ফলে যে সব ভাল ফল পাওয়া যায় সেগুলো মানুষ বা পশু উভয়ের জন্যেই সমান। কিন্তু মানব সমাজে সত্যিকার অর্থে বিবাহের অর্থ কিছুটা ভিন্নতর। মানুষ এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র খেতে, পান করতে, ঘুমাতে অথবা হাসি কৌতুকে মেতে থাকতে এবং তারপর মরে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যেতেই আসেনি। এগুলো ছাড়াও মানুষের করার জন্য একটি বৃহৎ কর্মক্ষেত্র রয়েছে। মানুষকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে, সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে এবং সদাচারণের মাধ্যমে নিজের দেহ ও আত্মাকে বিকশিত ও পরিপুষ্ট করে তুলতে বলা হয়েছে। মানুষকে সেই পথ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে যা তাকে মহান আল্লাহ্‌র কাছাকাছি নিয়ে যাবে। মানুষ এই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে যেন আত্মাকে পরিশুদ্ধতার মাধ্যমে এবং ভালো ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে যেখানে ফেরেশ্‌তারাও পৌঁছাতে পারে না। মানুষ একটি অলৌকিক সৃষ্টি। সে এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে এই জন্য যে পার্থিব জীবনে এবং পরকালের জীবনের সুখকে নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ্‌র নবীর নির্দেশিত ধর্মের (ইসলামের) পথে চালিত হয়ে যেন কেয়ামতের পর শান্তিময় জীবনে বসবাস করতে পারে।

এজন্যই, বিবাহের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে আত্মিক দিক থেকে। একজন ধার্মিক লোকের কাছে বিবাহের উদ্দেশ্য হলো অসৎ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং আত্মাকে পাপ থেকে বিমুক্ত করা। এটা তার কাছে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের একটি পথ, এই অর্থে যে একজন ভাল উপযুক্ত সঙ্গী ইবাদতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যখন দু'জন ঈমানদার তাদের বিবাহের মাধ্যমে একটা পরিবার গঠন করে, তাদের যৌন সম্পর্ক তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সহৃদয়তাকে শক্তিশালী করে। এই জুটির জন্য কোন ধরণের কাম বিকৃতির ভয়াবহ আসক্তি কিংবা অনৈতিক আচরণের ক্ষেত্র তৈরী হয় না। আমাদের নবী (সাঃ) এবং ইমাম(আঃ)গণ বিবাহের ভিত্তিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন।

"নবী করিম (সাঃ) বলেছেনঃ *'যে বিবাহ করল সে তার ধর্মের অর্ধেক রক্ষা করল'।* "৫

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেনঃ 'বিবাহিত ব্যক্তির দুই রাকাত নামাজ আদায় অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তুর রাকাত নামাজের চাইতে উত্তম'।" ৬

মর্যাদাপূর্ণ সৎজীবনের জন্য একজন ঈমানদার, ধার্মিক ও সহমর্মী জীবনসঙ্গী অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যক্তির জন্য মন্দ কাজ পরিহার, অপরিহার্য ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও ইবাদত করার ক্ষেত্রেও এহেন সঙ্গী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী স্ত্রী উভয়েই যদি ধার্মিক হয় তাহলে তাদের পক্ষে যে ধর্মীয় লক্ষ্য অর্জনে নির্বিঘ্নে এগিয়ে যাওয়া সহজ হয় শুধু তাই নয় এ ব্যাপারে তারা একে অপরের প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে।

এটা কি কখনো সম্ভব যে একজন ঈমানদার আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবে তার স্ত্রীর সমর্থন ছাড়া ? একজন ধার্মিক পুরুষের পক্ষে কি সৎপথে জীবিকা অর্জন, ধর্মীয় সকল দিক মেনে চলা, সকল প্রকার ধর্মীয় বিধিবদ্ধ দান খয়রাত করা- যা তাকে অনেক অপচয় থেকে বিরত রাখে – এবং জনহিতকর কাজে অর্থব্যয় করা কি তার স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া সম্ভব ?

একজন ধার্মিক ব্যক্তি সবসময়েই তার সঙ্গীকে ভাল কাজের দিকে উৎসাহিত করে ঠিক যেমনভাবে একজন অসৎ ব্যক্তি তার সঙ্গীকে অসৎ পথে চালানোর জন্যে প্রলুব্ধ করে। এর থেকে অতঃপর এটাই যুক্তিসঙ্গত যে যারা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইবে তারা তাদের ভবিষ্যৎ অংশীদারের মধ্যে খোদাভীতি ও সদাচারণকে অপরিহার্য্য পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করবে।

"নবী করিম (সঃ) বলেছেনঃ *'যদি আমি এই দুই জগতের মধ্যে একজন মুসলমানকে ভালো কিছু দিতে পারতাম, আমি তাকে একটি বিনীত হৃদয় দান করতাম, একটি জিহ্‌বা দিতাম যা অনবরত আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে; এমন একটি শরীর দিতাম যা সকল দুর্ভোগ সহ্য করতে পারে এবং তাকে দিতাম একজন ধার্মিক সঙ্গীনী,যে যখন তাকে (পুরুষটিকে) দেখবে তখনই সুখী হয়ে*

উঠবে এবং তার অবর্তমানে তার (পুরুষটির) সম্পদ এবং নিজের সম্পদ রক্ষা করবে'।" [৭]

"এক ব্যক্তি নবী (সাঃ) এর কাছে এসে বললেনঃ 'আমার এমন একজন স্ত্রী আছে যে সবসময় আমার গৃহে আমাকে স্বাগত জানায়, যখনই আমি ঘরে ফিরি এবং যখন আমি ঘর থেকে বের হই তখন আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। যখন সে আমাকে অসুখী এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখে তখন সে সান্ত্বনা দিয়ে বলেঃ 'যদি তুমি জীবিকা নির্বাহের কথা চিন্তা কর, তুমি হতাশ হয়ো না, কেননা আল্লাহ্ই জীবিকা দান করেন; যদি তুমি আখেরের কথা চিন্তা কর তাহলে আল্লাহ্ যেন তোমার বুদ্ধিবৃত্তি ও সামর্থ্যকে বাড়িয়ে দেন।' একথা শুনে নবী (সঃ) বললেনঃ *'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সকল কাজ সমাধা করার জন্য এই পৃথিবীতে ভারপ্রাপ্ত ও কর্ম প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছেন এবং তোমার স্ত্রী তাদের মধ্যে একজন, এরকম একজন স্ত্রী একজন শহীদের অর্ধেকের সমান পুরস্কৃত হবে'*।" [৮]

"ইমাম আলী (আঃ) একই মনোভাব পোষণ করতেন যখন তিনি হযরত জাহ্রা (আঃ) এর প্রসঙ্গে বলেছিলেন। তিনি বলেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য তাঁর স্ত্রী তাঁর সবচাইতে বড় সাহায্যকারিণী। ইতিহাস থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, ইমাম আলী (আঃ) এবং হযরত জাহ্রা (আঃ) এর বিবাহের একদিন পর হযরত (সাঃ) সেখানে যান এবং তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন; তিনি ইমাম আলী (আঃ) কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তোমার স্ত্রীকে তুমি কিভাবে দেখেছ' ? ইমাম (আঃ) উত্তরে বললেনঃ 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র এবাদত করার জন্য জাহ্রাকে সর্বোত্তম সাহায্যকারী হিসাবে পেয়েছি'। নবী (সঃ) তখন হযরত জাহ্রা (আঃ) কে একই প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেনঃ "তিনি একজন উত্তম স্বামী।" [৯]

ইমাম আলী (আঃ) একই বাক্যে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীকে উপস্থাপন এবং বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।

স্বামীর সঙ্গে বসবাস

একজন স্ত্রীর প্রাথমিক কাজ হলো স্বামীর সার্বিক যত্ন নেয়া। এ কাজ খুব সহজসাধ্য নয়। যেসব স্ত্রীলোকের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোন ধারণা নেই তাদের এক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। এই কর্মক্ষেত্রটি এরকম যেখানে তার

প্রয়োজন হয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক অনুভূতির, রুচিসম্মত ও অকপট আচরণের। সফল স্ত্রী হবে এমন নারী যে তার স্বামীর হৃদয়কে জয় করবে এবং তার সকল আরামের উৎস হয়ে উঠবে। তাঁকে হতে হবে এমন নারী যে স্বামীকে ভালো কাজের জন্য উৎসাহিত করবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেবে। সে তার স্বামীর শারীরিক সুস্থতা ও ভালো থাকার সমস্ত উপকরণের যথাযথ ব্যবস্থা করবে। স্ত্রীর এই সহায়তা একজন পুরুষকে দয়ালু ও শ্রদ্ধাভাজন স্বামীতে পরিণত করবে এবং ছেলেমেয়েদের জন্য দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন, শ্রদ্ধাভাজন গাইড বা অভিভাবক হিসাবে পরিবারের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ হতে সক্ষম করবে। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্তায়ালা মহিলাকে এক অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী করেছেন। পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি এবং দুর্ভাগ্য সবই তার উপর নির্ভরশীল। নারী তার ঘরকে বানাতে পারে বেহেশ্ত আবার তেমনি জ্বলন্ত দোজখেও পরিণত করতে পারে। সে তার স্বামীকে সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় তুলে দিতে পারে আবার তাকে নিয়ে যেতে পারে দুর্ভাগ্যের তলদেশে। গুণবতী নারীর এই সফলতা আল্লাহ্র দান, সে তার স্বামীর প্রতি কর্তব্য সচেতন, এবং স্বামী যদি ক্ষুদ্রতমও হয়ে থাকে তবুও সে তাকে সবচাইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিতে উন্নীত করতে পারে।

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি লিখেছেনঃ "স্ত্রী লোকের এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে যে, সে যাই ইচ্ছে করে তা পেতে পারে।" ১০

ইসলামে স্বামীর সেবা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একে জিহাদ (আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ) এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। "ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন: 'একজন স্ত্রীলোকের জিহাদ হলো তার স্বামীকে ভালো রাখা'।" ১১

সীমানা রক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচার রক্ষায় জিহাদ হলো আল্লাহ্র পথে পবিত্র যুদ্ধে রত হওয়া যা ইসলামে একটি উচ্চতর সম্মানের আসনে আসীন, এটা আল্লাহ্র উচ্চতম পর্যায়ের একটি ইবাদত।

"নবী করিম (সাঃ) বলেছেন: 'যে মহিলা এমন অবস্থায় মারা গেলেন যখন তাঁর স্বামী তাঁর উপর সন্তুষ্ট রয়েছে, তিনি বেহেশ্তগামীনী হবেন'।" ১২

"নবীজী (সাঃ) আরও বলেছেন: '*যদি কোন মহিলা তার স্বামীর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সে আল্লাহ্র প্রতি তার কর্তব্যকেও পালন করে নাই*'।" ১৩

দয়াশীলতা

প্রত্যেকেই দয়াশীলতা ও বন্ধুত্বের আকাঙ্খী। সকলেই অন্যের ভালোবাসা কামনা করে। ভালোবাসায় মানুষের হৃদয়ের সতেজতা বাড়ে। ভালোবাসা-হীন মানুষ নিজেকে একা এবং পরিত্যক্ত মনে করে। প্রিয় নারী ! আপনার স্বামী এর থেকে ব্যতিক্রম নয়, সেও ভালোবাসা ও আনুগত্য চায়। বিয়ের আগে তার প্রতি তার পিতামাতার ভালোবাসা তার এই চাহিদা পূরণ করেছে, কিন্তু এখন সে চায় আপনি এটা পূরণ করবেন। পুরুষরা তার সঙ্গীনীর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার প্রত্যাশায় থাকে যা সকল মানুষই কামনা করে। সে কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করে আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে। সে তার জীবনের সমস্ত কঠোরতাকে ভাগাভাগি করে নিতে চায় এবং একজন সত্যিকারের সঙ্গী হিসেবে আপনার সুখের জন্য এত বেশী যত্নবান থাকে অনেক সময় যা মা বাবার চেয়ে বেশী। সুতরাং সবসময় তাকে উৎসাহিত করুন এবং ভালবাসুন। তিনিও আপনাকে ভালোবাসবেন। ভালোবাসা একটি পরস্পরমুখী সম্পর্ক যা হৃদয়কে একত্রিত করে।

তেহ্‌রান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা একটি বিশ বছর বয়স্ক তরুণ ঊনচল্লিশ বছর বয়স্ক এক মহিলার প্রেমে পড়ল যে তার বাড়ীওয়ালী ছিল। এটা সম্ভব হয়েছে এজন্য যে প্রবাসী তরুণটির মনের মাতৃস্নেহের জন্য তৃষিত শূন্যস্থানটি সেই মহিলা সহৃদয়তার সঙ্গে অনুভব করেছিল। [১৪]

যদি ভালোবাসা এভাবে পরস্পরমুখী হয় তাহলে বিয়ের ভিত্তি দৃঢ় হয় এবং বিচ্ছেদের সম্ভাবনাও কম থাকে। কখনো গর্বের সঙ্গে একথা ভাববেননা যে আপনার স্বামী আপনার প্রতি প্রথম নজরেই প্রেমে পড়েছে। এই ধরনের ভালোবাসা ক্ষণস্থায়ী। একটি দীর্ঘস্থায়ী ভালোবাসা দয়াশীলতার মধ্যে দিয়ে এবং একটি স্থায়ী আনুগত্য গভীর বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে।

যদি আপনি স্বামীকে ভালোবাসেন এবং তাকে বন্ধুত্ব দেন তাহলে সে সুখী হবে এবং সে আপনার ভালোর জন্য স্বেচ্ছায় কষ্ট করবে এবং নিজেকে উৎসর্গ করবে। স্বামী যদি স্ত্রীর ভালোবাসা উপভোগ করে তাহলে সে ভগ্নস্বাস্থ্য কিংবা মানসিক সমস্যার শিকার হয় না। যদি স্বামী স্ত্রীর উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সে কঠোর হবে এবং বাড়ীতে ফিরতে বিমুখ হবে। সে অধিকাংশ সময়ই বাইরে কাটাতে এবং অন্যের বন্ধুত্ব ও মনোযোগের প্রত্যাশী হবে। সে হয়তো নিজেকে বলবে: "কেন আমি কাজ

করি এবং তাদের পালন করি যারা আমাকে পছন্দ করে না ? আমার উচিত নিজের আনন্দ নিজে উপভোগ করা এবং একটি খাঁটি বন্ধু খুঁজে বের করা।"

আবার অনেক স্ত্রী রয়েছে যারা তাদের স্বামীকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে স্বামীর কাছে তা প্রকাশ করে না। বন্ধুত্বের বন্ধনের জন্য এরকম অবস্থান যথেষ্ট নয়। প্রায়শই এরকম বলা ভালো যে "আমি তোমাকে ভালোবাসি," "তোমাকে অনুভব করছি," অথবা "তোমাকে দেখে খুবই ভালো লাগছে", এই বাক্যগুলো ভালো সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে প্রায় অপরিহার্য। যখন স্বামী বাইরে দূরে কাজে যান স্ত্রীর উচিত তাকে চিঠি লিখে জানানো যে সে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে বিমর্ষ বোধ করছে। যদি তার অফিসে টেলিফোন থাকে তাহলে স্ত্রী মাঝে মাঝে সেখানে ফোন করতে পারে, তবে রোজ নয়। নিজের ও স্বামীর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের কাছে তার অবর্তমানে তার প্রশংসা করা উচিত এবং যখন এদের মধ্যে কেউ তার স্বামীর নিন্দা করে তখন তার উচিত স্বামীর পক্ষে মত দেওয়া।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ভালোবাসার এই বন্ধনকে ও স্বামী স্ত্রীর এই আকর্ষণকে কোরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

> "এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে এই যে তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জন্য সঙ্গী তৈরী করেছেন যাতে করে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক দয়া ও ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল লোকদের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।" (৩০:২১)

"ইমাম রেজা (আঃ) বলেছেন ঃ 'কোন কোন স্ত্রীলোক তাদের স্বামীদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ যারা তাদের ভালোবাসা ও আনুগত্যকে প্রকাশ করে'।" [১৫]

স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা

কারও কাছ থেকে শ্রদ্ধা পাওয়ার ইচ্ছা একটি সহজাত প্রবণতা, কিন্তু সবাই এই জিনিসটি সহজে দিতে চায় না। আপনার স্বামী যখন বাড়ীর বাইরে যায় তখন অনেক লোকের সংস্পর্শে আসে। তাদের ভেতর কারও দুর্বিনীত আচরণ তাকে বিমর্ষ করে তুলতে পারে। একজন স্বামী হিসাবে সে চায় তার স্ত্রী তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে এবং বাড়ীতে তাকে এমন ভাবে উৎসাহিত করবে যাতে করে তার অবনমিত অহং উন্নত হয়ে উঠে।

স্বামীর প্রতি এই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন আপনাকে কখনও খাট করবে না, বরং উন্নততর জীবনে প্রবেশের যুদ্ধে এটি তাকে শক্তি ও উৎসাহ জোগাবে। আপনার উচিত তাকে সব সময় উৎসাহিত করা এবং এমনভাবে উৎসাহিত করবেন যার সঙ্গে শ্রদ্ধা জড়িত থাকে। যখন সে কথা বলতে থাকবে তখন তার কথার মধ্যে কথা বলবেন না। যত্নের সঙ্গে বিনীতভাবে উচ্চকণ্ঠ পরিহার করে তার সঙ্গে কথা বলবেন। যখন কোথাও দু'জনে মিলে যাবেন তখন সেখানে তাকে আগে প্রবেশ করতে দেবেন। অন্যের সামনে তার প্রশংসা করবেন। আপনার সন্তানদের বলবেন তাকে শ্রদ্ধা করতে এবং কখনও যদি তারা কোন অশ্রদ্ধেয় আচরণ করে তবে তাদের তিরস্কার করবেন। আত্মীয় স্বজনের সামনে মেহ্মানদের প্রতি যেমন মনোযোগ দেবেন তেমনি তার প্রতিও সমান মনোযোগী ও শ্রদ্ধাশীল হবেন।

যখন তখন তিনি বাড়ীতে ফিরে দরজায় কড়া নাড়েন তখন আপনার উচিত হাসিমুখে দরজা খুলে দেওয়া। হাসিমুখের এমনই প্রভাব যে তা একজন ক্লান্ত মানুষের আত্মাকে সতেজ করে তোলে। কোন মহিলা এটা ভাবতে পারে যে এই ব্যবহারটি অদ্ভূত। মনে হচ্ছে স্বামীকে এমনভাবে আমন্ত্রণ জানানো যেন সে একজন মেহ্মান। এমন মনে করাটা ঠিক নয় কারণ যে লোকটি পরিবারের উন্নতির জন্য সারাদিন খেটে খুটে এল সে অবশ্যই কিছু সম্মান ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। তাই প্রথমেই অভ্যর্থনা জানালে আগত ব্যক্তির মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। একথা যেমন মেহ্মানদের জন্য সত্য তেমনি পরিবারের লোকদের জন্যও সত্য।

"পূণ্যময় নবীজী (সাঃ) বলেনঃ *'নারীদের কর্তব্য হলো সাড়া দেওয়া এবং স্বামীকে ভেতরে আহ্বান জানানো''*।" ১৮

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেনঃ 'সেই রমণী সৌভাগ্যবতী ও সফল যে তার স্বামীকে শ্রদ্ধা করে এবং তাকে খাটো করে না'। " ১৯

"আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেনঃ *'একজন স্ত্রীর কর্তব্যের মধ্যে স্বামীর হাত ধোয়ার পাত্র ও তোয়ালে এগিয়ে দেওয়া এবং তার হাত ধুইয়ে দেওয়ার কাজগুলি পড়ে'* ।" ২০

সতর্ক থাকুন যেন তাকে কখনও ছোট করে না ফেলেন। ঝাঁঝের সঙ্গে তার সাথে কথা বলবেননা, তাকে কখনো তিরস্কার করবেননা, তার প্রতি অমনোযোগী হবেন না এবং তাকে এমন কোন নামে ডাকবেননা যা তার

অপছন্দ। যদি আপনি তার বিরোধিতা করেন, একইভাবে সে আপনাকেও অসম্মান করবে। এভাবেই ভেতরের ভালোবাসা ও বিশ্বাস চলে যাবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার ঝগড়া ও আপত্তিগুলো বিচ্ছেদের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেবে। এমনকি যদি আপনি একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখেন তাহলেও আপনার জীবন নিশ্চয়ই কতগুলো বিক্ষুব্ধ মূহূর্তের সমাবেশ হয়ে দাঁড়াবে। শত্রুতার মনোভাব ও মানসিক অস্থিরতা একটি দম্পতিকে এমন একটি বিপজ্জনক অপরাধের অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে। নীচে বর্ণিত ঘটনাটি এধরণেরই একটি ঃ

"স্ত্রীর গালি খেয়ে একটি বাইশ বছর বয়স্ক তরুণ তার উনিশ বছরের স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। কোর্টে সে বলেঃ আমি এই মহিলাকে এক বছর আগে বিয়ে করি। প্রথম দিকে আমার স্ত্রী আমাকে ভীষণ ভালোবাসতো। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই সে পাল্টে গেল এবং আমাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করল। সে যে কোন ঘটনা উপলক্ষ করে আমাকে গালাগালি করতো এবং আমাকে নিয়ে কৌতুক করতো। আমার বাম চোখের টেরা দৃষ্টির জন্য আমাকে "অন্ধ গাধা" বলতো। এক দিন সে আমাকে "অন্ধ গাধা" বলে গালি দিতে আমি এতই রেগে গেলাম যে তাকে পনের বার ছুরি দিয়ে আঘাত করি।" ২১

"একজন একাত্তর বছর বয়স্ক লোক যে তার স্ত্রীকে হত্যা করেছিল তার ব্যাখ্যা ছিল ঃ হঠাৎই আমার প্রতি তার ব্যবহারের পরিবর্তন দেখা দিল এবং সে আমাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করল। একদিন সে আমাকে বলল "এই লোকটিকে বরদাস্ত করা অসাধ্য।" আমি বুঝতে পারলাম যে সে আমাকে আর ভালোবাসে না। আমি তার প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম এবং কুড়াল দিয়ে দুকোপে তাকে হত্যা করলাম।" ২২

ছিদ্রান্বেষণ এবং অভিযোগ

পৃথিবীতে এমন কেউই নেই যার প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে সমস্যা এবং অভিযোগ নেই। প্রায় প্রত্যেকেই এজন্য এমন একজন সহানুভূতিশীল লোককে চায় যাকে বিশ্বাস করা যায় এবং তার সমস্যার কথা বলা যায়। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে "সব কিছুরই একটি স্থান ও সময় থাকে।" অভিযোগ করার সঠিক সময় এবং সুযোগ সম্পর্কে প্রত্যেকের বিবেচনাশীল হওয়া প্রয়োজন। অনেক মূর্খ ও স্বার্থপর স্ত্রীরা এটা বুঝতে পারে না যে

তাদের স্বামীরা সারাদিনের পরিশ্রম শেষে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফেরে। এক দুই ঘন্টা পর সে যখন তার পূর্বাবস্থায় ফেরে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই তারা তাদের অভিযোগের এবং নালিশের বন্যায় তাকে আক্রমণ করে বসে। অপেক্ষার পরিবর্তে এসব স্ত্রী বলতে থাকে: "তুমি আমাকে এইসব জঘন্য ছেলেমেয়েদের ভার দিয়ে বাইরে চলে যাও। আহ্‌মদ রুমের সামনের কাঁচটা ভেঙ্গে ফেলেছে। মেয়েরা মারামারি করেছে। আমি ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচিতে অস্থির হয়ে পড়েছি। হাসান একদমই পড়াশোনা করছে না, সে খুব খারাপ রেজাল্ট করেছে। আমি সারাদিন অত্যন্ত পরিশ্রম করেছি এবং ভীষণ ক্লান্ত। কেউই আমার কথায় কান দিচ্ছে না। এই বাচ্চারা ঘরের কাজে আমাকে কোনই সাহায্য করে না। আমার মনে হয় আমার কোন বাচ্চাকাচ্চা না হলেই ভালো হতো। আর হ্যাঁ শোনো তোমার বোন এসেছে আজ। আমি জানি না তার কি হয়েছে, সে এমন ভাব করছে যেন আমি তার বাবার সমস্ত সম্পদ গ্রাস করে ফেলেছি। আমার মনে হচ্ছে গতকাল মোহাম্মদের বিয়েতে আমার যাওয়া উচিত হয়নি। তোমার রশিদের স্ত্রীকে দেখা উচিত। কি তার পোশাক পরিচ্ছদ ! আল্লাহ্‌র উচিত ছিল আমাকে এরকম ভাগ্য দেওয়া। কেউ কেউ তাদের স্ত্রীকে সত্যি সত্যি ভালোবাসে এবং তাদের জন্য দামী ও সুন্দর জিনিস কিনে দেয়। তারাই সত্যিকারের স্বামী। যখন রশিদ কোথাও যায় তখন প্রত্যেকেই তাকে সম্মান করে। এটা তো সত্যি লোকজন মানুষের পোশাকের সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। কি তার আছে যা আমার নেই ? তাহলে সে কেন আমার চেয়ে বেশী প্রাধান্য পাবে ? হ্যাঁ তার সৌভাগ্য যে সে এমন একজন স্বামী পেয়েছে যে তাকে ভালোবাসে। সে তোমার মত নয়। আমি এই জঘন্য বাড়ীতে আর বসবাস করতে পারছি না, তোমাকে এবং তোমার বাচ্চাদের দেখাশোনাও করতে পারবো না। সুতরাং তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।"

অথচ এই ধরনের আচরণ এবং মনোভাব খুবই ভুল। এই ধরনের স্ত্রীলোকেরা মনে করে এদের স্বামীরা প্রত্যেকদিন সকাল বেলা বেরিয়ে পড়ে কোন একটি পিকনিকের উদ্দেশ্যে।

লোকেরা প্রতিদিন বাইরে হাজার হাজার সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রিয় নারী ! আপনি জানেন না আপনার স্বামী কিভাবে কাজের ভেতর নিক্ষিপ্ত হয়।

আপনি জানেন না সমস্ত দিন তাকে কতো কঠোর ও বিরক্তিকর লোকের সঙ্গে কথা বার্তা বলতে হয়। সুতরাং সে যখন ঘরে ফেরে, আপনার উচিত নয় সব অভিযোগ একনাগাড়ে তার সামনে বলে যাওয়া। সে নিজে একজন পুরুষ এজন্য নিজেকে দোষী মনে নাও করতে পারে। তার প্রতি সুন্দর ও বিবেচনাপূর্ণ আচরণ করুন। যদি আপনি আক্ষেপ এবং অভিযোগ করে তার ভীতি এবং শারিরীক ও মানসিক যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দেন তখন সে হয়ত ঝগড়া শুরু করবে অথবা বাড়ী থেকে বের হয়ে কোন কাফে, সিনেমায় অথবা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে।

অতএব, প্রিয় নারী! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে, সময়ে অসময়ে অভিযোগ করার অভ্যাস থেকে নিজেকে সংযত করুন। একটি সঠিক সময় খুঁজে নিয়ে আপনার সত্যিকারের সমস্যাগুলো উপস্থাপন করুন, অনুযোগের ভঙ্গিতে নয় বরং আলাপ আলোচনার ভঙ্গিতে। এইভাবেই আপনি একটি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন এবং পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করবেন।

"ইসলামের নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ *'যে স্ত্রী তার স্বামীকে জিহ্‌বা দিয়ে তাড়না করে তার প্রার্থনা আল্লাহ্‌ শোনেন না যদিও সে প্রতিদিনই রোজা রাখে, প্রতি রাত্রেই নামাজের জন্য জাগে, কোন দাস দাসীকে মুক্ত করে দেয় এবং আল্লাহ্‌র পথে তার সম্পদ ব্যয় করে। মুখরা স্ত্রী যে তার স্বামীকে এভাবে কষ্ট দেয় সেই দোজখে প্রথম প্রবেশ করবে'*।" ২৩

"পূণ্যবান নবী (সাঃ) আরও বলেছেনঃ *'যে নারীরা স্বামীদের এমন ভাবে নির্যাতন করে বলে: 'আল্লাহ্‌ তোমার যেনো মরণ দেয়।' বেহেশ্‌তের হুরীরা তাদের বলবেঃ 'তোমাদের স্বামীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার কোরোনা। এই লোকটি তোমার নয়, তুমি তাকে চাইতে পারো না। শীগগীরই এ তোমাকে ত্যাগ করবে এবং আমাদের কাছে চলে আসবে'*।" ২৪

আমি এটা কিছুতেই বুঝতে পারি না যে এ ধরনের মহিলারা তাদের অসন্তোষ ভরে বিড় বিড় করা দ্বারা কি ফল লাভ করে থাকে। যদি তারা স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে অথবা নিজেদের সুবিধা লাভের জন্য নিজেদের জাহির করতে চায়, তাহলে অবশ্যই তারা ঠিক কাজটিই করে যা দিয়ে স্বামীকে উত্যক্তই করে থাকে। যদি তারা স্বামীদের দুঃখ দিয়ে হতাশায় নিমজ্জিত করতে চায়, উল্টা মানসিক সমস্যায় পর্যুদস্ত করে তুলতে চায়

সেক্ষেত্রে তারা সঠিক কাজটিই করে !

প্রিয় নারী! যদি আপনি আপনার এবং পরিবার ও স্বামীর প্রতি যত্নবান হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার উচিত অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক আচরণ পরিহার করা। কখনও কি একথা চিন্তা করেছেন যে আপনার দুর্ব্যবহার পরিবারকে ভাঙ্গনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে ?

"একজন ডাক্তার কোর্টে সাক্ষ্য দিয়েছেন এভাবেঃ 'আমি আমার বিবাহিত জীবনের সমগ্র সময়ে আমার স্ত্রীকে প্রকৃত গৃহবধূর মত আচরণ করতে দেখি নাই। আমাদের ঘর সবসময়েই অগোছালো থাকতো। সে সব সময়ই চিৎকার করতো এবং তিরস্কার করত। আমি তার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছি।' স্ত্রীকে কিছু অর্থ প্রদান করে সে বিচ্ছেদ নিয়ে নেয়। ডাক্তারটি আনন্দের সঙ্গে বলছিলঃ 'যদি সে আমার সমস্ত সম্পদও চাইত এমনকি আমার মেডিকেলের ডিগ্রিটা, আমি তাও তাকে দিয়ে দিতাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য।" ২৫

আনন্দদায়ক স্বভাব

যার সুন্দর স্বভাব এবং আনন্দপূর্ণ মেজাজ রয়েছে সে জীবনের সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখীও আনন্দমুখরতা নিয়ে দাঁড়ায়। এধরনের মানুষের প্রতি অন্যরা আকৃষ্ট হয় এবং এদের বন্ধুত্ব কামনা করে। যে ব্যক্তি আনন্দপূর্ণ মেজাজ ও ব্যবহারের অধিকারী সে সহজাত ভঙ্গীতে জীবনের সংকটগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে যা মানসিক প্রশান্তির একটি অন্যতম উপায়।

ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেনঃ "আনন্দময় জীবনের চাইতে আর কোন জীবনই বেশী কাম্য নয়।" ২৬

একজন দুর্বল চরিত্রের লোক প্রায়ই বিষাদপূর্ণ জীবন যাপন করে এবং যারা তার সাথে জড়িত হয় তাদেরও উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখে। এধরণের লোকেরা অভিযোগ করতে ভালোবাসে এবং জীবনের অসারতা নিয়ে উচ্চকণ্ঠে আলাপ করে। এই প্রবণতাগুলো তখন নানারকম মানসিক সমস্যার কারন হয়ে দাঁড়ায় এবং ব্যক্তির জীবনের এহেন নেতিবাচক মনোভাবের কারণে সৃষ্ট উদ্বেগ ও শূন্যতাবোধ অন্যান্য অনেক রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

"নবীজী (সঃ) বলেছেনঃ *'মানুষের বদমেজাজ ও মনোভাব স্থায়ী যন্ত্রণা ও ভোগান্তির সৃষ্টি করে'*।" ২৭

সঠিকভাবে ভালো এবং আনন্দজনক স্বভাব সবার জন্যই প্রয়োজনীয় এবং দম্পতিদের জন্যও যদি তারা একসঙ্গে জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রিয় নারী! যদি আপনি স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে একটি আনন্দঘন জীবন যাপন করতে চান, তাহলে আপনার মনোভাবকে সহজ এবং সুন্দর করে তুলুন। ভাল স্বভাবের হন এবং ঝগড়া করবেন না। আপনিই ঘরকে বানাতে পারেন অতুলনীয় বেহেশত্ আবার তা জ্বলন্ত নরকেও পরিণত করতে পারেন। আপনি হতে পারেন দয়া ও ক্ষমার প্রতিমূর্তি, যার কাছে স্বামী ও সন্তানেরা পেতে পারে অনাবিল শান্তি। আপনি কি জানেন একটু হাসিমুখ এবং মিষ্টি ভাষা দিয়ে তাদের অন্তরে কিভাবে কতবড় জায়গা করে নিতে পারেন ? আপনার সুন্দর মুখটি তাদের মনকে সতেজ করে তোলে, যখন তারা স্কুলে এবং অফিসের উদ্দেশ্যে বাইরে বের হয় তখন মনে থাকে একটি সুন্দর দিনের সূচনা। অতঃপর যদি আপনি স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জীবনের গুণগত দিকটি সম্পর্কে চিন্তা করেন, কখনই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করবেন না। সব সময়েই ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে থাকুন কারণ বিয়ের স্তম্ভটি সদ্ব্যব্যবহারের নীতির উপর স্থাপিত।

বিবাহ বিচ্ছেদের বেশীর ভাগ ঘটনাই ঘটে পুরুষ ও নারীর স্বভাবের অমিলের জন্য। বিচ্ছেদের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে এসব দম্পতিদের মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার মনোভাব, নৈতিকতা বোধ, স্বভাব এবং মতৈক্যের অভাব ছিল। পারিবারিক ঝগড়া ও সংঘর্ষের প্রধান উৎস হলো দম্পতিদের নৈতিকতার নিয়ম ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে খাপ খাওয়ানোর অপারগতা। এক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নীচে দেওয়া হলো ঃ

"১৯৬৮ সালে ১৬০৩৯টি বিয়ে সংক্রান্ত কেসের ভেতর ১২৭৬০টি নীতির ক্ষেত্রে অমিল রয়েছে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। ১৯৬৯ সালে ২৬০৫৮টি কেসের মধ্যে ১১২৪৬টি কেসই ছিল অনুরূপ। এটা সত্যি যে শতকরা সত্তুর ভাগ পারিবারিক ঝগড়াই এই ইস্যুতে হয়ে থাকে"। ২৮

"একজন মহিলা কাউন্সেলরের সামনে এই অভিযোগ করেন যে, তার স্বামী সব সময়েই দুপুর ও রাতের খাবার বাইরে খান। তার স্বামী তখন বাইরে খাবার কারণ ব্যাখ্যা করল এভাবে যে তার স্ত্রীর কোন গঠনমূলক মনোভাব

নেই এবং তার স্ত্রীকে বলা যায় এই দুনিয়ার সবচেয়ে বদ মেজাজী মহিলা। স্ত্রীটি তৎক্ষনাৎ উঠে দাড়ালো এবং জাজদের সামনেই স্বামীকে পিটানো শুরু করল।" ২৯ নির্বোধ মহিলাটি ভেবেছিল যে অভিযোগ করে, তিরস্কার ও নির্যাতন করে সে তাকে ঘরে ফেরাতে পারবে। সবচাইতে সহজ ও বুদ্ধিমত্তার পথটি সে এড়িয়ে গেছে যা ছিল বিবেচনাপূর্ণ এবং সঠিক।

"আরও একজন মহিলা কোর্টে এই বলে অভিযোগ করেন যে, তার স্বামী তার সাথে পনের মাস ধরে কথা বলে না এবং পারিবারিক খরচ খরচা সে তার মায়ের মাধ্যমে চেয়ে পাঠায়। তার স্বামী এর উত্তরে বলেন যে তিনি তার স্ত্রীর অনেক দুর্ব্যবহারের ফলে এই পনের মাস কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"৩০

বেশীরভাগ পারিবারিক সংঘর্ষ দয়াশীলতা, সমবেদনা এবং সদ্ব্যবহারের ফলে মীমাংসা হয়ে যায়। যদি আপনার স্বামী নির্দয় হন, যদি তিনি বাইরে খান, যদি তিনি নির্যাতনকারী হন, তার সম্পদ অপচয় করে বেড়ান, বিচ্ছেদ এবং আলাদা থাকার হুমকি দেন অথবা সংঘর্ষের আরও অনেক কারণ থাকে-এ সমস্তই দমন করার একটি মাত্র পথ রয়েছে। এই পথটি হলো ভালো স্বভাব এবং দয়ালু মনের অধিকারী হওয়া। এর মধ্যে দিয়ে সেই অসম্ভব অলৌকিক ঘটনাটি ঘটতে পারে।

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেনঃ 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালা সদ্ব্যবহার-কারীদের জন্য জিহাদ এর সমান পুরস্কার রেখেছেন। তার প্রতি দিনে ও রাতে আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হবে'।" ৩১

"ইমাম সাদিক (আঃ) আরও বলেছেনঃ 'যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্য এবং তার প্রতি দুর্ব্যবহার করে সে আল্লাহ্র করুণা থেকে বঞ্চিত এবং যে স্ত্রী তার স্বামীকে সম্মান করে, তার অনুগত এবং তার কোন দুঃখের করণ নয়, সে সমৃদ্ধ এবং সৌভাগ্যবতী'।" ৩২

"বর্ণিত আছে যে, আমাদের নবী (সাঃ) একজন ভালো মহিলার দেখা পেলেন যে রোজা রাখতো এবং প্রত্যেক রাতে নামাজ পড়ত। কিন্তু সে ছিল দুর্ব্যবহারকারীনী এবং তার প্রতিবেশীদের জিহ্বা দিয়ে তাড়না করত। পূণ্যময় নবী (সাঃ) বললেনঃ *'তার মধ্যে সত্যিকার ভালো কিছু নেই, সে দোজখে প্রবিষ্ট হবে'*।" ৩৩

ভুল কামনা

প্রিয় বোন ! আপনি বাসগৃহের কর্ত্রী। সুতরাং জ্ঞানী এবং সচেতন হউন। আপনার খরচের হিসাব রাখুন। আয় ও সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি বাজেট তৈরী করুন। কারও সাথে শত্রুতা বা প্রতিযোগীতা করবেন না। যদি কোন মহিলার পরিধানে এমন কোন সুন্দর পোশাক দেখেন অথবা কোন বান্ধবীর ঘরে এমন কোন সুন্দর আসবাবপত্র দেখেন যা কেনা স্বামীর আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে তাহলে স্বামীকে তা কিনে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন না। তার চেয়ে এটাই কি ভালো নয় যে যতদিন না আয় আরও একটু বেড়ে যায় অথবা একটু বেশী সঞ্চয় করে সেই শখের জিনিসটি ক্রয় করা যায় ততদিন অপেক্ষা করা ? বেশীর ভাগ মূর্খ ও স্বার্থপর মহিলা এইরকম অপচয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিমজ্জিত হয়। এই নারীরা তাদের স্বামীদের ঋণগ্রস্থ করে ফেলে এবং স্বামীরা স্ত্রীদের অপরিমেয় চাহিদার খায়েশ মেটাতে গিয়ে বিরক্তি ও হতাশায় ডুবে যায়। এই রমণীরা যারা বিয়ের মূল উদ্দেশ্য এবং অর্থ বুঝতে পারে না তারা মনে করে যে এটি এমন একটি বন্ধন যেখানে স্বামী তার ছেলেমানুষী ইচ্ছা এবং প্রয়োজন মেটানোর হাতিয়ার। তারা একথা মনে করে যে তাদের স্বামীরা তাদের দাস বিশেষ এবং এভাবে তারা উদ্দেশ্যহীন ব্যয় করতে থাকে। অনেক সময় এরা অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলে। তারা স্বামীদের দিয়ে এত খরচ করায় যা তাদের সাধ্যকে অতিক্রম করে যায় ফলে স্বামী তহবিল তছরূপ, খুন ও নানা রকম অপরাধের মধ্যে জড়াতে থাকে।

এই মহিলারা অন্যদের জন্য লজ্জার কারণ। যদি তার উচ্চাকাঙ্খা তার বিচ্ছেদের কারণ হয়, সে তার ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে, এবং তাকে এমন একটি জীবন কাটাতে হতে পারে যা একাকীত্বের। এই নারীদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিয়ের পথও প্রশস্ত নয়। যদিও তা সম্ভব হয় তাহলেও এটা স্থায়ী হবার সম্ভাবনা কম কেননা বেশীরভাগ মানুষই কোনও অযৌক্তিক সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে চায় না এবং তাদের নতুন স্বামীরা তাদের প্রথম স্বামীর মতই তাদের অপরিমেয় চাহিদা মেটাতে অক্ষম হবে।

প্রিয় বোন ! লোভ থেকে নিজেকে বিরত করুন। যৌক্তিক হওয়ার চেষ্টা করুন। পরিবারের ভালোর জন্য চেষ্টা করুন এবং সময় দিন এবং অন্য কাউকে নকল করা থেকে ক্ষান্ত হন। যদি স্বামী অকারণে বেশী খরচ করে তবে তাকে থামতে বলুন এবং তার খরচের রাশ টেনে ধরুন। কোন

অপ্রয়োজনীয় খরচ করার চাইতে বিপদের দিনের জন্য তা সঞ্চয় করা বরঞ্চ ভালো।

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ *'যে নারীরা তাদের স্বামীদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না এবং তাকে তার সাধ্যের অতীত কাজ করতে প্ররোচিত করে, তার কোন কাজই আল্লাহ্র কাছে গ্রহনীয় হবেনা, সে শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্র ক্রোধের শিকার হবে'*। [৩৪]

আরও একটি ব্যাপারে নবীজী (সাঃ) বলেছেন ঃ *'যে রমণী তার স্বামীকে মানিয়ে নিতে পারে না সে আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হয়, যদি তার স্বামীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং তার কাছে থেকে সামর্থ্যের অতীত চাহিদার পূর্ণতা চায়, তখন তার কোন ইবাদতই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হবে না এবং সে আল্লাহর ক্রোধের সম্মুখীন হবে'*। [৩৫]

অন্য আরও একটি ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ *'আল্লাহ্তে ঈমান আনার চেয়ে একটি মানানসই দম্পতির জন্যে আর কোন বড় রহ্মত নেই'*।[৩৬]

স্বামীর জন্য সান্ত্বনা প্রদানকারী হউন

পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তুলে নিয়ে পুরুষরা তাদের কাঁধে একটি গুরুদায়িত্ব তুলে নেয়। এই সব দায়িত্ব পালন করার পরও পরিবারের পুরুষটি বাড়ীর বাইরে নানারকম সমস্যা ও বাধার সম্মুখীন হয়। কিছু সমস্যা কাজের চাপ থেকে তৈরী হয়, কিছুটা অফিস ও বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী যাতায়াতের পথের ভীড়ে এবং বন্ধু ও সহকর্মীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে, পরিবারের অবস্থা কি করে আরেকটু উন্নত করা যায় সেইসব দুঃশ্চিন্তা থেকে উদ্ভব ঘটে। একজন দায়িত্ববান পুরুষের ওপর এইসব চাপ ও তাড়নার পরিমান কিছু কম নয় বরং তা বহুবিধ, বহুমুখী। তাই এটা মোটেও বিস্ময়কর নয় যে একজন পুরুষের জীবনের মেয়াদকাল একজন নারীর চাইতে কম।

মানুষের জন্যে এই জীবন নির্বাহের বোঝা বহন করার পর এমন একজন সহানুভূতিশীল বন্ধু প্রয়োজন যে তার প্রতি মনোযোগী হবে। আপনার স্বামীও এর ব্যতিক্রম নয়। সে এই চাপ থেকে একাকীত্ব বোধে আক্রান্ত হতে পারে এবং এই চাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য আশ্রয় ও আরামের সন্ধান করতে পারে। এটাই স্বাভাবিক যে পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকেই এই

সান্ত্বনা ও আরামের অনুভূতি পেতে চায়। তাকে যে মুহূর্তে দেখবেন সেই মুহূর্তেই সমালোচনা দিয়ে আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করবেন না। তার প্রয়োজন এবং আশাকে উপলব্ধি করুন।

যখন সে কাজ শেষে ঘরে ফেরে প্রথমেই তাকে বিনীত ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান, সতেজ করে তুলুন এবং তাকে একথা অনুভব করতে দিন যে আপনি তার প্রয়োজনে ও যত্নের জন্য সবসময়ই তৈরী। তাকে বিশ্রাম নিতে দিন এবং তার শারীরিক-মানসিক প্রশান্তি ফিরে আসতে দিন। কেবল এরপরই যদি খুব আবশ্যক বোধ করেন তাহলে পারিবারিক বিষয় ও ব্যক্তিগত চাহিদা নিয়ে কথা তুলতে পারেন।

স্বামী ঘরে ফিরে এলে তাকে হাসিমুখে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে চেষ্টা করুন। তার শারীরিক অবসাদ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার প্রতি মনযোগ দিন। তার সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। যদি সে কথা বলতে ইচ্ছুক না হয় তাহলে একজন ভাল শ্রোতার মত তার প্রতি সংবেদনশীল হউন। আপনার আন্তরিক অনুভূতি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করুন। তাকে একথা বুঝতে সাহায্য করুন যে তার সমস্যাটি অত বিরাট ও অসম্ভব কিছু নয় যতখানি সে মনে করেছে। তাকে সহযোগীতার আশ্বাস দিন এবং তার প্রসঙ্গটি বুঝতে চেষ্টা করুন। তাকে এভাবে বলতে পারেন ঃ এরকম সমস্যায় আরও অনেক লোকই পড়েছে, ধৈর্য্য ও মনোবলের সাহায্যে ইনশাল্লাহ্ আপনি অন্যদের চেয়ে ভালভাবেই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। বস্তুতঃ পক্ষে এসব সমস্যা একই সঙ্গে মানুষের জন্য পরীক্ষা ও প্রকৃত চরিত্র গঠনের ও সহায়ক। হতাশ হবেন না। সংকল্পের দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা আপনি এর সমাধান করতে পারবেন। যদি সমস্যাটির সমাধান হিসেবে আপনার কোন পথ জানা থাকে তাহলে তা নিয়ে আপনার স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। একমাত্র আপনি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউই আপনার স্বামীর ভালো সম্বন্ধে এত নিবেদিত ও সচেতন হবে না। আপনার অনুগ্রহ থেকে সে তার সমস্যাগুলোকে আপনার সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে নিজের মানসিক ও আবেগের চাপ থেকে মুক্ত হবে। একই ভাবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এই বন্ধন আরও দৃঢ় হবে যা দাম্পত্য জীবনের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেনঃ 'দুনিয়ায় একজন ভালো স্ত্রীর চাইতে কাম্য আর কিছু নাই। আর একজন ভালো স্ত্রী সেই যে তার স্বামীকে দেখা মাত্র খুশী হয়ে উঠে'।" ৩৭

"একটি ঘটনায় ইমাম রেজা (আঃ) বলেন ঃ 'এমন অনেক নারী আছেন যারা অনেক সন্তানাদি পালন করেন। তারা দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। তারা তাদের স্বামীকে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সংকটের সময় সাহায্য করেন। এই নারীরা স্বামীর ক্ষতি হয় এমন কোন কাজই করেন না বা তাদের সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলেন না'।" ৩৮

প্রশংসাকারী হউন

কোন ধনী ব্যক্তি যে ধনসম্পদ কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে উপার্জন করেছে, যদি সে ভদ্র ও পরোপকারী হয়, তার এ ধরনের কাজের প্রতি মনোযোগ ও প্রশংসা তার হৃদয়কে উষ্ণ ও পরিপূর্ণ করে তুলবে। ভাল কাজের প্রশংসা তাকে সে কাজের দিকে আরও উৎসাহিত করবে এবং নিজ সম্পদ ভালো কাজে ব্যয় করা তার স্বভাবে পরিণত হবে। কোন ব্যক্তির পরিশ্রমার্জিত ধন তার কাছে একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায় যখন এর জন্য কোন প্রশংসা সে পায় না। সপ্রশংস উপলব্ধি ও কৃতজ্ঞতা মানুষের একটা প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য যা তাকে দানশীলতার প্রতি আকৃষ্ট করে।

এমনকি আল্লাহ্তায়ালা তার রহ্মতের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসাকে মানবসমাজের প্রতি তাঁর অব্যাহত রহ্মত ও অনুগ্রহ লাভের পূর্ব শর্ত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

"এবং তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তমি কৃতজ্ঞ হও আমি তোমাকে আরও বেশী দেব, এবং তমি যদি অকৃতজ্ঞ হও আমার শাস্তি হবে কঠোর।" (১৪ঃ৭)

প্রিয় নারী ! আপনার স্বামীও একজন মানুষ। অন্য অনেকের মতো সেও নিজের কাজের প্রশংসা পেতে চায়। তিনি পরিবারের প্রতি তার কর্তব্য পালন করেন এবং একে তার নৈতিক ও বৈধ দায়িত্ব বলে মনে করেন। যখন এই কাজের জন্য তিনি প্রশংসা ও ধন্যবাদ পাবেন তখন তার কাছে এই কাজ ও কর্তব্য কোন বোঝা হয়ে উঠবে না।

যখন তিনি কোন ঘরোয়া জিনিস যেমন বাচ্চাদের পোশাক এবং সুতা কেনেন, আপনি খুশী হবেন এবং তাকে ধন্যবাদ জানাবেন। তার যে কোন সাধারণ কাজে যেমন মুদী দোকানের সওদা করার জন্য, বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং হাতখরচ দেওয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান। এই প্রশংসা আপনার স্বামীকে সাবলীল করে তুলবে এবং পারিবারিক সমস্যাগুলো তার কাছে সহজতর মনে হবে। স্বামী সংসারের জন্য যা করেন সেগুলোকে তার অবধারিত কর্তব্য বলে মনে করবেন না। পরিবারে স্বামীর অবদান সম্পর্কে কখনই উদাসীন হবেন না। তা না হলে তিনি হয়ত পরিবারের কল্যাণের প্রতিই উদাসীন হয়ে পড়বেন। হয়তো তার অর্জিত অর্থ অন্য কোথাও বা তার নিজের জন্য ব্যয় করতে উৎসাহী হয়ে পড়বেন।

যদি আপনার কোন বন্ধু আপনাকে একজোড়া মোজা অথবা একটি ফুলের তোড়া উপহার দেয়, আপনি তখনই তাকে ধন্যবাদ জানান সুতরাং এটাও স্বাভাবিক এবং সুন্দর যে স্বামীর কর্ম ও বিবেচনাশক্তির জন্যেও আপনি সবসময় তাকে প্রশংসা করবেন। মনে করবেন না যে এতে করে আপনি নিজেকে ছোট করে ফেলছেন। বরং এর ফলে আপনি আরও বেশী ভালোবাসা এবং যত্নের অধিকারী হবেন কেননা আপনি তার সামর্থ্যের প্রশংসা করেছেন। অহংকার ও স্বার্থপরতা দুর্ভাগ্যকেই টেনে নিয়ে আসবে।

কৃতজ্ঞতার বৈশিষ্ট সম্পর্কে নীচে কিছু কিছু হাদিস দেওয়া হলো ঃ

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেনঃ 'তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ স্ত্রী যারা স্বামী যখন কোন কিছু হাতে করে নিয়ে আসে তখন তার প্রশংসা করে এবং যদি কিছু নাও আনে তাহলে বিমুখ হয় না'।" ৩৯

"ইমাম সাদিক (আঃ) আরও বলেছেনঃ 'কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলে যে সে তার কাছ থেকে ভালো কোনকিছু দেখেনি তাহলে সে তার সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি হারাল এবং তার ইবাদতকে নিষ্ফল করল'।" ৪০

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেছেনঃ *'যে কেউ সহায়তাকারীর প্রতি নিজ কৃতজ্ঞতা জানালো না, সত্যিকার অর্থে সে আল্লাহ্‌র রহমতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করলো'*।" ৪১

ছোটখাটো দোষ ত্রুটিকে অবহেলা করুন

কেউ ত্রুটিহীন নয়। কেউ খুব লম্বা, কেউ খুব খাটো, কেউ খুব মোটা, কেউ খুব চিকন, কারও বড় নাক, কারটা ছোট, কেউ বেশী কথা বলে, আবার কেউ খুবই কম, কেউ মেজাজী, আবার কেউ খুব সহজ সরল, কারও গায়ের রং কালো, কারোটা ফর্সা, কেউ বেশী খায়, কেউ কম খায়-এভাবে তালিকা বাড়তেই থাকবে। প্রায় সব নারী পুরুষেরই এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। প্রত্যেকে আশা করে যে, তাদের জুড়ি হবে নিখুঁত, যা একেবারেই অবাস্তব। কোন স্ত্রীও তার স্বামীর কাছে নিখুঁতভাবে উপস্থিত হতে পারে না।

যে সব মহিলা তাদের স্বামীদের দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় অবশ্যম্ভাবীভাবে তা তারা পেয়ে যাবে। তারা সাধারণ কোন একটি দোষ খুঁজে পেলে তা নিয়ে খোঁচাখুঁচি করে তাকে একটি অনপস্নারণীয় বোঝায় পরিণত করে। এই একটি ত্রুটিই তার কাছে তার স্বামীর অন্যান্য গুণাবলীকে ম্লান করে দেয়। তারা সবসময়ই অন্য লোকের সঙ্গে স্বামীর তুলনা করতে থাকে। এভাবেই শেষ পর্যন্ত নিজের বিয়েকেই ভুল বলে ঘোষণা দেয়। এই নারীরা দুর্ভাগা এবং ব্যর্থতার শিকার। এরা ধীরে ধীরে হিংস্র নারীতে পরিণত হয়।

স্ত্রীর এ রকম ব্যবহারের প্রেক্ষিতে একজন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি কি রকম ব্যবহার করবে ? হতে পারে তিনি খুবই সহানুভূতিশীল এবং সহ্যশীল যাতে করে এইসব কঠোরতাকে সহ্য করতে পারেন–কিন্তু কতদিন? অচিরেই তিনি অপমানিত বোধ করবেন এবং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাবেন। কালক্রমে এগুলো তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি করবে এবং পারস্পরিক দোষারোপকে বাড়িয়ে চলবে। তারা পরস্পরকে ঘৃণা করবে এবং জীবন হবে নৈমিত্তিক ঝগড়ার ক্ষেত্র। এভাবে হয় তারা এক দুঃসহ জীবন যাপন করবে অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

কোন কোন মহিলা অত্যন্ত মূর্খ এবং একই সঙ্গে মূর্খতা নিয়েই জেদী, এরা করুণার যোগ্য। এরা নিতান্ত সাধারণ কোন বিষয় নিয়েই জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহকে রুদ্ধ করে দিতে পারে। নীচে এই ধরণের কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হলোঃ

"একজন মহিলা তার স্বামীকে ত্যাগ করে বাবার বাড়ীতে চলে গিয়েছিল কারণ তার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ ছিল। যতক্ষণ না স্বামীর এই সমস্যার সমাধান হয় ততক্ষণ সে বাড়ীতে ফিরতে চাইছিলো না। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর

অনুযোগের ভিত্তিতে কোর্ট এই সমস্যার মীমাংসা করে এবং স্ত্রীটি ঘরে ফিরে যায়। বাড়ীতে ফিরে আসার পরও স্ত্রীটি তার স্বামীর নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ পায় এবং পাশের ঘরে চলে যায়। এই ঘটনায় স্বামীটি রাগে এতই উত্তেজিত হয় যে তাকে হত্যা করে।" ৪২

"একজন মহিলা দাঁতের ডাক্তার তার স্বামীকে ডিভোর্স করে এই বলে যে সে তার সমমর্যাদা সম্পন্ন নয়, স্বামীটি বছর তিনেক পর গ্রাজুয়েট হয়েছিল।" ৪৩

"একজন মহিলা তালাকের জন্য এই বলে আবেদন জানায় যে তার স্বামী এখনও মাটিতে বসে হাত দিয়ে ভাত খায়, প্রতিদিন দাড়ি কামায় না এবং কিভাবে সামাজিক হতে হয় তা জানে না।" ৪৪

অবশ্য সব মহিলারাই এরকম না। অনেকেই বুদ্ধিমতী এবং বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন এবং এ ব্যাপারে সতর্ক। তারা বোকার মত স্বামীদের ছোট খাটো ত্রুটির উল্লেখ করে বিয়ে এবং সুখকে বিষিয়ে ফেলে না। প্রিয় ভগ্নী ! আপনার স্বামী আপনারই মত একজন মানব সন্তান। তিনি নিখুঁত নন, কিন্তু তার অন্য অনেক যোগ্যতা রয়েছে। যদি আপনি বিয়ে এবং পারিবারিক জীবনকে গুরুত্ব দেন তাহলে তার ছোটখাটো দুর্বলতাগুলোকে তুলে ধরবেন না। তার ছোট ত্রুটিকে বড় করে দেখবেন না। তাকে এমন কারও সাথে তুলনা করবেন না যাকে আপনি হৃদয় পটে আদর্শ করে রেখেছেন। আপনার স্বামীর কোন দোষ থাকতে পারে যা হয়তো অন্য কারও নেই। কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত যে অন্যদেরও এমন অনেক দোষ থাকতে পারে যা আপনার স্বামীর নেই। তার কৃতিত্বে তৃপ্ত থাকুন। ক্রমশ দেখবেন তার দোষগুলোকে তার গুণাবলী ঢেকে দিয়েছে। এছাড়া আপনি নিজেই যেখানে নিখুঁত নন সেখানে কি করে একজন নিখুঁত স্বামী কামনা করছেন ? আর যদি মনে করেন যে আপনি নিখুঁত তাহলে সে সম্পর্কে অন্যদের জিজ্ঞেস করে দেখুন।

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেছেনঃ 'এর চাইতে খারাপ কিছু নেই যখন কেউ অন্যর ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু নিজের ত্রুটিকে সে উপেক্ষা করে'।" ৪৫

কেন আপনি সাধারণ ত্রুটি নিয়ে মুখর হবেন ? কেনই বা নিজের জীবনকে অসহনীয় করে তুলবেন সাধারণ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে ? জ্ঞানী হউন। মূর্খতা বন্ধ করুন। তার দোষকে উপেক্ষা করুন এবং কখনও সামনে বা পিছনে এসবের উল্লেখ করবেন না। আপনার গৃহে উষ্ণ ও আরাম-দায়ক আবহাওয়া তৈরীর চেষ্টা করুন এবং আল্লাহ্‌র রহ্‌মত উপভোগ করুন।

এছাড়া, স্বামীর এমন কোন দোষ থাকতে পারে যা আপনার বিবেচনাশক্তি ও সহ্যশক্তির প্রয়োগ দ্বারা সংশোধন করা সম্ভব। তার সমালোচনা করবেন না বা এনিয়ে ঝগড়া করবেন না বরং তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন।

আপনার স্বামী ছাড়া অন্য কারও দিকে চোখ দেবেন না

প্রিয় ভগ্নী ! কুমারী অবস্থায় অনেকেই আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল ধনী, সুন্দর এবং শিক্ষিত ইত্যাদি অনেকে যাদের কাউকে হয়তো আপনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। বিয়ের পূর্বে এই প্রত্যাশা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু এখন আপনি একজন স্বামী নির্বাচন করেছেন এবং পরবর্তী জীবন কাটানোর জন্য একটি পবিত্র চুক্তি সম্পাদন করেছেন। তাই অতীতকে ভুলে যান। আপনার উচিত পূর্বতন ইচ্ছাকে দূরে ঠেলে দেওয়া এবং ভুলে যাওয়া। কখনও একথা চিন্তা করবেন না যে অমুকের সঙ্গে বিয়ে হলে আপনি বেশী সুখী হতেন। যদি একথাই সবসময় মনে করেন তাহলে আপনি একটি প্রচন্ড দোদুল্যমানতার মধ্যে থাকবেন।

এখন আপনি স্বামীর সঙ্গে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাহলে কেন ক্রমাগত অন্য পুরুষের কথা উল্লেখ করবেন ? কেনই বা তাকে অন্য পুরুষের সাথে তুলনা করবেন ? অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা ছাড়া আর কি পাবেন ?

"ইমাম আলী (আঃ) বলেন ঃ 'যে বাইরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল, সে সবসময়ই কষ্ট ও স্থায়ী শত্রুতার মধ্যে পতিত হলো'।" [৪৬]

অন্য কোন পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয়ে হয়তো দেখবেন যে আপনার স্বামীর দোষগুলো তার মধ্যে নেই। তখন আপনি ভাববেন সে একজন ত্রুটিহীন মানুষ। অথচ আপনি সেই লোকটির অন্য দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আপনি মনে করবেন আপনার বিয়ে ভুল লোকের সাথে হয়েছে এবং এভাবে নিজেকে একটি বিপদজনক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবেন।

"মিসেস ..., একজন ১৮ বছর বয়স্কা যুবতী, বাড়ী থেকে পালিয়ে যায় এবং পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পরে পুলিশ ষ্টেশনে সে বলে যে, বিয়ের তিন বছর পর সে ধীরে ধীরে অনুভব করে যে সে তার স্বামীকে ভালোবাসে না। সে বলেঃ 'আমি অন্য লোকের মুখশ্রীর সঙ্গে আমার স্বামীকে তুলনা করতে থাকি এবং ক্রমাগত অনুতাপ বোধ করি তার সাথে আমার বিয়ের জন্য।" [৪৭]

প্রিয় ভগ্নী ! যদি আপনি একটা দীর্ঘস্থায়ী বিবাহিত জীবনে আগ্রহী হয়ে থাকেন, যদি কোন মানসিক অস্থিরতার মধ্যে না যেতে চান, তাহলে স্বার্থপরতা সম্পর্কে নিরন্ত থাকুন এবং হতাশা গ্রস্থ হয়ে পড়বেন না। অন্য পুরুষের প্রশংসা করবেন না। স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সম্পর্কে চিন্তা করবেন না। নিজের মনে এমন চিন্তা করবেন না যে ঃ

"আমি এমন কাউকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম যে হবে এরকম এরকম ইত্যাদি"
"আমি মনে করেছিলাম আমার স্বামীর চেহারা হবে ....."
"আমি মনে করেছিলাম আমার স্বামীর চাকরী হবে ....."
"আমি মনে করেছিলাম ..." "আমি মনে করেছিলাম ....."
"আমি মনে করেছিলাম....."

কেন নিজেকে এভাবে চিন্তার নিগড়ে বাঁধছেন ? কেন নিজের বিয়ে সম্পর্কে হতাশায় ভুগছেন ? কিভাবে জানবেন যে আপনার ঐ ইচ্ছাগুলো সত্যি হলেই আপনি সুখী হতেন ? আপনি কি নিশ্চিত যে সেইসব লোকের স্ত্রীরা তাদের নিয়ে সুখী ? প্রিয় ভগ্নী ! যদি স্বামী সন্দেহ করে যে আপনি অন্য পুরুষে আকৃষ্ট তাহলে সে নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে এবং আপনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। কখনই অন্য পুরুষের সঙ্গে হাসি কৌতুকে সময় কাটাবেন না। পুরুষরা অত্যন্ত সংবেদনশীল এমনকি তারা অন্য পুরুষের ছবির প্রতিও তাদের স্ত্রীর মনোযোগকে ঈর্ষা করে।

"প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেনঃ *'যে বিবাহিতা নারী অন্য পুরুষের দিকে তাকালো, সে আল্লাহ্‌র প্রচন্ড ক্রোধের সম্মুখীন হলো''*।"[৪৮]

ইসলামী হিজাব বা পর্দা

পুরুষ এবং নারী, যদিও তারা অনেক ক্ষেত্রে একইরকম, একই চারিত্রিক বৈশিষ্টের অধিকারী, তবুও এক দিক থেকে নারীরা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তারা সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং ভালোবাসার যোগ্য। পুরুষরা নারীর এইসব গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

যখন একটি পুরুষ বিয়ে করে সে চায় তার স্ত্রীর সমস্ত সৌন্দর্য্য এবং ভালোবাসা কেবল মাত্র তার জন্য সংরক্ষিত থাক। সে চায় তার সৌন্দর্য্য,

ভালবাসা, কৌতুকবোধ থেকে কেবল মাত্র সেই সুখী হবে যা অন্য পুরুষের নাগালের বাইরে থাকবে। পুরুষরা, স্বাভাবিকভাবেই তার স্ত্রীর প্রতি অন্য কোন পুরুষের নজর বা অন্য কোনরকম সম্পর্কের ব্যাপারে ঈর্ষা কাতর ও রুক্ষ হয়ে থাকে। সে তার স্ত্রী ও অন্য পুরুষের মাঝে যে কোন রকম মেলামেশা তা আইন সম্মত হলেও বিশৃঙ্খলা তৈরী করতে পারে বলে মনে করতে পারে। সে চায় তাদের এই আইনগত সম্পর্ক রক্ষার জন্য তার স্ত্রী ইসলামী হিজাব (মহিলাদের জন্য ইসলাম নির্ধারিত পোশাক) অনুসরণ করবে এবং এ সংক্রান্ত ইসলামী আচরণ বিধি ও নীতিমালা মেনে চলবে।

যে কোন ঈমানদার ও নিষ্ঠাবান স্বামীই এটা চায়। একজন নারীর এইরূপ সামাজিক আচরণ পালন তার স্বামীর মনে শান্তি আনে এবং সে তার পরিবারের দায় বহন করতে ও তার কাজে উদ্যমী হয়ে উঠে এবং স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসাও অনেকাংশে বেড়ে যায়। সচরাচর এই পুরুষটি অন্য নারীতে আসক্ত হয় না। পক্ষান্তরে, যে নারীটি ইসলামী পর্দা সম্পর্কে উদাসীন, তার সৌন্দর্য্য সে অন্য পুরুষের সামনে অনায়াসে তুলে ধরে এবং তাদের সঙ্গে মেলা মেশা করে। ফলে তার স্বামী অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ চিত্ত থাকে। সে তাদের আইনসম্মত সম্পর্ককে দুর্বল করার জন্য তার স্ত্রীকেই দায়ী করবে। তার স্বামী সবসময়ই হতাশা ও অস্থিরতার মধ্যে থাকবে এবং পরিবারের প্রতি তার ভালোবাসা ধীরে ধীরে কমে আসবে। সুতরাং মেয়েদের উচিত তারা তাদের নিজেদের এবং সমাজের স্বার্থে শালীন পোষাক পরবে এবং নম্র আচার আচরণ করবে। তারা মেকআপ করে বাইরে যাবেনা এবং নিজের রূপ সৌন্দর্য্য অন্যকে দেখান থেকে বিরত থাকবে।

হিজাব পালন করা একটি ইসলামী কর্তব্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন ঃ

> "মু'মীন নারীদিগকে বল তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে, এবং তারা যেন যতটুকু সাধারণত প্রকাশ থাকে সেটুকু ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে। কেবল তাদের পিতার সামনে, তাদের স্বামীর পিতার সামনে, তাদের সন্তানদের সামনে অথবা তার স্বামীর সন্তানদের সামনে অথবা তাদের আপন ভাইদের সামনে এবং ভাইদের

সন্তানদের সামনে এবং ভগ্নীদের সন্তানদের সামনে অথবা নারীদের সামনে অথবা তাদের মালিকানাধীন দাসীর সামনে অথবা বাচ্চাদের সামনে, যারা জানে না নারীর রহস্য কি, এদের ব্যতীত অন্য কারুর কাছে তাদের আভরণ প্রকাশ না করে; এবং তাদের বলো যে তাদের পা জোরে না ফেলতে যাতে করে কি সম্পদ তারা লুকিয়ে রেখেছে তা অন্যরা জ্ঞাত না হয় এবং তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"(২৪ঃ৩১)।

ইসলামী হিযাব মেনে চলা সমাজে মহিলাদের জন্য বিভিন্ন দিক দিয়ে কল্যাণকর ঃ-

(১) এরদ্বারা তারা অত্যন্ত ভালভাবে তাদের সামাজিক মর্যাদা ও আভ্যন্তরীণ মূল্যকে রক্ষা করা এবং তারা তাদেরকে নিছক একটা প্রদর্শণীর বিষয়ে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে।

(২) তারা তাদের ঈমান ও স্বামীদের প্রতি ভালবাসার অপেক্ষাকৃত ফলপ্রসূ প্রমাণ দিয়ে পারিবারিক বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ও ঝগড়াঝাটির সম্ভাবনাকে দূর করে একটা উষ্ণ পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। অল্পকথায় তারা তাদের স্বামীর অন্তর জয় করে পরিবারে তাদের নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

(৩) ইসলামিক শালীন পোশাক পরার ফলে তাদের প্রতি প্রেমলীলা-কারীদের অবৈধ কুদৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে এবং পারিবারিক শিকড় শক্তিশালী হতে থাকবে ফলে পারিবারিক পরিমন্ডলে একটা শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

(৪) ইসলামিক হিযাবের প্রচলন অবিবাহিত যুবকদের সত্যপথ হতে পদস্খলন রোধে অনেকটা সহায়ক হবে। এইভাবে যুবকদের পক্ষ হতে ক্ষতিকর কাজের সম্ভাবনাকে পূর্বেই বিনাশ করার ফলে সমাজের মহিলারা উপকৃত হবে।

(৫) যদি মহিলারা ইসলামী হিযাব মেনে চলে তাহলে সকল মহিলাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে যে বাড়ীর বাইরে থাকা কালে স্বামী এখন কোন অসচ্চরিত্র মহিলার সম্মুখীন হবেনা যে স্বামীর মনযোগকে নিজ পরিবার হতে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ইসলাম মহিলাদের সৃষ্টিগত বিশেষ প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত রয়েছে এবং তাই তাদেরকে সমাজের এক প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসেবে অভিহিত করেছে যেন সমাজের প্রতি তারা এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। সমাজ তাদের কাছে এ দাবী করে যে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনার্থে তারা তাদের জন্য নির্ধারিত শালীন পোষাক পরে তারা যেন বাইরে বেরোবার মত ত্যাগ স্বীকার করে। এর বাস্তব সুফল হিসাবে সামাজিক দুর্নীতি ও বিপথগামিতার সম্ভাবনা উৎপাটিত হয়ে সামাজিক স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা সৃষ্টির সহায়ক ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে তার জাতি গৌরবময় মর্যাদার আসন লাভে অনেকদূর এগিয়ে যাবে। নিশ্চিতভাবে তার এই খোদা প্রদত্ত কর্তব্য পালনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাকে দেবেন।

প্রিয় নারী ! আপনি যদি আপনার পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও শান্তি এবং আপনার প্রতি আপনার স্বামীর অবিচল আস্থা পেতে চান, আপনি যদি নারীদের সামাজিক অধিকার লাভের প্রতি আগ্রহী হন, আপনি যদি যুবকদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখতে চান, আপনি যদি তাদের নৈতিক গুণাবলী হতে বিচ্যুত দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন, আপনি যদি দুষ্কৃতকারীদের হাতে মহিলাদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতন বন্ধ দেখতে চান, আপনি যদি ঈমানদার ও আত্তোৎসর্গকারী মুসলমান হয়ে আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে চান তাহলে আপনাকে ইসলামী হিযাব পালনকারী হতে হবে।

আপনি অবশ্যই অপরিচিত লোকদেরকে রূপ সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করবেন না, হউক না কেন তা ঘরের মধ্যে, নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বা বাড়ীর বাইরে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে। দেবর ও দেবরের সন্তান, ননদের স্বামী ও চাচা, খালু, ফুফাদের সম্মুখে অবশ্যই হিযাব করতে হবে। এসব লোকদের সম্মুখে ইসলামী হিযাব অনুযায়ী পোষাক পরিধান না করা পাপ। এমনকি স্বামীর জন্য তা বড় রকমের মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে যদিও সে এটা কখনও মুখ ফুটে না'ও বলতে পারে।

একজন নারী তার আপন ভাই, আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ও শ্বশুরের সম্মুখে একই ধরণের পর্দা করতে বাধ্য না হলেও এসব লোকদের সম্মুখেও নির্দিষ্ট পরিমাণ ইসলামী হিযাব করা উত্তম, অন্য কথায় মহিলাদের উচিত তাদের এসব আত্মীয়দের সম্মুখে নিজেদেরকে আকর্ষণীয় করে না তোলা যা তারা তাদের স্বামীদের সম্মুখে করে থাকে। এটা একারণে যে অধিকাংশ লোক পছন্দ

করেনা যে তাদের স্ত্রী আর্কষণীয় ভাবে সাজ গোজ করে অন্যলোকদের সম্মুখে উপস্থিত হবে। অবশ্যই এটা ভুলে গেলে চলবেনা যে মনের প্রশান্তি এবং স্ত্রীর বিশ্বস্ততার উপর তার স্বামীর আস্থাশীলতা সমগ্র পরিবারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বামীর ভুলত্রুটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন

একমাত্র আল্লাহ্ যাঁদেরকে মাসুম বা ভুলত্রুটির উর্দ্ধে বলে ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা ছাড়া প্রতিটি মানুষ ভুল করে। যখন দুজন মানুষ – যারা একে অন্যকে ভালবাসে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে চলে – তারা ভুল করে, তাদেরকে ক্ষমাশীল হতে হবে। যদি তারা একে অন্যকে ক্ষমা না করে তাহলে তাদের বিবাহ শেষ হয়ে যাবে। দুজন ব্যবসায়ী অংশীদার, দুজন প্রতিবেশী, দুজন সহকর্মী, দুজন বন্ধু, বিশেষকরে একজন স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের ভুলত্রুটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি কোন পরিবারের সদস্যরা পরস্পরের প্রতি ক্ষমাশীল না হয়ে একে অন্যের ভুলত্রুটিকে বড় করে দেখতে থাকে তাহলে এধরনের পরিবারকে একান্নবর্তী পরিবার হিসেবে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

প্রিয় নারী ! আপনার স্বামী হয়ত ভুল করে। সে হয়ত আপনাকে গালি দেয়, লজ্জা দেয়, মিথ্যা বলে, এমন কি সে আপনাকে আঘাতও করে। এ ধরনের আচরণ যে কোন মানুষই করতে পারে। কোন ভুল করার পর স্বামী যদি দুঃখ প্রকাশ করে অথবা তার কৃত অসদাচরণের জন্য সে যদি নিজে নিজেই লজ্জিত বোধ করে তাহলে তাকে ক্ষমা করুন এবং এনিয়ে আর কথা বাড়াবার প্রয়োজন নেই। যদি সে অনুতপ্ত হয় কিন্তু মুখে তা বলতে না চায় তাহলে তাকে আর দোষী প্রমাণ করবার চেষ্টা না করাই উচিত। নতুবা হয়ত সে অপমানিত বোধ করতে পারে এবং আপনার কোন দোষত্রুটি নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং এভাবে দুজনের মধ্যে একটা বড় ধরনের গোলমাল লেগে যেতে পারে। সুতরাং যতক্ষণ না সে নিজেই নিজের বিবেক থেকে নিজেকে সমালোচনা না করে এবং এ সম্পর্কে অনুতপ্ত বোধ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে থাকাটাই আপনার জন্যে ভাল। এতে করে সে আপনার বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হবে এবং আপনাকে স্বামী ও সন্তানের প্রতি নিবেদিত একজন স্ত্রী হিসেবে উপলব্ধি করতে পারবে।

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'খারাপ নারী তার স্বামীর ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে না এবং স্বামী ক্ষমা প্রার্থনা করলেও মেনে নেয়না'।*"[৪৯]

স্বামীর অল্প স্বল্প দোষত্রুটিকে স্ত্রী ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে না পারার ফলে বিবাহের মত পবিত্র একটি চুক্তি ভেঙ্গে পড়া কি দুঃখজনক নয় ?

স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রবণতা

পারিবারিক জীবনের একটি অন্যতম সমস্যা হলো স্বামীর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বনিবনার অভাব। এর কারণ হলো একদিকে স্ত্রী চায় তার স্বামীর উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে যাতে করে স্বামীটি তার মায়ের দিকে মনোযোগ দিতে না পারে অন্যদিকে মহিলাটির শাশুড়ী অনেক সময় তার পুত্র ও পুত্রবধুর মালিকানা দাবী করে। মা তার ছেলেকে নিজের কাছে আগলে রাখতে চায় এবং সন্দিগ্ধ হয়ে থাকে যেন নতুন আসা মেয়েটি তার ছেলেকে পুরো গ্রাস করে না ফেলে। এসময় শাশুড়ীটি পুত্রবধূর নানারকম দোষ খুঁজে বের করতে থাকে বা দোষারোপ করে। তাদের উভয়েরই এই প্রবণতা থেকে সংসারে নানারকম গোলমাল তৈরী হয়।

এ অবস্থায় স্বামী একটি দোটানার মধ্যে পড়ে যান এবং কোনদিকেই পক্ষপাত করতে পারেন না। একদিকে তার স্ত্রী চায় কোন রকম বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়া একটি স্বাধীন জীবন কাটাতে যা তার স্বামী স্বাভাবিক মনে করেন এবং তাকে সুখী করতে চান। অন্যদিকে স্বামী মা বাবার কথাও চিন্তা করেন যারা তাকে জীবন দিয়েছেন এবং তাদের সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে তাকে শিক্ষিত করেছেন এবং তাদের জীবনের সমস্ত সময়ই তার পিছনে ব্যয় করেছেন। তিনি এও অনুভব করেন যে তার মা বাবার প্রয়োজনে তার সাহায্য করা দরকার এবং তাদের পরিত্যাগ করার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। এছাড়া যদি তিনি এখনও বিপদে পড়েন তাহলে মা বাবা ছাড়া আর কে তাকে সাহায্য করার আছে ? ফলে তিনি এটা অন্তঃকরণে অনুভব করেন যে তার বিশ্বস্ত বন্ধু হচ্ছেন তার মা বাবা এবং আত্মীয় স্বজন। সুতরাং একজন সংবেদনশীল মানুষের পক্ষে এক্ষেত্রে স্ত্রীকে সুখী করা বা মা বাবাকে পরিত্যাগ করা অথবা উল্টোভাবে মা বাবাকে সুখী করা এবং স্ত্রীকে ত্যাগ করা কোনটাই সম্ভব নয়।

ফলশ্রুতিতে স্বামী দুপক্ষকেই তৃপ্ত করার এক কঠিন কাজে লিপ্ত হন। এই অবস্থা সহজতর করা সম্ভব হয় যদি তার সঙ্গীনীটি হয় বুদ্ধিমতী ও আজ্ঞানুবর্তীনি। একজন পুরুষ চায় এই অবস্থায় তার স্ত্রী তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করুক। যদি স্ত্রীটি তার শাশুড়ীকে শ্রদ্ধা করে, তার উপদেশ গ্রহণ করে, এবং তার অনুগত ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবাপন্ন হয় তাহলে এই শাশুড়ীটিই তার সব চাইতে বড় বন্ধু হয়ে উঠবেন।

একজন মানুষের জন্য কি এটা দুঃখজনক নয় যে যেখানে সে তার ভালো ব্যবহার ও দয়া দিয়ে অনেক লোককে আকর্ষণ করতে পারে তার বদলে ঔদ্ধত্য ও স্বার্থপরতা দিয়ে তাদের দূরে সরিয়ে রাখে ? আপনি কি জীবনের ওঠানামার কথা জানেন না যখন মানুষের একে অন্যকে প্রয়োজন হয়, এবং বিশেষ করে নিকটজনকে ? যখন সবাই আপনাকে ত্যাগ করে চলে যাবে তখন তারাই থাকবে। তাই এটাই কি ভালো নয় যে সমঝোতা ও ভালো ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রক্ষা করে চলা ? আর এটা কখনো কি ভালো হতে পারে যে আপনি আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করছেন আর অন্যদিকে অপরিচিত লোকের সঙ্গে ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করছেন ?

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এটাই প্রমান পাই যে, যখন কেউ বিপদে পড়ে বন্ধুরা তাকে ত্যাগ করে কিন্তু আত্মীয়রা এগিয়ে আসে। কেননা পরিবারের বন্ধন দৃঢ় এবং স্বাভাবিক যা সহজে ভাঙ্গেনা। একটি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য রয়েছে যাতে বলা হয়েছেঃ "যদি আত্মীয়রা তোমার মাংসও খেয়ে ফেলে তাহলেও তারা তোমার হাড়গুলোর সদ্গতি করবে।"

"ইমাম আলী (আঃ) বলেছেনঃ 'কেউ কখনও নিকটআত্মীয় ছাড়া চলতে পারেনা যদি তার অনেক সম্পদ ও ছেলেমেয়েও থাকে'।" ৫০

সবাই নিজের আত্মীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা কামনা করে। এই আত্মীয় বলতে বোঝায় তাদের যারা তাকে সবসময় শারীরিক ও মানসিকভাবে সমর্থন করে থাকে। আত্মীয় সবসময়ই বিপদের বন্ধু। প্রয়োজনে তারাই অন্যদের চাইতে দ্রুত আপনার পাশে এসে দাঁড়ায়। যে আত্মীয়দের অশ্রদ্ধা করল সে বহু সাহায্যকারীর হাত বিনষ্ট করলো।

প্রিয় ভগ্নী ! আপনার স্বামী ও আপনার মঙ্গলের স্বার্থে এবং একই সঙ্গে অনেক ভালো বন্ধু ও সহকর্মী পাওয়ার জন্য স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে মানিয়ে চলুন।

মূর্খ ও স্বার্থপরের মতো আচরণ করবেন না। বুদ্ধিমতী হউন এবং স্বামীর জন্য ক্ষতির কারণ হবেন না। একজন ভালো ও আন্তরিক স্ত্রী হয়ে মানুষ ও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠুন।

স্বামীর পেশার সঙ্গে মানিয়ে নিন

প্রত্যেকেরই একটি পেশা থাকে এবং তা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ একজন ড্রাইভার যে সারাক্ষণই রাস্তার উপর থাকে এবং প্রতি রাতে ঘরে ফিরতে পারেনা। পুলিশ যার ডিউটি থাকে রাতে। চিকিৎসক যিনি খুব অল্প সময়ই পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে থাকতে পারেন, একজন অধ্যাপক অথবা বিজ্ঞানী যারা রাতের দিকে পড়াশুনা করেন; মেকানিক স্বভাবতই যার জামাকাপড় তেল-কালিতে ভরে থাকে ; শ্রমিক যার রাতের শিফটে কাজ থাকে। দেখা যাচ্ছে প্রায় সব পেশাই পারিবারিক জীবনে অসুবিধার সৃষ্টি করে থাকে। আবার সৎ ভাবে উপার্জন করে বেঁচে থাকার জন্য কাজই একমাত্র পথ। পুরুষরা এই সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েই ধৈর্য্যের সঙ্গে তাদের কাজ করে যায়। তা সত্বেও পারিবারিক অভিযোগ সর্বত্র নৈমিত্তিক সমস্যা।

প্রায় সব স্ত্রীরা চায় দিনের কাজের শেষে স্বামী ঘরে ফিরুক এবং পরিবারের কাছাকাছি থাকুক। স্ত্রী চায় স্বামীর উচ্চবেতনে একটি সম্মানজনক চাকুরী থাকুক। তাদের যেন সন্ধ্যায় বেড়ানোর মত সময় হাতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, অধিকাংশ পুরুষের চাকরী তার স্ত্রীর চাহিদা অনুসারে হয় না এবং এনিয়ে অনেক ঝগড়াঝাটির সূত্রপাত হয়।

একজন ড্রাইভার যাকে কয়েক রাত রাস্তায় ঘুমহীন চোখে কাটাতে হয়, ভালোমত নাওয়া খাওয়া ছাড়া কাটাতে হয়, যখন বাড়ীতে ফিরে আসে একটু ভালো ঘুম ও আরামের আশায়, তখন যদি তার স্ত্রী তাকে তা না দিয়ে গজগজ করতে থাকেঃ "এটা কি একটা জীবন হলো ? এই বাচ্চাদের আমার ঘাড়ে ফেলে তুমি কোথায় কোথায় থাকো। আমি একা একা সংসারের সমস্ত কাজ করি কেননা তুমি আমাকে সাহায্য করার জন্য থাকোনা। ড্রাইভারি করা একটা বাজে কাজ। তুমি এই কাজটা ছেড়ে দাও নয়তো আমি এভাবে তোমার সাথে বসবাস করতে পারবো না।" একজন দরিদ্র ড্রাইভার যার স্ত্রী

এরকম সে কখনই ভালোভাবে নিজের কাজ সম্পন্ন করতে পারে না এবং সে নিজেকে এবং অন্য যাদের গাড়ীতে বহন করে তাদের জীবন বিপদাপন্ন করে ফেলতে পারে। একজন ডাক্তার যিনি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শ' খানেক রোগী দেখে বেড়ান তিনিও স্ত্রীর অভিযোগে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় কিভাবে তিনি রোগীর ঔষধ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন ? শ্রমিক যাকে রাতের শিফটে কাজ করতে হয় তার স্ত্রী বদমেজাজী হলে তার পক্ষে কাজে মনোযোগ আনা কষ্টকর হবে। বিজ্ঞানী কি করে গবেষণায় সফল হবেন যদি তার স্ত্রী এরকম জ্বালাতনকারীনী হয় ? বুদ্ধিমতী ও মূর্খ নারীদের পার্থক্য এখানেই দেখা যায়।

প্রিয় ভগ্নী ! আমরা আমাদের পৃথিবী নিজের ইচ্ছানুসারে চালাতে পারিনা, কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে পারি। আপনার স্বামীর চাকুরীর প্রয়োজন আপনাদের ভরণপোষনের জন্য। তার কাজের নানা শর্ত থাকতে পারে এবং সেগুলোর সঙ্গে আপনাকে মানিয়ে চলতে হবে। কেন আপনি তার কাজ নিয়ে অসন্তুষ্ট হবেন এবং তার দোষ ধরবেন ? যখন তিনি ফিরবেন তখন তাকে হাসিমুখে আহ্বান করবেন এবং এতে তিনি খুশী হবেন। বুদ্ধিমতীর মতো তার কাজের সঙ্গে একাত্ম হউন।

যদি আপনার স্বামী একজন ড্রাইভার হয়, যাকে সবসময়ই রাস্তার উপর থাকতে হয়, তাহলে এটা বুঝতে চেষ্টা করুন যে তিনি আপনার ও ছেলে মেয়েদের ভালো রাখার জন্যই অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করছেন। এই কাজে কোন সংকোচ নেই। তিনিও সমাজের একটি অংশ এবং তিনি তার পক্ষে সর্বোচ্চ যা সম্ভব তাই করছেন। এটা কি ভালো হতো যদি তিনি অলস হতেন অথবা কোন অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হতেন ? সুতরাং তার কাজে কোন ভুল নেই। ভুল আপনার, কেননা আপনি ইচ্ছা করে চাইছেন না অথবা পারছেন না তার কাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে।

আরামদায়কভাবে বসবাস করার জন্য বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে বুদ্ধিমতীর মত মানিয়ে নেওয়াই কি ঠিক নয় ? স্বামী যখন ঘরে ফিরবে হাসিমুখে তাকে স্বাগত জানাবেন এবং কাজে যাবার সময় ভালোভাবে তাকে বিদায় জানাবেন, এটাই কি কাম্য নয় ? যদি একাজে আপনার আন্তরিকতা প্রকাশ পায় তাহলে পরিবারের প্রতি তার টান বেড়ে যাবে এবং তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে উদ্বুদ্ধ

হবেন। তিনি সচরাচর আপনার কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন না; কাজ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘরে ফিরে আসতে চাইবেন; তার কোন দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে না এবং তিনি একটি সুন্দর নৈতিক জীবন যাপন করবেন।

যদি তার রাতের শিফটে কাজ থাকে; তাহলে তিনি পরিবারের ভরন-পোষণের কাজে তার রাতের স্বাভাবিক ঘুমটি হারাবেন। এই কথাটি অনুধাবন করুন এবং কখনো আপনার অসন্তোষ প্রকাশ করবেন না। যদি এ সময়ে আপনি একঘেয়েমিতে ভোগেন তাহলে ঘরের কাজকর্ম করুন, সেলাই করা অথবা পড়ার চেষ্টা করুন।

কাজ শেষে সকালে আপনার স্বামী যখন ঘরে ফিরে তখন তার জন্য নাস্তা তৈরী করুন এবং তার জন্য এমন জায়গায় বিছানা করুন যেন তা নিরিবিলি ও শান্ত হয়। আপনার ছেলেমেয়েদের শান্ত থাকতে বলুন এবং তাদের এই শিক্ষা দিন যেন তারা পিতার বিশ্রামের সময় তাকে বিরক্ত না করে। আপনি নিজে এ সময় স্বামীর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে পারেন। তবে একথা সব সময়েই চিন্তায় রাখবেন যে এই ঘুমটা তার জন্য রাতের ঘুমের সমান, যেমন আপনার কাছে আপনার রাতের ঘুমটা। এই পরিস্থিতিতে মেয়েরা দু'ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করে, নিজেদের জন্য একভাবে আর স্বামীর জন্য আরেকভাবে।

আপনার স্বামী ড্রাইভার, শ্রমিক, ডাক্তার, কিংবা বিজ্ঞানী যাই হোক না কেনো আপনি তার জন্য অবশ্যই গর্বিত হবেন। কেননা আপনার স্বামী একজন লোফার কিংবা অলস লোক নন অথবা কোন ধরনের অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকেননি। সুতরাং তার প্রশংসা করুন এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখান।

তাকে বলবেন না বা আশা করবেন না যে তার কাজটি সে ছেড়ে দেয়, বরং তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করার চেষ্টা করুন। তিনি যদি কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা বা গবেষণা করার চেষ্টা করেন তবে খেয়াল রাখুন তিনি যেন বিরক্ত না হন। আপনি এ সময়ে আপনার ঘরের কাজগুলো করতে পারেন, বই পড়তে অথবা তার অনুমতি নিয়ে আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ীতে বেড়াতে যেতে পারেন। তিনি যখন বাড়ীতে বিশ্রাম নেন সেসময় বাড়ীতেই থাকার চেষ্টা করুন। তার জন্য খাবার তৈরী করা এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটান। আপনার স্বামীর সামনে হাসিমুখে থাকুন এবং ভালো ব্যবহার করুন। তাকে আনন্দিত করুন, সহৃদয়তা দেখান, তার কাজের ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দিন।

আপনি যদি একজন ভালো স্ত্রী হন, তাহলে আপনি কেবল তার কাজের উন্নতির সহায়ই হবেন না, তার কাজকে সামাজিক কল্যাণের দিকে এগিয়ে দেবেন। সব মহিলারাই পরিশ্রমী পুরুষ পছন্দ করে না। সুতরাং ভালো ব্যবহার আর ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এটা প্রমান করুন যে আপনি তার জন্য গর্বিত।

আপনার স্বামীর কাজটি যদি এমন হয় যে তাকে বিশেষ পোশাক পরতে হয় যা সচরাচর নোংরা হয়ে থাকে তাহলে ঘন ঘন সেটা ধুয়ে দিন। এনিয়ে গজগজ করবেন না বা তাকে খারাপ কিছু বলবেন না। তাকে তার কাজ পরিবর্তন করার জন্য চাপ দিবেন না। একটি পেশা পরিবর্তন করা সহজ নয়। একজন মেকানিক হওয়াটা কি দোষের ? এটা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যার জন্য একটি পারিবারিক সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে।

"এক মহিলা কোর্টে জজকে বলে যে তার স্বামী কেরোসিন বিক্রেতা যার জন্য তার কাছে গেলেই সে তার নাকে একটি বাজে গন্ধ পায় যার ফলে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।"

জন্মস্থান থেকে দুরে অবস্থান করতে হলে

অনেককেই নিজের বাড়ী থেকে দূরে থাকতে হয়। আপনার স্বামী হয়ত কোন প্রাইভেট কিংবা সরকারী চাকুরে যাকে প্রায়শই অন্য শহরে বদলী করা হয়। লোকেরা এক্ষেত্রে স্থায়ী অথবা অস্থায়ী বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয়। পুরুষেরা এই পরিস্থিতি চাকরীর কারণে মেনে নেন কিন্তু সাধারণত মহিলারা তাদের আত্মীয় স্বজনদের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে। এই মহিলারা তাদের শহরের রাস্তাঘাট, বিল্ডিং এবং সর্বোপরি পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। অন্য কোথাও থাকতে হলে তারা বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং সর্বদাই স্বামীর কাছে নালিশ করতে থাকে যে, কেন আমি আমার বাড়ী থেকে দূরে থাকবো ? কবে আমি আমার বাবা মার কাছে বাড়ীতে যাবো ? আমার তো এখানে কেউ নেই। আমাকে তুমি এ কোথায় নিয়ে এসেছো ? আমি এখানে থাকবো না, এখান থেকে কিভাবে বের হওয়া যাবে তা নিয়ে চিন্তা করো।

এই মহিলাদের উচিত নয় তাদের স্বামীদের এভাবে হতাশাগ্রস্ত করে তোলা। এরা এতই দুর্বল মনোভাবাপন্ন যে তারা চিন্তা করে নিজেদের শহর ছাড়া

পৃথিবীর আর কোন জায়গাই ভালো নয়। যেখানে মানুষ তার নিজের গ্রহ পৃথিবীকে নিয়েই সন্তুষ্ট নয়, তারা নিয়তই অন্য গ্রহ সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, সেখানে এই মহিলাদের লক্ষ্য করুন তারা এতই অদূরদর্শী যে নিজেদের শহর ছেড়ে মাত্র কয়েক মাইল দূরেই তারা যেতে চায় না। নিজের মনেই এরা চিন্তা করেঃ কেন আমি আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ছেড়ে অজানা জায়গায় যাবো ? যেন নতুন জায়গায় সে কোন বন্ধুবান্ধব খুঁজে পাবে না।

প্রিয় ভগ্নী! বুদ্ধিমতী এবং ত্যাগী হউন। স্বার্থপর হবেন না। আপনার স্বামীর চাকরী আপনাকে আপনার শহর থেকে দূরে নিয়ে গেলেও এ নিয়ে তাকে অস্থির করে তুলবেন না। যদি তিনি সরকারী চাকুরে হন তাহলে চাকরীর শর্তানুযায়ী তাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে, অথবা যদি তিনি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে চাকরী করেন তাহলে এই বদলী তার কাজের গুরুত্ব ও সুবিধার সঙ্গে জড়িত। ধরুন আপনার স্বামী আপনাকে জানালো যে তাকে বদলী করা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নিন। নতুন জায়গায় থাকার জন্য যা কিছু করণীয় তা করার জন্য সাহায্যকারী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসুন। যেহেতু সেখানে আপনি সম্পূর্ণ নতুন, সম্ভবতঃ এখানকার লোকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনি অবহিত নন তাই আপনাকে তাদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পরে আপনার স্বামীর সাহায্য নিয়ে কিছু সৎ ও বিশ্বাসী বন্ধুবান্ধব গড়ে তুলুন। প্রতিটি স্থানের নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। আপনি এই ঐতিহ্যের নিদর্শন দেখে বেড়াতে পারেন। আপনি অবশ্যই পারিবারিক সম্পর্ককে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবেন এবং স্বামীকে তার কাজে উৎসাহ দেবেন। দেখতে পাবেন কিছুদিন পর আপনি নতুন জায়গার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। এমনকি এটা আপনার কাছে আপনার নিজের শহরের চাইতেও ভালো বলে মনে হতে পারে। আপনার নতুন বন্ধুদেরকেও আপনাকে পুরনো বন্ধুদের চাইতে ভালো বোধ হবে।

আপনার বর্তমান অবস্থানের শহর যদি জাঁকজমকে পুরনো শহরের চাইতে ম্লান হয় তাহলে হতাশাগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই, এরই মধ্যে ভালো কিছুর খোঁজ করুন। এখানে যদি বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে হয়তো দেখবেন যে এখানকার খাবার দাবার টাঁটকা ও স্বাস্থ্যকর। যদি এখানে তেমন রাস্তাঘাট না থাকে তাহলে গাড়ী ঘোড়ার বিষাক্ত বাষ্প থেকে বেঁচে যাবেন এবং মানুষ জনের কোলাহল থেকে দূরে থাকতে পারবেন।

আপনার গ্রামের বাড়ীর কথা চিন্তা করুন, তাদের পর্ণকুটিরে শহরের বিলাস দ্রব্য ছাড়াই সেখানকার মহিলারা সুখী জীবন যাপন করে। তাদের প্রয়োজন ও বঞ্চনার কথা চিন্তা করুন। আপনি যদি তাদের সাহায্য করতে চান তাহলে দ্বিধা করবেন না এবং আপনার স্বামীকে উৎসাহী করে তুলুন তাদের সাহায্য করতে। আপনার ভূমিকা যদি ঠিক থাকে তাহলে নতুন জায়গাটি আপনার জন্য সুখকর হয়ে উঠবে। আপনার স্বামীর উন্নতির ক্ষেত্রেও আপনি সঠিক ভূমিকা রাখতে পারবেন। এভাবেই স্ত্রী হিসেবে আপনি অনুগত ও শ্রদ্ধার পাত্রী হবেন। আপনি আপনার স্বামীর ভালোবাসা পাবেন এবং অন্যত্র আপনার সুনাম বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি আল্লাহ্তায়ালা আপনার উপর সন্তুষ্ট হবেন।

যদি আপনার স্বামী ঘরে বসে কাজ করেন

যে মহিলার স্বামী বাইরে কাজ করেন সে ঘরে প্রভূত স্বাধীনতা পায়। কিন্তু কেউ কেউ ঘরের ভেতরেই কাজ করেন যেমন কবি–সাহিত্যিক, শিল্পী অথবা বিজ্ঞানী–পড়াশোনা করাই যাদের মূল কাজ। এই ধরণের পুরুষদের স্ত্রীদের স্বাধীনতা কিছুটা কম থাকে। ফলে তাদের জীবন যাত্রাও হয় কিছুটা অন্যরকম। এদের স্বামীরা যে ধরণের কাজে নিয়োজিত সে জন্যে প্রয়োজন হয় গভীর মনোযোগ, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার তাই তাদের দরকার নীরবতা ও স্বাতন্ত্র্য। শান্ত পরিবেশে একঘন্টার পরিশ্রম কোলাহলের মধ্যে কয়েক ঘন্টার পরিশ্রমের চাইতেও বেশী। সমস্যাটি এখানে পরিষ্কার–একদিকে পুরুষটির প্রয়োজন নিরিবিলি কাজ করবার উপযোগী পরিবেশ অন্যদিকে স্ত্রীর দরকার স্বাধীন ভাবে গৃহকর্ম করা। এখানে যদি দেখি যে স্ত্রী এমনভাবে পরিকল্পনা করেছে যাতে করে স্বামী নিরিবিলিতে ভালভাবে কাজ করতে পারে তাহলে সে একটি মূল্যবান কাজ করল। এ ধরণের পরিকল্পনা করা সত্যি খুব কঠিন বিশেষ করে যেখানে ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু এই সমস্যাটির অবশ্যই একটা সমাধান বের করা প্রয়োজন কেননা এর সঙ্গে স্বামীর কাজের উন্নতি জড়িত।

স্বামীকে যদি স্ত্রী সাহায্য করতে চায় তাহলে তাকে বাচ্চা ধরতে বলবে না, দরজায় কে এল তা দেখতে বলবে না, রান্নায় সাহায্য করতে বলবে না, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চিৎকার করবে না অর্থাৎ তিনি তখন ঘরে কাজ করলেও মনে করতে হবে যেন ঘরে নেই (অনুপস্থিত তাই এটা ওটা সাহায্যের জন্যে

তার কাছে এখন যাওয়া চলবে না, এভাবে যদি স্ত্রী স্বামীকে সহায়তা করে তাহলে তাকে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে যা স্ত্রীর কৃতিত্ব হিসেবেই সমাজে প্রকাশিত হবে।

প্রিয় ভগ্নী ! যখন আপনার স্বামী ষ্টাডি রুমে যাবেন তার আগেই তার কলম, কাগজ, সিগারেট, এ্যাস্ট্রে, ম্যাচ, বই এবং প্রয়োজনীয় জিনিষ এগিয়ে রাখুন।

যখন এগুলো গুছিয়ে রাখা শেষ হবে তখনই ঐ রুমটি ত্যাগ করে চলে আসুন। জোরে জোরে কথাবার্তা বলবেন না এবং ছেলেমেয়েদের চিৎকার করতে বারণ করুন। ছেলেমেয়েদের এই শিক্ষা দিন যে যখন তাদের বাবা কাজ করেন তখন যেন তারা গোলমাল করে খেলা না করে। তার সঙ্গে দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। দরজা খোলা কিংবা টেলিফোন ধরার কাজটা আপনি নিজেই করুন। কেউ যদি তার সাথে দেখা করতে আসে তাহলে তাকে জানান যে তিনি খুব ব্যস্ত। যখন তিনি কাজ থেকে বিরতি নেন তখন তার মেহ্মানদেরকে আপ্যায়ন করুন। আপনার নিজের বন্ধু বান্ধবী বা আত্মীয় স্বজনদেরকে এমন সময় বেড়াতে আসতে বলুন যখন তিনি কাজ করেন না। আপনার শুভাকাঙ্খী হলে তারা কখনই আপনার নিষেধ শুনে মনঃক্ষুন্ন হবে না। গৃহকর্ম করার সাথে সাথে তার প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখুন। তার কাজের মধ্যে কখনই হস্তক্ষেপ করবেন না।

অবশ্য কোন কোন গৃহিনী ভাবতে পারে যে এভাবে জীবন চালানো অসম্ভব। তারা বলতে পারেঃ "একজন মহিলার পক্ষে একই সঙ্গে ঘরের কঠোর পরিশ্রম করা ও স্বামীর যত্ন করা কিভাবে সম্ভব বিশেষতঃ তাকে কোন ভাবেই বিরক্ত না করে ?" সত্যি যে এভাবে জীবন পরিচালনা করা খুবই কঠিন। কিন্তু একজন গৃহিনী যদি তার স্বামীর পেশাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তাহলে সে অবশ্য এসব সমস্যাকে সুষম পরিকল্পনা, আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা দিয়ে সমাধান করতে পারবে। এই ধরণের কঠিন পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে মোকাবেলা করবার মধ্যে দিয়ে কিছু নারীর অসাধারণত্ব ফুটে ওঠে। সাধারণ আর দশটা মহিলার মত সংসার চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে আর যাই হোক অসাধারণত্ব বলতে তো কিছু নেই।

প্রিয় ভগ্নী! একটি বই লিখে শেষ করা, বিজ্ঞানের প্রবন্ধ তৈরী করা বা থিসিস লেখা, একটি অসাধারণ কবিতা সৃষ্টি করা অথবা কোন বৈজ্ঞানিক সমস্যার

সমাধান খুঁজে বের করা কোন সহজ কাজ নয়। কেবল আপনার সহযোগিতা ও আত্মনিবেদনের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। আপনি কি আপনার ইচ্ছেগুলো দমন করতে এবং আপনার জীবনকে সামান্য পরিবর্তন করতে তৈরী আছেন আপনার স্বামীর পেশার স্বার্থে? আপনার এটুকু সাহায্যের ফলে তিনি শ্রদ্ধেয় হবেন এবং আপনি সামাজিক মর্যাদায় মর্যাদাবান হবেন।

স্বামীর উন্নতিতে সাহায্য করুন

মানুষের মধ্যে রয়েছে উন্নতি করবার প্রবণতা। দক্ষতা অর্জন করবার প্রতি আমাদের সকলের আকর্ষণ রয়েছে। এবং আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরিপূর্ণতা অর্জন করবার জন্যে। যে কোন পেশায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বয়স নির্বিশেষে যে কোন সময় যে কোন শর্তে ও পরিস্থিতিতে দক্ষতা অর্জন এবং উন্নতি করতে পারে। কেউ শুধুমাত্র খেয়েদেয়ে বেঁচে থাকার জন্যে সৃষ্টি হয়নি এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। প্রত্যেকেরই উচিত নিজের জীবনকে চরম উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করে যাওয়া।

যদিও সকলেই উন্নতির চেষ্টায় থাকে তবুও সকলেই সফলতা পায় না। উন্নতির জন্যে চাই সুদৃঢ় ইচ্ছা ও কঠোর শ্রমের সামর্থ। একজনকে অবশ্যই সব বাধা দূর করে তার কাজের ভিত্তি তৈরী করতে হবে তার পর তাকে অবশ্যই উন্নয়নের পথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। পুরুষের ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে স্ত্রীর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। একজন নারী তার স্বামীর উন্নতির জন্যে সাহায্যকারিণী তো বটেই এমনকি সে একজন নির্ধারক।

প্রিয় ভগ্নী! যখন উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায় আপনার স্বামীর উন্নয়নের চিন্তা করুন এবং তাকে উৎসাহ দিন এই কাজে সফল হবার জন্যে। যদি তিনি পড়াশুনার সাহায্যে জ্ঞানবৃদ্ধি করতে চান তাহলে তাকে বাধা দিবেন না। তার ইচ্ছা পূরণের জন্যে তাকে উৎসাহিত করুন। জীবনযাত্রা এমন ভাবে পরিচালনা করুন যাতে করে তার উন্নতির বাধা না হয়। তার উন্নতিতে সহায়তা করুন বাড়ীতে আরামদায়ক ও আনন্দদায়ক আবহাওয়া তৈরী করবার মাধ্যমে। তিনি যদি অশিক্ষিত হন তাহলে তাকে বিনয়ের সাথে একথা বোঝান যেন সে রাতের স্কুলে পড়া শুরু করে। আর তিনি যদি শিক্ষিত হন তাহলে তাকে আরও পড়াশোনা করে জ্ঞান বাড়ানোর কাজে উৎসাহিত

করুন। যদি তিনি একজন চিকিৎসক হন তাহলে তার নিজের বিষয়ে বইপত্র তাকে পড়তে বলুন। যদি তিনি শিক্ষক, প্রকৌশলী কিংবা একজন বিচারক হন তাহলে তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বইপত্র পড়তে বলুন। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে কাজই আপনার স্বামী করুক না কেন, তাতেই তার নিজের উন্নতি করবার সুযোগ রয়েছে।

স্বামীকে তার নিজের পথ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন না। তাকে বই পড়তে উৎসাহিত করুন। তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে কখনও বন্ধ করে দিবেন না। যদি আপনার স্বামীর সময়ের টানাটানি থাকে তাহলে তার কথামতো বা কোন বন্ধুর পরামর্শ মতো তার বইগুলো সংগ্রহ করে রাখুন। তাকে বইগুলো দিন এবং সেগুলো পড়তে বলুন। আপনার নিজের জন্যেও বই এবং ম্যাগাজিন পড়া প্রয়োজন। পড়ার পরে যদি কোনটা স্বামীর জন্যে উপযোগী বলে মনে করেন তাহলে তাকে জানান। এ ধরণের কাজ সুফল বয়ে আনে। যেমনঃ

১। বারবার আপনার এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনার স্বামী একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত হবেন যার কৃতিত্ব আপনার এবং তার নিজেরও। সর্বোপরি তিনি তার কার্যক্ষেত্রে একজন কৃতিমান বিশেষজ্ঞ বলে পরিগণিত হবেন যার উপকারীতা তিনি নিজে যেমন পাবেন তেমনি সমাজও তার থেকে উপকৃত হবে।

২। পড়াশোনা ও গবেষণার সাহায্যে তিনি সৃষ্টির নিয়ম মেনে চলবেন ফলতঃ স্নায়বিক ও মানসিক অস্থিরতার প্রতি কম আসক্ত হবেন।

৩। তিনি যদি উন্নতির পথে থাকেন এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দেখান তাহলে তিনি আপনার প্রতি এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হবেন, তিনি কোন দুর্নীতির দিকে পা বাড়াবেন না এবং কোন রকম সর্বনাশা মাদকাসক্তির প্রতি আকৃষ্ট হবেন না।

সতর্ক থাকুন যেন তিনি বিপথে পা না বাড়ান

পুরুষেরা সাধারণতঃ কাজকর্মে এবং সঙ্গী নির্বাচনে স্বাধীন যা তাদের উন্নতি এবং কাজের জন্যে সহায়ক। পুরুষরা যদি কাজের ক্ষেত্রে নিয়মবদ্ধ হয়ে পড়ে

তাহলে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। একজন বুদ্ধিমতী রমণী কখনও তার স্বামীর কাজে নাক গলাবে না। সে কখনই তাকে পরিচালিত করতে চাইবে না। কেননা সে জানে যে তাকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করলে অথবা তার কাজকর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে তিনি তার বিরুদ্ধাচারণ করবেন। বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ পুরুষরা কখনও নিয়ন্ত্রিত হতে চান না। এই ধরণের পুরুষরা সবসময় বুদ্ধিমানের মত কাজ করেন। তারা কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হন না; তারা ভালভাবেই জানেন কে তার শত্রু এবং কে তার মিত্র। অন্যদিকে খুব সাধারণ পুরুষও রয়েছে যারা সহজে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং অন্যদের দ্বারা খুব সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

কিছু লোক আছে যারা প্রতারক এবং তারা এই সাধারণ লোকদের ধরার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। এই প্রতারক তার ভাল করার ভান করে তাকে ফাঁদে ফেলে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলে। ত্রুটিযুক্ত সমাজ এ সময়ে সাহায্য করতে পারে না। এমনকি মানুষের একরোখা চরিত্রও এসময় কাজে লাগে না। প্রতারকের খপ্পরে পড়া পুরুষটি তার নিজের অবস্থা এক মুহূর্তের জন্যেও অনুধাবন করতে পারেননা, কিন্তু একদিন আকস্মিকভাবে জেগে উঠে তিনি দেখেন যে এক গভীর ফাঁদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন যেখান থেকে আর উঠে আসার উপায় নেই। আপনার চারপাশে একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে এমন অনেক হতভাগ্যকেই আপনার চোখে পড়বে। সম্ভবতঃ তারা কেউই ইচ্ছা করে ফাঁদে পড়েনি কিংবা দুর্নীতি পরায়ণ হয়ে ওঠেনি ; কিন্তু তাদের অতিসরলতা, অজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার অভাব তাদেরকে সমাজে দুষ্টক্ষত রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, এই সাধারণ পুরুষদের জন্যে সতর্ক নজর রাখা দরকার। তাদের কাজ কর্মকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধিমান এবং হিতাকাঙ্খী লোকেরা তাদের ভালো করতে পারে।

আর একাজের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত হলো এ সব পুরুষদের স্ত্রীরা। একটু সহৃদয়তা এবং বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে একজন বুদ্ধিমতী ও চালাক স্ত্রী তার স্বামীর জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করতে পারে। সরাসরি তার কাজে হস্তক্ষেপ না করেই অথবা "এটা কর" কিংবা "এটা করো না" এধরণের কথাবার্তা না বলেও সে একাজ সমাধা করতে পারে। এটা এজন্যে যে পুরুষরা সাধারণতঃ অন্যের হাতের নিয়ন্ত্রণে থাকতে চায় না। একজন বুদ্ধিমতী মহিলা তার স্বামীকে অপ্রত্যক্ষভাবে তার অজ্ঞাতে তার কাজকর্ম ও সঙ্গীদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে যেন সে বুঝতে না পারে।

প্রায়শঃই কিছু পুরুষ, কোন কোন সময় দেরীতে বাড়ীতে ফেরে। দেরী করে ফেরাটা যদি গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে হয় তাহলে তা নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই, কেননা পুরুষরা প্রায়ই এমন কিছু আকস্মিক ঘটনার মধ্যে পড়ে যায় যা তাঁরা অফিস সময়ের পরে সারবে বলে ঠিক করে। তবে যদি দেরী করে ফেরাটা অত্যধিক দেরী হয়ে যায় তাহলে স্ত্রীর সে সম্পর্কে খোঁজ খবর করা দরকার। কিন্তু খোঁজখবর নেয়া খুব সহজ কাজ নয়, এর জন্যে দরকার ধৈর্য্য ও জ্ঞান। রাগ এবং প্রতিবাদ পরিহার করে চলতে হবে। স্বামীর সাথে প্রথমে নরমভাবে সহানুভূতির সাথে কথা বলতে হবে। জিজ্ঞেস করতে হবে গতদিন কেন দেরী করে ফিরেছেন এবং কোথায় ছিলেন ? সময় এবং পরিস্থিতি বুঝে এসব প্রসঙ্গ নিয়ে আগাতে হবে। যদি দেখেন আপনার স্বামী কোন অফিসের কাজ অথবা কোন বৈজ্ঞানিক সম্মেলন বা ধর্মীয় শিক্ষামূলক সভা সমিতিতে গিয়েছিলেন তাহলে এনিয়ে আর কথা বাড়াবার প্রয়োজন নেই। যদি টের পান যে তার কোন নতুন বন্ধু হয়েছে তাহলে খুঁজে দেখা দরকার যে এই নতুন ব্যক্তিটি কে। যদি ভাল এবং সচ্চরিত্রের কেউ হয় তাহলে আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। আশা করা যায় কোন স্ত্রী তার স্বামীর ভাল কোন বন্ধু লাভে খুশীই হবে কারণ ভাল বন্ধু পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।

যদি আপনি টের পান যে আপনার স্বামী বিপথগামী হচ্ছেন অথবা তিনি দুর্নীতি পরায়ণ ও খারাপ লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করছেন তাহলে অবিলম্বে তাকে থামাতে চেষ্টা করুন। এই পরিস্থিতিতে একজন মহিলার ভূমিকাই সবচেয়ে বড়। অযত্নের কারণে, সঠিক হস্তক্ষেপের অভাবে পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। এই সময়ে একজন মহিলার জ্ঞান ও চতুরতা অত্যন্ত কার্যকর হয়। মনে রাখা দরকার ঝগড়া বিবাদ কিংবা যুক্তিতর্ক এসময় কোন কাজে লাগে না। বরং তা হিতে বিপরীত হতে পারে। এই ধরণের সমস্যায় পড়লে অর্থাৎ স্বামী অসৎ সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে কোন মহিলার যা করা উচিত তা হলো ঃ

১। প্রথমতঃ বাড়ীতে বসে পরিস্থিতির সবদিক খুব ভাল করে বিচার করে দেখতে হবে। নিজের মনোভাব এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করতে হবে। নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে কেন স্বামী বিপথে পা বাড়ালেন, কেন তিনি পরিবারের প্রতি আকর্ষণ

হারিয়ে ফেললেন। হয়ত স্ত্রীর মন-মানসিকতার ফলেই স্বামীর এই পরিণতি হয়েছে - বিচার বিশ্লেষণ করলে স্ত্রী এই আত্মোপলব্ধিতে পৌঁছাঁতেও পারেন। হয়ত স্ত্রী নিজেই স্বামীর এই বিচ্যুতির কারণ। সে হয়ত স্বামীর খাওয়া-দাওয়ার প্রতি নজর দেয় না, বাড়ীর অন্যান্য বিষয়েও তার দৃষ্টিভঙ্গী একই রকম। এভাবে ধীরে ধীরে তার স্বামী দূরে সরে গেছে। স্বামী হয়ত এখন বাইরের কোন বিষয়ে মগ্ন থেকে সমস্যাগুলোকে ভুলতে চান।

স্ত্রী তার স্বামীকে সমস্যা কি তা জিজ্ঞেস করতে পারে এবং সমাধানের চেষ্টা করতে পারে। যদি সে নিজেকে স্বামীর মনের মত করে গড়ে তুলতে পারে, সংসারের দিকে ও মনোযোগ দেয় তাহলে সে আশা করতে পারে যে তার স্বামী আবার পরিবারের কছে ফিরে আসবে এবং অসৎ সঙ্গ পরিহার করবে।

২। দ্বিতীয়তঃ তার উচিত হবে স্বামীকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করা, যতটা সে পারবে। স্বামীকে মনে করিয়ে দিতে হবে পরিস্থিতির ভয়াবহতা, দিতে হবে উপদেশ। এমনকি স্ত্রীর উচিত আবেদন-নিবেদন কান্নাকাটি করে স্বামীকে অসৎ সঙ্গ ছাড়তে বলা। স্বামীকে তার বলা উচিতঃ

"আমি তোমাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালবাসি। আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত। আমি তোমার জন্যে সব করতে পারি এমনকি নিজেকে পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি একটা কারণে ভীষণ দুঃখী। কেন তোমার মত মানুষের এরকম বন্ধু-বান্ধব থাকবে ? আর ঐরকম জায়গায় তুমি আড্ডা দেবে ? এধরনের কার্যকলাপ তোমার পক্ষে মানানসই হয় না। দয়া করে এগুলো ভুলে যাও।" যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বামীর হৃদয়ে তা পৌঁছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর এই আবেদন-নিবেদন চালিয়ে যাওয়া উচিত। এমন হতে পারে যে স্বামী তার চরিত্রের কোন পরিবর্তন করলো না এবং সহজে প্রভাবিত হলো না। এক্ষেত্রে স্ত্রীর সহজে পরাজয় মেনে নেয়া উচিত নয়। আরও ধৈর্য এবং শক্তি নিয়ে তাকে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। নারীর পুরুষের ওপর সহজাত আধিপত্য রয়েছে। যদি কোন নারী

মনে করে সে এটা করবে তাহলে অবশ্যই সে তা করতে সমর্থ হবে। যদি দুর্নীতিগ্রস্ততা থেকে সে তার স্বামীকে বাঁচাতে চায় তাহলে সে সফলকাম হবে। এক্ষেত্রে যদি সে বুদ্ধিমতীর মত কাজ করে তাহলে তার সফল হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। যাই হোক, কোন বিভৎসতা বা রূঢ় ব্যবহার দিয়ে একাজ হবে না যদি না সহৃদয়তা ও ভদ্রতা দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। তবে প্রতিশোধের ইচ্ছা ত্যাগ করে সে ঝগড়া, গৃহত্যাগ কিংবা অন্য যে কোন পথ বেছে নিতে পারে। মনে রাখতে হবে এগুলো করতে হবে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে বা প্রতিশোধের জন্যে নয় বরং স্বামীকে সুপথে আনার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে।

স্বামীর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক স্ত্রীরই অবশ্য কর্তব্য আর সে সেটা জন্যেই ইসলামের নবী (সাঃ) বলেনঃ *"স্বামীর যথার্থ যত্ন নেয়াই প্রতিটি নারীর জন্যে জিহাদ স্বরূপ"*। [৫২]

সন্দেহপরায়ণ স্ত্রী

স্বামীকে নজরদারী করা কোন ভুল কাজ নয় কিন্তু যেন এমন না হয় যে সেটা সীমা অতিক্রম করে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের পর্যায়ে চলে যায়। সন্দেহ অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি রোগ যা চিকিৎসার অযোগ্য। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু লোক এই রোগের শিকারে পরিণত হয়। একজন সন্দেহবাদী স্ত্রী মনে করে যে তার স্বামী ন্যায়ভাবে বা অন্যায়ভাবে তার প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন। তার ধারণা স্বামী হয় ইতিমধ্যেই কোথাও বিয়ে করে ফেলেছেন নতুবা করতে চান। সে স্বামীকে তার সেক্রেটারীর সঙ্গে কিংবা অন্য কোন মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ করে। স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারায় এজন্যে যে তিনি প্রত্যেক দিনই দেরী করে ঘরে ফেরেন অথবা তাকে অন্য মহিলার সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। যদি স্বামী কোন বিধবা মহিলা এবং তার ছেলেমেয়েকে সাহায্য করতে চান তাহলে স্ত্রী মনে করে যে তার স্বামী সাহায্য করার চাইতে ঐ মহিলার প্রতি অনুরক্ত বেশী। যদি অন্য কোন মহিলা তার স্বামীর প্রশংসা করে বলে যে তিনি দেখতে খুব সুন্দর এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তাহলে সে ধারণা করে যে তিনি ঐ মহিলার প্রতি অনুরক্ত। স্বামীর গাড়ীতে লম্বা চুলের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়ে ভাবে তার স্বামীর জীবনে দ্বিতীয় কোন না কোন নারীর আবির্ভাব ঘটেছে!

এই ধরনের চিন্তাভাবনা যে সব স্ত্রীরা করতে থাকে তারা এরকম নানা অমূলক প্রমাণের ভিত্তিতে স্বামীকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে ধারণা করে বসে। রাতদিন এরা স্বামীর এই অবিশ্বস্ততা নিয়ে ভাবতে থাকে। এনিয়ে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এমনকি শত্রুর সঙ্গেও কথা বলে যারা সহানুভূতির ছলে তাদের এই ধারণাকে আরও উস্কে দেয় এবং তাকে অন্যান্য অবিশ্বস্ত পুরুষদের রসাত্মক গল্প বলে তার দুঃশ্চিন্তার আরও ইন্ধন যোগায়। অভিযোগ আর ঝগড়ার ক্ষেত্র তৈরী হতে থাকে। সংসার ও সন্তানের প্রতি তার অমনোযোগ দেখা দেয় এমনকি হয়ত বাপের বাড়ীতে গিয়ে ওঠে। স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, স্বামীর পকেট চেক করে দেখে। স্বামীর চিঠিপত্র পড়ে দেখে। আর তুচ্ছ যে কোন কিছু নিয়ে স্বামীকে বিশ্বাসহন্তা বলে অভিযোগ করে বসে। এভাবে নিজেদের মনোভাবের কারণে এই সব নারীরা পারিবারিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এবং ঘর-সংসার পরিণত হয় যেন দোযখে যার মধ্যে এরা নিজেরাও জ্বলে পুড়ে মরে। যদি স্বামী নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারেন অথবা শপথ করে বলতে পারেন যে তিনি কোন খারাপ কাজে জড়িত নন অথবা যদি চীৎকার করে নিজেকে নির্দোষ ঘোষণাও করেন তথাপিও এরা সন্তুষ্ট হবে না।

পাঠক নিশ্চয়ই এরকম নারী দু'এক জনকে দেখে থাকবেন তবু কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঃ "পারিবারিক আদালতে এক নারী এসে বলল ঃ অবাক হবেন না যে আমি বার বছর বিবাহিত জীবন কাটাবার পর তিন তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সহ এখন বিবাহ বিচ্ছেদ চাইছি, ঠিক করেছি যে আমি তার কাছ থেকে বিচ্ছেদ চাই। এর কারণ আমি এতদিনে নিশ্চিত হয়েছি যে আমার স্বামী আমার প্রতি বিশ্বস্ত নয়। কিছুদিন আগে আমি একজন সুন্দরী মহিলার সঙ্গে তাকে রাস্তায় দেখতে পাই। আমি একটা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন রাখি সেটাতে একটা বিভাগ রয়েছে ভবিষ্যৎ বাণীর। সবসময় আমার স্বামীর রাশিতে লেখা থাকে যে জুন মাসে জন্ম গ্রহণকারীদের সঙ্গে তার ভাল সময় যাবে। কিন্তু আমি জন্মেছি ফেব্রুয়ারী মাসে। তাছাড়া আমি বুঝতে পারি যে আমার স্বামী আমাকে যেরকম ভালবাসা উচিত ততটা ভালবাসে না। এর উত্তরে তার স্বামী যা বলেন তা হলো ঃ 'দয়া করে আমাকে বলে দিন আমি কি করবো। আমি বলবো এই ধরণের ম্যাগাজিনগুলির উচিত আমার স্ত্রীর মত পাঠিকাদের কথা চিন্তা করা এবং আর মিথ্যা না ছড়ানো। বিশ্বাস করুন, এই

রাশিফল আমাকে আর আমার ছেলেমেয়েদেরকে একদম ধ্বংসের মুখে নিয়ে ফেলেছে। যদি রাশিফল বলে যে এ সপ্তাহে আমার কিছু টাকা পাওয়ার আশা আছে তাহলে সে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে সে টাকাটা দিয়ে আমি কি করেছি ? আর রাশিফল যদি বলে এ সপ্তাহে আমার কোন চিঠি পাওয়ার কথা আছে তাহলে তো মাশাল্লাহ্ কোন কথাই নাই ! আমার মনে হয় আমাদের দু'জনের আলাদা হওয়াই ভাল কেননা সে কোন যুক্তির ধার ধারেনা'। [৫৩]

"একজন পুরুষ আদালতকে জানায় ঃ 'একমাস আগে যখন আমি একটি পার্টি থেকে ঘরে ফিরছিলাম তখন আমার এক বন্ধু তার স্ত্রীকে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করে। পরদিন আমার স্ত্রীর আব্দার রক্ষার্থে তাকে বাপের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন সে গাড়ীর মধ্যে মহিলাদের মাথার এক গাছা লম্বা চুল দেখতে পায়। প্রশ্ন করে এই চুল কার ? আমি তো ভয়ানক ঘাবড়ে গেলাম। এবং তাকে ঠিকমত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। তাকে তার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে সোজা চলে গেলাম অফিসে। তারপর অফিস শেষে রাতে যখন তাকে আনতে গেলাম তখন সে আমার সঙ্গে ফিরতে অস্বীকার করে। আমি জিজ্ঞেস করি কেন ? সে উত্তর দেয় আমার সেই চুলের গোছার মালিকানীর সাথে বসবাস করাই ভালো"! [৫৪]

"একজন তরুণী আদালতে অভিযোগ করে বলে যেঃ 'আমার স্বামী রোজই কাজ থেকে অনেক রাত করে বাড়ী ফেরেন। আমি এনিয়ে খুব উদ্বিগ্ন থাকি। এবং আমার সন্দেহ আরও বেড়ে যেতে থাকে আমার প্রতিবেশীদের কথাবার্তায়। তারা বলে যে আমার স্বামী একজন মিথ্যুক এবং আসলে তিনি রাত পর্যন্ত কোন কাজের কাজ করেন না বরং কোথাও ফূর্তিফার্তি করে বেড়ান। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি একজন মিথ্যাবাদীর সঙ্গে বসবাস করতে রাজী নই।" এই সময় তার স্বামী পকেট থেকে কিছু চিঠি বের করে মাননীয় আদালতের সামনে পেশ করেন এবং বলেন দয়া করে এগুলো জোরে জোরে পড়ুন যাতে করে আমার নির্দোষিতা প্রমাণিত হয় এবং আমার স্ত্রীর এই ধরণের অযৌক্তিক ব্যবহার বন্ধ হয়। বিচারক জোরে জোরে চিঠিগুলো পড়ে শোনান। একটা চিঠিতে বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় কাজ করার নির্দেশ। অন্য চিঠিগুলোও ওভারটাইম সংক্রান্ত। এর মধ্যে একটিতে আবার তাকে সেমিনারে অংশ নিতে বলা হয়। স্ত্রী একথা শুনে এগিয়ে এসে চিঠিগুলো দেখে এবং বলে ঃ আমি প্রত্যেক রাতে তার পকেট

খুঁজে দেখেছি, এধরণের কোন চিঠি খুঁজে পাই নাই। বিচারক বলেনঃ 'এগুলো হয়ত সে কাজের জায়গাতেই রেখে আসতো'। তখন সেই যুবক আদালতকে জানায়ঃ 'আমার প্রতি আমার স্ত্রীর এত সন্দেহ জন্ম নিয়েছে যে আমিও তার প্রতি সন্দেহ পরায়ণ হয়ে পড়েছি। প্রতি রাতে আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। আমি ভাবি সে বুঝি অন্য কাউকে ভালবাসে এবং তাকে বিয়ে করবার জন্যে আমার কাছ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ চায়। একথা শুনে তরুণী স্ত্রী স্বামীর কাছে ছুটে আসে এবং আনন্দে কাঁদতে থাকে। স্বামীর কাছে ক্ষমা চায় এবং দু'জনে একসাথে আদালত থেকে প্রস্থান করে"। ৫৫

"একজন দাঁতের ডাক্তার আদালতে অভিযোগ পেশ করে বলেনঃ 'আমার স্ত্রী মাত্রাতিরিক্ত ঈর্ষাকাতর। আমি একজন ডেন্টিষ্ট তাই অনেক মহিলাও আমার কাছে চিকিৎসার জন্যে আসে। কিন্তু এতে করে আমার স্ত্রী ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে আর প্রতিদিনই এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তার মতে মেয়ে রুগী আমার দেখা উচিত নয়। আমরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়কে ভালবাসি কিন্তু আমার স্ত্রীর এই অযৌক্তিক চাওয়াটা আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলছে। কিছু আগে সে আমার সার্জারী রুমে আসে এবং জোর করে সেখান থেকে আমাকে ফিরিয়ে আনে। ঘরে ফিরে আমাদের ঝগড়া লেগে যায়। সে আমাকে বলতে থাকেঃ "আমি চেম্বারে গিয়ে ওয়েটিং রুমে এক মেয়ের পাশে বসেছিলাম। এমনভাবে তার সাথে কথা বলেছি যেন টের না পায় যে আমি তোমার স্ত্রী। মেয়েটি বললো ডেন্টিষ্ট লোকটি খুব অভিজাত আর দেখতে দারুণ আকর্ষণীয়"। "ডেন্টিষ্ট তার কথা বলতে থাকেন ঃ 'এক সামান্য মেয়ের মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে আমার স্ত্রী অপমানজনক ভঙ্গীতে আমাকে আমার সার্জারী রুম থেকে বের করে নিয়ে আসে'। ৫৬

"একজন স্ত্রীলোক আদালতে নালিশ করলো এই বলে যে 'আমার এক বান্ধবী আমাকে বলেছে যে আমার স্বামী একজন অপরিচিত মহিলার বাসায় যায়। আমি একদিন আমার স্বামীকে অনুসরণ করি এবং দেখি যে কথাটা সত্যি। এখন আদালতের কাছে আমি তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির আর্জি পেশ করছি'। স্বামীটি স্ত্রীর সঙ্গেই আদালতে এসেছিল এবং সে বললঃ 'একদিন আমি ফার্মেসীতে কিছু ওষুধ কিনতে গিয়েছিলাম। আমি দেখলাম একজন স্ত্রীলোক যে পাউডার দুধ কিনছিল তার কাছে দাম দেবার মত পুরো টাকা ছিল না। তাই আমি তাকে কিছু সাহায্য করতে চাইলাম। পরে জানতে পারলাম সে

একজন বিধবা মহিলা এবং খুবই গরীব। সেই থেকে আমি তাকে বরাবর কিছু সাহায্য করতে মনঃস্থ করলাম'। বিচারকরা স্বামীটির বক্তব্য তদন্ত করে সত্য বলে প্রমাণ পান এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলন ঘটিয়ে দেন"। [৫৭]

এ ধরণের ঘটনা বহু পরিবারেই ঘটতে পারে। পারিবারিক পরিবেশে হতাশা, সন্দেহ এবং শত্রুতার সৃষ্টি হতে পারে। ছেলেমেয়েদের দুর্ভোগ আর মানসিক যন্ত্রণা ব্যাপক হয়ে উঠতে পারে। যদি কোন দম্পতি ক্রমাগতঃ এইরকম অবস্থার মধ্যে বাস করতে থাকে তাহলে অবশ্যই তারা দুর্ভোগ পোহাবে। যদি তারা পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাতে না পারে তাহলে নিশ্চিতই তারা বিবাহ-বিচ্ছেদের দিকে এগিয়ে যাবে। বিচ্ছেদ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যেই ক্ষতিকর। পুরুষের পক্ষে আরও ভাল দ্বিতীয় স্ত্রী খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব এক ব্যাপার। আর ছেলেমেয়েদের জীবন হবে বঞ্চিত, হতভাগ্য, তারা কখনও সুখের মুখ দেখতে পাবে না। বাড়ীতে সৎ মায়ের আগমনে বা সৎ-বাবার আগমনে তাদের জীবন হয়ে উঠবে আরও দুর্বিষহ।

পুরুষ হয়ত ভাবতে পারে যে, এই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তিনি একজন 'নিখুঁত' মহিলাকে বিয়ে করবেন। কিন্তু তা একটা মরিচীকা মাত্র যা দুরাশারই নামান্তর। স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তিনি হয়ত নতুন বিবাহিত জীবনে নতুন সমস্যা কবলিত হয়ে পড়বেন।

বিচ্ছেদ মহিলাদের জন্যেও সুখ-স্বাচ্ছন্দের পথ নয়। যদিও সে ভেবে থাকতে পারে যে সে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে তবু পুনর্বিবাহ তার জন্যে সহজ হবে না। বাকী জীবন হয়ত তাকে একাই কাটাতে হবে। এমনকি তার জীবনে ছেলেমেয়ের উপস্থিতিও আর আনন্দের উৎস হয়ে থাকবে না। যদি সে পুনর্বিবাহ করতে সক্ষমও হয় তথাপি তার নতুন স্বামী যে তার প্রত্যাশা মতই হবে এমন কোন কথা নেই। হয়ত তার এই নতুন বিয়ে হবে দোজবরে, যেখানে স্বামীর মৃত পত্নীর সন্তান সন্ততির দায়িত্ব তাকে লালন পালন করতে হবে। তাই বিবাহ বিচ্ছেদ বা ঝগড়া-ফ্যাসাদ কোন দম্পতিকে রক্ষা করতে পারে না। মুক্তির জন্যে আছে অন্য পথ।

সেই সেরা পথ হলো এই যে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বাদানুবাদ পরিত্যাগ করে যুক্তিপূর্ণ আচরণের চেষ্টায় রত হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য পুরুষের দায়িত্বই বেশী এবং এই পথে জীবনকে এগিয়ে নেয়া না নেয়া অনেকটাই পুরুষের হাতে।

ধৈর্য-সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমার মনোভাব গ্রহণ করে পুরুষের পক্ষেই সম্ভব দাম্পত্য জীবনকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা, স্ত্রীর মন থেকে সন্দেহের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দেয়া। তাই পুরুষদের উদ্দেশ্য কয়েকটি কথা বলবোঃ

প্রথমত ঃ প্রিয় পাঠক! মনে রাখবেন যে যদিও আপনার স্ত্রী আপনাকে সন্দেহ করে থাকে তথাপি সে আপনাকেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সে সংসার এবং ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে যত্নশীল। বিবাহ বিচ্ছেদের আশংকায় সে ভীত হয়ে ওঠে। যদি আপনার জীবন বিপর্যস্ত হয় তাহলে তাকেও অবশ্যই ভুগতে হবে। যদি সে আপনাকে ভালো না বাসতো তাহলে সে তো ঈর্ষান্বিতই হতো না। এখন সে বর্তমান পরিস্থিতি মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু সে কি করতে পারে যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে ? কোন রোগীর রিউম্যাটিকস্ হয় আবার কারও বা ক্যান্সার। আপনার স্ত্রীর রোগ হলো মানসিক। যদি নিজে বুঝতে না পারেন তাহলে মানসিক ডাক্তারের কাছে তাকে নিয়ে যান। তার সাথে সহানুভূতি ও ধৈর্যের সাথে ব্যবহার করুন। তার সাথে তর্ক করে বা রাগ করে কোন লাভ নেই। রুগীর সাথে কেউ ঝগড়া করে না। তার অভিযোগ বা রুক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে আপনিও রুক্ষ হয়ে উঠবেন না। তার সাথে সবধরনের ফ্যাসাদ পরিহার করে চলুন। আদালতে অভিযোগ পেশ করা থেকে বিরত থাকুন। তালাক বা বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ তোলা থেকে বিরত থাকুন। এগুলো করে তার রোগ সারিয়ে তোলা যাবেনা। বরং এতে তা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনার রূঢ় আচরণ তার মনের সন্দেহকে আরও ঘণীভূত করে তুলবে। যতটা সম্ভব তার প্রতি দয়া দেখান। আপনি আপনার স্ত্রীর মনোভাব গভীরভাবে ঘৃণা করতে পারেন, কিন্তু উপায় কি ? বরং এমন ব্যবহার করুন যাতে তার উপলব্ধি ঘটে যে আপনাকে সন্দেহ করা অমূলক।

দ্বিতীয়তঃ আপনার উচিত নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা। তার কাছে কোন কিছুই লুকাবেন না। বরং আপনি নিজে পড়ার আগে তাকে আপনার চিঠি পড়তে দিন। আপনার ব্যক্তিগত ডেস্ক, ড্রয়ার কিংবা সেফের চাবি তার নাগালের মধ্যে রাখুন। আপনাকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার তাকে দিন। আপনি আপনার এইসব কর্তব্যের কথা শুনে নাখোশ হবেন না, বরং এগুলোকেই সুখী ও সমৃদ্ধ পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিক চাবিকাঠি বলে গণ্য করুন। অফিস শেষে আপনার যদি আর কোন কাজ না থাকে তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ী ফিরে আসুন। যদি এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে

যেখানে আপনার উপস্থিতি একান্ত দরকার তাহলে আপনার স্ত্রীকে অবশ্যই জানিয়ে দিন যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন এবং কতক্ষণে ফিরবেন। বাড়ী ফিরতে দেরী হয়ে গেলে তার কারণ সম্পর্কে তাকে খুলে বলুন। মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকুন নাহলে হয়ত তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। নিজের ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করুন। কিছুই লুকাবেন না। আপনার সারাদিনের কাজকর্ম নিয়ে তার সাথে আলাপ করুন। তাকে আপনার যে কোন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে দিন যা হয়ত তাকে আলোড়িত করেছে।

তৃতীয়ত ঃ হয়ত তার সন্দেহের ব্যাপারটা মনগড়া, আবার নারীর সন্দেহ সবসময় অকারণও হয় না। হয়ত বেখেয়ালে আপনি এমন কাজ করে বসলেন যা তাকে মানসিকভাবে খুব আঘাত করলো আর তার মন হয়ে উঠল সন্দেহপ্রবণ। তখন নিজের সাম্প্রতিক আচরণগুলো একবার ভেবে দেখুন। তাহলে হয়ত আপনি তার সন্দেহের আসল কারণটি খুঁজে পাবেন। এভাবে আপনার সমস্যার যথাযথ সমাধানও আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। যেমন আপনি যদি অন্য মহিলাদের সাথে বেশী হাসি-তামাশা করে থাকেন তাহলে ভবিষ্যতে আর এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার স্ত্রীর সন্দেহ আর অবিশ্বাসের বিনিময়ে আপনার 'হ্যান্ডসাম' বা 'দারুণ' উপাধি পাওয়ার দারকার আছে কি ? আপনার সেক্রেটারী অথবা মহিলা সহকর্মীর সাথে হাসি-মস্করা করে অনর্থক স্ত্রীর মনে সন্দেহ সৃষ্টি করবার কোন মানে আছে কি ? আপনার কাজের জন্যে মহিলা সেক্রেটারী রাখার দরকারই কি ? পার্টিতে অন্য মহিলাদের সাথে বেশী হাসি-তামাশা করবেন না। যদি কোন দরিদ্র বিধবাকে আপনার সাহায্য করার ইচ্ছা হয় তাহলে প্রথমেই কেন তা আপনার স্ত্রীকে জানালেন না ? আর সারাজীবন ধরে কোন বিধবাকে সাহায্য করে যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজেকে দাস কিংবা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাববার কোন কারণ নেই। বিবাহিত জীবন মানে দাসত্ব নয় বরং পারস্পরিক সমঝোতার প্রেক্ষিতে আপনি আপনার স্ত্রীর প্রতি যত্নশীল একথাই যথার্থ। সমস্যা থেকে মুক্ত হতে তাকে সাহায্য করুন। ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে যে বিপদ আপনার পরিবারিক জীবনের ভিত্তি ধ্বংস করে দিতে বসেছে সেটাকে দূর করুন। তাহলেই আপনি যেমন স্ত্রীর অসুস্থতা দূর করতে পারবেন তেমনি বাচ্চাগুলোকেও সুখী করতে পারবেন। নিজের প্রতিও মানসিকভাবে এবং

স্বাভাবিকভাবে আপনি একটা ভাল কাজ করবেন। তদুপরি এই রকম সংকটের মুহূর্তে যারা কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করে আল্লাহ্তায়ালাও তাদেরকে পুরস্কৃত করেন।

"ইমাম আলী (আঃ) বলেন ! 'নারীদের প্রতি সর্বদা বিনয়ী আচরণ কর। তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল যেন তারা কাজে কর্মে সততার পরিচয় দেয়'।" ৫৮

"ইমাম সাযযাদ (আঃ) বলেন ঃ 'স্বামীর ওপর স্ত্রীর অন্যতম অধিকার হলো এই, যেন স্বামী তার অজ্ঞতা ও মূর্খতা ক্ষমা করে দেয়'।" ৫৯

"আল্লাহ্র নবী (সাঃ) বলেন। *'যে ব্যক্তি তার অক্ষম স্ত্রীর সঙ্গে পদে পদে মানিয়ে নেয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর প্রতি প্রদর্শিত প্রতিটি ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ হযরত আয়ুব (আঃ) এর ন্যায় পুরস্কৃত করবেন"*।" ৬০

এখন নারীদেরকে কয়েকটি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চাই ঃ

পথমত ঃ প্রিয় ভগ্নী ! যে কোন ব্যাপারে অভিযোগ করতে গেলে আগে দরকার সুনিশ্চিত প্রমাণ। আপনার স্বামীকে অবিশ্বস্ত বলবার আগেও তাই সুনিশ্চিত প্রমাণ দরকার। যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত প্রমাণ না পাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে দন্ড দেবার কোন অধিকার আপনার নেই। কেউ 'হয়ত দোষ করেছে', এরকম ভেবে আইনের চোখে কিংবা বিবেকের চোখে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কেউ যদি প্রমাণ ছাড়া আপনাকে দোষী বলতো তাহলে আপনি নিজেও কি দুঃখ পেতেন না ? বোকার মত দুর্ভাবনা কিংবা ভিত্তিহীন ধারণার ওপরে দাঁড়িয়ে কোন লোককে দুশ্চরিত্র বলে প্রমাণ করা কি সম্ভব ?

"হে ঈমানদার গণ! অধিকাংশ সন্দেহ পরিহার কর কারণ নিশ্চিত রূপে কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহ হলো পাপ ..."। (৪:১২)

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেনঃ 'কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে মিথ্যা দোষারোপ করার (পরিমাপ) সুউচ্চ পর্বতের চাইতে ভারী'।" ৬১

"আল্লাহ্র নবী (সাঃ) বলেছেনঃ *'কেউ যদি কোন ঈমানদারের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে, পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্ তাকে আগুনের পাজার ওপর স্থাপন করবেন যেন সে তার যোগ্য শাস্তি পায়'*।"৬২

প্রিয় ভগ্নী ! মূর্খতা করবেন না এবং হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবেন না। সময় মত বসে ধীরে সুস্থে আপনার স্বামীর অবিশ্বস্ততা সম্পর্কে যেসব প্রমাণ বা নিদর্শন আছে সেগুলো লিপিবদ্ধ করুন। তারপর প্রতিটি ঘটনা ও যুক্তির পাশে পাশে এটাও লিখুন যে এগুলো থেকে অবিশ্বস্ততা ছাড়াও আরও অন্য কিছু অনুমান করা যায় কিনা। তারপর বিচারকের মতো নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সবদিক ভাল করে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করুন। যদি মনে হয় যে স্বামী দোষী নয় তাহলে এগুলো সম্পূর্ণ ভুলে যান। আর যদি তাকে অবিশ্বস্ত মনে হবার কথাই বারবার ধারণায় আসে তাহলে পরবর্তী আরও তদন্ত করে দেখার জন্যে প্রস্তুত হোন।

যেমন আপনি যদি স্বামীর গাড়ীতে চুলের গোছা পান তাহলে কি কি অনুমান করা যায় দেখুনঃ

১। এটার মালিকানা আপনার স্বামীর বোন, মা, খালা কিংবা এদের শিশুদের কারও হতে পারে;

২। আপনার নিজেরই হয়ত হতে পারে;

৩। আপনার স্বামী হয়ত কোন বন্ধু এবং বন্ধু পত্নীকে গাড়ীতে করে কোথাও পৌঁছে দিয়েছে এবং এই চুল সেই বন্ধু পত্নীর;

৪। সে হয়ত কোন বিপদে পড়া মহিলাকে গাড়ীতে লিফট দিয়েছে;

৫। কেউ হয়ত আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গোলামাল বাধাবার জন্যে ইচ্ছাপূর্বক এই চুল গাড়ীতে ফেলে রেখেছে;

৬। হয়ত আপনার স্বামীর কোন মহিলা সহকর্মী আপনার স্বামীর গাড়ীতে লিফট্ নিয়েছিল;

৭। আর একটা সম্ভাবনা হলো যে সে হয়ত তার কোন প্রেয়সীর সঙ্গে এই গাড়ীতে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিল কিন্তু এই সম্ভাবনা ওপরের সম্ভাবনাগুলো থেকে খুবই ক্ষীণ তাই এটাকে এত গুরুত্ব দেবার কিছু নেই। অন্ততঃ আর সবগুলো সম্ভাবনার কথা ফেলে রেখে এটাকে এব্যাপারেই চুড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য করার কোন কারণ নেই।

যদি আপনার স্বামী দেরী করে ফেরেন, সেক্ষেত্রে তিনি হয়ত ওভারটাইম করে ফিরেছেন। অথবা কোন বন্ধুর বাসায় গেছেন। কিংবা কোন সেমিনার বা ধর্মীয় সভা সমিতিতে গেছেন। কিংবা এমনও হতে পারে তিনি আজ পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরেছেন।

যদি অন্য কোন নারী তাকে সুদর্শন তথা হ্যান্ডসাম বলে মনে করে তাহলে সেটা তো তার নিজের দোষ নয়। ভদ্র ব্যবহার করার অর্থই তো আর দোষী হয়ে যাওয়া নয়। আপনি কি চান যে সে সবার সাথে অভদ্র ব্যবহার করুক আর লোকজন তাকে দেখলে হেসে আলাপ করার বদলে বরং ছুটে পালাক ?

যদি আপনার স্বামী কোন বিধবা বা তার বাচ্চাদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখান তাহলে আপনার বরং ভাবা উচিত যে তিনি মানুষটি অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল। আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করেই তিনি একাজ করছেন। যদি স্বামীর কোন ব্যক্তিগত ড্রয়ার বা আলমারী থাকে এবং তিনি যদি আপনাকে তার চিঠিপত্র পড়তে না দেন তাহলে ভেবে বসবেন না যে তার একজন প্রণয়ী রয়েছে। পুরুষ মানুষ সাধারণতঃ গোপনীয়তার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকে এবং এজন্যেই তিনি হয়ত তার অফিস বা ব্যবসা বাণিজ্যের গোপনীয় ও দরকারী কাগজ বা চিঠিপত্র বিশেষ যত্নের সাথে সকলের নাগালের বাইরে রেখে দেন। তিনি হয়ত ভাবেন এসব গোপনীয় ও পুরুষালী ব্যাপার স্ত্রীকে না জানানই সঙ্গত। তাই তার এই আচরণ দেখে, দৃঢ়ভাবে অন্যকোন খারাপ ধারণা করে বসবার অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়তঃ যখন আপনার মনে কোন ব্যাপারে সন্দেহ জাগে তখন ব্যাপারটা নিয়ে তার সাথে এমনভাবে আলাপ করবার চেষ্টা করুন যেন সত্য-মিথ্যা টের পাওয়া যায়, তার সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদ করতে যাবেন না। খোলামেলাভাবে তাকে বলুন যেন তিনি আপনাকে সন্দেহের ব্যাপারটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেন এবং আপনার মন থেকে অশান্তি দূর করে দেন। আপনার এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কি জবাব দেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তিনি যা জবাবদিহি করেন তা ভাল করে চিন্তা করে দেখুন। যদি আপনার মন তার কথায় সন্তুষ্ট হয় তাহলে তো সবকিছু মিটেই গেল। আর যদি আপনার মনে এর পরেও সন্দেহ লেগে থাকে তাহলে নিজেই ব্যাপারটা আগাগোড়া তদন্ত করে দেখুন, দেখুন যে আপনার স্বামী কোথাও মিথ্যা বলে আপনাকে ভুলানোর চেষ্টা করলেন কিনা। তবে সেরকম দু'একটা পয়েন্ট যদিও খুঁজে পান তাহলেও সেটাকে আপনার স্বামীর অপরাধের প্রমাণ বলে সাব্যস্ত করে বসবেন না। কারণ হয়ত আপনার সন্দেহ অকারণে আরও বেড়ে যেতে পারে- ভেবে তিনি দু'একটা কথা লুকিয়েছেন বা দু'একটা কথা বানিয়ে বলেছেন, সবটুকু সত্য কথা আপনাকে খুলে বলেননি। তাই এবারও সবচেয়ে ঠিক

কাজটা হলো খোলাখুলি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো এবং জানতে চাওয়া কেন তিনি প্রথমবার সবকথা বলতে চাননি। একথা সত্যি যে মিথ্যা কথা বলা কারও পক্ষেই ভাল নয় তবুও যদি আপনার স্বামী এরকম করে থাকেন তাহলেও আপনার উচিত নয় বোকামী করা। বরং তার কাছে গিয়ে দৃঢ়তার সাথে বলা দরকার কি ব্যাপার আমাকে সব খুলে বলুন। প্রথম দফাতেই যে তিনি আপনাকে সবকিছু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে সক্ষম হননি, আপনার সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর করে দিতে পারেননি সেটাকেই তার অপরাধের একটা প্রমাণ হিসেবে ভাবাটা উচিত নয়। এরকম হতে পারে যে আপনার প্রশ্ন শুনে হঠাৎ তিনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন কিংবা সত্যি সত্যিই তিনি কিছু কিছু ব্যাপার ইতিমধ্যে ভুলে গিয়েছেন। তাই এ নিয়ে এখনই আরও টানাহেঁচড়া না করে বরং কিছুটা সময় যেতে দিন, আবার যথার্থ সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকুন। যদি তিনি বলেন যে তিনি অমুক কথাটা বা তমুক ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলেন তাহলে তার কথাটা বিশ্বাস করুন। তবু যদি আপনার মনের সন্দেহ দূর না হয় তাহলে অন্য কোন উপায়ে ব্যাপারটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখুন।

তৃতীয়তঃ যাকে তাকে নিজের সন্দেহের কথা বলে বেড়াবেন না কারণ এরা আপনার শত্রুও হতে পারে। শত্রুরা আপনার এই ধারণা (বা সন্দেহকে) চারিদিকে ছড়িয়ে দেবে। আপনার জীবনকে একদম বিপর্যস্ত করে দেবার জন্যে তারা এর সাথে আরও কিছু সত্য-মিথ্যাও যোগ করে দেবে। কিংবা মনে করুন এরা আপনার ঠিক শত্রুও নয়। হয়ত এরা মূর্খ, সরল কিংবা সাংসারিক বিষয়ে নিতান্ত আনাড়ি। এরা হয়ত আপনার প্রতি দরদ বশতঃই আপনার কাহিনীকে আরেকটু বাড়িয়ে লোকজনকে বলে বেড়াবে। হয়ত তারা আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুজন। কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী, বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন এবং আপনার প্রতি সত্যিকারের দরদসম্পন্ন যারা একমাত্র তাদের সাথে কথা বলেই এসব ব্যাপারে আপনি কিছুটা লাভবান হবার আশা করতে পারেন।

চতুর্থতঃ যদি আপনার স্বামীর দোষ সম্পর্কে আপনার উপস্থাপিত প্রমাণ খুব একটা জোরালো না হয়, যদি আপনার আত্মীয় বা বন্ধুজনরাও মনে করে যে স্বাক্ষ্য প্রমাণ পর্যাপ্ত হয়নি, যদি আপনার স্বামী মনে করেন যে তিনি আদৌ দোষী নন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তবু যদি আপনি তার ওপর সন্দেহ করতে থাকেন

তাহলে নিশ্চিত জানবেন যে আপনি অসুস্থ। আপনার অসুস্থতা মানসিক, যার ফলে সন্দেহের কারণকে আপনি মারাত্মক বাড়িয়ে দেখছেন। এক্ষেত্রে একজন মনোচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই আপনার জন্যে শ্রেয়।

পঞ্চমতঃ স্বামীর সাথে ঝগড়া করা কিংবা আদালতে নালিশ করাটা আপনার পক্ষে বুদ্ধিমতির কাজ হবে না। বিবাহ বিচ্ছেদের কথা তুলবেন না কিংবা আপনার স্বামীকে নীচু করে ফেলবেন না। আপনার বিরুদ্ধ মনোভাবের ফলে শুধু বিদ্বেষ আর কলহের উদ্ভব ঘটবে যার পরিণতি হয়ত হবে বিবাহ বিচ্ছেদ। সতর্ক থাকুন যেন বোকার মত আচরণ করে না ফেলেন কিংবা আত্মহননের মত বিধ্বংসী পথ বেছে না নেন। নিজেকে হত্যা করলে শুধু যে আপনার সুন্দর জীবনটা অকালে নষ্ট হয়ে যাবে তাই নয় এর জন্যে আপনাকে পরকালেও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ভিত্তিহীন একটা দুঃশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের জীবনকে নষ্ট করে ফেলা কি সত্যিই দুঃখজনক নয় ? নিজের সমস্যা ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সমাধান করাই কি অপেক্ষাকৃত ভাল নয় ?

ষষ্ঠতঃ যদি আপনি এর পরও আপনার স্বামীকে সন্দেহ করেন কিংবা সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে নিশ্চিতই তিনি আর কারও প্রেমে পড়েছেন তাহলেও আপনার কাঁধেই এর দায়দায়িত্ব এসে বর্তায়। কারণ নিশ্চয়ই আপনি তার মন জয় করবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেন নি। আপনি তার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন যার সুযোগে অন্য নারী এসে তার জীবনে স্থান দখল করে নিয়েছে। তবু ভেঙ্গে পড়বার কিছু নেই, এখনও সময় আছে। নিজের মনোভাব পাল্টে ফেলুন, এমন আচরণ করুন যাতে আপনার স্বামী আপনার প্রতি আকৃষ্ট হন।

স্বামীর নিন্দায় কান দেবেন না

কিছু কিছু লোকের বদ স্বভাব হলো অন্যের সম্পর্কে নিন্দা করে বেড়ানো। এই ধরণের কাজ যে অরুচিকর শুধু তাই নয় বরং এর ফলে অনেক অনাকাঙ্খিত ঘটনাও ঘটে থাকে। মিথ্যা নিন্দার ফলে লোকজনের মধ্যে জন্ম নেয় সন্দেহ, হতাশা, মনোমালিন্য এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত। নষ্ট হয় বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ, পরিবারে রোপিত হয় অনৈক্যের বীজ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এমনকি এর পরিণতি হত্যাকান্ড পর্যন্ত গড়ানোও বিচিত্র নয়।

দুঃখজনক হলো মানুষের মধ্যে এই মিথ্যা নিন্দার প্রবণতা এত ব্যাপকহারে বিদ্যমান যে এটাকে সবাই যেন স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছে, এটাকে খারাপ বলে গণ্য করতেই ভুলে গেছে। এমন কোন আড্ডা নেই যেখানে পরনিন্দা এবং পরচর্চা হয় না। আর মেয়েদের আড্ডার ব্যাপারে তো কোন কথাই নেই। যখন দু'জন মেয়ে একসাথে হয় তখন তারা পরচর্চা শুরু করবেই। দু'জনের কে কতটুকু পরনিন্দা করতে পারলো এ নিয়ে যেন তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যায়। নিজেদের স্বামীদেরকে নিয়েও তারা কথা বলে। কার স্বামী কেমন, কি চাকরী করেন, আর অন্যান্যদের স্বামীদের কার কি খুঁত। একজন আরেকজনকে হয়ত বলে কেন তুই অমুক পেশার লোককে বিয়ে করতে গেলি? যদি বান্ধবীর স্বামীর ড্রাইভারী পেশা হয় তাহলে বলবেঃ "কেমন করে যে তুই মেনে নিতে পারিস স্বামী দিনরাত বাড়ী থাকে না আজ এই জেলায় তো কাল ঐ জেলায় ছুটে বেড়াচ্ছে?" যদি কসাই হয় তাহলে বলবেঃ "তোর স্বামীর গা থেকে যেন সবসময় চর্বির গন্ধ বের হয়।" যদি বেশী রোজগার না হয় তাহলে বলবেঃ "এত অল্প আয়ে তুই কেমন করে চালাস রে? এই বিয়ে যে কেন করতে গেলি? তোর মত সুন্দরী মেয়ের কি দুর্ভাগ্য যে শেষে কিনা বিয়ে করলি এমন একটা ফকিরা ব্যাটাকে। তোর মা-বাবাই বা মত দিল কি বলে? তুই কি তাদের ঘাড়ে একদম বোঝা হয়ে গিয়েছিলি নাকি? তুই চাইলে যে কাউকেই বিয়ে করতে পারসি। এই লোকটাকে পছন্দ করতে গেলি কেমন করে? সে তো তোকে কোন একটা জায়গায় ঘুরতেও নিয়ে যায়না। এমনকি একটা সিনেমা দেখাতেও না।" অথবাঃ "একটা কথা বল্ দেখি তোর স্বামীটা যা গোমড়ামুখো, থাকিস্ কেমন করে? নিজে এত শিক্ষিত হয়ে একটা গেঁয়ো চাষাকে বিয়ে করলি কি বলে?"

যে কোন দেশের বহু সংখ্যক মেয়েরই এমন সুরে কথা বলার অভ্যাস। কিন্তু এমনভাবে কথা বলার পরিণতি যে কত মারাত্মক হতে পারে সে সম্পর্কে এদের কোন চেতনা নেই। তারা ভুলেও ভাবেনা যে তাদের এসব গল্প গুজবের বা পরনিন্দার ফলে অনেক বিয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে, এমন কি খুনোখুনি ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। প্রকৃতপক্ষে এভাবে যারা কথা বলে তারা নারীরূপে সাক্ষাৎ শয়তান। এরা হলো পারিবারিক জীবনের শত্রু। ঘরে ঘরে এরা দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করে, ঘরকে পরিণত করে অন্ধকার বিবরে। আমাদের

কি করার আছে ? এ হলো আমাদের সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গের মত। ইসলাম যদিও আমাদেরকে এধরণের হীন কাজ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে বলেছে তবু আমরা আমাদের স্বভাব ছাড়তে রাজী নই।

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'ওহে! তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী কর কিন্তু নিজেদের অন্তরে প্রকৃত বিশ্বাস জাগ্রত করতে ব্যর্থ হয়েছ (তাদেরকে বলি) অপর কোন মুসলমান সম্পর্কে কটু কথা বলো না কিংবা তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি অপরের দোষ খুঁজে বেড়ায় আল্লাহ্তায়ালাও তার সাথে অনুরূপ আচরণ করবেন। ফলতঃ সে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হবে। নিজেকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেও সে (মানুষের বিরূপ সমালোচনা থেকে) আত্মরক্ষা করতে পারবে না'।*" ৬৩

ক্ষুদ্র স্বভাবের এইসব নারীরা হয়ত তাদের মনে অনেক অভিসন্ধি নিয়ে চলে। অন্যের সংসারে ভাঙ্গন ধরিয়ে তারা হয়ত তাদের গোপন প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করতে চায়। ঈর্ষাকাতর হয়ে কিংবা নিছক আত্মগৌরব প্রচারের জন্যেও হয়ত তারা পরচর্চা বা পরনিন্দায় মেতে উঠতে পারে। নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে বাগাড়ম্বর করে বেড়ানো কিংবা সরলমনা নারীদের প্রতারিত করা এসবই হয়ত তাদের আসল লক্ষ্য। হয়ত তারা এমন ভান করে যেন কতই সহানুভূতি তারা দেখাতে চায়। নিছক আমোদ স্ফূর্তির জন্যে, কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই নিছক নিজেদের বিকৃত মানসিকতা চরিতার্থ করবার জন্যেও তারা একাজে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু একথা নিশ্চিত বুঝতে হবে যে এ জাতীয় পরনিন্দা পরচর্চার মূল উদ্দেশ্য অপরের হিতসাধন করা নয় বরং এজাতীয় কর্মের ফলাফল সচরাচর ভয়াবহ ও ক্ষতিকরই হয়ে থাকে।

পাঠকরা নিজেরাও নিশ্চয়ই এমন অনেক দুঃখজনক ঘটনার কথা জানেন যেগুলো এরকম পরনিন্দা বা পরচর্চা মূলক গালগপ্পের কারণে ঘটেছে। আমি শুধু এখানে এরকম একটিমাত্র ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছিঃ

"আদালতে এক মহিলা একদিন বললেনঃ 'জনাব অমুক উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে আমার কাছে আমার স্বামীর নামে আজে বাজে বদনাম করে বেড়াত। তার মতলব ছিল এভাবে আমার এবং আমার স্বামীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করা। প্রায়ই সে বলত আমার স্বামী আমার ঠিক উপযুক্ত হয়নি। আমার স্বামী আমাকে ঠিকমত বুঝতে পারে না। তার হৃদয় আবেগ

অনুভূতিহীন ইত্যাদি। সবসময় সে চাইত আমি যেন আমার স্বামীর কাছ থেকে তালাক নেই এবং তার সাথে বিয়ে বসি। ... তার এই সব বিভ্রান্তিকর প্ররোচণার ফাঁদে শেষ পর্যন্ত আমি পা দিয়ে ফেলি এবং একদিন দু'জনে মিলে আমার স্বামীকে হত্যা করি।" ৬৪

প্রিয় ভগ্নি ! এখন এইসব পরনিন্দা পরচর্চার শয়তানী উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তাই বলি যদি আপনি আপনার সন্তানদেরকে ও স্বামীকে মায়া মহব্বত করেন তাহলে কখনই এই সব মানুষরূপী শয়তানদের কথায় প্রতারিত হবেন না। এদের নকল বন্ধুত্বের ফাঁদে জড়িয়ে পড়বেন না। নিশ্চিত জানবেন যে এরা আপনার বন্ধু নয় বরং এরা আপনার সেই শত্রু যারা দেখতে চায় যে আপনি ঘর সংসার ভেঙ্গে বেরিয়ে আসছেন। সরল অন্তঃকরণে এদেরকে বিশ্বাস করবেন না। বুদ্ধি বিবেচনার সাহায্যে এদের শয়তানী উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করুন। এরা আপনার স্বামীর বদনাম করার চেষ্টা চালানো মাত্র এদেরকে বিরত করুন। বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত না করে এদেরকে সোজা বলে দিন ঃ "দেখ ভাই যদি তোমার আমার বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চাও তাহলে আমার স্বামীর কোনরকম নিন্দা করবে না। আমার স্বামীর দোষ-ত্রুটি ধরবার কোন অধিকার তোমার নেই। আমার স্বামীকে আমি ভালবাসি আর তার মধ্যে খারাপ কিছু আমি দেখতে পাইনি।"

যদি তারা আপনার দৃঢ় কথাবার্তা থেকে একবার বুঝতে পারে যে স্বামী সন্তানের প্রতি আপনার দরদ কতটুকু তাহলে তারা নিজেদের বদমতলব হাশিলের কোন আশা আর দেখতে পাবে না এবং ভবিষ্যতে আপনাকে তাই আর বিরক্ত করতেও আসবে না। ভাববেন না যে আপনার কাটা কাটা কথা বার্তায় তারা মনে খুব দুঃখ পাবে। কিংবা এজন্য আপনার বন্ধুত্ব নষ্ট হবে। এরা যদি সত্যি সত্যিই আপনার বন্ধু হয় তাহলে আপনার কথায় একটুও দুঃখ পাবে না বরং সরাসরি কথা বলার জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাবে। যদি তারা আপনার শত্রু হয় তাহলে দূরে সরে গেলেই সবচেয়ে ভালো। যারা সবসময় খারাপ কাজের পেছনে লেগে থাকে তাদেরকে চিনতে পারামাত্র সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করুন।

মাতার উপর স্বামীর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার

মেয়ে যখন বাপের বাড়ীতে থাকে তখন তার কর্তব্য হলো মা-বাবাকে সন্তুষ্ট

রাখা। কিন্তু বিবাহিত জীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তার ভূমিকাও পরিবর্তিত হয়। স্বামীর বাড়ীতে এসে স্বামীর প্রয়োজন-অপ্রয়োজনকেই গুরুত্ব দিতে হবে সবচেয়ে বেশী। এমনকি যখন মা-বাবার চাহিদা আর স্বামীর চাহিদার মধ্যে বিরোধ দেখা দেবে তখন মা-বাবা অসন্তুষ্ট হলেও স্বামীর চাহিদাকেই গুরুত্ব দিতে হবে। স্বামীর প্রতি অবাধ্যতার কারণে দাম্পত্য জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আর সচরাচর (স্বামীর তুলনায়) মায়ের শিক্ষাদীক্ষা বা বুদ্ধিমত্তা কমই হয়ে থাকে।

মায়েরা বুঝতে চায়না যে মেয়ে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেছে এবং তাকে একা একাই নিজের স্বামীর সাথে সব ব্যাপার বুঝে নিতে হবে। বিবাহিত দম্পতিকে অবশ্যই নিজেদের ব্যাপার নিজেদেরকে সমাধা করতে দিতে হবে। তারা যদি কোন সমস্যার মুখোমুখি পড়ে তাহলে নিজেদের উদ্যোগেই তাদেরকে সেই সমস্যা সমাধান করতে হবে।

কিন্তু মেয়ের মায়েরা এ সম্পর্কে অন্ধ। তাই তারা চায় নিজেদের মনের মত করে জামাতাকে পরিচালনা করতে। সরাসরি কিংবা কায়দা করে তারা মেয়ে-জামাতার দাম্পত্য বিষয়ে অনুপ্রবেশ করতে চেষ্টা করে। এবং তারা সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, আনাড়ি ও বয়সে কাঁচা মেয়েকে ব্যবহার করে থাকে। সারাক্ষণ তারা মেয়েকে এটা ওটা উপদেশ দেয় কি করে কি করতে হবে এবং কি কি বাদ দিলে বেশী কাজ হবে। বেচারী মেয়ে, যে কিনা মাকে মনে করে দরদী আর সংসার অভিজ্ঞ, সে সহজেই মাকে অনুসরণ করে এবং এভাবে মায়ের ইচ্ছা অনিচ্ছার হাতে আত্মসমর্পণ করে বসে।

জামাতাও যদি শাশুড়ীর ইচ্ছা মত নিজেকে পরিচালিত করে তাহলে অবশ্য কোন ঝামেলা আর হয়না। আর জামাতা যদি শাশুড়ীর হস্তক্ষেপকে ঠেকাতে চায়, বা বিরোধীতা করে তাহলেই যত গোলমাল। তদুপরি মূর্খ শাশুড়ীও যদি একগুঁয়েমি দেখাতে থাকে তাহলে তো কথাই নেই। মেয়ের দাম্পত্য জীবনের পরিসমাপ্তিই হবে এর পরিণতি।

অজ্ঞ শাশুড়ী নিজ কন্যাকে স্বামীর প্রতি মনযোগী হওয়ার জন্যে অনুপ্রণিত না করে স্বামীর সঙ্গে বিরোধীতা করবার জন্যে উস্কানী দেয়। কন্যাকে সে বলে ঃ "নিজের জীবনটারে তো ধ্বংস্ করছিস্। আজব একখান স্বামী। তোকে বিয়ে করার জন্যে কত ভাল ভাল পাত্র এক পায়ে খাড়া ছিল। তোর চাচাত

বোনটার কপাল দেখ। আহা কী সুন্দর জীবন! কিন্তু বলি তার কোন গুনটা নাই যা তোর চাচাত বোনের আছে ? তোর কেন এমন পরিণতি! হায়রে কপালপোড়া মেয়ে আমার!" মায়ের এইসব কথাবার্তা দরদে পরিপূর্ণ মনে হলেও এগুলোর ফলেই কিন্তু সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ-বিবাদের সূত্রপাত হয়। মেয়ে স্বামীর বিরূদ্ধ পক্ষ হয়ে ওঠে। মেয়ের মা-বাবাও তার পক্ষ নেয়। এবং শেষপর্যন্ত মেয়ের জিত কায়েম করার জন্য তারা তার বিবাহ বিচ্ছেদও সমর্থন করে বসে।

"তিরিশ বছর বয়স্কা কন্যা তার পঞ্চাশ বছর বয়স্কা মা'কে মারতে উঠেছিল কারণ মায়ের জন্যেই তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তার নিজের ভাষায়ঃ 'আমার মা আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে আমাকে অনেক আজে বাজে কথা বলতো যার ফলে প্রায়ই আমার সাথে স্বামীর ঝগড়া বাঁধতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ব্যাপার বিবাহ বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু শীগ্‌গীরই আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। বিবাহ বিচ্ছেদের ছ'ঘন্টার মধ্যেই আমার (প্রাক্তন) স্বামীর আমার চাচাত বোনের সাথে এনগেজমেন্ট হযে যায়। আমি মানসিকভাবে এত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি যে নিজের মা'কে পেটাতে যাই।" ৬৫

"ঊনচল্লিশ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি তার বউ ও শাশুড়ীকে ফেলে পালিয়ে যাবার সময় লিখে রেখে যায়ঃ 'আমার স্ত্রীর মনোভাবের কারণে এবং যেহেতু সে আমার সাথে আবাদান যেতে রাজী হয়নি তাই আমি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেই। আমার স্ত্রী এবং আমার শাশুড়ীই আমার এই মৃত্যুর-জন্যে দায়ী।' এইভাবেই জনৈক ব্যক্তি যে সাংসারিক ব্যাপারে শাশুড়ীর নাক গলানোর কারণে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল সে অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।" ৬৬

"এক ব্যক্তি তার সাংসারিক ব্যাপারে শাশুড়ীর নাকগলানোর কারণে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে শাশুড়ীকে একদিন ট্যাক্সির বাইরে ছুঁড়ে মারে।" ৬৭

নিঃসন্দেহে যেসব মেয়ে এইধরনের মায়েদের মান্য করে চলে এবং নিজেদেরকে মায়ের ইচ্ছা অনিচ্ছার হাতে সঁপে দেয় তারা নিজেদের জন্যে বিপর্যয় ডেকে আনে। সুতরাং যে মেয়ে নিজের সংসারকে ভালবাসে তার উচিত নয় মায়ের কথায় চলা কিংবা মায়ের কথাকে বেদবাক্য বলে মান্য করা। বুদ্ধিমতী মেয়ে সবসময়ই তার মায়ের পরামর্শের ভাল-মন্দ বিচার করে

দেখবে তারপর সেগুলোকে নিজের পারিবারিক জীবনে প্রয়োগ করবে। যদি তার মায়ের পরামর্শ তার নিজের পারিবারিক জীবনের বিরুদ্ধে কিছু না হয় বা নিজের দাম্পত্য জীবনের জন্যে ক্ষতিকর না হয় একমাত্র তাহলেই সে সেগুলো মান্য করবে। মা যদি ভাল বা সৎ পরামর্শ দেন তাহলেই মায়ের কথামত চলাই কর্তব্য। কিন্তু মেয়ে যদি বিচার বিবেচনা করে দেখে যে তার মা আসলে অজ্ঞের মত বলছে এবং মায়ের পরামর্শ মত চললে দাম্পত্য জীবনে কলহ বিবাদের সূত্রপাত হবে তাহলে সে অবশ্যই মায়ের পরামর্শ উপেক্ষা করে চলবে। মেয়েদের জন্যে দু'টি পথ খোলা আছে, যেমন ঃ

১। মায়ের পরামর্শ চোখ বুঁজে মেনে চলা যার অনিবার্য ফলাফল পারিবারিক জীবনে কলহ-বিসম্বাদ অথবা

২। মায়ের পরামর্শ উপেক্ষা করে স্বামীর মতে চলা।

প্রথমটি নিশ্চয়ই কারও পক্ষে বেছে নেয়া সম্ভব নয় কারণ তা যদি কেউ করে তাহলে স্বামীর সঙ্গে তার জীবন হয়ে উঠবে অসহনীয় অথবা এর পরিণতি হবে বিবাহ বিচ্ছেদ। যদি বিবাহ বিচ্ছেদ নাও হয়, যদি সে স্বামীর সাথেই বসবাস করতে থাকে তাহলেও সে নিজে যেমন জ্বলেপুড়ে মরবে স্বামী-সন্তানও তেমনি সমান অসুখী হবে। আর বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সম্ভবত তাকে মা-বাবার কাছে গিয়েই উঠতে হবে। কিন্তু মা-বাবার পক্ষে তাকে আবার পরিবারের একজন সদস্য বলে গণ্য করা অসম্ভব প্রায়। তারা বরং তাকে ঝামেলা মনে করে এড়াতেই চাইবে। বাপের বাড়ীর সবার কাছ থেকেই তার ভাগ্যে জুটবে অপমান আর অসম্মান। একা একা বসবাস করাও তার জন্যে কঠিন। কিংবা পুনর্বিবাহও তার পক্ষে সহজ কাজ নয়। পুনর্বিবাহ যে সুখের হবেই এমন গ্যারান্টি তো কেউ দিতে পারে না। আর ছেলেমেয়েদের ভবিষৎ ? পুনর্বিবাহের ফলে যে নতুন সন্তান আসবে তাদের দায়িত্ব ? সবমিলে তার মধ্যে এমন হতাশা জন্ম নিতে পারে যে সে হয়ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে। অন্ততঃ সে নিজে এমন এক দুর্বিষহ ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে যে তার দ্বিতীয় স্বামীর পক্ষে তার সাথে শান্তিতে বসবাস করা সম্ভব হবে না এবং এই নতুন স্বামী হয় তাকে ছেড়ে পালিয়ে বাঁচবে কিংবা নিজেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে।

কোন নারী যখন তার মা কিংবা অন্য যে কোনও কারও দেয়া মূর্খের মত শলাপরামর্শ বা তাদের নিতান্ত স্বার্থপরের মত ইচ্ছা আকাঙ্খাগুলো বুঝতে

পারে তখন তার উচিত সেগুলোকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা, বিশেষতঃ যেগুলো তার স্বামীর সাথে সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তার মা'কে সে এই বলে থামাতে পারে যে ঃ "আমি তো এখন বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেছি তাই সর্বাগ্রে আমার উচিত আমার দাম্পত্য জীবনকে রক্ষা করা এবং আমার স্বামীকে সন্তুষ্ট করা। স্বামীর প্রতিই আমার সবচেয়ে বেশী মনোযোগ দেয়া উচিত কারণ সেই এখন আমার জীবনসঙ্গী। এখন সেই আমাকে সবরকম সুখী করতে পারে। জীবনের সব সুখদুঃখের ভাগীদার এখন সে। সেই আমার জন্যে এখন সর্বাগ্রগণ্য। এখন যদি আমরা কোন সমস্যায় পড়ি তাহলে অন্যের ওপর নির্ভর না করে আমাদের দু'জনকেই তা সমাধান করতে হবে। জীবনের সব পরিকল্পনা এখন আমাদের নিজেদের করাই বিধেয়। এর মধ্যে তোমার হস্তক্ষেপ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে ফেলবে। তুমি যদি চাও যে আমরা তোমার সাথে সৎ সম্পর্ক বজায় রেখে চলি তাহলে তোমার উচিত আমাদের ব্যাপারে নাক না গলানো, আমার কাছে আমার স্বামী সম্পর্কে কোন বদনাম না করা। নাহলে তোমার সাথে আমাকে সব সম্পর্ক ছেদ করতে হবে।"

আপনার কথা শুনে আপনার মা যদি আপনার সংসারে নাক গলানো থেকে বিরত হন তাহলে আপনাকে আর সমস্যায় পড়তে হবে না। কিন্তু আপনার এত কথার পরও যদি সে থামতে না চায় তাহলে তার সঙ্গে সবরকম দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে দেয়াটাই আপনার জন্যে বিধেয় হবে। তাতে করে আপনি বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন এবং স্বস্তিতে জীবন কাটাতে পারবেন। সম্পর্ক ত্যাগের কারণে হয়ত আপনার বাপের বাড়ীর কারও কারও চোখে আপনি হেয় প্রতিপন্ন হবেন কিন্তু আপনি স্বামীর চোখে অনেক বেশী সম্মানিত হয়ে উঠবেন।

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেনঃ *'তোমাদের নারীদের মধ্যে সেই উত্তম যে অনেক সন্তানের জন্মদাত্রী, স্নেহময়ী ও পূত-পবিত্র, যে নিজের আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ না করে বরং স্বামীর প্রতিই অনুগত থাকে, স্বামীর জন্যেই কেবল সাজ সজ্জা করে এবং অপরিচিতদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখে, স্বামীর কথা মন দিয়ে শোনে ও মান্য করে, একান্তে স্বামীর ইচ্ছার বশবর্তী হয় এবং কোন অবস্থাতেই নিজের শালীনতা ক্ষুন্ন হতে দেয় না''।*"

"অতঃপর নবী (সাঃ) আরও বলেন ঃ *'আর তোমাদের নারীদের মধ্যে সেই হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে আত্মীয় স্বজনের কথায় ওঠে বসে, বন্ধ্যা ও হিংসাপরায়ণ, অসৎ কাজে পিছপা হয়না, স্বামীর অনুপস্থিতিতে সাজগোজ করে, একান্তে স্বামীর ইচ্ছার বশবর্তী হয়না, স্বামী দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে নিলেও সন্তুষ্ট হয়না এবং স্বামীর ভুল ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখে না'* ।"[৬৮]

ঘরের মধ্যেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য বজায় রাখুন

অধিকাংশ নারীর অভ্যাস হলো পার্টি বা দাওয়াতে যাবার সময় সবচেয়ে ভালো কাপড়-চোপড় পড়ে সবচেয়ে সুন্দর গহনা বের করে সাজ-গোজ করা। কিন্তু বাড়ী ফিরে পোষাক পাল্টে সবচেয়ে জীর্ণ আর বেখাপ্পা জামাকাপড় পরা। সচরাচর এরা ঘরের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ব্যাপারে কিংবা ঘরে বসে সাজ-সজ্জা করবার ব্যাপারে মনোযোগী হয়না। এলোমেলো চুলে ঘর-দুয়ারে বা উঠানে ঘুরে বেড়ায়, পরণে হয়ত থাকে ময়লা দাগওয়ালা বা দীর্ণ কাপড় চোপড়। কিন্তু বাস্তবে হওয়া দরকার ঠিক এর বিপরীত। অর্থাৎ নারীর উচিত ঘরের মধ্যেই সাজ সজ্জা করা এবং নিজের স্বামীকে মুগ্ধ করে তার হৃদয় হরণ করা এবং অন্য নারীর জন্যে স্বামীর অন্তরে কোন শূন্য আকাঙ্খা রেখে না দেয়া। বাইরে গিয়ে অন্যদের দেখাবার জন্যে তার সুন্দরী হবার কি দরকার ? নারীর পক্ষে যথার্থ করণীয় কি এই যে সে তার সৌন্দর্য পরপুরুষের সামনে মেলে ধরে এবং যুবকদের জন্যে একটা মূর্তিমতী সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ?

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'যদি কোন নারী সুগন্ধি ছড়িয়ে ঘরের বাইরে পা দেয় তাহলে যতক্ষণ সে ঘরে ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত থেকে সে বঞ্চিত হয়'*।" [৬৯]

"নবীজী (সাঃ) আরও বলেন ঃ *'তোমাদের মধ্যে সেই হলো শ্রেষ্ঠ যে স্বামীর অনুগত, কেবল স্বামীর জন্যেই সাজগোজ করে আর অপরিচিতদের সামনে নিজের সাজগোজ মেলে ধরে না; আর নিকৃষ্টতম হলো সেই নারী যে স্বামীর অন্তরালে সাজ সজ্জা করে'* ।" [৭০]

প্রিয় ভগ্নী ! পুরুষের হৃদয় জয় করা বিশেষতঃ দীর্ঘদিন ধরে জয় করে রাখা সহজ কাজ নয়। এরকম ভাববেন না যে ঃ "সে তো আমাকে ভালই বাসে।

তার জন্যে আর সাজগোজ করবার দরকার কি কিংবা তার হৃদয় আবার জয় করবার কি আছে কিংবা তাকে মোহিত করবার আর দরকার কি ?" প্রতিমূহূর্তেই আপনার প্রতি তার ভালবাসাকে জাগ্রত রাখতে হবে। এ কথা নিশ্চিত জানবেন যে আপনার স্বামীর পক্ষে ফিটফাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত স্ত্রীর সঙ্গই সুখকর, হয়ত মুখে স্পষ্ট করে একথা তিনি নাও বলতে পারেন। যদি আপনি তার অন্তরের এই সুপ্ত আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত না করেন, যদি আপনি ঘরের মধ্যে আকর্ষণীয় সাজসজ্জা না করেন তাহলে তিনি হয়ত ঘরের বাইরে সুন্দরী আকর্ষণীয়া নারীদের দিকে নজর দেবেন। আপনার ব্যাপারে হতাশ হয়ে হয়ত তিনি সৎ পথ থেকে দূরে সরে যাবেন। যখনই তার চোখে আকর্ষণীয়া নারী পড়ে তখনই সে আপনার সাথে তার তুলনা করে। যদি আপনি এলোমেলো, এবং সাজসজ্জাহীন নারী হন তাহলে অন্য মেয়েদেরকে তার চোখে মনে হবে হুর পরী যেন খাস্ বেহেশ্‌ত থেকে নেমে এসেছে। তাই ঘরের মধ্যেও আকর্ষণীয় থাকতে চেষ্টা করুন এবং নিশ্চিত থাকুন যে সে আপনার প্রতি উৎসাহ হারাবে না।

জনৈক স্বামীর লেখা এই চিঠিটা পড়ে দেখুন ঃ

"আমার স্ত্রীকে দেখলে বাসার কাজের লোকদের থেকে ফারাক করা মুশকিল। আল্লাহ্‌র কসম মাঝে মধ্যে আমি ভাবি, আমার ইচ্ছায় সে তার পার্টিতে যাবার জন্যে তুলে রাখা কাপড়ের দু'একটা বাড়ীতেও পরুক। আমার ইচ্ছায় সে তার ঐ ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়গুলো ছুঁড়ে ফেলুক। দু'একবার তাকে আমি মুখেও একথা বলেছিঃ 'প্রিয়তমা অন্ততঃ ছুটির দিনেও তো ঐসব ভালো কাপড়গুলো পরতে পার।' তিক্ত স্বরে সে জবাব দিয়েছে ঃ বাড়ীতে আবার অত সাজ গোজের দরকার কি ? কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সামনে যদি কোনদিন আমি ফিট্‌ফাট্ হয়ে উপস্থিত না হতে পারি তাহলে সেটাই হবে আমার জন্যে বিব্রতকর।"

পাঠক হয়ত ভাববেন যে ঘরের কাজ বা রান্না বান্নার কাজ করার সময় নারীর পক্ষে সাজগোজ করা বা সুন্দরী সেজে থাকা সম্ভব নয়। এ কথা হয়ত কিছুটা সত্যি কিন্তু ঘরের কাজ করার জন্যেও আলাদা পোষাক তৈরী করে নেয়া যায়। কাজ শেষে স্বামীর সামনে যাবার সময় সে ভাল কাপড় পরে নিতে পারে কিংবা স্বামী যখন বাড়ী ফিরে আসে তার আগে সাজ গোজ করে নিতে পারে। ঘরের কাজ সম্পন্ন করার পর সবসময়ই নিজের চুল আঁচড়ে ঠিকঠাক করে নেয়া এবং নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেয়া সম্ভব।

"ইমাম বাকির (আঃ) বলেন ঃ 'নারীর কর্তব্য হলো সুগন্ধি মেখে, সেরা কাপড়-চোপড় পরিধান করে এবং নিজেকে সর্বোত্তমরূপে সজ্জিত করে সবসময় স্বামীর সামনে উপস্থিত হওয়া'।" ৭১

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ 'নারীদের উচিত নয় গহনা ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা, অন্ততঃ একটা নেকলেস হলেও পরা উচিত। তাদের হাত রঞ্জিত না থাকা উচিত নয়, সামান্য মেহেদী রঙ্গে হলেও রাঙ্গানো উচিত। এমনকি বয়স্কা নারীদেরও গহনা পড়া বাদ দেয়া উচিত নয়'।" ৭২

তার প্রতি মায়ের মত মমতা দেখান

শরীর বা মন অসুস্থ হয়ে পড়লে মানুষের একটু সেবা-যত্নের দরকার হয়। ভালবাসা ও দরদপূর্ণ সেবা-যত্নের সাহায্যে সেবাকারিণী একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে সেরে উঠতে প্রভূত সাহায্য করতে পারে। মানুষ আসলে বড় সড় একটা শিশুরই মত। বড় হয়েও মাতৃসুলভ স্নেহের চাহিদা তার মধ্যে রয়ে যায়। তাই পুরুষ যখন বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে তখন সমস্যা সংকট ও অসুস্থতার মুহূর্তে সে স্ত্রীর কাছে মাতৃসুলভ আচরণ প্রত্যাশা করে।

প্রিয় ভগ্নি ! যদি আপনার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার বেশী বেশী যত্ন নেবেন। তাকে আপনার সহানুভূতি দেখান, দেখান যে তার অসুস্থতায় আপনি কত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তাকে প্রবোধ দিন, তার সবকিছু চাহিদা মত তৈরী করে এনে দিন। বাচ্চারা যেন তাকে পেরেশান করতে না পারে সেজন্য তাদেরকে শান্ত করে রাখুন। দরকার হলে ডাক্তার খবর দিন, ঔষধ কেনার ব্যবস্থা করুন। যে খাবার তার পছন্দের আবার স্বাস্থ্যের জন্যেও ভাল সেরকম কিছু রান্না করুন। ঘন ঘন তিনি কেমন আছেন খোঁজ নিন। যতটা সম্ভব তার পাশাপাশি থাকুন। যদি যন্ত্রণায় তিনি ঘুমাতে না পারেন তাহলে তার কাছে যতক্ষণ সম্ভব বসে থাকুন। আপনি নিজে ঘুম থেকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে যান। জানতে চান তিনি কেমন আছেন। যদি রাতে তার ঘুম না হয়ে থাকে তাহলে আপনার সমবেদনা জানান। এমন ব্যবস্থা করুন যেন দিনের বেলায় তিনি তার রুমে চুপচাপ শান্তিতে থাকতে পারেন। আপনার এইসব সেবাযত্নের ফলে তিনি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবেন। তিনি আপনার আচরণে সন্তুষ্ট হবেন এবং আপনাকে আরও বেশী ভালবাসবেন। তদুপরি আপনি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে আপনিও তার কাছ থেকে অনুরূপ আচরণ পাবেন।

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'কোন নারীর জন্যে জিহাদ হলো তার স্বামীর জন্যে সর্বাধিক সেবা-যত্নের চেষ্টা করে যাওয়া'*।" [৭৩]

গোপন কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করবেন না

নারীরা সাধারণতঃ তাদের স্বামীদের গোপনীয় সব ব্যাপার যেমন আয়ের পরিমান, ভবিষৎ কর্মপন্থা এবং তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত থাকতে পছন্দ করে। তারা প্রত্যাশা করে যেন পুরুষরা তাদের কাছ থেকে কিছু গোপন না করে। অপরদিকে পুরুষরা তাদের সমস্ত কথা স্ত্রীদেরকে খুলে বলতে চায় না। ফলে কোন কোন দম্পতি এই নিয়েই রাতদিন ঝগড়া করতে থাকে।

কোন কোন নারী অভিযোগ করে যে তাদের স্বামীরা তাদের ওপর আস্থা রাখে না, নিজেদের চিঠিপত্র পড়তে দেয়না, নিজেদের আয় সম্পর্কে ঠিকঠাক করে বলে না, তাদেরকে সরাসরি সবকিছু বলে না, কিছু জানতে চাইলে ভাল করে উত্তর দেয় না, আবার কখনও কখনও একদম মিথ্যা কথাও বলে।

পুরুষ ঘটনাচক্রে স্ত্রীকে গোপনীয় ব্যাপারে গল্প করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু সাধারণতঃ তারা বিশ্বাস করে যে স্ত্রীদের কাছে যা গল্প করা যায় তা গোপন থাকে না। স্ত্রী এগুলো অন্যদের কাছে আবার গল্প করে ফেলে। এমনকি এই করে তারা স্বামীদের জন্য সমস্যাও সৃষ্টি করে বসে। কেউ যদি কারও গোপন কথা জানতে চায় তা হলে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলাই যথেষ্ট। কোন কোন স্ত্রী আবার স্বামীর গোপনীয় বিষয় জেনে ফেলার পর স্বামীকে সেসব নিয়ে ব্ল্যাকমেইল পর্যন্ত করতে থাকে এবং এভাবে স্বামী যে তাকে বিশ্বাস করে একটা কথা বলেছে সেই আস্থার চরম অমর্যাদা করে।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পুরুষের কিছু যুক্তি আছে। অপরপক্ষে নারী পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী আবেগের বশীভূত। নারী যখন ক্ষিপ্ত হয়ে যায় তখন তারা নিজেকে সহজে আর নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে না। তাই স্বামীর গোপনীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জানা থাকলে এ অবস্থায় সে স্বামীর জন্য যথেষ্ট সংকট সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং যদি কোন নারী তার স্বামীর গোপনীয় তথ্য সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী হয় তাহলে তাকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে যেন সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন অবস্থাতেই কারও কাছে তা প্রকাশ না করে। এমনকি ঘনিষ্ঠতর বন্ধু বা আত্মীয়কেও এসব কথা

জানানো চলবে না। যদি কাউকে বলেই ফেলা হয় তাহলে গোপন বিষয়ের গোপনীয়তাই তো আর রক্ষা করা হল না। এ জন্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও তার গোপনীয় কথা দ্বিতীয় কাউকে জানতে দেয় না।

"ইমাম আলী (আঃ) বলেনঃ 'বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যেই তার গোপনীয় বিষয় সবচেয়ে নিরাপদে রক্ষিত থাকে'।" [৭৪]

"ইমাম আলী (আঃ) আরও বলেন ঃ 'ইহকাল ও পরকালে ভাল রয়েছে দুটি জিনিষের মধ্যে ঃ গোপনীয় বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং ভাল লোকদের সাথে বন্ধুত্ব। আর সমস্ত খারাপ আছে দুটি জিনিষের মধ্যেঃ গোপন কথা বলে দেওয়া এবং খারাপ লোকদের সাথে বন্ধুত্ব'।" [৭৫]

স্বামীর পরিচালনা মেনে নিন

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা বা সংগঠনের জন্যেই একজন দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপক বা পরিচালক প্রয়োজন। যে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই এর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কাজ কর্ম পরিচালনার জন্যে একজন ব্যবস্থাপক প্রয়োজন হয়ে পড়ে যিনি এর সকল দায়িত্ব কর্তব্যসমূহের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করতে পারবেন। পরিবার হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক একক এ প্রতিষ্ঠানটির সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ এবং কঠিন একটি কাজ।

এ কথা নিঃসন্দেহ যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে গভীর সমঝোতা ও পারস্পরিক সহযোগীতার অস্তিত্ব থাকা অত্যন্ত জরুরী। তথাপি সবদিক দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধানের জন্যে একজন পরিচালকের অস্তিত্বও অপরিহার্য। বলাবাহুল্য পরিবারে যদি সকলকে সংগঠিত ও পরিচালিত করবার মত দায়িত্বশীল কেউ না থাকে তাহলে বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল দেখা দেবে। তাই হয় স্বামীকে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং স্ত্রী তাকে অনুসরণ করবে নতুবা স্ত্রীকে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং স্বামীকে তা অনুসরণ করতে হবে।

কিন্তু পুরুষ যেহেতু অধিকতর যুক্তিবাদী এবং আবেগের বশীভূত কম তাই তার পক্ষেই ব্যবস্থাপণা বা পরিচালনার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করা সম্ভব।

পবিত্র কোর্‌আন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেনঃ "পুরুষ হলো নারীদের অভিভাবক ও ভরন পোষনকারী। কারন, আল্লাহ তাদের একাংশকে অপর অংশের উপর গুণান্বিত করেছেন এবং পুরুষরা তাদের ধন-সম্পদ নারীদের জন্য ব্যয় করে। আর সাধ্বী নারী তারাই যারা অনুগতা....."(৪:৩৪)

পরিবারের সবার ভালর জন্যই পুরুষকে কর্তা হিসেবে গণ্য করা দরকার এবং সকল পারিবারিক কাজকর্মে তার তদারকি থাকুক এটা চাওয়া উচিত। এতে করে কিন্তু নারীর মর্যাদাকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। বাস্তব কারণেই সংসারের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে পুরুষের কর্তৃত্ব ও পরিচালনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যে নারী একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করতে পারবে সেই এই ব্যাপারটির যুক্তিযুক্ততা সমর্থন করবে।

"জনৈক নারীর মতেঃ 'আমাদের ইরানের একটি সুন্দর ঐতিহ্য ছিল যা কালে কালে বিনষ্ট হতে বসেছে। এই ঐতিহ্য অনুযায়ী সংসারের পরিচালনার দায়-দায়িত্ব ছিল পুরুষের ওপর। পরিবারের সেই ছিল কর্তা। কিন্তু বর্তমানে এ অবস্থা বদলে গেছে এবং ঠিক কে যে পরিবারে এই দায়িত্বটা পালন করবে তা নিয়ে অধিকাংশ সময়েই কোন সিদ্ধান্ত থাকে না। আমার বিশ্বাস আজকের নারী যে কিনা সামাজিক মর্যাদায় কম-বেশী পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করেছে তারও উচিত স্বামীকেই সংসারের প্রধাণ বলে মেনে নেয়া। এই প্রাচীন ঐতিহ্য যেসব তরুণীরা বিয়ে করতে যাচ্ছেন তারাও গ্রহণ করতে পারেন। স্বামীর গৃহে প্রবেশের দিন তার পরিধান করা উচিত বিবাহের পোষাক আর স্বামীর ঘর থেকে বাইরে আসার সময় তার পরা উচিত হিযাব।" ৭৬

একথা সত্য যে প্রতিদিনের নানা ঝামেলা ও ব্যস্ততার কারণে একজন পুরুষের পক্ষে সংসারের খুঁটিনাটি সমস্ত দিকে লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় না। তাই নারী প্রকৃতপক্ষে তার মনের মত করেই সংসার নির্বাহ করে। কিন্তু তা সত্বেও সংসার পরিচালনার মূল অধিকার কিন্তু পুরুষের ওপরই থাকে এবং সেভাবেই তাকে সম্মান দেখানো দরকার।

তাই সংসারের কোন ব্যাপারে যখন পুরুষ সুনির্দিষ্ট কোন মত ব্যক্ত করে তখন নারীর উচিত সেটা মেনে নেয়া। এর বিরোধীতা করে কোনভাবেই পুরুষের কর্তৃত্বের অধিকারকে ক্ষুন্ন করা নারীর জন্যে অনুচিত। নতুবা পুরুষ নিজেকে কর্তৃত্বহীন ভাবতে শুরু করবে এবং স্ত্রী সম্পর্কে তার ধারণা হবে যে

সে একজন অভদ্র ও অকৃতজ্ঞ নারী। মনে মনে তার মধ্যে জন্ম নেবে অসন্তোষ। এবং পরিণতিতে একদিন এই সব অসন্তোষের ফলে সে স্ত্রীর অবৈধ আকাঙ্খার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেনঃ *'যে ভাল সে তার স্বামীর ইচ্ছা অনিচ্ছাকে মূল্য দেবে এবং স্বামীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী কাজ করবে"*।"[৭৭]

"জনৈকা নারী আল্লাহ্র নবীর (সাঃ) কাছে জানতে চাইলোঃ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য কি ? নবীজী (সাঃ) জবাব দিলেন ঃ '*স্বামীকে মান্য করা এবং কখনই তার হুকুমের বিরুদ্ধে না যাওয়া*' ।" [৭৮]

"আল্লাহ্র নবী (সাঃ) আরও বলেছেনঃ *'নারীদের মধ্যে সেই হলো নিকৃষ্ট যে গোঁয়ার ও অনমনীয়"*।" [৭৯]

"নবীজী (সাঃ) আরও বলেনঃ 'নিকৃষ্ট হলো সেই নারী যে বন্ধ্যা, নোংরা, গোঁয়ার ও অবাধ্য' ।" [৮০]

প্রিয় ভগ্নী! আপনার স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নিন। আপনার সাংসারিক বিষয়ে সবসময় তার তদারকি আকাঙ্খা করুন। তার আদেশ অমান্য করবেন না। সংসারের প্রতিটি কাজে কর্মে তার অংশগ্রহণের বিরোধীতা করবেন না। এমনকি যেসব ব্যাপারে আপনার কর্ম-কুশলতা বেশী সেসব ব্যাপারেও যদি তিনি অংশ নিতে চান তাহলেও তাকে না করবেন না। সংসারে তাকে ক্ষমতাহীন করে ফেলবেন না। আপনার কাজে-কর্মে তাকে মাঝে-মধ্যেই অংশ নিতে দিন। শিশুদেরকে এই শিক্ষা দিন যেন তারা বাবাকে সম্মান করে চলে এবং নিজেদের সব কাজে বাবার অনুমোদন নেয়। অল্প বয়স থেকেই তাদেরকে এই শিক্ষা দিতে হবে যেন তারা বাবার কথা অমান্য না করে। এভাবেই আপনার ছেলেমেয়েরা মা-বাবা উভয়ের প্রতি অনুগত হয়ে বেড়ে উঠবে।

সংকটের সময় স্বামীর সহায় হউন

জীবন উত্থান-পতনময়। ভাগ্যের চাকা সবসময় আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ঘোরে না। মানুষকে বহু দুঃখ-কষ্টের পথ অতিক্রম করে যেতে হয়। কেউ চাকরী হারায়, কেউ হয়ত সর্বস্ব খুইয়ে বসে। প্রতিটি মানুষের জীবনেই বহু দুঃখময় ঘটনা ঘটে।

একজন নারী ও একজন পুরুষ যারা পরস্পরের প্রতি বশ্যতার শপথ নিয়েছে, যারা বিবাহের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, তাদের উচিত সুখদুঃখময় জীবনের এই পথ পরস্পরের হাতে হাত রেখে পার হওয়া। তাদের চুক্তি এত দৃঢ় হওয়া দরকার যেন তা সুস্থতায়-অসুস্থতায়, স্বচ্ছলতায় বা অভাবে, সুসময় ও দুঃসময়ে সমানভাবে দুজনকে একত্রে বেঁধে রাখতে পারে।

প্রিয় ভগ্নী ! যদি আপনার স্বামী অর্থাভাবে পড়ে তখন আপনি যদি অসহিষ্ণু মনোভাব দেখান তাহলে অর্থাভাব আরও বাড়বে বৈ কমবে না। যদি সে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে, তা সে হাসপাতালেই হোক বা বাসাতেই হোক, আপনার জন্যে উত্তম কর্তব্য হলো তার প্রতি অধিকতর দরদ প্রদর্শন করা। তখন আপনার উচিত তার সেবা যত্ন করা, তার প্রয়োজন-অপ্রয়োজন দেখা, তার জন্যে অর্থব্যয় করা। যদি আপনার নিজস্ব কিছু থাকে তাহলে তা তার চিকিৎসার জন্যে ব্যয় করুন। ধরুন আপনি যদি অসুস্থ হতেন তাহলে তো তিনিই আপনার চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতেন। আপনার স্বামীর সুস্থতার চেয়েও কি আপনার সম্পদ দামী ? এইরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যদি আপনি তাকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি আপনার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়বেন, এমনকি আপনাকে পরিত্যাগ করার কথাও ভাববেন।

এরকম একটি ঘটনা বলছি শুনুন ঃ "এক ব্যক্তি আদালতে এল বিবাহ বিচ্ছেদের আর্জি নিয়ে। আদালতকে সে বললঃ 'কিছুদিন আগে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। ডাক্তার আমাকে অপারেশন করাতে বলে। আমার স্ত্রীর কাছে কিছু টাকা ছিল আমি সেগুলো চাই। সে কিছুতেই রাজী হলো না। বরং বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। ফলে সরকারী হাসপাতালে গিয়ে আমাকে অপারেশন করতে হলো। এখন আমি সেরে উঠেছি কিন্তু আমি আর এরকম মেয়েলোকের সঙ্গে থাকতে রাজী নই যে নিজের স্বামীর চেয়ে ধন-সম্পদকে বড় মনে করে। এরকম মেয়েলোককে কি স্ত্রী হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে?" [৮১]

প্রতিটি বিবেকবান ব্যক্তিই স্বীকার করবেন যে উপরোক্ত ক্ষেত্রে স্বামীর বক্তব্যই সমর্থন যোগ্য। যে নারী স্বামীর চিকিৎসার জন্যে নিজের অর্থ ব্যয় করতে রাজী হয়না তার পক্ষে স্ত্রী হবার সম্মানে সম্মানিত হওয়া মানায় না।

প্রিয় ভগ্নি ! আপনার স্বামী যদি স্থায়ীভাবে রুগী হয়ে পড়েন তাহলে সতর্ক থাকুন যেন কখনও তার সঙ্গে রূঢ়তা করে না ফেলেন। আপনাকে কি স্বামী ও

সন্তানদের পরিত্যাগ করে চলে যেতেই হবে ? এতদিন যার সাথে দিনরাত্রি সুখ উপভোগ করেছেন আজ তাকে কেমন করে পরিত্যাগ করে যাবেন ? আপনি কি করে জানেন যে আপনার জন্যেও অনুরূপ ভাগ্য অপেক্ষা করে নেই? কেমন করে আপনি নিশ্চিত যে আরেকজন কেউ আপনার জন্যে তার চেয়ে অধিকতর ভাল হবে ? কঠোর ও স্বার্থপর হবেন না। আত্মত্যাগ করুন, আল্লাহ্‌র জন্যে, নিজের সম্মান ও সন্তানদের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিন। নিজে ধৈর্য্য ধরুন এবং সন্তানদেরকেও ধৈর্য্য, ত্যাগ এবং ভালবাসার শিক্ষা দিন। নিশ্চিত থাকুন যে ইহলোকে এবং পরলোকে উভয় লোকেই আপনি পর্যাপ্তরূপে পুরস্কৃত হবেন। আপনার আত্মদান হলো আপনার স্বামীর প্রতি আপনার কতটুকু টান তার সর্বোচ্চ প্রমাণ, আর স্বামীর প্রতি এই টানকে স্ত্রীর জন্যে জিহাদ রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেনঃ *'নারীর জন্যে জিহাদ হলো তার স্বামীর সেবা-যত্ন করা''*। " ৮২

কথা বলতে অস্বীকার করবেন না কিংবা গোমড়ামুখো হয়ে থাকবেন না

অনেক নারীর অভ্যাস রয়েছে যে স্বামীর সাথে কিছু হলেই তারা মুখ গোমড়া করে থাকে, কথা বলতে চায়না, ঘরের কাজ-কর্ম বন্ধ করে দেয়, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়, বাচ্চাদের মারধোর করতে থাকে এবং গজ্ গজ্ করতে থাকে। এদের বিশ্বাস ঝগড়া করে কিংবা কথা বলা বন্ধ করে তারা স্বামীর ওপর সবচেয়ে ভালো শোধ তুলতে পারবে। কিন্তু এর মাধ্যমে পুরুষদেরকে কোন শাস্তি তো দেয়া যায়ই না বরং এর ফলে স্বামীর উল্টা প্রতিক্রিয়া হতে পারে। ফলে ঝগড়ার পর ঝগড়ায় জীবন তখন দুঃসহ হয়ে ওঠে। প্রথমে নারী যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে, তারপর পুরুষটি। স্ত্রী কথা বলতে প্রত্যাখান করে আর পুরুষটি পাল্টা ক্ষেপে ওঠে। স্ত্রী যা করে স্বামীও তার পাল্টা একটা কিছু করে, এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ না তারা শ্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে একটা মীমাংসায় পৌঁছে। কিন্তু এই একবারই সব শেষ তা নয়। আরও নানা উপলক্ষ্যে এদের মধ্যে লেগে যাবে এবং আরও কিছুদিন অতিবাহিত হবে তিক্ততার মধ্যে দিয়ে। সারাজীবন ধরে

এইরকম বাদাবাদি করে যাওয়া স্বামী-স্ত্রীর জন্যে যেমন ভাল নয়, সন্তান-সন্ততির জন্যেও তেমনি ভাল নয়। অধিকাংশ বখে যাওয়া তরুণরাই এধরনের পরিবার থেকে জন্ম নেয়। এরা দুর্নীতি ও অপরাধচক্রে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করে ফেলে।

"চুরির অপরাধে গ্রেফতারকৃত একজন তরুণ তার মা-বাবাকে দায়ী করে বলেঃ 'আমার মা-বাবা প্রায় প্রতিদিনই ঝগড়া করতো এবং তারপর তারা যেত আত্মীয় স্বজনদের কাছে আর আমি ঘুরে বেড়াতাম রাস্তায় রাস্তায় আর ভাবতাম কি হল। ঐসময়ই চোর বাটপাররা আমাকে প্রতারিত করে এবং আমিও তাদের সাথে জড়িয়ে পড়ি'।" ৮৩

"দশ বছরের একটি মেয়ে জনৈক সমাজ-কর্মীকে বলেঃ 'আমার অস্পষ্ট মনে পড়ে এক রাতে আমার মা-বাবা কি একটা নিয়ে খুব ঝগড়া করছিল। পরদিন মা বাড়ী ছেড়ে চলে যায় এবং এর কয়েকদিন পরে আমার বাবা আমাকে নিয়ে যান আমার এক ফুফুর বাসায়। পরে এক বৃদ্ধা মহিলা আমাকে ঐ ফুফুর কাছে থেকে তেহ্‌রানে নিয়ে আসে। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত আমি ঐ বৃদ্ধার হেফাজতে ছিলাম। কিন্তু সে আমার ওপর এত নির্যাতন করেছে যে আমি আর তার কাছে ফিরে যেতে চাইনা'।"

"এক মেয়ের শিক্ষক বলেন ঃ মেয়েটি আমার এক ছাত্রী। সে পড়াশোনায় ভাল করছিল না, দেখলেই মনে হত কোন একটা সমস্যায় ভুগছে। সব সময় চিন্তাচ্ছন্ন। এমনকি ছুটির পর স্কুলের বারান্দায় বসে থাকতো, বাড়ী ফিরে যেতে চাইতো না। দু'দিন আগে আমি ওকে প্রশ্ন করি ঃ 'তুমি বাড়ী ফিরছ না কেন ?' উত্তরে সে জানাল যে সে এক বৃদ্ধা মহিলার কাছে থাকে যে তার সাথে খুবই নোংরা ব্যবহার করে। বৃদ্ধা চায়না যে মেয়েটি আর বাড়ী ফিরুক। আমি তার মা-বাবার কথা জিজ্ঞেস করায় সে বললো তারা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেছে।" ৮৪

প্রিয় ভগ্নী ! মনে রাখবেন আপনি কথা বলছেন না দেখে আপনার স্বামী যদি রেগে যান তাহলে তিনি আপনার গায়েও হাত দিয়ে বসতে পারেন। তার রূঢ় আচরণে ব্যথিত চিত্তে আপনি হয়ত বাপের বাড়ী রওয়ানা হবেন। তারপর আপনার মা-বাবা এই ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন এবং আপনার ও আপনার স্বামীর মধ্যে দূরত্ব বাড়তেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত আপনার হয়ত

বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে যার ফলে আপনার স্বামীর চেয়ে আপনিই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। হয়ত বাকী জীবন আপনাকে একাকীই কাটাতে হবে। এই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যে নিশ্চিতই আপনার অনুশোচনার অন্ত থাকবে না।

"এক মহিলা বলেন ঃ 'কিছুদিন আগে আমার বিয়ে হয়। স্বামীর সেবা-যত্ন নেয়ার ব্যাপারে তখনও আমি খুব একটা অভিজ্ঞ নই আর আমার স্বামীও স্ত্রীর প্রতি মনযোগী হবার ব্যাপারে খুব একটা জ্ঞান রাখতেন না। প্রায় প্রতিদিনই আমাদের ঝগড়া-ঝাটি হতো। এক সপ্তাহ আমি তার সাথে কথা বন্ধ করে রাখতাম তো পরের সপ্তাহে তিনি আমার সাথে কথা বন্ধ করে রাখতেন। কেবল মাত্র শুক্রবারে বন্ধুবান্ধব আত্নীয় স্বজন আসার ফলে আমরা সাধারণতঃ ভাল সম্পর্ক বজায় রেখে চলতাম। এভাবে চলতে চলতে একসময় আমার স্বামী আমার ওপর অত্যন্ত ত্যক্ত হয়ে পড়েন এবং আমাকে তালাক দিয়ে আবার বিয়ে করবার চিন্তা করতে থাকেন। আমিও যেহেতু তখন অত্যন্ত অপরিণত বয়স্ক ছিলাম তাই আমিও আমার স্বভাব পাল্টাতে প্রস্তুত ছিলাম না, তালাকের ব্যাপারেও বাধা দেইনি। আমরা বিবাহ বিচ্ছেদ করে ফেলি এবং আমি আলাদা একটা ফ্ল্যাটে উঠে যাই। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আমি বিপদ টের পেলাম। যাদের সঙ্গে দেখা হয় তাদের প্রায় সবাই আমাকে প্রতারিত করবার জন্যে ওৎ পেতে আছে। তখন প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গেই বনিবনা করে নেব ভেবে তার বাসায় গেলাম। সেখানে দেখতে পেলাম নতুন এক মহিলাকে যে নিজেকে আমার প্রাক্তন স্বামীর নতুন বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিল। কাঁদতে কাঁদতে আমি বাড়ী ফিরে এলাম। আমার বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে আমি অনুতাপ করেছি কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল'।" ৮৫

"তালাকপ্রাপ্ত বাইশ বছর বয়স্কা এক যুবতী বাচ্চাদের নিয়ে বাপের বাড়ীতে এসে ওঠে এবং নিজের বোনের বিবাহ উৎসবের রাতে আত্নহত্যা করতে যায়।" ৮৬

প্রিয় ভগ্নী ! আপনাকে স্বামীর সাথে মুখ গোমড়া করে থাকা কিংবা কথা না বলা বিশেষভাবে পরিহার করতে হবে। যদি আপনার মন খুব খারাপও হয় তবু ধৈর্য্য ধারণ করে থাকতে হবে। নিজের মেজাজ সংযত করে ধীরে সুস্থে সুন্দর করে কোন্ কারণে তিনি এত রাগলেন জানতে চাইবেন। যেমন তাকে হয়ত এভাবে বললেনঃ "আপনি গতকাল আমাকে খুবই অপমানিত করেছেন,

(অথবা) আপনি গতকাল আমি যা চাইছিলাম তা করলেন না ... আমার সঙ্গে এমন আচরণ করা কি আপনার পক্ষে মানানসই হয়েছে?"

এভাবে কথা বললে আপনি নিজে যে শান্ত থাকবেন শুধু তাই নয় এতে করে আপনার স্বামীও সতর্ক হয়ে যাবেন। তিনি তখন নিজের ভুল আচরণ শুধরে নিতে চাইবেন। এবং আপনার এই সুন্দর আচরণের জন্যে মনে মনে আপনকে শ্রদ্ধা না করে পারবেন না। এসবের ফলে তিনি নিজের ব্যবহার নিয়ে নিজে নিজে ভাবতে শুরু করবেন এবং নিজেকেও শুধরে নেবার চেষ্টা করবেন।

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'যখন দুইজন মুসলমান একসাথে তিনদিন পরস্পরের সাথে কথা বন্ধ করে রাখে এবং নিজেদের মধ্যে আপোষ করে নেয়না তারা উভয়েই ইসলামের বাইরে চলে যাবে এবং তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব আর অবশিষ্ট থাকবে না। অতঃপর তাদের মধ্যে যে আপোষ করার জন্যে প্রথম এগিয়ে আসবে হাশরের দিনে তার বেহেশ্ত লাভ ত্বরান্বিত হবে (অপর জনের তুলনায়)'*"। [৮৭]

স্বামী রেগে গেলে আপনি চুপ করে থাকুন

কর্মব্যস্ত পুরুষকে বহু ধরণের লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়, মোকাবেলা করতে হয় অনেক সমস্যা। প্রতিদিনের কাজের শেষে যখন সে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরে তখন সামান্য বিরূপ ঘটনাও তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। এসময় হয়ত সে পরিবারের সবার সাথে অত্যন্ত অপমানকর ব্যবহারও করে ফেলতে পারে।

বুদ্ধিমতী নারী স্বামীর চ্যাঁচামেচি কিংবা অপমানকর কথা শুনেও চুপ করে থাকবে। স্বামী তখন নিজে থেকেই শান্ত হয়ে আসবে এবং নিজের আচরণের জন্যে অনুতপ্ত হবে। যদি সে দেখতে পায় তার রাগের পাল্টা কেউ রাগ করে বসেনি তখন সে নিজের রাগের জন্যে দুঃখও প্রকাশ করবে। এভাবে সামান্য সময়ের মধ্যেই বাসায় আবার পূর্বের স্বাভাবিক শান্ত পরিস্থিতি ফিরে আসবে। কিন্তু যে নারী এসময় স্বামীর স্পর্শকাতর অবস্থা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় সে পাল্টা চেঁচিয়ে উঠবে, কসম অভিসম্পাত এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া বেজে উঠবে তার কণ্ঠে। এভাবে চললে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মারামারি পর্যন্ত তা গড়াতে পারে এবং পরিণতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে। এমনকি অনেক সময় এমন ঘটে যে পুরুষের মাথায় খুন চড়ে যায়, সে আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়ে এবং সত্যি-সত্যিই খুনোখুনি ঘটে যায়।

"এক ব্যক্তি নিজের বুকে গুলি চালায়। তার আগে সে গুলি করে নিজের বউকে এবং সৎ-মাকে। ধারণা করা হয় যে বিয়ের সময় থেকেই এই দম্পতির মধ্যে প্রতিদিন ঝগড়া কলহ লেগে ছিল। ঘটনার রাতে স্বামী কাজ থেকে ঘরে ফিরে এলে দু'জনের মধ্যে যথারীতি ঝগড়া শুরু হয়। স্বামী স্ত্রীকে মারধর করে এবং স্ত্রী পুলিশের কাছে যেতে উদ্যত হয়। হঠাৎ স্বামীটি নিজের বন্দুক বের করে বউকে গুলী করে, সৎ-মাকে গুলী করে এবং নিজের বুকে গুলী চালিয়ে নিজেকেও শেষ করে দেয়।" [৮৮]

এখন স্ত্রী যদি স্বামীর রাগ দেখে পাল্টা রেগে না যেত তাহলেই কি বেশী ভাল হতো না ? যদি সে ধৈর্য্য ধারণ করতো তাহলে কি এভাবে তিনটি জীবন শেষ হয়ে যেত ? আপনার কাছে কোনটি শ্রেয়তর বলে মনে হয় ? সামান্য একটু সময় চুপ করে থাকা নাকি স্বামীর সঙ্গে সমান তালে ঝগড়া করার বিষময় ফল ভোগ করা ? অবশ্য এমন ভেবে বসবেন না যে আমি লোকটির অবস্থানকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে যাচ্ছি এবং তার কোনই দোষ নেই বলে মনে করছি। নিজের পরিবারের ওপর সমস্ত ক্রোধ ঝাড়ার কোন যুক্তি তার থাকতে পারে না। একদমই না। পরবর্তীতে আমরা এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আমরা শুধু এটুকু বলবো যে নারীকে বুদ্ধিমতীর মত আচরণ করতে হবে এবং স্বামীর ক্রোধ দেখে পাল্টা রেগে গেলে চলবে না - তা স্বামীর ক্রোধ ন্যায়সঙ্গতই হোক কি অন্যায়ই হোক। পুরুষ যদি নারীকে পাল্টা রেগে যেতে দেখে তাহলে ক্রোধে অন্ধ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়তে পারে তাই স্ত্রীর জন্যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে নিজের সংসার বাঁচাবার জন্যে সে চুপচাপ থাকার পদ্ধতি অবলম্বন করে।

নারীরা সাধারণত ভাবতে অভ্যস্ত যে স্বামীর ক্রোধের মুখে পড়ে চুপ করে থাকার অর্থ নিজেকে ছোট করা এবং এতে করে নিজেদেরই মান যায়। সত্যি কিন্তু এর ঠিক উল্টাটা। স্ত্রীকে অপমান করা সত্বেও স্ত্রী যখন নীরবতা অবলম্বন করে তখন স্বামীর মনে অনুশোচনাই দেখা দেয়। সে তার স্ত্রীকে একজন স্নেহময়ী নারী হিসেবে আবিষ্কার করে যে অপমানের প্রত্যুত্তর দেবার ক্ষমতা থাকা সত্বেও তাকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে। এতে স্ত্রীর জন্যে তার ভালবাসা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সে তখন নিজের কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং এভাবে তার স্ত্রী আরও মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়।

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেন ঃ *"যে নারী তার স্বামীর বদমেজাজ সহ্য করে তাকে আল্লাহ্ মুযাহিমের কন্যা আসিয়াবের ন্যায় পুরস্কৃত করবেন'।"* ৮৯

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেনঃ *'তোমাদের নারীদের মধ্যে সেই হলো উত্তম যে স্বামীর ক্রোধ দেখলে বলেঃ আমি আপনার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আপনি যতক্ষণ আমার ওপর সন্তুষ্ট না হবেন ততক্ষণ আমার চোখে ঘুম নেই'।"*৯০

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা যাদের আছে তাদের শ্রদ্ধা সম্মান বৃদ্ধি পাবে। ক্ষমা কর যাতে করে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে রক্ষা করেন'।"* ৯১

পুরুষদের নানারকম শখ

কোন কোন পুরুষ বাড়ীতে নানারকম শখের কাজে ব্যাপৃত থাকে। কেউ হয়ত মনে করুন অবসর সময়ে ষ্ট্যাম্প কালেকশন বা বই সংগ্রহ করতে পছন্দ করে। কেউ বাগান করতে কিংবা কেউ হয়ত ছবি তুলতে। এ ধরনের শখকে বলা যায় সবচেয়ে উত্তম রুচিসম্মত অবসর বিনোদন। এগুলি উপকারী এজন্যে যে তা পুরুষকে গৃহমুখী করে তোলে পাশাপাশি এতে করে তাদের অবকাশ যাপনও হয়। অলসতা বা কর্মহীনতা মানুষকে হতাশ ও ভগ্নহৃদয় করে তোলে। যারা মানসিক অস্থিরতায় ভুগে থাকে তাদেরকে চিকিৎসার অন্যতম উপায় হল কোন কাজে ব্যস্ত রাখা। আমাদের মধ্যে যারা বেশী পরিশ্রমী তারা সচরাচর মানসিক অসুস্থতায় কমই ভুগে থাকে। এবং বিপদজনক পেশার প্রতিও এরা কম আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

সুতরাং নারীর কর্তব্য হলো স্বামীর সুস্থ ও সুন্দর নানারকম শখকে স্বাগত জানানো এবং এসব কাজে স্বামী সময় ব্যয় করলে সেটাকে মূল্যহীন, বেকার কিংবা মূর্খের কাজ বলে মনে না করা। বরং নারীর উচিত পুরুষকে এসব কাজে উৎসাহ প্রদান করা এমনকি প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা করা।

ঘরদোরের দেখাশোনা

ছোট হলেও মানুষের ঘরই হলো সবচেয়ে মূল্যবান রহ্‌মত স্বরূপ। পুরুষের জন্যে তা হলো সারাদিনের কর্ম সমাপ্তির পর এক আশ্রয়ের মত। এ হলো

সেই জায়গা যেখানে মানুষ আরাম বা তৃপ্তি খুঁজে পায়, এমনকি ছুটির দিনেও মানুষ ঘরেই প্রকৃত বিশ্রাম লাভ করে। পৃথিবীর আর কোন স্থানই গৃহের মত এত সুন্দর নয়। ঘরের মত এত শান্তিও আর কোথাও সে কেউ খুঁজে পায়না। এই ঘরই হলো প্রেম, ভালবাসা, আন্তরিকতা, বন্ধুত্ব, তৃপ্তি বা অবকাশের স্থান। এ হলো সেই স্থান যেখানে সচ্চরিত্র ব্যক্তিরা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করে। এ হলো মানবজাতির প্রশিক্ষণ শিবির, শিশুদেরকে শিক্ষিত করে তুলবার, মানুষ করে তুলবার উপযুক্ত স্থান। এ হলো সমাজের ক্ষুদ্র রূপ যা থেকেই বৃহত্তর সমাজ গড়ে ওঠে।

বৃহত্তর সমাজকে এগিয়ে নিতে কিংবা ধ্বংস করে দিতে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। পরিবারের ক্ষুদ্র গন্ডি যদিও বৃহত্তর সমাজেরই অংশ তবু প্রতিটি পরিবারই এধরণের নিজস্ব স্বাধীনতা ভোগ করে। সুতরাং পরিবারের উন্নয়নের মাধ্যমেই জাতির সংশোধন কর্ম শুরু হতে পারে।

সমাজের এই অত্যন্ত সংবেদনশীল এককটি (অর্থাৎ পরিবার) পরিচালনা এবং পরিবারে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেবার মত গুরুদায়িত্বগুলি নারীদেরকেই পালন করতে হয়। সুতরাং পরিবারের প্রতি নিজের আচরণ ও কর্মের মাধ্যমে নারী একটি জাতির উন্নয়ন বা ধ্বংস উভয় ক্ষেত্রেই নির্ণায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। তাই গৃহিনী হিসাবে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং সম্মানজনকও বটে।

যারা পরিবারের ভূমিকাকে খাট করে দেখে এবং এই কাজকে হেয় গণ্য করে তারা প্রকৃতপক্ষে এর মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। একজন গৃহিণী নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে। সমাজের উন্নতির জন্যে সে এক সম্মানজনক অবস্থানে রয়েছে এবং ত্যাগীর ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এই কাজে শিক্ষিত মহিলাদের ভূমিকা আরও বড় এবং তাদেরই উচিত বাকী সকলের জন্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করা। বাস্তবে তাদের একথা প্রমাণ করে দেয়া উচিত যে শিক্ষিত হবার সাথে সুগৃহিণী হবার কোন বিরোধ নেই বরং শিক্ষা নারীকে সুগৃহিণী হয়ে উঠতে সহায়তাই করে। শিক্ষিত নারীর কর্তব্য গৃহকে সবচেয়ে সেরা ভাবে সাজানো। ঘর সংসারের এই দেখাশোনার কাজ করে সে গর্বিতই বোধ করতে পারে এবং প্রমাণ করে দিতে পারে যে শিক্ষিত একজন গৃহবধূ অশিক্ষিত একজন গৃহবধূর চেয়ে অনেক শ্রেয়।

শিক্ষিত হবার কারণে গৃহকর্ম ত্যাগ করা তার পক্ষে অনুচিত কাজ হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের দায়িত্ব কমে না বরং শিক্ষা মানুষের পক্ষে দায়িত্ব পালনকে সহজতর করে দেয়।

"বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এমন এক মেয়ের স্বামী বলে ঃ 'আমার স্ত্রী ঘরের কোন কাজকর্ম করতে চায়না। আমি কিছু বলতে গেলেই বলে ঘরের কাজকর্ম শিক্ষিত মেয়ের জন্যে নয়। নিজের এই ধারণা সে পাল্টাতে চায় না বরং বলে তাকে বাদ দিয়ে যেন একজন চাকরানীকে বিয়ে করে আনি ! দিন দু'য়েক আগে আমি আমার স্ত্রীর কয়েকজন বন্ধু বান্ধব, আত্নীয় স্বজনকে দাওয়াত করি। খাবার সময় হলে আমি টেবিলে দস্তরখান পেতে আমার স্ত্রীর স্কুল সার্টিফিকেট তার ওপর সাজিয়ে রাখি। তারপর সবাইকে বলি দেখুন এই রকম খানাই রোজ রাতে আমার স্ত্রী আমার জন্যে প্রস্তুত করেন !" ৯২

এখন দেখুন কয়েকজন শিক্ষিতা নারী সুগৃহিণী হওয়া সম্পর্কে কি মতামত দিয়েছেন ঃ

"মিসেস এফ.এন. শামিনারী, যিনি একজন গ্রাজুয়েট, তিনি বলেনঃ গৃহিণীকে গৃহকর্মে সুনিপুণা হতে হবে, হতে হবে স্বামীর যোগ্য সঙ্গিনী, সন্তানদের ভাল মা এবং অতিথিদের জন্যে যথার্থ আপ্যায়ণকারিণী।"

"ডাঃ মিসেস ফাসিহি, যিনি একজন শিশু বিশেষজ্ঞ, তার মতে ঃ আমার বিশ্বাস প্রকৃত সুগৃহিণী কখনও অফিসের কাজ নেবে না কারণ আমাদের মত দেশে অফিসগুলিতে পুষ্টি চাহিদা অথবা শিশু প্রযত্নের জন্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা থাকে না। অফিসে এসে মহিলাদেরকে সবসময়ই শিশুদেরকে নিয়ে অথবা স্বামীর খাবার সম্পর্কে উদ্বেগে ভুগতে হয়।"

"মিসেস এস ইয়াতিকা, মেডিসিন বিভাগের কারিগরী তত্ত্বাবধায়িকা, তিনি বলেন, প্রতিটি গৃহিণীকে স্বল্পতম ব্যয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আকর্ষণীয়ভাবে ঘর-সংসার সাজাতে জানতে হবে। স্বামীর সুখদুঃখের সমান অংশীদার হতে হবে। স্বামীর মানসিক সামাজিক মর্যাদাকে বা অবস্থাকে তার কোনভাবেই অবহেলা করা চলবে না।"

"মিসেস নাঈমি বলেনঃ সুগৃহিণী সেই যে তার অনাবশ্যক বিনোদনের পরিমাণ কমিয়ে আনে এবং যে ঘর-সংসারের সবকিছুর উন্নতির জন্যে চেষ্টা করে। ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আয় কি করে বাড়াতে হয় সেটাও তার জানতে হবে।" ৯৩

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

গৃহিনীর অন্যতম কর্তব্য হলো গৃহে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হলো স্বাস্থ্য সুরক্ষার চাবি-কাঠি। এর মাধ্যমে রোগবালাই যেমন দূরে যায় তেমনি ঘরের সদস্যরাও ঘরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরিবারের সবার শ্রদ্ধার উৎস হিসেবে কাজ করে।

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'ইসলাম ধর্ম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর ভিত্তি করে আছে'*।" ৯৪

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আরও বলেন ঃ *'ইসলাম যেহেতু শুদ্ধ পবিত্র তাই তোমাদের উচিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্যে চেষ্টা করা, কারণ একমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরাই বেহেশ্‌তে ঢোকার অনুমতি পাবে'*।" ৯৫

আপনার গৃহ সবসময় ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে রাখার চেষ্টা করুন। দিনে একবার ধূলো ময়লা ঝেড়ে ফেলুন এবং দেয়ালের, দরজা-জানালার, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রীর ময়লা ও দাগ মুছে ফেলুন। ময়লা সবসময় ঢাকা দেয়া নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলবেন এবং সেটার জায়গা দূরে এক কোণায় ঠিক করবেন। প্রতিদিন সেখান থেকে ময়লা তুলে নিয়মমত বাইরে ফেলে দেবেন। বাড়ীর সামনে কখনও ময়লা ফেলার জায়গা করবেন না। বাচ্চাদেরকে বাগানে বা উঠানে পেশাব করতে দেবেন না। আর যদি তারা তা করেও ফেলে সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে ফেলবেন। ময়লা আবর্জনা হলো জীবাণুর স্বর্গরাজ্য। ময়লা বাসন কোসন জমা করে রাখবেন না। যত তাড়াতাড়ি পারবেন সেগুলো ধুয়ে ফেলুন। ভুলে যাবেননা যে মারাত্মক জীবাণু ময়লার মধ্যেই দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং তা আপনার জন্যে বা বাসার আর সবার জন্যে সাংঘাতিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বাসন কোসন সবসময় পরিষ্কার পানি দিয়ে ধোবেন এবং ধোয়া শেষে সেগুলো পরিষ্কার জায়গায় রেখে দেবেন। সমস্ত নোংরা কাপড় চোপড়, বিশেষতঃ বাচ্চার কাপড়-চোপড় এদিক ওদিক বিভিন্ন ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেন না থাকে দ্রুত সেগুলো এক জায়গায় সরিয়ে ফেলুন এবং যত তাড়াতাড়ি পারেন ধুয়ে ফেলুন।

বাসার সমস্ত কাপড়-চোপড় বিশেষ করে অন্তর্বাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। রান্নার আগে মাংশ শাক-শব্জী এবং অন্যান্য সমস্ত উপকরণ ভাল করে ধুয়ে নেবেন। সবরকম ফলমূল ভাল করে ধুয়ে খাবেন কারণ অনেক ফলমূলের গায়েই বিষাক্ত কীটনাশক ছড়ানো থাকে।

খাবার আগে হাত ধুয়ে নিন, বাচ্চাদেরকেও হাত ধুয়ে নিতে শেখান। খাবার পরেও হাত ধুয়ে নিতে শেখান। খাবার পরেও হাত মুখ ভাল করে ধোয়া দরকার। সম্ভব হলে প্রতিবার খাবার পরে দাঁতও মেজে ফেলা উচিত। দিনে অন্ততঃ একবার তো দাঁত মাজতেই হবে। রাতে ঘুমাতে যাবার আগেই এটা করা ভাল।

সপ্তাহে একবার নখ কাটুন। বড় বড় নখ মোটেই স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল নয়। বড় বড় নখের ফাঁকে দুনিয়ার ময়লা রোগ-জীবাণু জমা হয়। গোসল করতে হবে সপ্তাহে অন্ততঃ পক্ষে একবার, সম্ভব হলে একদিন পর পর। শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে অপ্রয়োজনীয় চুল তুলে ফেলতে হবে। এসব জায়গা নিয়মিত না কামালে রোগজীবাণু জন্মে। খোলা অবস্থায় খাবার রেখে দেবেন না, মাছি পড়বে। মাছি হলো মারাত্মক রোগজীবাণুর ডিপো।

পবিত্র ইসলাম ধর্ম মানুষকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্যে বিশেষ ভাবে বলেছে।

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্তায়ালা সুন্দর পোষাক পরিধান করাকে পছন্দ করেন। ইচ্ছাপূর্বক গরীবি হাল দেখিয়ে বেড়ানো আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। আল্লাহ্র বন্দেগী যারা করে তাদের ওপর আল্লাহ্র রহ্মতের সুফল বিদ্যমান আছে এটা দেখতেই তিনি পছন্দ করেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো সুগন্ধ ব্যবহারকারী হিসেবে দেখতে পছন্দ করেন। পছন্দ করেন তারা যেন ঘরদোর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে, ধুলা-ময়লা দূর করে, সূর্যাস্তের আগে আগেই ঘরে ঘরে বাতি জ্বালায় কারণ এসব নিয়মিত পালনের ফলে সংসার থেকে দারিদ্র দূরীভূত হয় এবং রুজী রোজগারের উন্নতি ঘটে'।" [৯৬]

"আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেনঃ *'অপরিচ্ছন্ন নোংরা লোক হলো আল্লাহ্তায়ালার নিকৃষ্ট বান্দা''*।" [৯৭]

"ইমাম আলী (আঃ) বলেন ঃ 'তোমাদের ঘর থেকে মাকড়শার জাল পরিষ্কার করে ফেলবে কেননা মাকড়শার জাল হলো দারিদ্রের কারণ স্বরূপ'।" [৯৮]

"আল্লাহ্তায়ালার নবী বলেন ঃ *'রাতের বেলায় ঘরের মধ্যে ময়লা জমা করে রাখবে না কারণ শয়তান অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ ও অপরিষ্কারচ্ছন্নতা ইত্যাদি তার মধ্যে আস্তানা গাড়ে'*।" [৯৯]

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আরও বলেন ঃ *'প্রত্যেক ব্যক্তির পোষাক-পরিচ্ছদ অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে"*।" ১০০

"তাছাড়া আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আরও বলেনঃ *'তেল চিটচিটে কাপড় ঘরে ফেলে রেখনা কারণ শয়তান তার মধ্যে আশ্রয় নেয়"*।" ১০১

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেনঃ 'বাসন-কোসন পরিষ্কার রাখলে এবং ঘর-দুয়ারের চারিদিক পরিষ্কার রাখলে জীবিকা বৃদ্ধি পায়'।" ১০২

"ইমাম সাদিক (আঃ) একথাও বলেনঃ 'বাসন-কোসন আলগা রেখে দিওনা কারণ শয়তান তাহলে সেগুলো ব্যবহার করবে'।" ১০৩

"একই সাথে ইমাম সাদিক (আঃ) আরও বলেনঃ 'ফলমূলের ওপর বিষ ছিটিয়ে দেয়া হয় (কীটনাশক হিসেবে) তাই না ধুয়ে সেগুলো খাবে না'।"১০৪

"ইমাম কাজিম (আঃ) বলেন ঃ 'একদিন অন্তর অন্তর গোসল করলে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে'।" ১০৫

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'বাড়ীর সদর দরজার পিছনে আবর্জনা-জঞ্জাল জমা করে রেখনা কারণ শয়তান তাতে আস্তানা গাড়ে"*।" ১০৬

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আরও বলেনঃ *'যদি আমার উম্মতদের জন্যে একটু কষ্টকর না হতো তাহলে আমি প্রতিবার ওজুর পূর্বেই দাঁত মাজার নির্দেশ দিতাম'।"* ১০৭

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেনঃ 'প্রতি শুক্রবার নখ কাটালে কুষ্ঠ, মানসিক অসুস্থতা, এলফোসিস ও অন্ধত্ব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব'।" ১০৮

"বলা হয় যে 'বড় নখের তলায় হলো শয়তানের বিছানা'।" ১০৯

"ইমাম আলী (আঃ) বলেনঃ 'খাবার আগে হাত ধুয়ে নিলে আয়ু দীর্ঘ হয়, কাপড়-চোপড়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দৃষ্টি শক্তি উন্নত করে'।" ১১০

সাজানো গোছানো বাড়ীঘর

অনেক দিক থেকেই সাজানো গোছানো বাড়ীঘর অগোছাল বাড়ীঘরের চেয়ে ভালো। প্রথমতঃ বাড়ী ঘর গুছিয়ে রাখলে তা পরিচ্ছন্ন, আকর্ষণীয় এবং সুন্দর দেখায়। সাজানো-গোছানো ঘর মানুষকে অবসাদগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করে, মানুষের মনে তা আনন্দ ও সুখানুভূতি সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ ঘর দুয়ার সাজানো-গোছানো থাকলে কাজেকর্মে সুবিধা হয়। ঘরের কোথায় কোন জিনিষটা আছে তা জানা থাকার ফলে গৃহকর্ত্রীকে কোনকিছু খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে হয় না। ফলে গৃহকর্ম করতে গিয়ে সে অকারণে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না।

তৃতীয়তঃ সাজানো সুন্দর সংসার পুরুষকে ঘর ও স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। সুশৃঙ্খল সাজানো সংসার হলো গৃহকর্ত্রীর গুণের প্রকাশ।

চতুর্থতঃ গোছালো সংসার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্যই গর্বের বিষয়। যে অতিথিই ঘরে আসুক না কেন সেই এই সংসারটি দেখে প্রশংসা করবে এবং এই সংসারের অধিকর্ত্রীর রুচি ও মেধার প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে পারবে না।

শুধু দামী দামী জিনিষ ঘরে জড়ো করলেই ঘর সুন্দর হয়ে ওঠে না বরং ঘরের সব কিছু কিভাবে কেমন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হলো তার ওপরেই নির্ভর করে ঘরের সৌন্দর্য। আপনারা নিজেরাও নিশ্চয়ই এমন অনেক বড়লোকের বাড়ী দেখেছেন যেখানে অনেক বিলাস সামগ্রী থাকা সত্বেও একঘেঁয়ে দেখায় এবং এমন অনেক গরীবের সংসার দেখেছেন যা সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার কারণে চোখ জুড়িয়ে যায়।

সুতরাং ঘর-দুয়ার সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা গৃহবধূর অন্যতম কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সুরুচি সম্পন্ন মেধাবী নারীরা কি করে সংসারের সবকিছু গুছিয়ে রাখতে হয় তা জানে। তবু এখানে কয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করছি যা দরকারী বলে মনে হবেঃ

বাসনপত্র ভাগ ভাগ করে গুছিয়ে রাখাঃ

এগুলো একটার উপর আরেকটা গাদা করে রাখবেন না। কাঁটা চামচ, চা চামচ এগুলো এক জায়গায় আলাদা করে রাখবেন। অন্যান্য প্লেট পিরিচগুলো আরেক জায়গায় আলাদা করে রাখবেন আবার অতিথি আপ্যায়নের জন্য যেসব প্লেট পেয়ালা সেগুলো প্রতিদিনের ব্যবহারের প্লেট পেয়ালা থেকে আলাদা করে রাখবেন। অন্যান্য বাসন কোসনও একইভাবে ভাগ ভাগ করে রাখবেন। সবকিছু নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেবেন যাতে করে বাড়ীর প্রত্যেকে সহজেই সেগুলো খুঁজে পায়। এমনকি বাতি চলে গেলেও যেন সেগুলো পেতে কষ্ট না হয়।

অনেক মহিলাই হয়ত ভাবতে পারেন যে এত সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা কেবল বড়লোকদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু এরকম ধারণা সঠিক নয়। গরীবের পক্ষেও সম্ভব নিজের সবকিছু গোছগাছ করে রাখা, এমনকি বাসনপত্র, বিছানা এবং কাপড়-চোপড়। যেমন স্ত্রীর উচিত স্বামীর এবং সন্তানের কাপড়-চোপড় থেকে নিজের কাপড়-চোপড় আলাদা করে রাখা। আবার গরম কালের কাপড়-চোপড় এবং শীতকালের কাপড়-চোপড় আলাদা আলাদা করে রাখা। নোংরা কাপড় সবসময় আলাদা এক জায়গায় রাখতে হবে। গহনা পত্র বা অলংকার ঠিকঠাক নির্দিষ্ট জায়গামত রাখতে হবে। নিজের বাচ্চাদেরকে শিখাতে হবে যেন তারা তাদের কাপড়-চোপড়, বই পত্র খেলনা গুছিয়ে সুন্দর করে রাখে, নোংরা না করে। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আপনি নিজে যদি সবকিছু সাজিয়ে গুছিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে রাখেন তাহলে আপনার বাচ্চারাও আপনার মত করতে চেষ্টা করবেন, আপনারটা শিখতে চেষ্টা করবে।

যেসব নারী নিজেরা সাজিয়ে গুছিয়ে সুশৃঙ্খল থাকতে জানে না তারা সবসময় বাচ্চাদেরকে এজন্যে দোষ দেয়। অথচ বাচ্চারা কিন্তু মা-বাবাকে দেখে দেখেই সব শিখে থাকে। মা-বাবা যদি সবসময় গোছগাছ করে চলে তাহলে বাচ্চারাও সেটা শেখে এবং স্বেচ্ছায় সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে চায়।

আপনার জরুরী কাগজ-পত্র, টাকা-পয়সা, গহনা, সার্টিফিকেট বাচ্চাদের নাগালের বাইরে নিরাপদ স্থানে তুলে রাখবেন। বাচ্চারা কিছু ধরলে তাদেরকে শাস্তি দেয়া ঠিক নয়, কিংবা হারিয়ে ফেললে বা নষ্ট করে ফেললে তাদেরকে মারধোর বা বকাবকি করাটা ঠিক নয়। তাদের হাতের নাগালের মধ্যে আপনি মূল্যবান জিনিষ রেখে দেয়ার ফলেই এরকম দূর্ঘটনা ঘটে। এ জন্যে অসাবধানী মা-বাবাই দায়ী একথা নিজেদেরকে বুঝতে হবে।

"এক ব্যক্তি বাইরে যাবার সময় তাকের ওপর কিছু টাকা রেখে স্ত্রীকে তা সাবধানে তুলে রাখতে বলে তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে বাসায় ফিরে সে দেখতে পায় টাকা যেখানে ছিল সেখানে নেই। বাড়ীর সবজায়গায় তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর দেখা গেল তার পাঁচ বছরের ছেলেটি বাগানে কিছু একটা পোড়াচ্ছে। ছেলেটির মা ক্রুদ্ধ হয়ে ছেলের দিকে ছুটে যায় এবং ছেলেটিকে তুলে এত জোরে মাটিতে আছাড় মারে যে ছেলেটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়। ছেলের বাবা যখন বাগানে এসে পৌঁছেছে ততক্ষণে

ছেলের মা সন্তানের লাশের দিকে ভীত চকিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে। সব দেখে সে বউকে মারতে শুরু করে, তারপর যায় পুলিশ ডাকতে। নিজের মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে থানায় যাবার পথে সে করে বসে এক্সিডেন্ট। হাসপাতালের ইন্টেনসিভ কেয়ারে এখন সে পড়ে আছে'।" ১১১

এখন এই ঘটনার জন্যে সত্যি সত্যি দোষ কার ? আপনি নিজে একটু ভেবে দেখলেই এর উত্তর পাবেন। সম্ভবতঃ আপনি নিজেও এরকম ঘটনা দেখে বা জেনে থাকবেন।

ওষুধপত্র, প্যারাফিন, পেট্রল এবং বিষাক্ত দ্রব্যাদি সবসময় বাচ্চাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। কোন কিছু যদি দেখতে খাবার বা পানির মত দেখা যায় তাহলেই শিশুরা সেটা মুখে দেবে। আপনার অসতর্কতার কারণে শিশুদের জীবন বিপন্ন করবেন না। মা-বাবার অসতর্কতার কারণে অনেক শিশুই মৃত্যুবরণ করে।

"৬ ও ৪ বছর বয়সের দুই ভাই বোন ডিডিটির মিশ্রণ খেয়ে ফেলে। চার বছরের বোনটি মারা যায়, ভাইটি কোনক্রমে বেঁচে যায়। বাচ্চা দুটি বাসায় একা একা ছিল। পানি পিপাসা পাওয়ায় তারা ঐ দ্রবণ মুখে দেয়। তাদের মায়ের কাছ থেকে জানা যায় যে ইদুঁর মারার জন্যে ঐ দ্রবণ তৈরী করা হয়েছিল'।" ১১২

"পানি মনে করে দু'টি শিশু কেরোসিন খেয়ে ফেলেছিল"।

"আরেকটি শিশু তার মায়ের (ওষুধ থেকে) দশটি ট্যাবলেট গিলে ফেলে। এ সব শিশুকে বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হাসপাতালে'।" ১১৩

সবশেষে একটা কথা বলা জরুরী। জীবনে সুশৃঙ্খলা আরোপ করা ততটুকু পর্যন্ত সঙ্গত বা উপকারী যতটুকু পর্যন্ত তা জীবনকে স্বস্তিপূর্ণ করে তোলে। অতিরিক্ততা বা বাড়াবাড়ি আবার ভাল নয়। সব সময় গোছালো থাকা নিয়ে বাতিকগ্রস্থ হয়ে পড়া ঠিক নয়। এ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ততা বা বাড়াবাড়ি সমস্যা সৃষ্টি করে, যেমনঃ

"এক ব্যক্তি জানালঃ আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং ফিটফাট থাকা নিয়ে আমার স্ত্রীর বাড়াবাড়িতে খুবই বিরক্ত হয়ে পড়েছি। প্রত্যেকদিন সাড়ে চারটায় আমার অফিস থেকে বাড়ী ফিরে আসা মাত্র আমার স্ত্রী আমাকে

কিছুক্ষণ ধরে হাত পা ধুতে বাধ্য করবে। তারপর বলবে কাপড়-চোপড়গুলো ঠিক জায়গা মত খুলে রাখ। ঘরে বসে ধূমপান চলবে না। আমি সারাজীবন মুক্ত পরিবেশে মানুষ হয়েছি কিন্তু বিবাহিত জীবনের এই চার বছরে আমার মনে হয় আমি যেন একটা কয়েদখানায় ঢুকে পড়েছি। মানুষকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে, সবসময় ফিটফাট থাকা নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হবে কেনো ? নিঃসন্দেহে এটা হলো একটা মানসিক রোগের মত বা বায়ুগ্রস্ততার মত। এবং বায়ুগ্রস্ততাকে আমি খুবই অপছন্দ করি।" ১১৪

জীবনের সবদিকের মধ্যে সুসামঞ্জস্য রক্ষা করে চলাই হলো শ্রেষ্ঠ পন্থা। কোন একটা বিষয় নিয়ে কারও এমন তুলকালাম কান্ড করা উচিত নয় যাতে করে স্বাভাবিক জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

রান্না বান্না

গৃহবধূর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো বাসার সবার জন্যে খাবার তৈরী করা। একজন ভাল গৃহবধূ রান্নার কাজেও সুদক্ষ হয়ে থাকে। সে স্বল্প ব্যয়ে সহজেই পরিবারের সকলকে ভাল খাদ্য পরিবেশন করতে পারে। আর একজন অনুপযুক্ত গৃহবধূ অনেক ব্যয় করেও কাউকে খাইয়ে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সুস্বাদু খাবার তৈরীর মধ্যে দিয়ে একজন সুগৃহিনী তার স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। আর যে সৌভাগ্যবান স্বামীর স্ত্রী সুন্দর রান্না করতে পারে সে বাইরে খেতে যেতে খুব একটা আহ্লাদিত বোধ করে না।

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেনঃ *'তোমাদের নারীদের মধ্যে সেই সবচেয়ে সেরা যে নিজেকে সুগন্ধে সুরভিত করে, দক্ষতার সাথে খাবার তৈরী করে এবং অতিরিক্ত ব্যয় করে না। এমন নারী হলো আল্লাহ্তায়ালার কর্মী এবং আল্লাহ্র কাজে নিয়োজিত যাকে কখনও পরাজয়ের গ্লানি বা অনুশোচনায় ভুগতে হয়না'*।" ১১৫

খাবার তৈরীর 'পাক-প্রণালী' এখানে তুলে ধরা আমার পক্ষে অসম্ভব তবে এ প্রসঙ্গে ভাল বইয়েরও কোন অভাব নেই, যেগুলো সহজেই সংগ্রহ করে ভাল খাবার রান্নার জন্যে পড়ে নেয়া সম্ভব।

এখানে শুধু দু'য়েকটা কথা বলবোঃ খাবার খাওয়ার উদ্দেশ্য শুধু উদরপূর্তি বা পেটবোঝাই নয়। খাদ্যের মাধ্যমে আমরা সেইসব উপাদানের সরবরাহ পেয়ে

থাকি যা দেহকে পুষ্টি যোগায় এবং সচল রাখে। শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান রয়েছে মাংশ, ফলমূল, শাকসব্জী এবং ভাতজাতীয় খাদ্যের মধ্যে। এই পুষ্টি উপাদানগুলিকে আবার ৬টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়ঃ

১। পানি ;
২। খনিজ (লবণ) যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, কপার ইত্যাদি;
৩। শর্করা ;
৪। স্নেহজাতীয় উপাদান ;
৫। প্রোটিন এবং
৬। ভিটামিন (যেমন এ, বি, সি, ডি, কে)।

শরীরের বেশীর ভাগই হলো পানি। পানির সাহায্যেই কঠিন খাদ্যদ্রব্য দ্রবীভূত হয়ে অন্ত্রের মাধ্যমে দেহমধ্যে শোষিত হয়। পানি শরীরের তাপমাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে।

খনিজ পদার্থ দেহের অস্থি, দাঁত এবং মাংসপেশী সঞ্চালনের কাজে লাগে। শর্করা দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। প্রোটিন দেহের মৃত বা জীর্ণ কোষের পরিবর্তে নতুন কোষ তৈরী করে দেহের বৃদ্ধি ঘটায়।

দেহের বৃদ্ধি, অস্থি বা হাড় শক্ত করা, শরীরের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং স্নায়ুতন্ত্র সুস্থ রাখার জন্য ভিটামিন ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই ৬টি উপাদানের প্রত্যেকটিই দেহের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপুষ্টির ফলে রোগ দেখা দেয় যার পরিণতি অনেক ক্ষেত্রেই মারাত্নক। খাদ্যের মান তাই মানুষের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষের আয়ুর সঙ্গে জড়িত। জড়িত মানুষের দুর্দশা বা সুখী জীবনের সাথে। মানুষের সৌন্দর্য, সুস্থ ও সুন্দর স্নায়ু বা মানসিক সুস্থতার সঙ্গে এর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আমরা যা খাই আমরা তার ফল। যদি মানুষ তার খাদ্য সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ও খাদ্যাভাসের ব্যাপারে যত্নশীল হয় তাহলে সে সহসা অসুস্থ হয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে। খাদ্যের গুণের দিকে লক্ষ্য না রেখে শুধু সুস্বাদু খাবার খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যদি পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার না খাওয়ার ফলে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক এই যে কেবল চিকিৎসার মাধ্যমেই মানুষের শরীর তার পূর্বের সুস্বাস্থ্য ফিরে পায়না।

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ *'পাকস্থলী হলো সকল রোগের কেন্দ্র''*।" ১১৬

খাবার কি হবে না হবে তা বাছাই করার দায়িত্ব যেহেতু মেয়েদের তাই পরিবারের সবার স্বাস্থ্য বলতে গেলে তাদেরই হাতে। মেয়েরা যদি এ ব্যাপারে সামান্য অমনোযোগ বা অবহেলা করে তাহলে পরিবারের সদস্যরা অসুখ বিসুখে সহজেই আক্রান্ত হবে। তাই গৃহবধূকে যে সুন্দর রাঁধতে জানতে হবে শুধু তাই নয় খাদ্যগুণের মাত্রাও ঠিকঠাক মত বজায় রাখতে হবে।

প্রথমতঃ তাকে এমন খাদ্য দ্রব্য তৈরী করতে হবে যার মধ্যে মানবদেহ যথাযথভাবে সবল রাখার জন্যে অত্যাবশ্যক সকল পুষ্টি উপাদানের সমাবেশ ঘটে।

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'স্বামীর প্রতি নারীর কর্তব্য হলো ঘরের আলোকে দেদীপ্যমান রাখা এবং উপযুক্ত ও সুন্দর খাবার তৈরী করা'* ।" ১১৭

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) কে এক নারী প্রশ্ন করলোঃ 'স্বামীর ঘরে যে নারী সমস্ত করণীয় কর্তব্য সম্পাদন করে চলে তার জন্যে কি সুফল অপেক্ষা করে থাকে ?' জবাবে *নবীজী (সাঃ) বললেনঃ 'গৃহকর্মের প্রতিটি দায়িত্ব যখন সে পালন করে চলে আল্লাহ্ তখন তার দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকান। আর আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ যে লাভ করে সে কখনও শাস্তি পাবেনা'* ।" ১১৮

দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্যে ভিন্ন ভিন্ন রকম খাদ্য প্রয়োজনীয় ও সুষম হতে পারে। বয়স, দেহের গড়ন এবং অন্যান্য কারণে ব্যক্তিভেদে পুষ্টির চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন বাড়ন্ত শিশুর মধ্যবয়স্কদের তুলনায় ক্যালসিয়াম বেশী মাত্রায় প্রয়োজন। তরুণদের জন্যে প্রয়োজন অধিক শক্তিকর খাবার কারণ শারীরিকভাবে এরা বেশী সক্রিয়।

আবার কে কি ধরণের পেশায় নিয়োজিত সেটার ওপরেও কার কি ধরণের খাদ্য দরকার তা নির্ভর করে। যেমন একজন শ্রমিকের জন্যে দরকার বেশী বেশী স্নেহ, শর্করা বা চিনি জাতীয় খাদ্য কারণ তাকে দৈহিক পরিশ্রম করতে হয় বেশী।

আবহাওয়াও আরেকটি নির্ণায়ক উপাদান। শীতকালে বা গরমকালে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন পুষ্টিমাত্রার খাদ্য প্রয়োজন হয়। আবার সুস্থ ব্যক্তি এবং

অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যেও পুষ্টিমাত্রার প্রয়োজনীয়তার পার্থক্য থাকে। একজন ভাল রাঁধুনীকে অবশ্যই এসব দিক খেয়াল রাখতে হবে।

তৃতীয়তঃ যখন কারও বয়স চল্লিশের ওপরে চলে যায় তখন শরীরে মেদের পরিমাণ বাড়তে থাকে। কেউ কেউ হয়ত মনে করেন যে মোটা হওয়াই স্বাস্থ্যবানের লক্ষণ কিন্তু তাদের এই ধারণা খুবই ভুল। মোটা হয়ে যাওয়া একধরনের অসুস্থতা যার ফলে হৃদপিন্ড, রক্তচাপ, কিডনী, গল্-ব্লাডার, যকৃৎ ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ফলে ডায়াবেটিস ও শ্বাসকষ্টমূলক হৃদশূলের মত রোগ হতে পারে। ইন্সুরেন্স কেম্পানীগুলোর পরিসংখ্যান থেকে একথাই বোঝা যায় যে পাতলা লোকেরা মোটা লোকদের তুলনায় দীর্ঘায়ু হয়ে থাকে।

চল্লিশ বছর বয়স হয়ে যাবার পর মানুষের শারীরিক পরিশ্রমে লিপ্ত থাকার প্রবণতা সাধারণতঃ কমতে থাকে ফলতঃ দেহের জন্যে স্নেহজাতীয় পদার্থ, চিনি বা শর্করা আগের মত বেশী পরিমাণে আর প্রয়োজন হয় না। গৃহীত খাদ্য বা খাদ্যের মধ্যে যে ক্যালরি থাকে সেটা আর আগের মত শক্তিতে রূপান্তরিত হবার দরকার হয়না তাই ক্যালরি জমে জমে মেদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং এই বয়সে এসে চর্বি বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ, চিনি বা শর্করা গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া উচিত। যে নারী তার স্বামীর স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন তার উচিত স্বামীকে এমন খাবার দেয়া যাতে দেহে ক্ষতিকর মেদ জমা না হয়। স্বামীর উচিত মিস্টি, চর্বি, ক্রীম ইত্যাদি কম কম খাওয়া। বরং ডিম, কলিজা, লাল মাংশ (গরুর বা খাসীর মাংশ), মাছ, পনির ইত্যাদি সে বেশী পরিমাণে খেতে পারে। দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত খাদ্য তার জন্য খুবই উপকারী। ডাক্তার যদি অনুমোদন দেন সেক্ষেত্রে মোটা ব্যক্তিরা প্রচুর পরিমাণে ফলমূল ও শাক-শব্জী খেতে পারে।

যদি আপনি স্বামীর সাথে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে পড়েন, যদি আপনি বিধবা হতেই বেশী পছন্দ করেন অথবা পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে যদি আপনি স্বামীকে শেষ করে দিতে চান তাহলে আপনাকে খুব বেশী কিছু করতে হবে না। শুধু প্রতিদিন তাকে প্রচুর সুস্বাদু, মুখরোচক চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়ান। যত পারেন তাকে ভাত, রুটি বা কেক খেতে উৎসাহ জোগান। তাহলেই আপনার দিলের আশা পূর্ণ হবে ! আর আপনি যে শুধু বিধবা হবেন তাই নয় আপনার এত এত লোভনীয় খাবারের জন্যে সে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবে!

আপনি অবশ্য বলতে পারেন যে এত এত তেল-চর্বি খাবার সাধ্য শুধু বড়লোকদেরই হতে পারে যারা যা ইচ্ছা হয় তাই কিনে খাবার ক্ষমতা রাখে। আপনি এও ভাবতে পারেন যে গরীবদের জন্যে এসব সমস্যার উদ্ভব ঘটার কোন কারণ নেই।

কিন্তু ভাবনাটা খুবই ভুল। ভুলে গেলে চলবে না যে সাধারণ প্রাকৃতিক খাবারের মধ্যেই পুষ্টি উপাদানগুলো সব বিদ্যমান। রান্না সম্পর্কে পড়শোনা আছে এমন যে কোন মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন যে অত্যন্ত সাধারণ খাদ্যদ্রব্য যেমন ফলমূল, চাল বা গম, শাক-শব্জী এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যেই দেহের প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টি উপাদান পাবার জন্যে যথেষ্ট। যে কেউ এগুলো থেকেই স্বাস্থ্যকর অথচ কমদামী খাদ্য তৈরী করতে পারে।

অতিথি আপ্যায়ণ

প্রতিটি পরিবারকেই সময় সময় অতিথি আপ্যায়ণ করতে হয়। এটা একটা মূল্যবান ঐতিহ্যের মতো, যার মাধ্যমে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সবাই সাময়িকভাবে হলেও তাদের সমস্যার কথা বা দুঃখের কথা ভুলে থাকতে পারে। বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে একত্র সমাবেশ তাই সময় কাটানোর একটাই ভাল উপায়।

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'অতিথির খাবার আল্লাহ্‌ই বরাদ্দ করে থাকেন আর সেই বরাদ্দ যখন অতিথি ভোগ করে তখন গৃহস্থের গুনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়'*।" ১১৯

"ইমাম রেজা (আঃ) বলেনঃ 'মহৎ ব্যক্তি অপরের দেয়া খাবার এজন্য খায় যেন অপরেও তার খাদ্য খেতে পারে। একমাত্র কৃপণ ব্যক্তিই অন্যদের খাবার খেতে চায়না পাছে তাকে আবার তাদেরকে খাওয়াতে হয় '।" ১২০

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেনঃ *'বন্ধুদের সাথে মেলামেশার ফলে তোমাদের মধ্যে পরোপকারী বৃদ্ধি পায়'।*" ১২১

"ইমাম মোহাম্মদ তাকি (আঃ) বলেন ঃ 'বন্ধুদের সাথে মেশার ফলে মন পাকা হয় এবং হৃদয় সজীব হয় ওঠে, মাত্রায় তা যত সামান্যই হোক না কেন'।"১২২

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবন সমুদ্রে ব্যক্তির আত্মা চায় প্রশান্তি আর আত্মার এই প্রশান্তি মানুষ খুঁজে পেতে পারে বন্ধুদের সাথে মেলামেশার মধ্যে দিয়ে।

বন্ধু সমাবেশে এসে মানুষ তার সমস্যার কথা ভুলে যেতে সক্ষম হয়। বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হয় শুধু তাই নয়, এর মধ্যে দিয়ে মানুষের নৈতিক সাহস ও আত্মবিশ্বাসও বহুগুণে বেড়ে যায়।

অতিথি আপ্যায়ন একটি খুবই সুন্দর প্রথা এবং সচরাচর কেউই এর ভাল দিকটির কথা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তবু এর মধ্যেও দু'টি সমস্যা রয়েছে যার কারণে এই প্রাচীন প্রথাটি ঠিক ঠিক মত পালন করতে বহু পরিবারই বিমুখ হয়ে পড়ে।

প্রথমতঃ বিলাস দ্রব্য এবং পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতার কারণে আমাদের অনেকের জীবনই কঠিন হয়ে পড়েছে। গৃহসামগ্রী যা কিনা আসলে পরিবারের সুখ–সুবিধার জন্যে তৈরী সেগুলো হয়ে পড়েছে অন্যদেরকে প্রদর্শন করবার একটা ব্যাপার। যার ফলে মানুষ মানুষের সাথে মেশবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। যদিও অনেকেই যারা সামাজিক মেলামেশায় আগ্রহী তারাও তা করতে চাইছে না কারণ তারা এই ভ্রান্ত ধারণায় ভুগছে যে তাদের ঘরে পর্যাপ্ত বিলাস সামগ্রী নেই আর তাই অন্যদের থেকে দূরত্ব রেখে চলাই ভাল যাতে করে নিজেদের মান-সম্মান বাঁচানো যায়। কিন্তু এর ফলে মানুষের অবস্থা পরকালের জন্যে যেমন খারাপ হয় তেমনি এই দুনিয়াতেও সে কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে।

প্রিয় ভগ্নী! আপনার বন্ধুরা কি আপনার বাড়ীতে আপনার বিলাস সামগ্রীর বহর দেখবার জন্যে আসে ? যদি তাই হয় তাহলে তাদেরকে বরং বলে দিন আপনার বাসায় না এসে বড় বড় দোকানে কিংবা যাদুঘরে যেতে। অন্যদের সাথে মেলামেশার কারণ হলো তাদের সাথে বন্ধুত্ব আরও বৃদ্ধি করা পাশাপাশি সুন্দর করে সময়টা কাটানো। বিলাস সামগ্রীর প্রদর্শনী কিংবা নিছক উদরপূর্তি এর উদ্দেশ্য নয়। বিলাসিতা দেখানোর ব্যাপারটা সবাইকে ক্ষুব্ধই করে। এ ধরণের পারস্পরিক প্রতিযোগিতাও কেউ পছন্দ করে না। তবু কেউ সাহস করে এই ভ্রান্ত রীতির বিরোধীতা করে না।

যদি আপনি নিজে সহজ-সরল ভাবে অতিথি আপ্যায়ন করতে পারেন তাহলে দেখবেন অন্যরাও আপনাকে অনুসরণ করছে। এভাবে আপনি আপনার বন্ধুদের মধ্যে সহজ-সরল সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবেন। এবং তা পারবেন কোনরকম বিশেষ কষ্ট ছাড়াই। সুতরাং "বিলাস দেখিয়ে বেড়ানো" এই

জাতীয় সমস্যার সমাধান করা খুব কঠিন নয়। অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে করে সমান তালে নিজের বিলাস সামগ্রীর বহর বাড়ানোর চেষ্টা না করে বরং আপনার উচিত সহৃদয়তা ও বদান্যতার মাধ্যমে বন্ধুত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করবার চেষ্টা করা।

দ্বিতীয়তঃ অতিথি আপ্যায়নের কষ্ট। অতিথিদের জন্যে খাবার তৈরী করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কোন কোন মহিলা সুস্বাদু খাবার তৈরী করতে পারেনা ফলে (মেহমানদের সামনে) তার স্বামী বিব্রত হয়ে পড়তে পারে। স্বামী এমনকি তার রান্নার ব্যাপারে ক্ষোভও প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং বাড়ীতে মেহ্মানদের খেতে দাওয়াত করে এনে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বেশ একটা টেনশনে ভুগতে থাকে। এসব ঝামেলায় জড়িয়ে পরতে চায় না বলে অনেক দম্পতি তাই বাড়ীতে লোকজন ডেকে খাওয়ানোর ব্যাপারটাই পারতপক্ষে এড়িয়ে যেতে চায়।

একথা সত্যি যে লোকজনকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো বা একটা পার্টি দেয়া সহজ কাজ নয়। কিন্তু ব্যাপারটা অধিকতর কঠিন হয়ে পড়ে তখনই যখন স্বাগতিক গৃহবধূ কিভাবে সবদিক ম্যানেজ করতে হবে সেটা ভাল করে না জানে। অতিথি আপ্যায়নের মূল দিকগুলো একটু কষ্ট স্বীকার করে শিখে নিলেই অতিথি দেখে ভীত বা নার্ভাস হয়ে পড়বার কোন কারণ থাকবে না কিংবা কাজটাকেও অত কঠিন ভেবে এড়িয়ে যাবার দরকার পড়বে না।

এখানে আমরা দু'টি নমুনা দিচ্ছিঃ

ক) স্বামী ঘরে এসে জানালো যে আসছে শুক্রবার তার জনা দশেক বন্ধুবান্ধব রাতের খাবার খেতে আসবে। কিন্তু এর আগে মেহ্মানদের আপ্যায়ন করতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতার কারণে এরকম একটা খবর শুনে স্ত্রীটির প্রতিক্রিয়া হলো বিরূপ, সে রেগে উঠে স্বামীকে বললো এসব বন্ধ করতে। দীর্ঘ আলোচনা এবং স্বামীর উপর্যুপরি অনুরোধের পরে নিতান্ত নিস্পৃহ এই গৃহবধূ অতিথি আপ্যায়নে রাজী হয়। তারপর শুক্রবার পর্যন্ত রাত দিন তারা এই নিয়েই সবসময় নানা জল্পনা-কল্পনা ও আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগল, যেন একফোঁটা বিশ্রাম নেবার অবকাশও তাদের নেই।

শুক্রবার সকালে স্বামী গেল বাজারে। মনে করে করে সে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে বাড়ী ফিরে এলো।

দুপুরের খাবার পরে শুরু হলো স্ত্রীর উদ্যোগ আয়োজন। কিন্তু কাজে নেমে সে দেখতে পেল সবকিছু শেষ করে ওঠা চাট্টিখানি কথা না। রাঁধতে হবে, ধোয়া, মোছা, ঝাঁট দেয়া সারতে হবে, গেষ্টরুম গোছাতে হবে–এরকম আরও কত কিছু করতে হবে। তদুপরি সব কাজই সারতে হবে একা একা, বড়জোর সাহায্যের জন্যে পাওয়া যেতে পারে একজনকে। সুতরাং কাজে হাত দিয়ে সে মনে মনে খুব অস্থির বোধ করতে লাগলো।

পেঁয়াজ কাটার জন্য ছুরি খুঁজে পায় না, লবণ কোথায় রেখেছে খুঁজতে হচ্ছে-এরকম অবস্থা দাঁড়ালো। তারপর সে দেখল আরে টমেটো তো কেনা হয়নি ! এখন আবার একজনকে পাঠাও টমেটো আনতে। তারপর তাকে চিকেন ফ্রাই বানাতে হবে। তারপর আবার রয়েছে মাংশ, মাংশের তরকারী রাঁধা, চাল ভেজানো, শাক-শব্জী ধোয়া ... ইত্যাদি ইত্যাদি। সে বিক্ষিপ্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ল। কাজের লোকের সঙ্গে চীৎকার, মেয়েকে বকাঝকা গালিগালাজ দেয়া, ছেলের গালে বসিয়ে দিল এক থাপ্পড়। তারপর চূড়ান্ত দশা, কেরোসিন ফুরিয়ে গেছে! "হায় আল্লাহ্ ! এখন ? কিভাবে কি করবো ?" কথাগুলো তার মুখ থেকে আর্তনাদের মত বেরিয়ে এলো।

হঠাৎ কলিং বেল বেজে ওঠে। অতিথিরা পৌঁছে গেছে। একে একে সকলেই। বেচারা স্বামী, যে ইতিমধ্যে স্ত্রীর মনের উদ্বেগ অবগত হয়েছে, অতিথিদেরকে নিয়ে বসবার ঘরে এগিয়ে যায়। তারপর তাদেরকে চা খাবার কথা বলে আর ভেতরে খোঁজ নিয়ে দেখে যে চা তৈরী হয়নি। ছেলেকে বা মেয়েকে রাগারাগি করে বলে "কেন কেট্‌লি চাপাস্‌নি ?" তারপর চা হয়ত হলো কিন্তু দেখা যেল যে চিনি কম। চিনি আনার ব্যবস্থা করে তারপর অতিথিদের সামনে কয়েক কাপ চা নিয়ে পৌঁছায়। সবার দিকে হয়ত তার চোখ, সবাই গল্প করছে কিন্তু তার মনটা পড়ে আছে রান্না ঘরে। তার তো জানা আছে যে সেখানকার অবস্থাটা কি । তাই শান্তিতে বসে দু'টা কথা বলা বা গল্প করা তার আসে না। খাবার কিভাবে কতক্ষণে তৈরী হবে তাই নিয়ে উদ্বেগে ভরে আছে মন। অতিথিদের মধ্যে যদি কোন মহিলা থাকে তাহলে অবস্থা আরও খারাপ। সে শুধু জানতে চাইবে "আপা কই ?" বা "ভাবী কই ?" অপ্রস্তুত স্বামী বেচারাকে তখন জবাব দিতে হয়ঃ "হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার ভাবী এই এক্ষুনি আসবে। একটু রান্নাঘরে ব্যস্ত আছে।"

এখন "ভাবী" যদিও অতিথিদের সামনে একবার মুখ দেখাবার জন্যে আসতেও পারেন কিন্তু তার পক্ষে সবার সাথে বসে গল্প করা সম্ভব হয় না। সবার কাছে অনুমতি নিয়ে তাকে আবার ফিরতে হয় নিজের অসমাপ্ত রান্নার কাজে। এইরকম মনের অবস্থা নিয়ে তখন তার পক্ষে রান্নার কাজ সুন্দরভাবে শেষ করা কিংবা সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করা সম্ভব হয়না।

খাবার তৈরী করে তারপর থালাবাসন গোছানো। একটু পানীয়ের ব্যবস্থা করা, গ্লাসগুলো পরিষ্কার করে জড় করা, লবণ দানিতে লবণ আর গোলমরিচের পাত্রে গোলমরিচ রাখা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

খাবার শেষে "খোদা হাফেজ" বলে অতিথিরা বিদায় নিয়ে যায় (অর্থাৎ গল্প বা মেলামেশার আসল কাজটা বাদই থেকে যায়)।

উপসংহার

খাবার কেমন তৈরী হয়েছিল ? হয়ত লবণ বেশী নয়ত একদম আলুনী, পোড়া পোড়া কিংবা কাঁচা কাঁচা। এমনও হয়ত হয়েছে যে দু'একটা আইটেম বার করে সময়মত দিতেই গৃহকর্ত্রী ভুলে গেছে। সময় গড়িয়ে মধ্যরাত হয়ে গেছে। স্ত্রীটি ক্লান্ত ও অবসন্ন। দুপুর থেকে একফোঁটা বিশ্রামের অবকাশ মেলেনি। অতিথিদের প্রতি যথার্থ মনযোগ দেয়া তার পক্ষে সম্ভব তো হয়ইনি। স্বামীর ওপর দিয়েও কম চাপ যায়নি। দাওয়াত করে খাওয়াতে তার একগাদা খরচ হয়েছে কিন্তু সবকিছু মোটেই উপভোগ্য হয়নি। এমনকি এসব কিছুর জন্যে সে বউকেই দায়ী করে বসতে পারে।

আজকের এই দাওয়াত স্বামী-স্ত্রী কারও জন্যেই যে সুখকর উপভোগ্য হয়নি শুধু তাই নয় এমনকি এ নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যেতে পারে। তারপর দু'জনেই প্রতিজ্ঞা করে বসতে পারে যে না আর নয়, বাড়ীতে কাউকে আর দাওয়াত করে খাওয়ানোর হাঙ্গামা নয়।

অতিথিরাও কেউ এই দাওয়াত খেয়ে কোন মজা পায়নি কারণ তারা এটা টের পেয়েছে যে তাদের খাওয়াতে গিয়ে বাসার সবাইকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে এবং মনে মনে এই কামনাই করেছে যেন তাদের আজ কোন কারণ দেখিয়ে দাওয়াতে না আসাটাই ভাল ছিল !

নিঃসন্দেহে, এধরনের অবস্থায় পাঠকরাও খুব একটা ভাল বোধ করতেন না। এবং এধরনের অভিজ্ঞতা যাতে না হয় সে চেষ্টাই করতেন।

কিন্তু আপনারা কি বলতে পারেন এই ধরনের সমস্যার প্রকৃত উৎস কি ? সত্যি বলতে এর কারণ আর কিছুই নয়, এ হলো (এই দম্পতির) অভিজ্ঞতার অভাব এবং অতিথি আপ্যায়ন সম্পর্কে এই গৃহবধুর জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা।

ঘরে মেহমানদের দাওয়াত দিয়ে পার্টি করে খাওয়ানো তেমন কঠিন কোন কাজ নয়। এখন দ্বিতীয় বা বিকল্প চিত্রটি তুলে ধরছি ঃ

এক্ষেত্রে - পুরুষটি এসে বউকে বললো শুক্রবার রাতে তার জনা দশেক বন্ধুকে সে রাতের বেলা দাওয়াত করেছে। স্ত্রী এর উত্তরে বলছেঃ "বেশ। এতো খুবই খুশীর কথা। এখন বল সেদিন রাতে কি কি রান্না করবো ?"

এরপর তারা দু'জনে মিলে ঠিক করলো সেদিন কি কি পদ তৈরী করা হবে। দু'জনে মিলে একটা লিষ্ট লিখে ফেললো ঐ পার্টির জন্যে কি কি অগ্রীম কিনতে হবে, যা যা বাসাতে আছে সেগুলো বাদে কেনা কাটার তালিকা চূড়ান্ত হলো। তারপর বেশ একটা ভাল সময় দেখে একদিন তারা এই বাজার করবার কাজটাও সেরে ফেলল।

বৃহস্পতিবার অথার্ৎ পার্টির ঠিক আগের দিন (রাতেই) তারা পেয়াঁজ কেটে, আলু ধুয়ে, লবন দানী, গোলমরিচের দানী ঠিক ঠাক করে টেবিলের ম্যাট বা দস্তরখান ইত্যাদি প্রস্তুত করার কাজ সেরে ফেললো।

পরদিন অর্থাৎ শুক্রবার সকালে গৃহকর্ত্রী নাস্তা-টাস্তা সেরে ধোয়ামোছার বাকী কাজগুলোও সেরে ফেলে। তারপর অন্যান্য যেমন মাংশ কোটা, মুরগী, আলু এবং মাংশ ভেজে রেখেছিল। তারপর দুপুরের খাবার সময় দু'টো খাবার মুখে দিয়ে একটু গড়িয়ে নেয়া। বিশ্রাম শেষ হলে ধীরে সুস্থে উঠে বাকী যে দু'একটা কাজ রয়েছে সেগুলোও শেষ করে ফেলা।

সুতরাং স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব যে রান্না বান্না, ঘরদুয়ার গুছানোর কাজ ইত্যাদি সে কোন রকম তাড়াহুড়ো না করে বা অস্থির না হয়ে সেরে ফেলতে পারে। ঝগড়া ঝাটি, বাদানুবাদ কিংবা গোলমাল বেধে যাবার মত কোন অবকাশ এর মধ্যে নেই।

অতিথিরা যখন এসে পৌঁছে তখন তাদের জন্যে নিজের হাতে চা তৈরী করে পরিবেশন করবার সুযোগ এই ক্ষেত্রে স্ত্রীটি পেয়ে থাকে। স্বামীর পাশাপাশি সেও তাদেরকে স্বাগত জানাবার অবকাশ পায়, তাদের সাথে একসাথে বসে একটু গল্পগুজবের সুযোগও তার হাতে থাকে। রান্না ঘরের কাজ আগেই প্রায় শেষ, এখন গিয়ে শুধু একবার বাকীটুকু সেরে চট করে অতিথিদের খাবার পরিবেশন করে দিতে পারবে।

টেবিলে খাবার বাড়বার আগে স্বামী বা সন্তানদের কাছ থেকে সে কিছু সহযোগীতাও নিতে পারে। তারপর সবাই একসাথে বসে সুস্বাদু খাবার পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে উপভোগ করতে পারে।

উপসংহার

অতিথিরা সবাই স্বাগতিক দম্পতির উষ্ণ সান্নিধ্য উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছে। তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে অনেক কথা বলেছে (যাতে করে) তাদের বন্ধুত্বও হয়েছে দৃঢ়তর। তারা খাবারের স্বাদ পুরোপুরি উপভোগ করতে পেরেছে, তাদেরকে এই আতিথ্য প্রদানের জন্যে গৃহকর্ত্রীর গুণের কদরও করেছে। সর্বোপরি এ বাড়ীতে আজ এমন একটা সময় তারা কাটিয়েছে যার কথা দীর্ঘদিন তাদের মনে থাকবে।

স্বামীটির পক্ষে সম্ভব হয়েছে অতিথি বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশা করা। বন্ধুদের সঙ্গে সেও একটা ভাল সময় কাটিয়েছে। আর স্ত্রীর প্রতিও সে খুব কৃতজ্ঞ কারণ তার স্ত্রী তার মুখ রক্ষা করেছে, বন্ধুদের সামনে তাকে ছোট হতে হয়নি। সবমিলে এখন এই স্বামী স্ত্রী উভয়েই বন্ধুদের ডেকে এনে বারবার দাওয়াত করে খাওয়াবার ব্যাপারে উৎসাহিত।

সর্বোপরি এই গৃহবধূটি যে তার ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ও জ্ঞানের সাহায্যে অতিথিদের খুব স্বাভাবিকভাবে এবং কোন ঝামেলা ছাড়াই তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে তার নিজের মনটা ভরে উঠেছে আত্মতৃপ্তিতে। স্বামীর সাথে সে সুখী, সে আজ নিজেকে প্রমাণিত করেছে একজন উপযুক্ত অতিথি পরায়ণ নারী হিসেবে।

এখন উপরের দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে কোনটি আপনি নিজের জন্য বেছে নেবেন তা নিজেই ঠিক করুন!

পরিবারের বিশ্বস্ত আমানতদার

পুরুষ হলো সাধারণতঃ সংসারের সহায়ক ভূমিকা পালনকারী বা যোগানদার। কঠিন পরিশ্রম করে তারা রোজগার করে এবং অর্জিত অর্থ স্ত্রী পুত্র কন্যাদের জন্যে ব্যয় করে। পুরুষ বিশ্বাস করে যে এ হলো তার কর্তব্য, নিজের কঠোর পরিশ্রমের জন্যে সে এতটুকুও গ্লানি বোধ করে না।

কিন্তু পুরুষ এটাও দেখতে চায় যে তার স্ত্রী তার কষ্টোপার্জিত অর্থ ভেবেচিন্তে খরচ করছে, যা তা নয়-ছয় করে নষ্ট করছে না। নারীর কাছে তাই পুরুষের প্রত্যাশা এই যে সে সংসারের চাহিদাগুলোকে ঠিকমতো শ্রেণীবিভক্ত করে নিয়ে যেগুলো আগে দরকার যেমন খাদ্য, কাপড়-চোপড়, ঔষধপত্র, গাড়ীভাড়া, গ্যাস-পানি ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল ইত্যাদি বাবদ ব্যয়গুলো প্রথমে সেরে নেবে। কিন্তু এর বদলে প্রথমেই যদি বিলাস সামগ্রীর পেছনে সংসারের টাকা খরচ করতে শুরু করা হয় তাহলে তা হবে নিতান্ত অপচয় বা অপব্যয়। পুরুষরা এটা খুবই অপছন্দ করে যে তাদের স্ত্রীরা অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনাকাটা করে টাকা নষ্ট করে বা দু'হাতে টাকা খরচ করে। পুরুষ যদি বুঝতে পারে যে তার কষ্টার্জিত অর্থ অপব্যয় বা অপচয় হয়না তাহলে সে আরও পরিশ্রম করে আরও টাকা আয় করতে প্রস্তুত থাকবে। এমনকি নিজেও কোন ধরনের অপব্যয় করবে না।

আর স্ত্রী যদি তার পোষাক-আষাক গহনার পেছনে সব ব্যয় করে ফেলে কিংবা অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটায় টাকা ব্যয় করে আর তারপর সংসার চালাবার জন্যে মানুষের কাছ থেকে ধার করতে হয় কিংবা কারও স্ত্রী যদি তার সম্পদ বিশ্বাসঘাতক শত্রুর মত লুটতে থাকে তাহলে তার মন ঠিক থাকতে না পারারই কথা। যারা তার কষ্টের দাম দেয় না তাদের জন্যে বেগার খাটার মধ্যে কোন সার্থকতা সে দেখতে পাবে না। তার মন এত ভেঙে পড়তে পারে যে সে হয়তো নিজেকে বিপথে ঠেলে দিতে পারে। এভাবে ভেঙ্গে পড়তে পারে পারিবারিক জীবনের ভিত্তি।

প্রিয় ভগ্নী! যদিও আপনার স্বামীর টাকা পয়সা সহায় সম্পদ সব কিছুই আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে তবুও এগুলোকে কিন্তু ষোলআনা আপনার নিজের বলে গণ্য করবেন না। আইনত এই সব সম্পদের মালিক আপনার স্বামী, আপনি কেবল এগুলোর দায়িত্বে নিয়োজিত বা রক্ষণাবেক্ষণকারীনী

স্বরূপ। তাই এ থেকে কোন কিছু আপনার নিজ দখলি সত্বে নিতে হলে, কোন কিছু অন্যত্র সরাতে হলে, কাউকে কিছু উপহার দিতে হলে কিংবা বিক্রী করতে হলে স্বামীর পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন। তার সম্পদের দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পিত আর তাই সে সম্পদ রক্ষা করা আপনারই কর্তব্য। যদি আপনি আপনার এই কর্তব্য পালনে অন্যথা করেন তাহলে পরকালে সে জন্যে আপনাকে হিসাব দিতে হবে।

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেনঃ *'নারী হলো তার স্বামীর সম্পদের রক্ষাকারী বা আছি স্বরূপ এবং এ কারণে (স্বামীর সম্পদের) দায়দায়িত্ব তার'* ।" ১২৩

"আল্লাহ্‌র নবী আরও বলেনঃ *'তোমাদের নারীদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে নিজকে সুগন্ধে সুরভিত করে, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য প্রস্তুত করে এবং মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় থেকে বিরত থাকে। এই রকম নারী হলো আল্লাহ্‌র কর্মীবাহিনীর অন্যতম প্রতিনিধি স্বরূপ আর আল্লাহ্‌র জন্যে যে বা যারা কর্মে নিয়োজিত তাদেরকে অনুতাপ বা পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয় না'* ।" ১২৪

"নবী (সাঃ) কে এক নারী প্রশ্ন করলোঃ 'স্ত্রীর উপরে একজন স্বামীর অধিকারগুলি কি কি ?' নবী (সাঃ) বললেনঃ *'স্ত্রী অবশ্যই স্বামীর অনুগত থাকবে, কখনই স্বামীর হুকুম অমান্য করবে না এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে কিছু দেওয়া থেকে বিরত থাকবে'* ।" ১২৫

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আরও বলেনঃ *'তোমাদের নারীদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে কম কম ব্যয় করে'* ।" ১২৬

নারীর পেশা বা চাকুরী

এ কথা ঠিক যে সংসারের জন্যে আয় করা পুরুষের পক্ষে বাধ্যতামূলক এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে (ইসলামী আইন অনুযায়ী) নারী এই কাজের জন্যে দায়বদ্ধ নয়। কিন্তু তবু যে কোন নারীর জন্যে অর্থকরী কাজে নিয়োজিত হবার পক্ষে কোন বাধা নেই। ইসলাম ধর্মে আলস্য বা কর্মহীনতা মর্যাদাহীন বলে পরিগণিত এবং সমালোচিত।

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেনঃ 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ অতিরিক্ত ঘুম ও অতিরিক্ত বিশ্রাম অপছন্দ করেন' ।" ১২৭

"ইমাম সাদিক (আঃ) একথাও বলেনঃ "অতিরিক্ত ঘুম একজন মানুষের ধর্ম ও কর্ম উভয়ই নষ্ট করে দেয় ' ।" ১২৮

"হযরত জাহ্‌রা (আঃ) ও ঘরে বসে কাজ করতেন।" ১২৯

আর্থিক কষ্ট থাকুক চাই না থাকুক প্রত্যেকেরই উচিত কোন অর্থকরী কাজে নিয়োজিত থাকা। কোন কিছু না করে বসে থেকে জীবনকে অপচয় করে ফেলা উচিত নয়। বরং প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত কিছু না কিছু করা এবং পৃথিবীকে সমৃদ্ধতর করে তুলবার কাজে সামান্য হলেও অবদান রাখা।

যদি দরকার হয় তাহলে উপার্জিত অর্থ সংসারের কাজে ব্যয় করা যেতে পারে। আর যদি সেরকম দরকার না থাকে তাহলে অভাবী ও সাহায্য প্রার্থীদের মধ্যে দান খয়রাত করা উচিত। আলস্য বা কর্মহীনতা মানুষের মনে একঘেয়েমির সৃষ্টি করে এবং সচরাচর তা মানসিক রোগের জন্ম দেয়, দুর্নীতির প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করে।

নারীর জন্যে সর্বোত্তম পেশা হলো তার ঘর - সংসারের দেখাশোনা করা। ঘর সাজানো, শিশুদের যত্ন নেয়া ইত্যাদি কাজ নারীরা সহজে এবং সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারে।

বুদ্ধিমতি ও পরিশ্রমী নারী স্বামী ও শিশুর জন্যে সংসারকে করে তুলতে পারে এক স্বর্গীয় স্থানে। এটাই হলো তার জন্যে সবচেয়ে দামী ও মূল্যবান কাজ।

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেনঃ *'নারীর জন্য জিহাদ হলো তার স্বামীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া (এবং তার সেবা-যত্ন করা) '* ।" ১৩০

"উম্মে সালমাহ্ নবীজী (সাঃ)–র কাছে জানতে চাইলেন ঃ 'ঘর-সংসারের কাজের জন্যে একজন নারী কতটুকু (সওয়াব বা) পুরস্কার পাবে ?' নবী (সাঃ) উত্তর দিলেন ঃ *'কোন নারী যখন ঘর-সংসার গুছাবার জন্যে একটা জিনিষ এক জায়গা থেকে সরিয়ে আরেক জায়গায় রাখে তখন সে আল্লাহ্‌তায়ালার রহ্‌মত লাভ করে আর এভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার রহ্‌মত বা অনুগ্রহ লাভ করবার ফলে আল্লাহ্‌তায়ালার শাস্তি থেকে সে মুক্তি পায়।'* উম্মে সালমা একথা শুনে বলে উঠলেনঃ 'হে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আমার মাতা পিতা আপনার জন্যে উৎসর্গীকৃত হোক ! অনুগ্রহ করে এ সম্পর্কে আরও বলুন।' আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) এবার বললেন ঃ *'কোন নারী যদি সন্তান ধারণ*

করে তাহলে সে, জান-মাল উৎসর্গ করে যে লোক জেহাদ করে, তার সমান সওয়াব পাবে। তারপর সেই নারী যখন সন্তান প্রসব করবে তখন তার কাছে এক আহ্বান পৌঁছাবেঃ 'তোমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হলো। নতুন জীবন আরম্ভ কর।' আর প্রত্যেকবার যখন সে তার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবে তখন একটি করে দাসকে মুক্ত করে দেবার সমান সওয়াব আল্লাহ্ তার জন্যে নির্ধারিত করে দেবেন'।" ১৩১

যে সমস্ত গৃহবধুদেরকে গৃহকর্ম নিয়ে খুব একটা ব্যস্ত থাকতে হয় না তাদেরও উচিত কোন একটা উপযুক্ত কাজ খুঁজে বের করা। তাঁরা বই পড়তে পারে, কোন দরকারী বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে পারে, কিংবা নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বা দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে পারে। তারা প্রবন্ধ লিখতে পারে, ছবি আঁকা, পোষাক তৈরী, বুনন, সেলাই ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত হতে পারে। এসবের মাধ্যমে তারা সংসারের উপার্জনও বাড়াতে পারে এমনকি সমাজেরও উপকারে আসতে পারে।

কাজে ব্যস্ত থাকবার মধ্যে দিয়ে অনেক মানসিক রোগ প্রতিরোধ করা যায়। "ইমাম আলী (আঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্ ঐ ধার্মিকদের পছন্দ করেন যে সততা ও আন্তরিকতার সাথে কোন কাজে (তথা পেশায়) নিয়োজিত থাকে'।" ১৩২

কোন কোন নারী আবার ঘরের বাইরেও পেশায় নিয়োজিত। অর্থনৈতিক কারণে বা অন্য অনেক কারণে অনেক সময় ঘরের বাইরের পেশা বেছে নিতে হয়। ঘরের বাইরে যেসব পেশা রয়েছে তাঁর মধ্যে সব চেয়ে সেরা হলো সাংস্কৃতিক বা সেবামূলক কাজ। নাসরী, প্রাইমারী স্কুল কিংবা হাই স্কুল হলো মেয়েদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেবার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। হাসপাতাল হলো ডাক্তার বা নার্স হিসেবে কাজ করার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। নারীর প্রকৃতির সঙ্গে এইসব পেশা বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ। আর এই ধরনের পেশায় সচরাচর তাদেরকে মাহ্রম (বিবাহ নিষিদ্ধ এমন নিকটাত্মীয়) নয় এরকম পুরুষদের সংস্পর্শে আসতে হয় না।

এখন যারা বাইরে কাজ করতে চান কিংবা করেন তাদের বিবেচনার জন্যে কতকগুলো বিষয় পেশ করবো ঃ

১। কোন চাকরী নেবার আগে অবশ্যই আপনার স্বামীর পরামর্শ নেবেন। আপনাকে বাইরে কাজ করতে দেবার অনুমতি দেওয়া না দেওয়ার অধিকার

সম্পূর্ণ আপনার স্বামীর। স্বামীর অনুমতি ছাড়া যদি আপনি কাজ করতে শুরু করেন তাহলে আপনার পারিবারিক শান্তি বিপর্যস্ত হবে, নষ্ট হবে আপনার স্নেহ ভালবাসা পূর্ণ সাংসারিক পরিবেশ। পুরুষদের প্রতিও এই পরামর্শ রইল যেন তারা স্ত্রীদের বাইরে কাজ করার বিরুদ্ধে একগুঁয়েমি না দেখান। অবশ্য যদি কর্মক্ষেত্র নারীর জন্য একেবারেই অনুপযোগী হয় তাহলে আলাদা কথা।

২। ঘরের বাইরে নারীদেরকে অবশ্যই যথাযথভাবে ইসলামী হিযাব (পর্দা) করতে হবে। বাড়ীর বাইরে যেতে হবে কোন প্রসাধন ছাড়া, সাদাসিধা কাপড়ে। যারা মাহ্‌রম নয় তাদের সাথে মেলামেশা পারতপক্ষে বাদ দিতে হবে।

অফিস হলো কাজ করবার জায়গা, নিজেকে প্রদর্শন করবার কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জায়গা নয়। আপনি কত দামী কাপড় পরলেন তার ওপরে আপনার গৌরব বা সম্মান নির্ভর করে না বরং আপনি কি কাজ করছেন এবং কতটুকু ভালভাবে তা করছেন তার ওপরেই সেটা নির্ভরশীল। নিজেকে একজন সম্মানিতা মুসলিম নারী হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য কাজ করে যান। আত্মসম্মান বজায় রেখে চলুন এবং আপনার স্বামীর মনে কোন আঘাত দেয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার যা কিছু সুন্দর পোষাক ও অলংকার তা ঘরে পরে আপনার স্বামীকে দেখাবার জন্যে তুলে রাখুন।

৩। মেয়েদেরকে মনে রাখতে হবে যে যদিও সে বাইরে চাকুরী করতে শুরু করেছে তবুও তার স্বামী-সন্তান কিন্তু রান্না-বান্না, ঘরদুয়ার গোছানো, ধোয়া-মোছা ইত্যাদি গৃহস্থালী ব্যাপারে তার ওপরেই নির্ভর করে বসে আছে। পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমেই এগুলো করা যেতে পারে। বাইরে কাজ করতে যেতে হচ্ছে বলেই সংসারের সবকিছু উল্টা-পাল্টা হয়ে যাবার কোন কারণ নেই। পুরুষদের জন্যেও পরামর্শ এই যে তারা যেন স্ত্রীদেরকে সংসারের কাজকর্ম সমাধা করতে সাহায্য করেন। স্বামীদের এতটা আশা করা ঠিক নয় যে স্ত্রীরা ঘর ও বাইরের কাজ সমানে একহাতে সামলাবে। এরকম আশা করাটা আইনসঙ্গত নয়, ন্যায়সঙ্গতও নয়। পুরুষকে নারীর সাথে গৃহকর্ম ভাগাভাগি করে নিতে হবে।

৪। কর্মজীবি নারীর যদি ছোট শিশু-সন্তান থাকে তাহলে শিশুকে হয় নার্সারীতে রেখে যেতে হবে অথবা এমন কারও ওপর দায়িত্ব দিয়ে যেতে হবে

যার ওপর আস্থা রাখা যায় এবং যার স্বভাব প্রকৃতি একটু নরম অর্থাৎ শিশুদের উপযোগী।

৫। কোন নারী যদি মনে করে সংসারের উপরোক্ত কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করে সবদিক সামাল দিয়ে চাকরী-বাকরী করতে পারবে বা কুলিয়ে উঠতে পারবে তাহলে তার অবশ্যই উচিত স্বামীর সঙ্গে এ ব্যাপারে একটা সমঝোতায় আসা এবং স্বামীর পূর্ণ অনুমতি ও পরামর্শ গ্রহণ সাপেক্ষে নতুন চাকুরী বা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা। কিন্তু স্বামী যদি তা না চায় তাহলে তার উচিত চাকরীর পরিকল্পনা বাদ দেয়া। স্বামীর অনুমতি যদি পাওয়া যায় তাহলে চেষ্টা করতে হবে যেন এমন কোন চাকরীতে ঢোকা যায় যেখানে অপরিচিত পুরুষদের সাথে মেলামেশার অবকাশ খুবই কম। নিজের এবং সমাজের মঙ্গলের জন্যই এ ধরনের পরিবেশ খুঁজে নিতে হবে। ঘরের বাইরে যাবার সময় অবশ্যই ইসলামী হিযাব পরিধান করতে হবে এবং নিজেকে রাখতে হবে প্রসাধনবিহীন সাদামাটা।

নিজের অবসর সময় নষ্ট করবেন না

সংসারের কাজ একটা দু'টো নয়। কোন গৃহবধূ যদি তার কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে চায় তাহলে ঘরের কাজের পর অন্য আর কিছুতে হাত দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যদি থাকে তাহলে তো বাড়তি সময় বা অবসর পাবার কথাই ওঠে না। অবশ্য সবার অবস্থা এক নয়, অধিকাংশ গৃহবধূই সংসারের সব কাজকর্ম সেরেও বাড়তি সময় হাতে পায়।

প্রত্যেকেই নিজের নিজের অবসর বা বাড়তি সময় কোন না কোন উপায়ে কাটিয়ে থাকে। হয়ত কেউ শুধু পাড়ায় বেড়াতে গেল। এর ওর সাথে কথা বা পরিচয় হলো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব গালগল্পে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায় যার সামান্যতম মূল্যও নেই। একই প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আলাপ হয় যার মধ্যে সারবস্তু বা শেখার মত কিছু নেই, শুধু সময়ের অপচয় কিংবা মনের ওপর বাড়তি বোঝা বৈ কাজের কিছু নয়। এধরণের অলস গালগল্পের ফলে মানুষের নৈতিক অধঃপতনও ঘটে। যেসব নারী এভাবে তাদের অবসর সময় কাটিয়ে থাকে অবশ্যই তারা ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের জন্যেই ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে চলে। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন মানুষ যদি তার টাকা নষ্ট

করে ফেলে বা হারিয়ে ফেলে তাহলে কতই না বিচলিত হয়ে পড়ে অথচ জীবনের অমূল্য সময় অযথা কাজে নষ্ট করবার সময় মানুষ একবার ভেবেও দেখে না!

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করে থাকে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে একজন মানুষ কত মহৎ কীর্তিই না সৃষ্টি করবার ক্ষমতা রাখে। অলসতা ক্ষতিকর এবং এর ফলে অনেক ধরনের মানসিক রোগের জন্ম হয়। অলস ব্যক্তি অযথা চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং অকারণ কোন একটা কিছু নিয়ে দুঃখের আবেগে ভেসে যেতে থাকে। তার মন নানারকম অমূলক উদ্বেগ ও আশংকায় ভুগতে থাকে যার ফলে সে আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সেই ব্যক্তিই বরং সুখী যে নিজেকে সবসময় কোন উপযুক্ত কাজে ব্যস্ত রাখে। আর সেই ব্যক্তি হলো হতভাগ্য যে জীবনের উত্থান পতন নিয়ে অকারণ দুঃখ করবার ও ভাবাবেগগ্রস্থ হবার মত অলস সময় পেয়ে থাকে। ব্যস্ততা তাই আনন্দদায়ক আর অলসতা হলো মানসিক অবসাদের অন্যতম কারণ। মানুষ তার মূল্যবান জীবনের খানিকটা সময় একেবারেই অর্থহীনভাবে ভাল কিছু অর্জন না করেই ফালতু কাটিয়ে দেবে এটা কি কোন সুখের বিষয় হতে পারে?

প্রিয় ভগ্নী! আপনি বাড়তি সময় কাজে লাগিয়ে অনেকভাবে লাভবান হতে পারেন। আপনি বিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত হতে পারেন। আপনি বইপত্র কিনে স্বামীর সাহায্য নিয়ে নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারেন। যে কোন বিষয় আপনি বেছে নিতে পারেনঃ পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, কোরআন, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য কিংবা মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। এগুলো পড়ে আপনার যেমন আনন্দ লাগবে তেমনি একদিন হয়ত আপনি আপনার অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে সমাজেরও উপকারে আসতে পারেন। আপনি প্রবন্ধ লিখতে পারেন এমনকি বইও লিখে ফেলতে পারেন। যার মাধ্যমে আপনার নাম স্থায়ী হয়ে থাকবে। এর মাধ্যমে আপনার পক্ষে অর্থোপার্জনও সম্ভব।

এরকম হীনমন্যতায় ভুগবেন না যে একজন গৃহবধূর পক্ষে এসব অনেক বড় বড় স্বপ্ন হয়ে যায়। এরকম ভাবার কোন কারণ নেই যে ইতিহাসে যেসব নারী খ্যাতিমান হয়েছে তারা সংসারের কুটোটাও নাড়ত না, অলস সময় কাটাতো। তারাও ছিল আর দশজনের মতই সাধারণ গৃহবধূ, পার্থক্য শুধু এই যে তারা তাদের বাড়তি সময়টুকু বিনা কাজে নষ্ট করে ফেলত না, যথার্থ কাজে লাগাত।

মিসেস ডরোথি কার্নেগী একজন গৃহবধূ ছিলেন যিনি বই লিখেছিলেন। তিনি যে শুধু সংসার সামলাতেন শুধু তাই না উপরন্তু স্বামীকেও তার বিখ্যাত একটি বই লিখতে সাহায্য করেছিলেন (তার স্বামী ছিলেন ডেল কার্নেগী, বইটির নাম 'প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ')। ডরোথি তার নিজের লেখা বইতে একজন স্ত্রীর কিভাবে তার স্বামীর দেখাশোনা করা উচিত সে সম্পর্কে লিখেছেন। নিজের বাড়তি সময় সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ "আমার বাচ্চাটা যখন ঘুমাতো তখন রোজ ঘন্টা দু'য়েক সময় পেতাম সেই অবকাশে আমি এই বইটা লিখতাম। আর এর জন্যে যে ব্যাপক পড়াশোনা আমাকে করতে হয়েছে তার অনেকটাই আমি করেছি বিউটি পার্লারে বসে বসে চুল শুকাবার ফাঁকে ফাঁকে।"

অনেক নারীই বড় বড় বই লিখেছেন অথবা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বড় ধরনের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

যদি আপনি নিজেও একজন উৎসাহী ও উদ্যোগী ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে আপনার পক্ষেও নিশ্চয়ই ঐ শ্রেণীভুক্ত হওয়া সম্ভব।

আপনার স্বামী যদি গবেষক হয়ে থাকেন তাহলে তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাকে সাহায্য করুন। নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শিকায় তুলে বসে থাকা একজন শিক্ষিত নারীর জন্য দুঃখজনক ব্যাপার নয় কি ?

"ইমাম আলী (আঃ) বলেনঃ 'জ্ঞানের চেয়ে বড় কোন সম্পদ নাই'।" ১৩৩

"ইমাম বাকির (আঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি দিনরাত জ্ঞানান্বেষণ করে নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্তায়ালার রহ্মত লাভ করবে'।" ১৩৪

পড়শোনা বা গবেষণামূলক কাজে যদি আপনি উৎসাহ না পান তাহলে কুটির শিল্প কিংবা অন্য কোন শখের শিল্প যেমন পোষাক প্রস্তুত, ছবি আঁকা, বুনন বা ফুল সাজানো ইত্যাদি কাজে বাড়তি সময়টুকু ব্যয় করতে পারেন।

এসব শৌখিন শিল্প চর্চায় আপনি প্রশিক্ষণ নিতে পারেন এবং ঘরে বসে এগুলো করতে পারেন। ইসলাম ও অবসর সময়ে নারীদের জন্যে কুটীর শিল্পের কথা বলেছে। আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেনঃ *"সুতা কাটা বা কাপড় বোনা নারীদের জন্যে একটি ভালো অবসর কাটানোর উপায়।"* ১৩৫

শিশু পালন

শিশুর পরিচর্যা হলো নারীর কর্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম। এ কাজ সহজসাধ্য নয় বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। সৃষ্টির নিয়মে নারীর উপর পবিত্রতম ও সবার্ধিক মূল্যবান যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা এই শিশু পালন। সংক্ষেপে এ সম্পর্কে কয়েকটি দিক তুলে ধরছি।

১। বিয়ের ফল ঃ নারী ও পুরুষ একাধিক উদ্দেশ্যে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যেমন যৌনতা, প্রেম ইত্যাদি কিন্তু সন্তান উৎপাদন করা সচরাচর বিয়ের সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে মানুষের মনে কারণ হিসেবে বিরাজ করে না।

কিন্তু বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রকৃতির যে মূল বিধান অর্থাৎ সন্তান লাভই বিয়ের পেছনে মূল কারণ সেটা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মনেই সন্তান লাভের জন্যে জন্ম নেয় এক প্রবল আবেগ। সন্তানের অস্তিত্ব তাই যেন বিয়ে নামক বৃক্ষের ফল স্বরূপ যা নারী ও পুরুষের অন্তরের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আকাঙ্খা। সন্তান স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার বন্ধনকে দৃঢ়তর করে। পুরুষের কর্মজীবনের অনুপ্রেরণা জোগায় এবং স্বামী স্ত্রী উভয়কেই পারিবারিক জীবনের প্রতি অধিকতর মনযোগী করে তোলে।

কখনও কখনও বিয়ে কামনা বাসনা বা তাৎক্ষণিক যৌন আকর্ষণের ভিত্তিতে ঘটে থাকে। কিন্তু এধরণের ব্যাপার স্থায়ী হয়না বরং তা মিথ্যা মোহের মত যা সহসাই দূর হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে কারণে বিয়ের ভিত্তি একটি শক্তিশালী রূপ পেতে পারে তা হলো সন্তান। যৌন আকর্ষণ বা কামনা সহসাই চাপা পড়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যে থেকে যে নতুন সন্তানের মুখ পৃথিবীতে আসে সেই মুখ মা-বাবার মনে চির ভাস্বর রূপে বিরাজ করতে থাকে। নবাগত সন্তান মা-বাবার মন এক উষ্ণ আনন্দে দ্রবীভূত করে দেয়।

"ইমাম সায্যাদ (আঃ) বলেন ঃ 'মানুষের সুখ নিহিত রয়েছে ধার্মিক বা পূণ্যবান সন্তান লাভ করার মধ্যে, যে সন্তানের কাছে সে সাহায্য চাইতে পারবে'।" ১৩৬

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেনঃ *'পূণ্যবান শিশু হলো বেহেশ্‌তের বৃক্ষরাজীর মধ্যে এক সুগন্ধি বৃক্ষ স্বরূপ'*।" ১৩৭

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আরও বলেনঃ *'তোমার সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি কর যেন শেষ বিচারের দিন অন্যদের চেয়ে আমার উম্মতের সংখ্যা বেশী দেখে আমি সম্মানিত বোধ করতে পারি'* ।" ১৩৮

তারা কতই না বোকা যারা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সন্তানাদি নিতে অস্বীকার করে এবং এভাবে সৃষ্টির নিয়মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

২। **সন্তানের শিক্ষা** ঃ মায়ের সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব হলো সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। যদিও মা-বাবা উভয়কেই এই দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে তবু মায়ের ওপরেই এর বেশীরভাগ দায়িত্ব নির্ভরশীল।

এর পেছনে কারণ হলো মা'র পক্ষেই সম্ভব সবসময় সন্তানের দিকে নজর রাখা এবং তাকে আগলে আগলে রাখা। মায়েরা যদি ঠিকমত পরিকল্পনা নিয়ে শিশুদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারে তাহলে গোটা জাতির জীবনে তথা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে।

তাই কোন সমাজের উন্নতি বা অবনতি মায়েদের হাতে।
"আল্লাহ্‌তায়ালার নবী (সাঃ) বলেনঃ *'মায়ের পায়ের তলে বেহেশ্‌ত"*।" ১৩৯

আজকের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই আগামীদিনের প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ। আজ তারা যে শিক্ষা পাবে ভবিষ্যতের সমাজে তারা তাই প্রয়োগ করবে। পরিবার যদি উন্নত হয় সমাজেরও উন্নতি হবে কারণ সমাজ হল বহু পরিবারের সমষ্টি। কিন্তু আজকের শিশু যদি হয় বদমেজাজী, গোঁয়ার, মূর্খ, ভীতু, স্বার্থপর, নোংরা, বোকা, আত্মকেন্দ্রীক এবং নিষ্ঠুর তাহলে আগামী দিনের সমাজও হবে ক্ষতিগ্রস্ত। অপরপক্ষে আজকের শিশু যদি হয় সৎ, ভদ্র, বিনয়ী, সাহসী, ন্যায়-পরায়ণ, আস্থাভাজন তাহলে আগামী দিনের পৃথিবী হবে তাদের দ্বারা উপকৃত।

সুতরাং মা-বাবা বিশেষ করে মায়েরা সমাজের ভাল মন্দ ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। সৎ ও পূণ্যবাণ সন্তান গড়ে তোলবার মাধ্যমে তারা সমাজকে উপকৃত করতে পারে। অপরপক্ষে নিজেদের এই দায়িত্বে যদি তারা অবহেলা দেখায় তাহলে হাশরের ময়দানে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

"ইমাম সায্‌যাদ (আঃ) বলেনঃ 'তোমার শিশুর অধিকার হলো যেন তুমি বুঝতে পার যে সে তোমারই সন্তান। ভাল হোক মন্দ হোক সে তোমার

সাথেই সম্পর্কিত। তাকে বড় করে তুলবার দায়-দায়িত্ব তোমার। তাকে শিক্ষা দেবার, তাকে আল্লাহ্তায়ালার রাস্তা চিনিয়ে দেবার এবং তাকে অনুগত করে তুলবার দায়িত্ব তোমার। তুমি তার সাথে এমনভাবে আচরণ করবে যেন, এ সম্পর্কে তুমি অবগত যে যদি তার সাথে সদ্ব্যবহার কর তাহলে তুমি নিশ্চিত পুরস্কৃত হবে আর যদি তার সাথে অসদ্ব্যবহার কর তাহলে তুমি নিশ্চিত শাস্তি পাবে'।" ১৪০

এ কথা সত্য যে শিশুদের কিভাবে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে এ সম্পর্কিত দক্ষতা বা জ্ঞান অনেক মায়েরই থাকে না। তাই এসব মায়েদের উচিত এ সম্পর্কে কিছু শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ নেবার চেষ্টা করা।

শিশুদের কিভাবে সুশিক্ষিত করে তোলা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই পুস্তকের বিষয়বস্তু নয়। সৌভাগ্যবশতঃ এ বিষয়ে অনেক বই পাওয়া যায় যেগুলো শিশু পালন ও শিশু শিক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তিরা লিখেছেন। যে কোন মা এসব বই কিনতে পারে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে শিশুদেরকে শিক্ষাদেবার কাজ এগিয়ে নিতে পারে। এভাবে তাদের নিজেদের পক্ষে শিশু লালন-পালন সম্পর্কে এক একজন বিশেষজ্ঞে পরিণত হওয়া সম্ভব। তখন আর দশজন মা'য়ের জন্যেও তারা মূল্যবান পথ-প্রদর্শকে পরিণত হবে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করবার আছে। অনেকেই 'শিক্ষা' ও 'প্রশিক্ষণ' এ দু'টি বিষয় গুলিয়ে ফেলেন। কিংবা ভাবেন যে এ দু'টি সমার্থক। কিন্তু একজন শিশুকে শুধু বিভিন্ন বিষয় - যেমন উপযুক্ত নানা গল্প, কবিতা, কোরআন, হাদীস, নবী (সাঃ) ও ইমাম (আঃ)দের হাদীস ইত্যাদি পড়িয়ে যাওয়ার অর্থই শিশুটিকে শিক্ষা দেওয়া নয়। এসব বিষয় পড়ানো নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় কিন্তু শিশুকে শুধু সৎ ও চরিত্রবানদের সম্পর্কে পড়ালেই চলবে না। শিশুটিকেই সৎ ও চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে হবে।

সেজন্যে আমাদেরকে এমন একটা পরিবেশ ও জীবনযাত্রা শিশুর সামনে তুলে ধরতে হবে যাতে করে শিশু আপনা থেকেই সৎ ও চরিত্রবান হয়ে গড়ে উঠতে পারে। শিশু যদি সততা, সত্যবাদীতা, সাহসিকতা, শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা, দয়া, ভালবাসা, স্বাধীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, আস্থা, বিশ্বাস ও ত্যাগের মধ্যে বেড়ে ওঠে তাহলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সে এগুলো শিক্ষা করবে।

আর শিশু যদি দুর্নীতি, প্রতারণা, ক্রোধ, ঘৃণা, শঠতা, নোংরামি ও অবিশ্বস্ততার মধ্যে বেড়ে ওঠে তাহলে এগুলো তাকে অবশ্যই প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এধরণের শিশু ভাল ও সৎ লোকদের সম্পর্কে যতই গল্প শুনুক না কেন তার ফলে লাভ কিছুই হবে না। অসৎ মা-বাবা কোরআন হাদীস পড়ালেও সন্তানকে সৎ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে না। যে মা-বাবা নোংরা তারা আসলে সন্তানকে নোংরা থাকার শিক্ষাই দিয়ে ফেলে। সন্তান মা-বাবা কি বলে সেটার প্রতি তত মন দেয় না যতখানি লক্ষ্য করে তাদের কাজকর্ম ও আচার আচরণের প্রতি।

সুতরাং যারা সন্তানকে সত্যি সত্যি সৎ ও সুন্দর রূপে গড়ে তুলতে চান তাদের উচিত সর্বাগ্রে নিজেদের আচার আচরণকে সংশোধন করা। একমাত্র এভাবেই সন্তানকে নিজের জন্যে ও সমাজের জন্যে উপকারীরূপে গড়ে তোলা সম্ভব।

৩। পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ঃ মায়ের অন্যতম কর্তব্য হলো শিশুর খাওয়ার দেখাশুনা করা। স্বাস্থ্য ও অসুখ বিসুখ, সৌন্দর্য বা সৌন্দর্যহীনতা, এমনকি বদমেজাজ বা ভালমেজাজ এবং শিশুর বুদ্ধিশুদ্ধি সবই নির্ভর করে তাকে কিভাবে কি খাওয়ানো হচ্ছে তার ওপর। শিশুদের খাবার নিয়ম কানুন বড়দের মত নয়। ভিন্ন ভিন্ন বয়সের শিশুর জন্যে খাবার চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন। শিশুদের খাবার ব্যাপারে মায়েদেরকে এটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

সবচেয়ে সেরা ও সবচেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য হলো দুধ। সুস্বাস্থ্যের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুই দুধের মধ্যে রয়েছে। শিশুর জন্যে মায়ের দুধের মত উপযোগী আর কিছু নেই। যেহেতু দুধের মধ্যে শিশুর হজমের জন্যে উপযুক্ত উপাদানগুলি বিদ্যমান তাই মায়ের দুধ শিশুকে খাওয়াবার মধ্যে সমস্যা বা বাধার কিছুই থাকতে পারে না। তাছাড়া মায়ের বুকের দুধ জাল দেবার ঝামেলা নেই, পাস্তুরিত করবার কিংবা জীবাণুমুক্ত করবার ঝামেলা নেই। বাজারের দুধের মত তা ভেজাল হবারও কোন অবকাশ নেই।

"ইমাম আলী (আঃ) বলেন ঃ 'শিশুর জন্য মায়ের দুধের চেয়ে সেরা বা অধিক প্রাচুর্যপূর্ণ বিকল্প কোন খাদ্য নেই'।" ১৪১

"ডঃ এ এইচ তাবা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান, তিনি বলেন ঃ 'যেসব কারণে শিশু রোগপ্রতিরোধহীন হয়ে পড়ে তার

অন্যতম হলো শিশুকে মায়ের দুধ - যা কিনা মানব জীবনের গ্যারান্টি স্বরূপ সেই মায়ের বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করা'।" ১৪২

তাই যেসমস্ত মা তাদের শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই দুধের মাধ্যমেই তাদের শিশুর জন্যে প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান সরবরাহ হয়ে থাকে।

এখন মা নিজে যদি ভাল খাবার না খান তাহলে শিশু মায়ের দুধ থেকে কিভাবে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাবে ? মায়ের বুকের দুধের গুণ ও পরিমাণ তার খাদ্যের গুণ ও পরিমাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মায়ের খাবার যত উন্নত হবে শিশুর জন্যে বুকের দুধও তত উন্নত হবে। তাই যেসব মায়েরা শিশুকে বুকের দুধ দেন তারা যদি খাবার দাবারের ব্যাপারে সর্তক না হন তাহলে তারা যেমন নিজেদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবেন ঠিক তেমনি শিশুর স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করবেন।

শিশুর বাবার দায়িত্ব হলো শিশুর মা'কে ভাল ও পুষ্টিকর খাদ্য যোগান দেয়া। অপুষ্টি অনেক শিশুর জন্যেই একটি মারাত্মক সমস্যা। এটা অবহেলা করবার মত কোন ব্যাপার নয়। নয়ত অসুখে ভুগে এই অবহেলার মূল্য দিতে হবে।

আপনার চিকিৎসকের কাছ থেকে কিংবা এ সম্পর্কিত বই পত্র পড়ে আরও বিস্তারিত জানা যেতে পারে। সাধারণভাবে এটুকু বলা যায় বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মায়ের উচিত মাংস, ফলমূল, দুধ জাতীয় খাবার (যেমন, গরুর দুধ, মাখন, পনির) ইত্যাদি এবং শাকশব্জি প্রচুর পরিমাণে খাওয়া।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে মায়ের বুকের দুধ শিশুর স্বভাব চরিত্র গঠনে ভুমিকা রাখে এবং একারণেই হযরত আলী (আঃ) বলেনঃ দুধ মা হিসেবে কোন বোকা নারীকে তোমার শিশুর জন্য ঠিক করোনা। কারণ তার বুকের দুধ শিশুর মৌলিক চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে'। ১৪৩

"ইমাম বাকির (আঃ) বলেন ঃ 'তোমার শিশুর জন্যে দুধ-মা হিসেবে অবশ্যই সম্ভ্রান্ত কোন নারীকে ঠিক করবে কারণ দুধ-মায়ের কাছ থেকে শিশু তার মৌলিক গুণাবলী লাভ করে (বুকের দুধের মাধ্যমে)'।" ১৪৪

শিশুকে অবশ্যই নিয়মিত বিরতি দিয়ে দিয়ে খাওয়াতে হবে। শিশু এই রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এর মাধ্যমে শিশু ধৈর্য্য ও অপেক্ষা করতে শেখে। এর ফলে শিশুর হজমশক্তি ও পাকস্থলী ভাল হয়। আর শিশু চীৎকার করলেই যদি

তাকে খেতে দেয়া হয় তাহলে নিয়ম শৃঙ্খলা বা রুটিনে সে অভ্যস্ত হবে না। চিৎকার করলেই যদি সবকিছু মেলে তাহলে সে এই কায়দা রপ্ত করে ফেলবে এবং বড় হবার পরও এই কায়দা ব্যবহার করতে চাইবে। কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে সে কখনও ধৈর্য ধারণ করতে শিখবে না। নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করবার জন্যে হয় সে বল প্রয়োগ করতে শিখবে অথবা বিপর্যয়ের মুখে সে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে।

এরকম ভাবার কোন কারণ নেই যে শিশুকে শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। আপনাকে শেখাবার ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে হবে। শিশুর উপযোগী একটা পরিকল্পনা ছক নিয়ে সেই অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে। শিশু পুষ্টি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞরা বলেন তিন থেকে চার ঘন্টা বিরতি দিয়ে শিশুকে দুধ খাওয়ানো উচিত।

শিশুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে দুধ খাওয়ানো উচিত। এভাবে জড়িয়ে ধরলে শিশু মায়ের ভালবাসার উত্তাপ অনুভব করতে পারে এবং এর সাহায্যে তার ভবিষ্যত ব্যক্তিত্বও প্রভাবিত হতে পারে। শিশুকে শুয়ে খাওয়ানো নিষেধ, কারণ দেখা গেছে অনেক মা'ই এভাবে খাওয়াতে খাওয়াতে ঘুমিয়ে পড়ে, যার ফলে দমবন্ধ হয়ে শিশু মারা পড়েছে, কারণ মায়ের স্তনে শিশুর নাকমুখ চাপা পড়ে যাওয়ায় দম নিতে পারেনি।

মাতৃদুগ্ধের যদি শূন্যতা দেখা দেয় তাহলে গরুর দুধের ব্যবস্থা করতে হবে। গরুর দুধ মায়ের দুধের চেয়ে অনেক ঘন তাই কিছুটা পানি এতে মিশিয়ে দেয়া উচিত। দুধ পাস্তুরিত করে নেয়াও যায়। বিশ মিনিট ধরে দুধ ফুটিয়ে শিশুর খাবার জন্যে নিরাপদ করে নেয়া দরকার।

শিশুকে ঠান্ডা বা গরম দুধ খাওয়াতে নেই। মায়ের বুকের দুধের মত কুসুম গরম দুধই হলো উপযুক্ত।

প্রতিবার দুধ খাওয়াবার পর দুধের বোতল এবং নিপল অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে। গরমের সময় এ ব্যাপারে আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে যেন ভুলে শিশুকে বাসী বা টকে যাওয়া দুধ দিয়ে ফেলা না হয়। প্রতিবার খাবার সময় শিশু কতটা দুধ খেলো সেটা সম্ভব হলে হিসেব রাখা দরকার। কারণ এতে বোঝা যাবে শিশু ঠিক মত খাচ্ছে নাকি কমবেশী হচ্ছে।

গুঁড়া দুধ ব্যবহারের আগে শিশু চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া ভাল। সবসময় তাজা গুঁড়া দুধ ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুর বয়স যখন চার মাস তখন তাকে ফলের রস দেয়া যেতে পারে। ছয় মাস হলে শক্ত খাবার এবং সুপও দেয়া যাবে। এসময় শিশুকে বিস্কুট বা মিষ্টি রুটি ইত্যাদি দেয়া সম্ভব। দধি, পনির ইত্যাদিও উপকারী। ধীরে ধীরে শিশুকে মায়ের খাবার থেকে একটু একটু করে খাইয়ে বড়দের মত খাবারে অভ্যস্ত করে তোলা যায়।

মনে রাখতে হবে বড়দের মত শিশুদেরও খানিক পরপর পানির তেষ্টা পেয়ে থাকে। তাই শিশুকে পানি খাওয়াতে হবে কিন্তু চা বা কফি খাওয়াবার চেষ্টা করা একদম অনুচিত। বাড়ন্ত শিশুদের জন্যে ফলমূল, শাকশব্জি এবং স্যুপ বিশেষভাবে উপকারী।

শিশুর বিছানাপত্র, কাপড় চোপড় এবং ন্যাপকিন সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। মাঝে মাঝে শিশুর মুখ হাত ধুয়ে মুছে দিতে হবে। নিয়মিত গোসল করাতে হবে কারণ শিশুরা সহজেই রোগ জীবাণু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ রোগগ্রস্ত হয়।

শিশুকে অবশ্যই বসন্ত, হুপিং কফ, পলিও, স্কারলেট, হাম এবং ডিপথেরিয়া প্রতিষেধক টীকা দিতে হবে। সৌভাগ্যবশতঃ এখন সহজেই হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভ্যাকসিন পাওয়া যায়।

এসব স্বাস্থ্য বিধি মেনে চললে আপনি স্বাস্থ্যবান শিশুর মা হতে পারবেন।

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

দ্বিতীয় খন্ড

পুরুষের কর্তব্য

স্বামীর কর্তব্য

পরিবারের অভিভাবক

নারী আর পুরুষ হল পরিবারের দুই প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। তবু সৃষ্টির নিয়মের কারণে পুরুষ যেহেতু কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং যেহেতু পুরুষের যুক্তি বুদ্ধি নারীর চেয়ে শ্রেয়তর তাই পুরুষকে পরিবারের অভিভাবক বলে গণ্য করা হয়।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালা পুরুষকে পরিবারের প্রধান রূপে ধার্য করেন এবং পবিত্র কোরআন শরীফে বর্ণনা করেনঃ

"পুরুষরা হলো স্ত্রীদের অভিভাবক ও ভরনপোষণকারী। কারণ, আল্লাহতায়ালাই তাদের একাংশকে অপর অংশের উপর গুণান্বিত করেছেন।"(৪:৩৪)

আর তাই পরিবার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পুরুষের দায়িত্ব নারীর চেয়ে বেশী এবং গুরুভারও বটে। একমাত্র পুরুষই তার বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম। একমাত্র পুরুষের পক্ষেই সম্ভব নিজের গৃহকে স্বর্গের মত সুন্দর করে তোলা এবং নিজের স্ত্রীকে স্বর্গীয় বিভা প্রদান করা।

"আল্লাহ্র নবী (সাঃ) বলেন ঃ '*পুরুষ হলো পরিবারের প্রধান আর যারা প্রধান তাদের কর্তব্যই হলো নিজ নিজ অধীনস্তদের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া।*"[১৪৫]

যিনি পরিবার নির্বাহ করেন সেই পুরুষকে অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে একজন নারীও একজন পুরুষের মতই মানুষ। তার জীবনেরও রয়েছে আশা-আকাঙ্খা। রয়েছে স্বাধীনতার অধিকার। একজন নারীকে বিয়ে করার অর্থ একজন পরিচারিকা নিয়োগ করা নয়। বরং বিয়ে হলো জীবনসঙ্গিনী ও স্থায়ী এক বন্ধুকে বেছে নেয়া যে বাকী জীবন তার সাথে যৌথভাবে কাটাতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে একজন স্ত্রী তার স্বামীর ওপর সুনির্দিষ্ট অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে।

আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলছেন ঃ

"আর ন্যায়সঙ্গতভাবে নারীদের রয়েছে পুরুষদের অনুরূপ অধিকার যদিও নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে"। (২: ২২৮)

আপনার স্ত্রীর যত্ন নিন

পরিবার কতটুকু সাফল্য অর্জন করবে তা নিহিত রয়েছে স্বামী তার স্ত্রীকে কিভাবে ও কতটুকু দেখাশোনা করছে তার ওপর। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এই দায়িত্ব স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্বের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। জিহাদের সমতুল্য এই দায়িত্ব হলো একজন পুরুষের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ আচরণ। একজন বিবাহিত পুরুষকে অবশ্যই জানতে হবে সেই আচরণ যার সাহায্যে সে তার স্ত্রীকে পরিণত করতে পারে এক স্বর্গীয় সত্তায়।

আর এ জন্যে প্রতিটি পুরুষকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে হবে কোন বিষয়টি তার স্ত্রী আকাঙ্খা করে এবং কোন বিষয়টি তার স্ত্রীর কাছে সবচেয়ে অনাকাঙ্খিত। স্ত্রীর ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্খা ও অধিকারের সাথে খাপ খাইয়ে স্বামীকে তার নিজের জীবনকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করে নিতে হবে। নিজের আচার-ব্যবহার ও ভাবভঙ্গির সাহায্যে স্বামী তার নিজ স্ত্রীকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে যাতে করে স্ত্রী সহজেই স্বামী ও সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

উপরোক্ত বিষয়টি আরও অধিকতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে এবং বর্তমান গ্রন্থের শেষে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হবে।

আপনার স্ত্রীকে ভালবাসুন

নারী হল দয়ার প্রতিমূর্তি এবং পরিপূর্ণরূপে এক আবেগপ্রবণ চরিত্র। স্নেহ ও করুণা হল তার অস্তিত্বের পূর্বশর্ত। সবার কাছ থেকে সে প্রত্যাশা করে স্নেহ। যতই সে স্নেহ পেতে থাকে তার জীবনও ততই সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে। সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবার জন্যে সে অনেক কিছু ত্যাগ করতেও দ্বিধা করে না। তার এই প্রবণতা এত তীব্র যে যদি সে বুঝতে পারে কেউ তাকে ভালবাসছে না তাহলে সে নিজেকে সম্পূর্ণ পরাজিত বিবেচনা করে বসে। নিজেকে তার মনে হয় পরিত্যক্ত, নিজের প্রতি সে নিজেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

তাই নিশ্চিতরূপেই একথা বলা যায় যে বিবাহিত জীবনে সুখী ও সফল পুরুষের প্রকৃত রহস্যটি নিহিত রয়েছে কিভাবে সে স্ত্রীর প্রতি নিজ ভালবাসাকে ব্যক্ত করে তার ওপর।

প্রিয় পাঠক ! স্মরণ করুন বিবাহের পূর্বে আপনার স্ত্রী তার মা-বাবার কাছে কতই আদর ও স্নেহ পেয়েছে। এখন যেহেতু সে আপনার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং সারাটা জীবন আপনার সাথেই কাটাবে বলে মনস্থির করেছে, এখন তো তার স্নেহ-ভালবাসার সমস্ত আকাঙ্খা আপনাকেই পরিপূরণ করতে হবে। এই হলো তার প্রত্যাশা। তার মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে যতটা ভালবাসা সে পেয়েছে তার চেয়েও বেশী এখন সে আপনার কাছে প্রত্যাশা করে। সে আপনার ওপর স্থাপন করেছে চূড়ান্ত আস্থা, আর আজ তাই তার সমস্ত অস্তিত্বই আপনার হাতে তুলে দিয়েছে।

সফল বিবাহিত জীবনের চাবি-কাঠি হলো আপনার স্ত্রীর কাছে আপনার ভালবাসাকে তুলে ধরা। যদি আপনি তার মন জয় করতে চান, যদি আপনি তার কাছে যা চান তা পেতে ইচ্ছা করেন, যদি আপনি আপনার বিবাহিত জীবনকে দৃঢ় ও মজবুত করতে চান, স্ত্রী আপনাকে ভালবাসুক এই আকাঙ্খা করেন, যদি আপনার প্রতি স্ত্রীকে বিশ্বস্ত রাখতে চান, তাহলে প্রতি মুহূর্তেই স্ত্রীর প্রতি নিজের ভালবাসাকে ব্যক্ত করতে হবে, স্ত্রীর কাছে তুলে ধরতে হবে আপনার স্নেহ পরায়ণতাকে।

আপনি যদি স্ত্রীকে স্নেহ বঞ্চিত করেন তাহলে সে সন্তান-সন্ততির প্রতি, সংসারের প্রতি সর্বোপরি আপনার প্রতি তার সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে। আপনার ঘর-সংসার হয়ে পড়বে বিশৃঙ্খল। যে মানুষ তাকে ভালবাসে না তার জন্যে কোন শ্রম ব্যয় করতে সে আর উন্মুখ হয়ে উঠবেনা। ভালবাসাশূন্য সংসার যেন এক প্রজ্জ্বলন্ত নরক, হোক সেই সংসার দামী বিলাস সামগ্রীতে পরিপূর্ণ, কেতাদুরস্ত।

আপনার স্ত্রী হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মানসিক যন্ত্রণায় ভেঙ্গে পড়বে। আপনার কাছ থেকে অতৃপ্ত হয়ে সে হয়ত অন্যত্র নিজেকে প্রিয়পাত্র করে তুলতে চাইবে। আপনার সম্পর্কে তথা আপনার সংসার সম্পর্কে তার অনাগ্রহ হয়ত চরম আকার ধারণ করবে। হয়ত সে আপনার কাছে বিবাহ-বিচ্ছেদের

আবেদন পেশ করে বসবে। আর এতসব কিছুর জন্যে দায়ী কিন্তু আপনি নিজেই কারণ আপনিই ব্যর্থ হয়েছেন তাকে সুখী রাখতে। এ তো বাস্তব সত্য যে দয়া ও স্নেহপরায়ণতার অভাবে অনেক বিবাহই বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয়।

কিছু তথ্য-পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ্য করুন। দেখুন কীভাবে স্নেহ-ভালবাসার মানসিক আকাঙ্খা পরিপূরিত না হওয়ায়, স্ত্রীর মনোবাসনা স্বামী কর্তৃক অবহেলিত হবার ফলে অথবা স্ত্রীর মানসিক অবস্থাকে গুরুত্ব না দিয়ে এড়িয়ে যাবার ফলে কত বহু সংখ্যক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে ঃ

"১৯৬৯ সালে ১০৩৭২টি বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ১২০৩ জন স্ত্রীই কারণ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন যে জীবন সম্পর্কে তারা স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছেন, নিজেদেরকে মনে হচ্ছে তুচ্ছ-মর্যাদাহীন এবং স্বামীরা তাদের মানসিক আবেগ-অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্খার প্রতি একটুও মনযোগ দেন না"। ১৪৬

পারিবারিক জীবনে প্রেম ও ভালবাসা অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে মূল্যবান এবং এ জন্যেই আল্লাহ্তায়ালা একে মানুষকে প্রদত্ত শক্তির অন্যতম নিদর্শন রূপে ব্যক্ত করেছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

"আর তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে তোমাদের মধ্য থেকেই তিনি তোমাদের জোড় সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের মধ্যে (শান্তি ও) স্থিতি খুঁজে পাও এবং তিনি (আল্লাহতায়ালা) তোমাদের মধ্যে স্থাপন করেছেন প্রেম ও করুণা (র বন্ধন) ; অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্যে ইশারা বা ইঙ্গিত"। (৩০:২১)

"ইমাম সাদিক (আঃ) বর্ণনা করেনঃ 'যে আমাদের অনুসারী সে তার স্ত্রীকে অধিকতর সহমর্মিতা প্রদর্শন করে।" ১৪৮

"আল্লাহ্র নবী (সাঃ) বলেনঃ *'যে ব্যক্তির ঈমান যত বৃদ্ধি পায় সে ব্যক্তি ততই অধিক পরিমাণে তার স্ত্রীর প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন করে।"* ১৪৯

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ্তায়ালা প্রেরিত নবীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তারা প্রত্যেকেই তাঁদের স্ত্রীদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সদাশয়'।" ১৫০

"আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'যে ব্যক্তি স্ত্রীকে বলে 'আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি' তার এই কথা তার স্ত্রীর অন্তর থেকে কখনই মুছে যায় না।"* ১৫১

অবশ্য প্রেম ও ভালবাসা অকৃত্রিম হতে হবে যাতে করে তা অন্যের হৃদয়কে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। তবু শুধু ভালবেসে যাওয়াই পর্যাপ্ত নয়, নিজের স্নেহপ্রবণতাকে মুখেও প্রকাশ করতে হবে। কথার মধ্যে দিয়ে, কাজের মধ্য দিয়ে যে ভালবাসা আপনি ব্যক্ত করবেন তা পুনরায় আপনার কাছেই আবার ফিরে আসবে এবং আপনাদের দু'টি হৃদয় ভালবাসার বন্ধনে শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

নিজের মনকে খুলে ধরুন এবং নিজের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ব্যক্ত করবার ক্ষেত্রে বিমূর্ততা পরিহার করুন। সামনে পেছনে সর্বত্র তাকে প্রশংসা করুন। নিজে যখন কোথাও ভ্রমণরত রয়েছেন তখন তাকে চিঠি লিখুন। লিখুন যে আপনি তার অভাব বোধ করছেন। তার জন্যে সময় সময় এটা ওটা কিনুন। নিজের অফিস থেকে তাকে দু'একবার ফোন করুন, জানতে চান সে কেমন আছে। একজন নারীর কাছে ভালবাসার এইসব অভিব্যক্তি অত্যন্ত মূল্যবান।

"অমুকের স্ত্রী দুঃখের সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ 'এক শারদ সন্ধ্যায় আমি তাকে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু আমাদের সুখ সামান্য ক'দিন মাত্র স্থায়ী হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম আমি বুঝিবা সংসারে সবচেয়ে সৌভাগ্যশালিনী নারী। স্বামীর ছোট গৃহে আমার মেয়াদ ছিল মাত্র ছ'বছর। যেদিন আমি মা হতে চললাম সেদিন আমার আনন্দের কোন সীমা ছিল না। আমার স্বামীকে যেদিন আমার গর্ভধারণের সুসংবাদ দিয়েছিলাম সেদিন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে খুশীর আতিশয্যে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। এত জোরে চীৎকার করছিলেন যেন আত্মহারা হয়ে গেছেন। নিজের সঞ্চয় ভেঙ্গে বাইরে গিয়ে আমার জন্যে কিনে এনেছিলেন হীরার নেক্‌লেস। নেক্‌লেস আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বলেছিলেনঃ 'আমার চোখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারীটির হাতে এই উপহার আমি তুলে দিচ্ছি'। কিন্তু এর অল্পকিছু দিন পরেই তিনি এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান।" ১৫২

আপনার স্ত্রীকে মর্যাদা প্রদর্শন করুন

পুরুষ যেমন নারীও সেইরকমই আত্মমর্যাদা সচেতন। অন্যের কাছ থেকে মর্যাদা পেতে সে পছন্দ করে। অপমানিত হলে বা তাকে ছোট করা হলে সে সম্যক আহত বোধ করে। মর্যাদা পেতে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। যারা তাকে ছোট করবার অপচেষ্টা করে তাদেরকে সে ঘৃণা করে।

প্রিয় পাঠক ! আপনার স্ত্রী আপনার কাছ থেকেই সর্বাধিক সম্মান পাবার আশা করে থাকে। নিজের জীবন সঙ্গী এবং সবচেয়ে সেরা বন্ধু তথা তার স্বামীর কাছ থেকে নিজের জন্যে এই টুকু আকাঙ্খা করবার বিশেষ অধিকার তার অবশ্যই রয়েছে।

আপনার স্ত্রী আপনার জন্যে এবং আপনার সন্তান-সন্ততির সুখের জন্যে নিয়োজিত তাই আপনার কাছ থেকে তার কাজকর্মের উচ্চ মূল্যায়ন এবং তার নিজের জন্যে সম্মান সে প্রত্যাশা করে। তাকে সম্মান দেখানোর অর্থ আপনার নিজেকে ছোট করে ফেলা নয় বরং তা হলো স্ত্রীর প্রতি আপনার প্রেম ও অনুরাগের প্রমাণ স্বরূপ। তাই স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন বিনয়ের সাথে, তাকে সম্মান দেখান আর দশজন যতটা দেখায় তার চেয়েও বেশী। তার কাজে হস্তক্ষেপ করা বা বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকুন কিংবা তার প্রতি চীৎকার করা থেকে বিরত থাকুন। সম্মানজনক বিশিষ্ট নামে তাকে ডাকুন। যখন সে বসতে চায় তাকে সসম্মানে বসতে দিন। যখন আপনি বাসায় ফিরে আসেন তখন সে যদি আপনাকে সালাম বলতে ভুলে যায় তাহলে আপনিই প্রথমে তাকে সালাম বলুন। যখন বাইরে যাচ্ছেন তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে রওয়ানা দিন। দূরে গিয়ে বা ভ্রমণরত অবস্থায় তার কথা বিস্মৃত হবেন না। তাকে চিঠি লিখুন।

লোকজনের সামনে তার প্রতি আপনার সম্মান ব্যক্ত করুন। এমন কিছু যা তাকে অসম্মানিত করতে পারে বা ছোট করতে পারে তা অবশ্যই পরিহার করুন। তাকে ঠাট্টাচ্ছলে বিদ্রুপ বা অসম্মান করা থেকে বিরত থাকুন। একথা ভাববার কোন কারণ নেই যে আপনি তার ঘনিষ্ঠ বলেই ঠাট্টা বিদ্রুপে সে কিছু মনে করবে না। আপনার স্ত্রী মুখে কিছু না বললেও মনে মনে আপনার এসব আচরণ পছন্দ নাও করতে পারেন।

"প্রায় পঁয়তিরিশ বছর বয়স্কা জনৈক ভদ্রমহিলা তার বিবাহ বিচ্ছেদ প্রার্থনা সম্পর্কে বলেন ঃ 'বার বছর আগে আমার বিয়ে হয়। আমার স্বামী লোক ভাল। একজন ভদ্র ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মানুষের যে সব গুণাবলী থাকা উচিত তার অনেক কিছুই আমার স্বামীর মধ্যে রয়েছে। শুধু একটা ব্যাপার তিনি কখনই একথা বুঝতে চান না যে আমি তার স্ত্রী এবং তার দু'টি সন্তানের মা। নিজেকে তিনি পার্টি বা আসরের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত লোক ভেবে

থাকেন। আর এসব আসর তিনি জমাতে চেষ্টা করেন আমাকে ঠাট্টা-তামাশা করবার মাধ্যমে। অথচ বিশ্বাস করুন এতে করে আমি খুবই ব্যথিত হয়ে থাকি। মানসিকভাবে আমি এতটাই ভেঙ্গে পড়ি যে শেষ পর্যন্ত আমাকে মনোচিকিৎসকের সাহায্য নিতে হয়। আমার স্বামীকে এ ব্যাপারে আমি বারবার বলেছি, প্রার্থনা করেছি তিনি যেন আমার সাথে এরকম ব্যবহার না করেন। তাকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি যে আমি তার স্ত্রী এবং আমার বয়সের কথা বিবেচনা করে অন্যদের সামনে তার উচিত আমার প্রতি ঠাট্টা-তামাশা করা থেকে বিরত থাকা। অন্যদেরকে খুশী করবার জন্যে বা অন্যদের মনোরঞ্জনের জন্যে এরকম আচরণ করা তার উচিত নয়। এতে করে সবার সামনে আমি নিজেকে অপমানিত বোধ করি। আর যেহেতু কখনই আমি খুব একটা বাকপটু নই তাই তার হাসি-ঠাট্টার উত্তর হাসি-ঠাট্টা দিয়ে কাটিয়ে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু আমার স্বামী আমার এসব আবেদন নিবেদনে সাড়া দেননি আর তাই তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াই আমি ভাল বলে মনে করছি। আমি জানি একা একা আমি সুখী হতে পারবোনা কিন্তু যে মানুষ সবসময় আমাকে ছোট করে চলে তার সঙ্গে বসবাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব'।" ১৫৩

প্রত্যেক স্ত্রীই আশা করেন যে তার স্বামী তার প্রতি সম্মান দেখাবেন এবং প্রত্যেক স্ত্রীই অপমানিত হওয়াকে ঘৃণা করেন। স্বামী কর্তৃক অসম্মানিত হয়েও যদি কোন স্ত্রী চুপ করে থাকে তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে সেই স্ত্রী সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত।

যদি আপনি আপনার স্ত্রীকে সম্মান করেন তাহলে আপনার স্ত্রীও আপনাকে সম্মান করবে এবং এভাবে আপনাদের সম্পর্ক দৃঢ় হয়ে উঠবে। আপনারা দু'জন অন্যদের কাছ থেকেও অধিকতর সম্মান লাভ করতে সক্ষম হবেন। আপনি যদি তার সাথে অন্যায় আচরণ করেন এবং সে তার প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করে তাহলে তার দায়-দায়িত্ব আপনারই।

প্রিয় পাঠক ! বিয়ে করার অর্থ একজন দাসী বাঁদী সংগ্রহ করা নয়। একজন মুক্ত স্বাধীন মানুষের সাথে আপনি দাসীর মত ব্যবহার করতে পারেন না। আপনার স্ত্রী আপনাকে বিয়ে করেছেন আপনার সঙ্গে জীবন কাটাবার জন্যে এবং এমন একজনের সঙ্গে নিজের জীবন ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে যাকে সে ভালবাসে। আপনি তার কাছ থেকে যা যা প্রত্যাশা করেন সেও আপনার

কাছ থেকে অনুরূপ প্রত্যাশা করে থাকে। সুতরাং আপনি তার কাছ থেকে যে রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করেন নিজেও তার সাথে সে রকম আচরণই করুন।

"ইমাম সাদিক (আঃ) তাঁর পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি বিবাহ করে, স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন তার জন্যে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য'।" ১৫৪

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'যে ব্যক্তি একজন মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করে, আল্লাহ্‌ও তাকে তার প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করেন'।*" ১৫৫

"আল্লাহ্‌তায়ালার নবী (সাঃ) আরও বলেন ঃ *'একমাত্র যারা মহৎ হৃদয়সম্পন্ন তারাই নারীদের সম্মান প্রদর্শন করে। কেবলমাত্র হীন ব্যক্তিরাই নারীদের অসম্মানিত করে'। সেই সঙ্গে নবীজী (সাঃ) এও বলেনঃ 'যে ব্যক্তি তার পরিবার (স্ত্রী) কে অসম্মান করে সে নিজের জীবনের সুখ নষ্ট করে ফেলে'।*"১৫৬

সুন্দর আচরণ করুন

জগতে সবকিছুই নিয়ম মাফিক ঘটে চলেছে। একের পর এক ঘটনার আবির্ভাব ঘটছে। এই বিশাল জগতে আমাদের অস্তিত্ব সামান্য ধূলিকণার মত যা গতিশীল ও পরস্পর সংঘাতরত। এই জগৎ পরিচালনার ভার আমাদের হাতের বাইরে। সংসারের ঘটনাবলী আমাদের ইচ্ছানুরূপভাবে ঘটে না। প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে একজন মানুষ ঘরে ফিরে যাবার আগ পর্যন্ত কত বৈচিত্রময় পীড়াদায়ক ঘটনার সম্মুখীনই না হতে পারে।

জীবন মঞ্চে মানুষ বহুবিধ সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। হয়ত আপনি কারও কাছে অপমানিত হলেন, হয়ত অফিসে আপনার একজন কলিগ জুটলো যে নিতান্তই অবন্ধুসুলভ, বাসের জন্যে হয়ত দাঁড়িয়ে রইলেন ঘন্টার পর ঘন্টা, কিংবা অফিসের কোন কাজের জন্যে সমালোচিত হলেন, টাকা-পয়সা হারিয়ে ফেললেন কিংবা বাড়ী ফেরার পথে ছিনতাইকারীর কবলে পড়লেন। অথবা এরকম যে কোন ঘটনার সম্মুখীন হলেন যা যে কোন সময় অন্য যে কোন কারও ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আপনি হয়ত এতই বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়লেন যে আপনার অবস্থাটাকে উপমার সাহায্যে বলা যায় যেন "টাইম বোমা" - যে কোন মুহূর্তে তা ফেটে পড়তে পারে।

আপনি হয়ত ভাবছেন যে আপনার এই দুর্দশার জন্যে কোন ব্যক্তি বিশেষকে বা দুনিয়ার কাউকে দোষ দিয়ে তো কোন লাভ নেই - তাই বাড়ী ফিরে বেচারা স্ত্রী আর ছেলেমেয়েগুলোর ওপরই সব ক্ষোভ ঝাড়তে লাগলেন। আপনি তো বাড়ী ফিরলেন না যেন আজরাইল বাড়ী ফিরে এলো! ছেলে মেয়েগুলো ইঁদুরের মত দৌড়ে পালালো। আল্লাহ্ না করুন এমন কিছু এখন আপনার সামনে পড়ুক যার মধ্যে আপনি ত্রুটি খুঁজে পান ! হয়ত খাবারে লবণ হয়নি কিংবা লবণ বেশী হয়ে গেছে, হয়ত আপনার চা হাজির হতে একটু দেরী হয়ে গেল কিংবা আপনার কানে গেল বাচ্চাদের চ্যাঁচামেচি অথবা দেখলেন ঘরদোর এখনো এলোমেলো হয়ে আছে - ব্যস, আপনার রাগ ঝাড়বার জন্যে খুব উপযুক্ত একটা অজুহাত দাড়িয়ে গেল। বাসার সবার সাথে হয়ত আপনি চীৎকার করতে লাগলেন, গালিগালাজ করে ফেললেন, বাচ্চাদের গায়ে হাত তুলে ফেললেন - ইত্যাদি। স্নেহ মায়া-মমতায় পূর্ণ গৃহকে মুহূর্তে পরিণত করলেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে যার যন্ত্রণা আপনাকে আর আপনার পরিবারের সকলকেই সহ্য করতে হবে।

বাচ্চারা যদি রাস্তায় পালিয়ে গা বাঁচাতে পারে তো তারা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবে, আর যদি তা না পারে তাহলে তখন হয়ত তারা ঘরে বসে বসেই আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে থাকবে যে কখন আপনি ঘর ছেড়ে আবার বাইরে বের হন। এ তো অত্যন্ত পরিষ্কার যে উপরোক্ত ধরণের সংসারে নিদারুণ ভীতিকর প্রাণহীন এক অবস্থা বিরাজ করবে। অহর্নিশি ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকবে। ঘর দুয়ার অগোছালো। আর স্বামীর মুখদর্শন স্ত্রীর কাছে প্রিয় বিষয় তো নয়ই বরং ঘৃণ্য। দুর্দান্ত বদরাগী এই স্বামীর সংসার কোন নারীর কাম্য ?

সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হলো ছেলেমেয়েগুলোর যারা এই বিভীষিকাময় পরিবেশে বড় হয়ে উঠছে। তাদের সংবেদনশীল সবুজ নরম মনের ভেতর মা বাবার এই নিষ্ঠুর আচরণ গভীর ক্ষত সৃষ্টি করবে। এই কঠিন পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে উঠবার ফলে ছেলেমেয়েরা অনেক সময় উগ্র, আক্রমণাত্মক চরিত্রে পরিণত হয় অথবা হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তাদের মন ভেঙ্গে যায় এবং যুবক বয়সে জীবন সম্পর্কে হতাশায় ভুগতে শুরু করে। পরিবার সম্পর্কিত হতাশা থেকে তারা নিজেদের জীবনকে নষ্ট করে ফেলে। এ অবস্থায় সহসাই তারা দাগী দুর্নীতিবাজদের খপ্পরে পড়ে যায় এবং এই অসৎ সংসর্গের ফলে অপরাধ

জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। অসুস্থ পারিবারিক জীবন সন্তানদেরকে মানসিকভাবে এতটাই জটিল ও ভারসাম্যহীন করে ফেলে যে তারা অন্যদের জীবনের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এবং নরহত্যার মত কাজে লিপ্ত হয়, এমনকি আত্মহত্যা করে বসে। সহৃদয় পাঠক ! অনুগ্রহ করে অপরাধ জগতের সদস্যদের পারিবারিক ইতিহাস একবার অনুসন্ধান করে দেখুন। পরিসংখ্যান এবং অপরাধ জগতের দৈনন্দিন ঘটনা প্রবাহে আমাদের উপরোক্ত মতের প্রতিফলনই পাওয়া যাবে। আর এ সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী প্রকৃতপক্ষে ঐ সব পিতা যারা নিজেদের অসহিষ্ণুতাকে নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, নিজেদের পরিবারের প্রতি প্রদর্শন করেছে চরম দুর্ব্যবহার। এরা ইহকালের সুখকে যেমন ধ্বংস করেছে তেমনি পরকালের জন্যেও মজুদ করেছে কঠিন শাস্তি।

প্রিয় পাঠক ! জগৎ সংসারের ঘটনাবলীর ওপর আমাদের সামান্যই হাত থাকে। অঘটন, কঠোর সংগ্রাম আর দুঃখ-বেদনা হলো আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জীবনের কোন না কোন সময়ে কঠোর প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়। কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই মানুষ প্রকৃত পরিপক্কতা অর্জন করে - এই হলো সত্য। দৃঢ়তার সাথে সংকটের মুখোমুখি হতে হয় এবং সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হয়। ছোট-বড় অসংখ্য প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার সামর্থ আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে দিয়েছেন, দুর্ভাগ্যের অতলে তলিয়ে যাবার কোন কারণ মানুষের নেই। সংসারের হাজারো সমস্যাই যে আমাদের মনকে কেবল ভারাক্রান্ত করে দেয় শুধু তাই নয়। আমাদের স্নায়ুমন্ডলীর গড়নও আমাদের মানসিক অস্থিরতা ও কষ্টের জন্যে দায়ী। যখন আমরা সমস্যা বা প্রতিকূলতার সামনে পড়ি তখন আমাদের স্নায়ুমন্ডলী উত্তেজিত, অস্থির হয়ে পড়ে। ফলে আমাদের মন-মানসিকতা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই সংসার জীবনে যখন সংকট দেখা দেয় তখন মানুষ যদি সতর্কতার সাথে ঠান্ডা মাথায় সবকিছু মোকাবিলা করতে চায় তাহলে সে মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাবে, সংকট থেকে উত্তরণও তার জন্যে সহজতর হয়ে উঠবে। ধরুন আপনার জীবনে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলো। এই ঘটনা এরকম কিছু হতে পারে যা দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যে সম্পর্কে আমাদের করণীয় কিছুই নেই বা যা আমাদের হাতের সম্পূর্ণ বাইরে। আবার তা এমনও হতে পারে যা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের অধীন।

এ কথা সুস্পষ্ট যে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে আমরা যতই ক্ষুব্ধ হই বা না হই তাতে কিছুই যায় আসে না। বরং এসব ক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ বা রাগান্বিত হয়ে পড়াটাই হলো মূর্খতার লক্ষণ। আমাদের এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এ ধরণের ঘটনার জন্যে আমরা নিজেরা দায়ী নই। হাসি মুখে এ ধরণের অবশ্যম্ভাবী ঘটনাকে মেনে নেয়াই হলো বুদ্ধিমানের লক্ষণ। পক্ষান্তরে এই অপ্রীতিকর ঘটনা যদি দ্বিতীয়োক্ত ধরণের হয় অর্থাৎ আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতেই ঘটে থাকে তাহলে তার জন্যে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান বা ক্ষতিপূরণ খুঁজে বের করাটাই হবে আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সমীচিন কাজ। ধৈর্য্য না হারিয়ে ধীর স্থিরভাবে কঠিন সংগ্রামকে যদি আমরা মোকাবিলা করতে পারি একমাত্র তাহলেই আমরা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আমাদের বিপদ অতিক্রম করতে সক্ষম হবো। একমাত্র এভাবেই আমরা ক্রোধের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি, যে ক্রোধ বিপদকে আরও বাড়িয়েই তোলে। তাই বুদ্ধিমান হলো সেই ব্যক্তি যে বিপদে ধৈর্য্যহারা বা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে না। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সবরকম প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে পারা মানুষের পক্ষেই সম্ভব। এটা কি দুঃখজনক হবে না যদি আমরা জীবনের অপরিহার্য ঘটনাবলীর মুখোমুখী হবার কারণে জীবনের ওপর সবরকম নিয়ন্ত্রণই হারিয়ে ফেলি ?

তদুপরি, আপনার দুর্ভাগ্যের পেছনে আপনার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে দায়ী করতে চান কোন যুক্তিতে ? আপনার স্ত্রী সাংসারিক কর্মের আপন অংশটুকু সম্পাদন করে চলেছে। তাকে ঘরের দেখা শোনা, বাচ্চাদের লালন-পালন এগুলো করতে হয়। তার ওপর আছে ধোয়া মোছা, রান্নার দায়িত্ব, এমনকি দরকার হলে কাপড় ইস্তিরী আর বাথরুম ধোয়া এমনি আরও কত। আপনার তো তাই উচিত স্ত্রীকে সবসময় উৎসাহ অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাওয়া।

আপনার শিশুরাও নিজের নিজের কাজ করে চলেছে। নিজেদের মনকে আরও খুশীতে ভরে তুলবার জন্যে তারা বাবার প্রতীক্ষায় বসে থাকে - কখন বাবা বাইরে থেকে ফিরবে। আপনিও বাড়ী ফিরে তাদেরকে সঠিক জিনিষটি শিক্ষা দিন, তাদের নিজের নিজের কাজকে (অর্থাৎ প্রধানতঃ পড়ালেখা তৈরী করতে) উৎসাহ দিন। এসবের বদলে আপনি কি আপনার পরিবারকে বাড়ী ফিরে এসে এক ভয়ঙ্কর রুদ্র মূর্তি দেখাতে থাকবেন ? তারা তো সবাই তাদের ন্যায্য আকাঙ্খা আর প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। তারা চায় আপনি

সে সব প্রত্যাশা পূরণ করবেন। তারা চায় আপনি তাদের সাথে মধুর ভাষায় কথা বলবেন, তাদের সঙ্গে করবেন সুখকর আচরণ, প্রদর্শন করবেন দয়া ও সহিষ্ণুতা। যদি আপনি তাদের এই প্রত্যাশাকে অবজ্ঞা করেন, আপনার বাড়ীকে পরিণত করেন এক অন্ধকার নরকে তাহলে তারাই সর্বাগ্রে আপনাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। আপনি কল্পনাও পারবেন না আপনার দুঃখজনক রূঢ় ব্যবহারের কারণে কতটা অধিক পরিমাণে তারা অসুখী হয়ে পড়তে পারে।

আপনি যদি আপনার পরিবারের বিষয়টিকে এত গুরুত্ব প্রদান নাও করতে চান তাহলেও স্রেফ নিজের প্রতি ঔদার্য্যবশতও অন্ততঃ সুস্থ আচরণ করুন। কারণ এটুকু নিশ্চিত জানবেন যে আর কিছু না হোক আপনার বদমেজাজের কারণে আপনার নিজের স্বাস্থ্যেরই ক্ষতি হবে। তাহলে আপনার কাজকর্ম কি করে অব্যাহত রাখবেন? সাফল্যের মুখই বা কি করে দেখবেন ?

অতঃপর আপনার নিজের গৃহকে নিজেই নরকে পরিণত করবার কোন যুক্তি থাকতে পারে কি ? আপনার প্রতিটি সমস্যাকে উগ্রতা পরিহার করে বুদ্ধিমত্তার সাথে মোকাবেলা করা এবং নিজেকে সর্বদা সুখী করে তোলাই কি আপনার জন্যে সবচেয়ে ভাল নয় ? আপনি কি একথা বিশ্বাস করতেই বেশী আগ্রহী হবেন না যে আপনার ক্রোধ আপনার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোন সহায়ক ভূমিকা রাখতে তো সক্ষম নয়ই বরং তা সমস্যাকে আরও প্রকট করে তোলে মাত্র ? আপনি কি একমত হবেন না যে শান্ত মনে আপনার সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবনার জন্যে এবং সেগুলোর যুক্তিসঙ্গত সমাধান খুঁজে বের করবার জন্যে আপনার উচিত নিজেকে যথেষ্ট বিশ্রাম দেয়া, শান্ত করে রাখা এবং নিজের হৃত শক্তি ফিরিয়ে আনা? আপনার পরিবার পরিজনের মুখোমুখি হতে শিখুন। নিজের সংসারে একটা খুশীর আবহ সৃষ্টি করে রাখার চেষ্টা করুন, সবার সঙ্গে হাসি খুশি আমোদ ফূর্তিতে বাক্যালাপ করুন। সবাইকে সঙ্গে করে খেতে বসুন, যথেষ্ট বিশ্রাম নিন। একমাত্র এভাবেই আপনি ও আপনার পরিবার জীবনকে উপভোগ করতে সমর্থ হবেন এবং আপনিও আপনার সমস্যাগুলোকে সহজেই জয় করতে পারবেন। একারণেই পবিত্র ইসলাম ধর্ম সুন্দর আচরণকে ধর্মের অঙ্গ হিসেবে ও ঈমানের চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে গণ্য করেছে।

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'যে ব্যক্তি সুন্দর আচরণ করে তার ঈমান অধিকতর পূর্ণ। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যে তার নিজ পরিবারের সাথে সুন্দর আচরণ করে।*"[১৫৭]

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আরও বলেন ঃ *'সুন্দর আচরণের চেয়ে শ্রেয়তর কোন কর্ম নাই'* ।"[১৫৮]

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ 'জনগণের সাথে যথাযথ আচরণ ও তাদের জন্যে কল্যাণকর কার্য করা হলে নগরীতে জনাগম ঘটে এবং (সভ্যতার) স্থিতি বৃদ্ধি হয়' ।"[১৫৯]

"ইমাম সাদিক (আঃ) আরও বলেন ঃ 'নীতি নৈতিকতাহীন ব্যক্তিই অত্যাচার নির্যাতনে লিপ্ত থাকে' ।"[১৬০]

"জ্ঞানী লোকমান বলেন ঃ 'বিচক্ষণ ব্যক্তি পরিবারের সঙ্গে শিশুর মত সরলভাবে আচরণ করে আর পৌরুষ দেখায় ঘরের বাইরে' ।"[১৬১]

"আল্লাহ্‌তায়ালার নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'ভাল আচরণের চেয়ে আনন্দদায়ক আর কিছু নেই'* ।" [১৬২]

"নবী (সাঃ) আরও বলেন ঃ *'ভাল আচরণ হলো (ইসলাম) ধর্মের অর্ধাঙ্গ"* ।"[১৬৩]

"কথিত আছে যে পবিত্র নবী (সাঃ) এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবা সা'আদ ইবনে মা'আদ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন পবিত্র নবী (সাঃ) নগ্নপদে তাঁর শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেন - যেন নবী (সাঃ) নিজ পরিবারের কাউকে হারালেন। নবী (সাঃ) নিজ পবিত্র হাতে উক্ত সাহাবাকে কবরে শায়িত করেন এবং নিজ হাতে তাঁকে আচ্ছাদিত করেন। সা'দের মাতা তার সন্তানের প্রতি নবী (সাঃ)-এর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অবলোকন করে মৃত সা'দের প্রতি লক্ষ্য করে বলে ওঠেনঃ 'হে সা'আদ ! তুমি বেহেশ্‌তের সুধা উপভোগ কর'। নবী (সাঃ) তখন বললেন ঃ 'হে সা'আদ জননী ! ও কথা বলবেন না। কারণ এইমাত্র সা'আদ দাঘ্‌তাত আল-কবর (একধরণের গোরাজাব) ভোগ করেছে'। পরে যখন হুজুর (সাঃ) কে সা'আদের এই গোরাজাবের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি বললেনঃ 'সা'আদ তার পরিবারের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতো তাই তার প্রতি এই গোরাজাব নাযেল হয়েছে।"[১৬৪]

অকারণে অভিযোগ করতে থাকা

জীবন বহুবিধ সমস্যায় ভারাক্রান্ত। এমন কোন ব্যক্তি নেই যে তার নিজের অবস্থা নিয়ে পরিপূর্ণ সুখী। তবু কোন কোন ব্যক্তি নিজেদের জীবন সংগ্রামে

অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা তাদের দুঃখ কষ্ট মনের গভীরেই গোপন করে রাখে এবং একান্ত প্রয়োজন না হলে অন্যদের কাছে তা উন্মোচিত করে না।

পক্ষান্তরে আরেক জাতের লোক দেখা যায় যারা এত দুর্বলচিত্ত যে নিজেদের সমস্যা নিজেদের মধ্যে গোপন করে রাখতে পারে না।

এরা অভিযোগ করতে এত অভ্যস্ত যে কাউকে পেলেই নিজেদের অভিযোগ বলতে শুরু করে। তারা যখন যেখানে যায় সেখানেই নিত্যদিনের হাজার ঘটনা যা তাদেরকে বিপাকে ফেলেছে সেগুলো নিয়ে আক্ষেপ করতে থাকে। মনে হয় যেন সাক্ষাৎ শয়তান তাদেরকে শুধু এই কাজের জন্যেই নিয়োজিত করেছে যেন এসব আক্ষেপ করে করে সে সকলের মনের শান্তি নষ্ট করে। একারণেই অধিকাংশ লোক এধরণের বন্ধু বা আত্মীয়কে এড়িয়ে চলে বা চলতে চায়। এদের স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততির দুর্ভাগ্যের কথা একবার ভাবুন। তাদের পক্ষে তো এড়িয়ে চলা আর সম্ভব হয় না। এই সব হতভাগ্য স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তখন বাধ্য হয়ে রাত্রি দিন সর্বক্ষণ এই মহা অভিযোগকারীদের আক্ষেপ চোঁখ কান বুঁজে শুনে চলতে হয়।

এধরণের লোকের আক্ষেপের বিষয়বস্তুর কোন অভাব নেই। হয় তারা বলবে বাজারে জিনিষপত্রের নিদারুণ দুর্মূল্য, নতুবা নিত্য নতুন ট্যাক্সের জ্বালায় বাঁচা দায় - এমনি কত কি। আবার কখনও হয়ত বলতে থাকবে বন্ধু বান্ধবরা কে কেমন খারাপ, কে কত দুঃখ তাকে দিয়েছে বা দিচ্ছে, কিংবা ব্যবসা বড় মন্দা - লাভের মুখ দেখাই যায়না বললে, রোগ–বালাই লেগেই আছে আর ছাড়েনা, তার ওপর ডাক্তাররাও এক বিড়ম্বনা - ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো সমস্যা রাতদিন তাদের মুখে শুনতে পাবেন।

এইসব লোকেরা বস্তুতঃ হতাশাবাদী। দুনিয়ায় ভালো কিছু এদের নজরে পড়ে না। এরা নিজেরা সবসময় যন্ত্রণা কাতর হয়ে থাকে সেই সঙ্গে অন্যদের জীবনকেও - বিশেষ করে নিজ পরিবারের জীবনকেও - যন্ত্রণা কাতর করে রাখে।

প্রিয় পাঠক! সারাক্ষণ অভিযোগ করে চলবার প্রকৃত কোন ভিত্তি থাকতে পারে কি ? এই অনুক্ষণ আক্ষেপের মাধ্যমে কি লাভ আপনার ভাগ্যে ঘটে? কিংবা পথেঘাটে রিক্সাওয়ালা বা বাস কন্ডাকটারের সাথে যদি আপনার ঝগড়া বাধে

তাহলে আপনি বাসায় ফেরার পর তার জের আপনার পরিবারকে কেন বহন করতে হবে ? আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য যদি আশানুরূপ ভাল না হয় তাহলে আপনার স্ত্রীকে সেজন্য মাশুল গুনতে হবে ? একথা ভুলে যাবেন না যে আপনার মন মানসিকতা যদি এরকম হয় তাহলে তা আপনাকে আপনার স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেবে। ঘরের ওপর যেমন তাদের বিতৃষ্ণা জন্ম নেবে তেমনি আপনার ওপর থেকেও তাদের মন উঠে যাবে। হয়ত তারা গৃহত্যাগীও হয়ে পড়তে পারে কিংবা দুর্নীতি বা অপরাধ জগতের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলতে পারে। কম করে হলেও আপনার এইরকম আচরণের ফলে তাদের মনের গভীরে সৃষ্টি হবে দগদগে ক্ষত। তাই আপনার পরিবারের সুখ ও শান্তি বিনষ্ট না করাই কি আপনার পক্ষে উত্তম নয় ? বাড়ী ফিরে বাইরের দুনিয়ার সব সমস্যার কথা ভুলে যান। সেগুলোকে স্রেফ পকেটে পুরে ফেলুন। আপনার পরিবারের সঙ্গে সুখে শান্তিতে সময়টা পার করে দিন। সবাই একসঙ্গে খেতে বসুন। সময়টা ভরে তুলুন হাসি-ঠাট্টায়, একে অন্যের সান্নিধ্যকে উপভোগ করুন।

ইসলাম ধর্মও অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকাকে উত্তম আচরণ বলে মনে করে, মনে করে ধৈর্য অবলম্বনই শ্রেয়তর। এর প্রতিদানে ইসলাম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেছে।

"ইমাম আলী (আঃ) বলেন ঃ 'কোন মুসলমান যখন বিপদে পড়ে তখন তার উচিত নয় যে সে অন্যের কাছে গিয়ে আল্লাহ্তায়ালা সম্পর্কে অভিযোগ করতে থাকে। বরং তার কর্তব্য হলো আল্লহ্তায়ালার দরবারেই সকল বালা মুসিবতের সুরাহা প্রার্থনা করা কারণ আল্লহ্তায়ালাই সমস্ত সমাধানের মালিক্'।" ১৬৫

"ইমাম আলী (সাঃ) আরও বলেন ঃ 'তাওরাহ্ কিতাবে বর্ণিত যে যদি কেউ তার ওপর নেমে আসা বালা মুসিবতের জন্যে অভিযোগ করতে থাকে তাহলে তা আল্লাহ্তায়ালা সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপনেরই শামিল্'।" ১৬৬

"ইসলামের নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'যদি কারও অসুস্থতা দেখা দিল কিন্তু তবু তা নিয়ে লোকজনের কাছে বায়নাক্কা না করে চুপচাপ রইলো তখন আল্লাহ্তায়ালা নিজ উদ্যোগেই তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন'*।" ১৬৭

কথায় কথায় ঝগড়া

কোন কোন লোকের স্বভাব এমন যে তারা খালি দোষ খুঁজে বেড়ান আর একটা কিছু পেলেই ঝগড়া বাধিয়ে দেন। যে কোন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তারা গজ্‌গজ্‌ করতে শুরু করেনঃ "টেবিলটা দেখছি নোংরা হয়ে রয়েছে, কেন ? কি ব্যাপার খাবার এখনও রেডি হল না ? এই ফুলদানিটা এভাবে এখানে কে রাখলো ? কতবার না বলেছি অ্যাসট্রে কখনও মেঝেতে রাখবে না ?"... ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ কেউ এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করে ফেলেন যে সংসারে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে, এমনকি এর ফলে কখনও কখনও কোন কোন পারিবারিক জীবন ভেঙ্গে যেতেও বাধ্য হয়।

আমরা অবশ্যই এমন কথা বলতে চাই না যে স্বামীরা তাদের স্ত্রীদেরকে কোনটা করা উচিত বা কোনটা করা উচিত নয় সে সম্পর্কে বলবেন না। আমরা বর্তমান গ্রন্থের প্রথমাংশে ইতিমধ্যেই নারীদেরকে অনুরোধ করেছি তারা যেন স্বামীদের উপরোক্ত অধিকার যথার্থ বলে মেনে নেন। আমরা বলেছি নারীদের উচিত নয় ঘর-সংসারের বিষয়ে স্বামীদের মতামতকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করা। তবে পুরুষদেরকেও অর্থাৎ স্বামীদেরকেও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, যুক্তিপূর্ণভাবে মতামত বা সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে। তারা নিজ নিজ পরিবারের প্রধান তাই যথাযথ আচরণ তাদের পক্ষে খুবই জরুরী। পারিবারিক বিষয়ে যদি কোন পুরুষ সাফল্য লাভের আশা করে থাকেন তাহলে তাকে অবশ্যই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, ভাল মন্দ হিসাব নিকাশ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থালী কাজকর্মের ধরণ এইরকম যে তাতে পুরুষের পক্ষে অধিকক্ষণ ব্যস্ত থাকা বা মনযোগ দেয়া সম্ভব হয় না। তাকে ব্যস্ত থাকতে হয় অর্থকরী কাজে - ব্যবসায় বা চাকুরীতে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হলো ঘর-সংসার পরিচালনার ব্যাপারে স্ত্রীর ওপর অহেতুক খবরদারি না করা, তাকে এসব ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করা।

প্রতিটি স্বামীই অবশ্য তার স্ত্রীকে কতকগুলো সাধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিতে পারেন বা প্রয়োজনে সতর্কও করে দিতে পারেন। কিন্তু তা অবশ্যই আলাপ-আলোচনা সহমর্মিতার মাধ্যমে। কখনই গায়ের জোরে নয়। এবং এভাবে যে কোন দম্পতি যারা পরস্পরকে ভালবাসেন এবং নিজেদের সন্তানদের মঙ্গল কামনা করেন তারা সহজেই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সংসারের সকল বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। স্বামী-স্ত্রী যদি

অধিকাংশ সময়ই এভাবে আলাপ আলোচনার পথে সিদ্ধান্ত নেন তাহলে স্ত্রীর পক্ষেও দু'এক সময় স্বামীর কোন কোন একতরফা দাবী মেনে নিতে কোন দ্বিধা থাকে না। কিন্তু স্বামী যদি আলাপ আলোচনার সৌহার্দ্যপূর্ণ পথ পরিত্যাগ করে স্ত্রীকে শুধু একতরফা সমালোচনা করতে থাকেন, তিরস্কার ও আক্ষেপে স্ত্রীকে সবসময় ব্যস্ত করে তোলেন, স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ান তাহলে স্ত্রী স্বামীর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়বে। স্বামীর এইসব আচরণকে একটা বদভ্যাস হিসেবে চিন্তা করে সে সবকিছুকে গা সওয়া করে নেবে এবং সাংসারিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রচেষ্টা বা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। স্বামীর ক্ষোভ, আক্ষেপ, তিরস্কার ইত্যাদি কোনকিছুই পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

যে স্বামীকে স্ত্রী সবসময়ই ক্ষুব্ধ দেখে থাকে তার ক্ষোভের প্রতি সে কোন গুরুত্ব দেবেনা এ তো খুবই স্বাভাবিক। এমনকি স্বামীর ক্ষোভের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তিপূর্ণ দিক থাকলেও সেগুলোর প্রতি সে উদাসীনতা প্রদর্শন করবে। সে নিজেকে নিজে এই বলে প্রবোধ দেবে যে, "আমি কেন সংসারের জন্যে পরিশ্রম করতে যাবো যদি আমার স্বামী আমার কোন কাজেই সন্তুষ্ট না হয় ?" তাই সে যে স্বামীর সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করবে শুধু তাই নয় বরং সে পাল্টা আচরণও দেখাতে শুরু করতে পারে।

বিশেষতঃ যখন এরকম দম্পতির সংসার একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় তখন দেখা যায় যে স্বামীর চীৎকার ও ভর্ৎসনার সাথে সাথে স্ত্রীটিও সমান তালে জবাব দিতে শুরু করেছে। পরস্পরের প্রতি অবিরাম দোষারোপ করতে করতে তারা ক্রমশঃ বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং এভাবেই একটি পারিবারিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে বিশেষ দোষারোপ করা ন্যায়সঙ্গত হবেনা। কারণ স্বামী যদি সর্বদাই স্ত্রীর প্রতি অপমানকর মনোভাব প্রদর্শন করেন তাহলে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও শান্তশিষ্ট স্ত্রীর পক্ষেও ধৈর্য বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

"থানায় এসে জনৈক ব্যক্তি অভিযোগ করলেন যে প্রায় মাস দু'য়েক আগে তার স্ত্রী বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। বর্তমানে সে তার বাপের বাড়ীতে বসবাস করছে। তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে যখন এই স্ত্রীটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল তখন সে বললোঃ 'আমার স্বামী আমার গৃহস্থালী কাজকর্ম একদম পছন্দ করেন না। সবসময় তিনি আমার রান্না–বান্নার সমালোচনা করেন। আমার

সংসার চালানোর কায়দা কানুন একদম বাজে বলে নিন্দা করতে থাকেন। অবশেষে আমি অন্যত্র মনের শান্তি পাবার আশায় তাকে পরিত্যাগ করে এসেছি।" ১৬৮

পুরুষদেরকে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে গৃহকর্ম হলো দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্র। নারীকে এই স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। স্ত্রী দম দেয়া পুতুলের মত কাজ করে যাবে একথা ভাবা ভুল। তাকে নিজের মত করে গৃহকর্ম করতে দেয়াটাই হলো বিজ্ঞতার পরিচায়ক।

আপনি যদি তাকে গৃহকর্মে স্বাধীনতা প্রদান করেন তাহলে আপনার স্ত্রী কাজেকর্মে প্রাণ ফিরে পাবে, আপনি নিজেও সুখী বোধ করবেন এবং আপনার গৃহ হয়ে উঠবে সুখী পরিবারের আদর্শ দৃষ্টান্ত।

তাকে শান্ত করুন, তাকে সহানুভূতি জানান

পুরুষের মত নারীর মনও পরিবর্তিত আবেগের শিকার। সে যেমন সুখানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয় তেমনি আবার ক্রোধ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ঘরকন্নার কাজ কখনও কখনও তার মনকে ক্লান্ত একঘেয়ে করে ফেলে আবার শিশুদের আচরণ হয়ত তাকে রাগান্বিত করে তোলে। অন্যের কঠোর সমালোচনা হয়ত তার মনকে অবশ করে দেয়। কখনও কখনও হয়ত সে মনে মনে কারও সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়ে। মোদ্দা কথায়, একজন নারী তার জীবনে বহুবিধ জটিলতার সম্মুখীন হতে থাকে এবং এর কোন কোনটি তার মন-মানসিকতাকে এতটা পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারে যে সে তখন তুচ্ছ বিষয়েও অন্যদের সাথে রূঢ় আচরণ করে ফেলে।

এগুলো নারীদের ক্ষেত্রে খুবই সত্য কারণ তারা অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং যে ঘটনা তাদের কাছে অপ্রীতিকর সেগুলোর প্রতি তারা পুরুষদের তুলনায় অনেক তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে। তাই নারী–যে কিনা কঠোর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়–প্রবোধ বা সান্ত্বনা তার জন্যে খুবই জরুরী। পুরুষ যেহেতু তার সঙ্গী তাই পুরুষকেই একাজের দায়িত্ব নিতে হবে। একমাত্র পুরুষের ওপরেই নারী ভরসা করে থাকে।

প্রিয় পাঠক ! আপনার স্ত্রীকে যখন ক্ষুব্ধ বা রাগান্বিত দেখবেন তখন তাকে বুঝতে চেষ্টা করুন। আপনি বাড়ী ফিরে এলে সে যদি আপনাকে সালাম না করে তাহলে আপনিই তাকে সালাম বলুন। এতে কিন্তু আপনি ছোট হয়ে

যাবেন না। হাসি মুখে তার সাথে কথা বলুন। কঠোরতা পরিহার করুন। সাংসারিক টুকিটাকি কাজে তাকে সাহায্য করুন। এ সময় তাকে কোন প্রকারে আঘাত দিয়ে বসবেন না বা ঠাট্টা বিদ্রুপ করবেন না। যদি আপনার স্ত্রী এসময় কথাবার্তা না বলে চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে তাহলে তাকে তাই করতে দিন। তাকে এখন এ প্রশ্ন না করাই ভালো যেঃ "কি ব্যাপার, তোমার কি হল বল তো ?" যদি সে নিজে থেকেই কথা বলতে চায় তাহলে মন দিয়ে তার সমস্যার কথা শুনুন, তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করুন। সে যেন ভাবে যে আপনি তার সমস্যা নিয়েই বেশী আগ্রহী, তাকে নিয়ে অতটা নয়। এভাবে তার দুঃখের সব কথা আপনাকে খুলে বলতে সাহায্য করুন। তারপর স্নেহশীল পিতার মত বা সহানুভূতিশীল স্বামীর মত যথাযথভাবে তাকে তার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করুন। তাকে বলুন ধৈর্য না হারাতে। যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিন সত্যি সত্যি তার সমস্যা কত তুচ্ছ। তার মনে সাহস সঞ্চার করে তার ক্ষোভের কারণ দূর করে দিতে সাহায্য করুন। নিজেও ধৈর্য ধরুন এবং তার সঙ্গে যথাসম্ভব যুক্তিপূর্ণ আচরণ করুন। আপনার সাহায্য অবশ্যই তার কাছে খুব দামী বলে প্রতীয়মান হবে এবং অনতিবিলম্বে আপনারা দু'জনেই নিজেদেরকে সুখী ও স্বাভাবিক দম্পতি হিসেবে আবিষ্কার করবেন।

কিন্তু আপনি যদি এর বিপরীত আচরণ করেন তাহলে আপনার স্ত্রীর অসহায়ত্ব দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। আপনিও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বেন এবং এভাবে আপনাদের দু'জনের মধ্যেকার মানসিক সংঘাত তীব্রতর হয়ে উঠবে। ফলশ্রুতিতে আপনাদের উভয়কেই মাশুল গুনতে হবে।

খালি দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবেন না

দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে সর্বগুণসম্পন্ন কিংবা সম্পূর্ণ নিখুঁত। কেউ হয়ত দৈহিক দিক থেকে বেঢপ রকমের মোটা আবার কেউ হয়ত খুবই পাতলা। কারও মুখটা বেমানান রকম বড়, বিশাল নাক কিংবা বড় বড় দাঁত। কেউ কেউ হয়ত নোংরা, অশিষ্ট, মুখচোরা, কেউ হয়ত আবার বেয়াদব, হতাশ, বদমেজাজী, হিংসুটে, আলসে কুঁড়ো কিংবা স্বার্থপর টাইপের। কোন কোন নারী হয়ত আদৌ ভাল রান্নাই জানেনা কিংবা জানেনা কেমন করে অতিথি আপ্যায়ন করতে হয়। কারও কারও হয়ত অতিরিক্ত খাবার অভ্যাস কিংবা

অতিরিক্ত খরচের হাত। মোট কথা, প্রতিটা মানুষই কোন না কোনভাবে অসম্পূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত। কোন মানুষকেই ত্রুটিহীন সত্তা হিসেবে অভিহিত করবার কোন উপায় নেই। তবু বিয়ের আগে প্রতিটি মানুষই কল্পনা করেন যে তার ভাবী বধূটি হবে সর্বগুণসম্পন্না ত্রুটিহীন আদর্শ এক নারী। তারা তখন ভুলে যান যে এই মাটির পৃথিবীতে হুর-পরী সদৃশ কিছু মেলে না। সাধারণতঃ এসব লোকেদেরই বিয়ের পর মোহভঙ্গ ঘটে এবং স্ত্রীকে ত্রুটিহীন আদর্শ রূপে আবিস্কার করতে ব্যর্থ হয়ে তারা তখন অবিরত স্ত্রীর দোষ-ত্রুটিগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে শুরু করে। নিজেদের বিয়েকে ভাবতে থাকে একটা নিতান্ত ব্যর্থ বিয়ে হিসেবে এবং নিজেদের কপাল চাপড়ে বলতে থাকে হায় হায় আমাদেরই কপালের লিখন ! দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা এদের আক্ষেপ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। স্ত্রীর সামান্য দোষ ত্রুটিও তাদের চোখে দেখা দেয় মস্ত বড় অপরাধ হিসেবে। কেউ কেউ স্ত্রীর দোষ-ত্রুটিকে এতটাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখতে থাকে যেন তাদের কাছে সেগুলোকে মনে হয় পাহাড়ের মত সুবিশাল ও ভারী। কথায় কথায় তারা স্ত্রীর খুঁতের কথা উল্লেখ করে এবং স্ত্রীকে হেয় প্রতিপন্ন করে। বন্ধুবান্ধব বা আত্নীয়স্বজনের সামনেও তারা এগুলো উল্লেখ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

এসবের ফলে তাদের বিবাহিত জীবনের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। স্ত্রী তার মনের সমস্ত স্ফূর্তি হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে স্বামী ও সংসারের প্রতি সকল আগ্রহ। যে স্বামী তাকে অহোরাত্র সমালোচনায় বিদ্ধ করছে তার জন্যে সময় বা শ্রম ব্যয় করতে যাওয়াটা তখন তার কাছে মনে হয় অর্থহীন। এমনকি এধরণের পরিস্থিতিতে স্ত্রীরা প্রতিশোধ পরায়ণও হয়ে উঠতে পারে। স্বামী হয়ত তার স্ত্রীকে সামনাসামনি বললেন ঃ "তোমার নামটা কি বিদ্‌ঘুটে রকমের বড় !" আর তার স্ত্রী তখন পাল্টা জবাব দিয়ে বললেন ঃ "অন্ততঃ তোমার বিদ্‌ঘুটে চেহারা মোবারক আর বাঁকাচোরা শরীরটার চেয়ে ভাল।" স্বামী আরেকডিগ্রী চড়িয়ে বললেন ঃ "তোমার পা থেকে কেমন যেন বিশ্রী একটা গন্ধ ছড়ায়"! স্ত্রী তখন চীৎকার করে প্রতিবাদ করলেন ঃ "তোমার এই বেঢপ মুখ নেড়ে কথা বলতেও লজ্জা করেনা ? থাম এক্ষুনি!" ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এহেন বাক্যালাপ একবার শুরু হলে এরপর থেকে তারা পরস্পরকে শুধু সমালোচনাই করতে থাকে, সংসার পরিণত হয় এক কুরুক্ষেত্রে যেখানে উভয়ের প্রধান কাজ হলো পরস্পরকে হেয় করতে থাকা।

বলাবাহুল্য এইরকম জীবনে কোন দম্পতিই সুখের মুখ দেখতে পায়না। পারিবারিক সম্প্রীতি ও আন্তরিকতাশূন্য গৃহকোণ কারও জন্যেই সুখপ্রদ হতে পারেনা। তদুপরি যে স্বামী সবসময় ভাবতে থাকে যে সে দুর্ভাগা (কারণ স্ত্রী হুর পরীর মত নয়) আর যে স্ত্রীকে সবসময়ই তার স্বামীর কাছে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় - তারা সহসাই মানসিকভাবে (ফলতঃ শারীরিকভাবেও) অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের দ্বন্দ্ব–সংঘাত যদি ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে তাহলে তাদের বিয়ে ভেঙ্গে যাবার আশংকা দেখা দেয়। বিবাহ বিচ্ছেদ স্বামী স্ত্রী কারও জন্যে খুব একটা শুভপ্রদ কিছু নয় বিশেষতঃ আবার যদি তাদের দু'একটি ছেলে মেয়েও থেকে থাকে। যাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে তাদেরকে সমাজ খুব একটা সম্মানের চোখে দেখেনা। তাছাড়া পুরুষের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ হলো আর্থিক বোঝা যা বহন করা কষ্টসাধ্যও বটে। পুরুষ যদি নতুন করে আবার বিয়ে করতে চায় তাহলে সেজন্য তাকে নতুন করে অর্থও ব্যয় করতে হবে। তাছাড়া তার নতুন বিবাহিত জীবনও যে আগের মতই এক স্বপ্নভঙ্গ হবে না তারই বা নিশ্চিত গ্যারান্টি কি ?

আর অতীত দাম্পত্য জীবনের যে গালগপ্প চারিদিকে রটে যাবে তাতে তার পুনর্বিবাহ খুব একটা সহজসাধ্য হবে না। এভাবে কষ্টে সৃষ্টে নতুন যে সঙ্গীনিকে সে সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে সেও নিশ্চিতভাবেই পুরাতন সঙ্গীনিটির মতই দোষেগুণে গড়া এক সাধারণ মানুষ। এমনকি এই নতুন বউ প্রথমজনের চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে আরও খারাপ হতে পারে। তখন এই অপেক্ষাকৃত খারাপের সঙ্গেই তাকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এজন্যেই সচরাচর এমন দেখা যায়না যে কোন পুরুষ তার দ্বিতীয় বিবাহে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পেরেছে। কখনও কখনও এও দেখা যায় যে এরা প্রথম স্ত্রীর কাছেই শেষ পর্যন্ত ফিরে গেছে।

প্রিয় পাঠক! আপনার স্ত্রীর দিকে খুঁত ধরবার জন্যে তাকিয়ে থেকে সত্যি সত্যি কতটুকু লাভ ? কেনইবা আপনি তার ছোটখাট ত্রুটিগুলো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকবেন ? কেন সেগুলোকে এত বড় করে দেখবেন যে তাতে করে আপনার নিজের ও আপনার পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি ঘুচে যায় ? সত্যিই কি কোনদিন আপনার চোখে এমন কোন নারী পড়েছে যে সম্পূর্ণ দোষত্রুটিমুক্ত এক মূর্তিমতি আদর্শ ? আপনি নিজেই কি সর্বদোষ মুক্ত আদর্শ পুরুষ ? ছোট ছোট ত্রুটি বা ঘাটতি কি এমন মহামূল্যবান যে সেজন্য আপনি আপনার বিবাহিত জীবনকেই বিপর্যস্ত করে ফেলবেন ?

একথা নিশ্চিত জানবেন যে যদি আপনি আপনার স্ত্রীর দিকে সুন্দর যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান তাহলে তার মধ্যেই অনেক অনেক ভালো কিছু আবিষ্কার করতে পারবেন। এভাবে একবার দৃষ্টিপাত করে দেখুন দেখবেন তার অনেক সুন্দর গুণ তার সকল দোষত্রুটি বা ঘাটতিকে ছাপিয়ে গেছে। ইসলাম দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানোর মানসিকতাকে ঘৃণা ও ক্ষতিকর বলে মনে করে তাই অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো মুসলমানের জন্যে নিষিদ্ধ।

"আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'(শোন) তোমরা যারা শুনে শুনেই ঈমান এনেছ কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাসে যাদের হৃদয় এখনও পূর্ণ হয়নি (তাদেরকে বলি), কোন মুসলমান সম্পর্কে নিন্দা কোরোনা কিংবা কোন মুসলমানের খুঁত ধরবার জন্যে তৈরী হয়ে থেকোনা (কারণ) যে বা যারা অপরের দোষ–ত্রুটি বা খুঁত ধরে বেড়ায় আল্লাহ্‌ তাদেরকে সমালোচনা করেন। আর এই রকম কোন ব্যক্তি - সে যদি নিজের বাড়ীতেও থেকে থাকে তবু সে অসম্মানিত হবে'*।"[১৬৯]

নিন্দুকের কথায় কান দেবেন না

কোন কোন লোকের স্বভাব হলো অন্যদের নিন্দা-মন্দ করে বেড়ানো। এর ফলে বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কে ফাটল ধরে, আত্মীয়তা বিনষ্ট হয়, এমনকি পারিবারিক সম্পর্কও ভেঙ্গে যেতে পারে। খুনোখুনি পর্যন্ত ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এই আচরণের পশ্চাতে সচরাচর অনেক কারণ কাজ করে যেমন ঈর্ষা, ক্রোধ, প্রতিশোধ পরায়ণতা কিংবা দ্বন্দ্ব–সংঘর্ষ।

কেউ কেউ অপরদের সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলে এক ধরণের তৃপ্তি লাভ করে আবার কেউ কেউ হয়ত অন্যদের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্যে বা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে যা তা অভিযোগ করতে থাকে অথবা হয়ত নিজেই অপর কারও প্রতি খুব সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে (সেই ব্যক্তির যার সাথে খারাপ সম্পর্ক তাকে নিয়ে) যা তা বলতে লেগে যায়। সুতরাং খুব কম ক্ষেত্রেই মানুষ ভাল কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নিন্দা বা কুৎসা রটনা করে থাকে। তাই যে ব্যক্তি জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান তার উচিত এ ধরণের বক্তব্যকে পাত্তা না দেয়া। সতর্ক হতে হবে যেন গীবত রটনাকারীর ফাঁদে পা দিয়ে আমরা প্রতারিত না হই।

একথা সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে সাধারণতঃ বিয়ের আগে প্রতিটি ছেলেই দীর্ঘদিন ধরে মা-বাবার আশ্রয়ে বড় হয়ে ওঠে যেখানে মা-বাবার

ওপর নির্ভরশীলতা থাকে খুব বেশী। মা-বাবা কঠোর পরিশ্রম করে সন্তানকে বড় করে তোলেন এবং আশা করেন যে ছেলে বড় হলে তাদের বার্ধক্যের সময় সে তাদেরকে দেখা শোনা করবে।

তাই যদিও তারা ছেলেকে বিয়ে দিয়ে আপাতঃ দৃষ্টিতে স্বাধীন করে দেন তবু তারা মনে মনে আশা করে থাকেন যে ছেলে তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা বুঝে চলবে। তারা চান স্ত্রীর চেয়ে মা-বাবার প্রতি ছেলে বেশী লক্ষ্য রাখুক। কিন্তু বাস্তবতা এই যে যখন একজন পুরুষ বিবাহিত জীবন শুরু করে তখন সে তার নতুন সংসার তথা স্ত্রী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি জীবনের প্রতিই অধিকতর যত্নশীল হয়ে ওঠে। তার ভালবাসা হয়ে পড়ে স্ত্রী-কেন্দ্রীক এবং তার সময় ও শ্রম নতুন খাতে ব্যয়িত হতে থাকে। এভাবে যতই সে নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হয় ততই সে তার মা বাবার কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

কিন্তু এসবই, বিশেষতঃ তার মা ও বোনদের জন্যে, নিতান্তই মর্ম পীড়াদায়ক। তারা ভাবে বাড়ীর নতুন বউ বুঝি তাদের আদরের তরুণটিকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। এক পর্যায়ে তারা নতুন বধূটিকে এ ব্যাপারে রীতিমত দোষী সাব্যস্ত করে বসতে পারে। ছেলে যখন দূরে সরে যেতে শুরু করে তখন মা'য়েরা ভাবতে পারেন যে ছেলের চোখে বউয়ের দোষত্রুটি তুলে ধরাটাই পুত্রবধূর কবল থেকে তার ছেলেকে উদ্ধার করবার উপায়। এতে স্ত্রীর প্রতি তার ছেলের ভালবাসা খানিক হ্রাস পাবে। যেসব মা এভাবে ভাবেন তারা ছেলের কাছে পুত্রবধূর নানা দোষত্রুটি তুলে ধরতে থাকেন। এমনকি অনেকে পুত্রবধূ সম্পর্কে নানা মিথ্যা–অপবাদ বা ষড়যন্ত্রেরও আশ্রয় নেন।

এ অবস্থায় কোন ছেলে যদি অত্যন্ত সহজ সরল প্রকৃতির হয় তাহলে দ্রুতই সে তার মায়ের কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়ে পড়বে। স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে সে তার মা-বোনদের হাতের একটা হাতিয়ারে পরিণত হবে। এদের প্রভাবে সে তখন স্ত্রীর দোষ ত্রুটি নিয়ে হৈ চৈ করতে থাকবে। সামান্য কারণই তখন স্ত্রীকে তিরস্কার করবার জন্যে তার কাছে অনেক বড় বলে মনে হবে।

এসব কিছুর ফলে পারিবারিক জীবন হয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ, আকর্ষণহীন। মা কিংবা বোনদের পরোক্ষ প্রভাবে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া বিবাদ এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। এই ধরণের পরিস্থিতি কোন কোন গৃহবধূকে আত্মহত্যার মত বিপর্যয়কর পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে।

"বিয়ের এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে না হতেই একজন নববধূ একগাদা আলপিন গিলে ফেলে। হাসপাতালে নিয়ে তাকে অপারেশন করে আলপিন বের করতে হয়। এ সম্পর্কে তার নিজের ভাষ্য হলোঃ 'এক সপ্তাহ আগে আমার বিয়ে হয়। আমি যেদিন স্বামীর ঘরে পা দিলাম সেদিন আর দশজন বিবাহিত নারীর মতই নিজকে সুখী লাগছিল। কিন্তু দু'একদিন যেতে না যেতেই আমার স্বামী ও তার বোন আমার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতে লাগলো। তাদের এই অপ্রত্যাশিত আচরণ আমার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। শেষ পর্যন্ত আমি সিদ্ধান্ত নেই নিজেকে নিজেই শেষ করে দেব। সেই মানসে কিছু পিন গিলে ফেলি'।" ১৭০

"অপর একজন গৃহবধূ তার স্বামীর ভ্রাতার সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে নিজের গায়ে নিজে আগুন লাগিয়ে দেয়। ভয়াবহভাবে অগ্নিদগ্ধ হবার ফলে তার মৃত্যু ঘটে।" ১৭১

"নববিবাহিতা আরেকজন নারী তার শাশুড়ীর আচরণে এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে সেও শেষ পর্যন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।" ১৭২

তাই শাশুড়ী বা দেবর ননদীনির সমালোচনা মূলক কথাবার্তা, রূঢ় আচরণ বা কটুক্তি অত্যন্ত বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। যে কোন দায়িত্বশীল স্বামীকে এসব ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। অবশ্য কারও পক্ষেই অন্য কারও মুখ বন্ধ করে রাখা সম্ভব হয়না কিন্তু অন্যদের কথাবার্তার ক্ষতিকর প্রভাব যেন না পড়ে সে ব্যবস্থা নেয়া যায়।

প্রত্যেক পুরুষকে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে তার মা কিংবা বোন এরা তার স্ত্রী সম্পর্কে যে নিন্দা ব্যক্ত করে থাকে তা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত বা সহানুভূতিসূচক একথা নিশ্চিত বলা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ঈর্ষা, শত্রুতা বা নিতান্ত স্বার্থপরতা উদ্ভূত। তাকে বুঝতে হবে যে যেহেতু স্ত্রী বর্তমানে তার সময় ও মনোযোগের অনেকটুকু দখল করে ফেলেছে তাই তার মা বোনেরা তার স্ত্রীর প্রতি অসূয়া পরায়ণ হয়ে পড়েছে। তারা মনে করছে বাড়ীর বউ তাদের কচি ছেলেটির মাথা খেয়ে ফেলছে। তাই তাদের বর্তমান আচরণে তারা নতুন দম্পতির মধ্যে সৌহার্দ্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টির পথ বেছে নেয়।

প্রিয় পাঠক ! সোজা কথায় ভাই, বোন কিংবা মায়ের এই আচরণ তারা যে আপনার সুখ-শান্তি নিয়ে বিচলিত একথা আদৌ প্রমাণ করে না। এ হলো তাদের নিজেদেরকে অধিকতর গুরুত্ব দেবার ফল। যদি সত্যি তারা আপনার সুখ-সুবিধা নিয়ে চিন্তিত হতো তাহলে তারা আপনাদের জীবনে জটিলতা সৃষ্টি না করে সত্যি সত্যি আপনাদের জন্যে কিছু করতো। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে মা-বাবা তাদের ছেলেকে যখন কোন মেয়ে বিয়ে করতে সম্মত হয় তখন খুশী মনে তাকে সাধুবাদ জানায়, সেই মা-বাবাই আবার বিয়ের পরে সম্পূর্ণ উল্টে যায়।

প্রিয় পাঠক ! বোকা বনবেননা আপনার বাসার সবাই আপনার স্ত্রীর যে খুঁতগুলো তুলে ধরে সেগুলো আপনার জন্যে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবুও যদি সেগুলোকে আপনি তুচ্ছ বলে গণ্য করতে না পারেন তাহলে একথা অন্ততঃ মনে রাখবেন যে পৃথিবীতে কেউই সম্পূর্ণ দোষ ত্রুটি মুক্ত নিখুঁত হয় না। আপনার মা, বোন কিংবা আর কেউ যারা আপনার স্ত্রীর সমালোচনা করে থাকে তারা নিজেরাই কি ত্রুটিমুক্ত সর্বাঙ্গ সুন্দর ? আপনি যদি তাদের কুকথায় কান দেন তাহলে তার পরিণতিতে আপনার নিজের পারিবারিক শান্তিই বিনষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত আপনার দাম্পত্য জীবন একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে যার ফলে আপনাকে ভোগ করতে হবে মানসিক ও আর্থিক সংকট। আবার বিয়ে করা আপনার জন্যে সহজ হবে না। নতুন করে বিয়ে করবার জন্যে আপনি যদি কাউকে খুঁজেও পান তবুও এমন কোন গ্যারান্টি নেই যে সে আপনার আগের স্ত্রীর চেয়ে অধিকতর গুণবতী হবে। আর একথাই বা আপনি কেমন করে নিশ্চিত হন যে আপনার বাসার সবাই এই নতুন বউয়ের সাথেও আগের মতই বিরূপ আচরণ করবে না ?

তাই আপনার মা-বাবা ভাই-বোনকে একথাই জানিয়ে দিন যে আপনার স্ত্রীকে আপনি ভালবাসেন এবং তার সঙ্গেই আপনার মেলে ভাল। আপনি তাদের সামনাসামনি বলে দিন যে আপনার স্ত্রীর নিন্দা-মন্দ করা তাদের পক্ষে অনুচিত। আর এই অনুচিত কাজ যদি তারা বন্ধ না করেন তাহলে ধীরে ধীরে হয় আপনি নিজে অথবা আপনার স্ত্রী তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। আপনার কথা থেকে যদি তারা আপনার মনের দৃঢ়তা উপলব্ধি করতে পারে তাহলে তারা তাদের উস্কানিমূলক আচরণ থামিয়ে দেবে এবং আপনিও আপনার নিজের জীবনে শান্তি ফিরে পাবেন।

তবে দুঃখের বিষয় হলো অনেক সময় অনেক মা-বোন সহজে তাদের আচরণ পরিবর্তন করে না। উল্টে তারা জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রটাতে শুরু করে। এমন কি কখনও কখনও বাড়ীর বউয়ের চরিত্র নিয়ে কলঙ্ক রটনা করে। পরিস্থিতি এমন জটিল আকার ধারণা করে যে মায়ের কথা বিশ্বাস করে অনেক ছেলে নিজের বউকে তালাক দিয়ে দেয়। এমনকি গৃহবধূ হত্যার ঘটনাও ঘটে যায়।

"এক তরুণ দম্পতি তাবরিজের আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন জানায়। স্বামী তার অভিযোগ পেশ করে বলে ঃ 'আমার স্ত্রী ইস্পাহানে আমার ভাইয়ের কাছে প্রেমপত্র লেখে। গতরাতে সেগুলোর কয়েকটি আমার হাতে ধরা পড়ে যায়।' তার স্ত্রী এর প্রতিবাদ জানিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে ঃ 'আমার শাশুড়ী ও ননদীনি সবসময় আমার সঙ্গে শত্রুতা করে চলেছে। আমার স্বামীকে প্রভাবিত করবার জন্যে তাদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর শেষ পর্যন্ত তারা এই হীন পন্থা অবলম্বন করেছে। কতকগুলো নকল চিঠি সাজিয়ে আমার ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিয়েছে যেন এগুলো দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে আমার স্বামী আমাকে তালাক দেয়'। প্রাজ্ঞ আদালত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান করে দেন এবং স্বামীটিকে পরামর্শ দেন যেন সে তার মা বোনদেরকে বাড়ীর বউয়ের সাথে এইরকম ঘৃণ্য আচরণ বন্ধ করতে বলে।" ১৭৩

"ত্রিশোর্ধ্ব একজন মহিলা নিজের গায় কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাড়াতাড়ি আগুন নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে তার কাছ থেকে জানা গেল ঃ 'আমি স্বামী ও শাশুড়ীকে নিয়ে ঘর করি। শাশুড়ী চব্বিশঘন্টা আমার খুঁত ধরতে ব্যস্ত হয়ে থাকে। নানা ছলছুতায় সে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। স্বভাব চরিত্রেও সে খুবই বদমেজাজী। সবসময় ওঁৎ পেতে থাকে, সুযোগ পেলেই আমার আর আমার স্বামীর মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়। গতকাল আমি মার্কেটিংয়ে বেরিয়েছিলাম, সেখানে হঠাৎ করে আমার পুরানো এক ক্লাশমেটের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সামান্য কথাবার্তা বলে আমি বাসায় ফিরে এসেছি। কিন্তু বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমার শাশুড়ী কৈফিয়ৎ তলব করে বসলো কেন এত দেরী করে ফিরেছি। আমি বুঝিয়ে বলতে চাইলেও সে মানে না। বলে আমি মিথ্যা বলছি। আমার নাকি রাস্তার মাংস বিক্রেতার সঙ্গে

বাজে সম্পর্ক। একথা শুনে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ি। আমার মন এত ভেঙ্গে পড়ে যে আমি নিজেকে নিজেই শেষ করে দেবার চেষ্টা করি।" ১৭৪

তাই পুরুষকে এই ধরণের অভিযোগের (অর্থাৎ নারীর সতীত্ব সংক্রান্ত অভিযোগের) ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক হতে হবে। ঠান্ডা মাথায় ধৈর্যের সাথে সবদিক ভেবেচিন্তে খোঁজখবর করতে হবে। ঝোঁকের মাথায় ঝট্ করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা একেবারেই অনুচিত। একথা অবশ্যই সত্য যে ছেলেকে মানুষ করতে মা-বাবাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এবং এভাবেই ছেলে মা–বাবার প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। মা–বাবা আশা করে থাকে তাদের বুড়ো বয়সে ছেলে তাদেরকে দেখাশোনা করবে। তাদের এই প্রত্যাশা অন্যায় বা অন্যায্য কিছু নয়। সুতরাং ছেলে যখন বড় হয়ে ওঠে, উপার্জনক্ষম হয় তখন তারও কর্তব্য হলো বুড়ো মা-বাবাকে দেখাশোনা করা, তাদেরকে দূরে ঠেলে না দেয়া। বিয়ের পরও ছেলেকে মা–বাবার ইচ্ছা অনুযায়ীই চলতে হবে। তবে মা-বাবার ইচ্ছা বা আকাঙ্খা যা ছেলে মেনে চলবে সেগুলো অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হওয়া চাই। মা–বাবা অন্যায় বা অধর্ম কিছু বললে ছেলের জন্যে সেকথা মেনে চলা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় না। বিয়ের পরও মা–বাবাকে সমানভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে হবে, তাদের সঙ্গে বিনয়ী আচরণ করতে হবে। মা-বাবার আর্থিক চাহিদা মেটাতেও উপার্জনক্ষম সন্তান দায়বদ্ধ। মা–বাবার সাথে সকল সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে এবং তাদের নিয়মিত নিজের ঘরে ডাকতে হবে। স্ত্রী এবং বালবাচ্চাদেরকে সবসময় বলতে হবে তারা যেন তার মা-বাবাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে চলে। স্ত্রীকে একথা বুঝাতে হবে যে সে যদি শ্বশুর–শাশুড়ীকে সম্মান করে চলে তাহলে তারাও ছেলেকে বউয়ের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করবার কোন কারণ খুঁজে পাবে না। এমনকি তারা পুত্রবধূ সম্পর্কে কিছুটা গর্বও বোধ করবে এবং সবকিছুতে পুত্রবধূকে সহায়তা করে যাবে।

সবশেষে আমরা স্ত্রীদেরকেও একথা স্বরণ করিয়ে দিতে চাই যে স্বামী তার মা-বাবাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করুক এরকম অনায্য দাবী করবার কোনরকম অধিকার তারা সংরক্ষণ করে না। এহেন দাবী বাস্তবসম্মতও নয়, ন্যায়সঙ্গতও নয়। বিচক্ষণ বুদ্ধিমতী নারী নিজে থেকেই তার শ্বশুর বাড়ীর সবার সাথে এমন আচরণ করতে পারে যাতে তারাও তাকে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ একজন বলে গণ্য করতে শুরু করে। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে, তাদের আদেশ উপদেশ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবার মাধ্যমে এবং তাদের প্রতি

সাহায্য–সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার মাধ্যমেই সে এই কাজ হাসিল করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে প্রথম খন্ডে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আগ্রহীরা প্রথম খন্ড ভাল ভাবে পড়লেই তা জানতে পারবেন।

তার ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করুন

ভূলত্রুটিমুক্ত যাঁরা (আল্লাহ্তায়ালা নিজেই যাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত রাখবার ঘোষণা দিয়েছেন) তাঁরা ছাড়া কোন মানুষই দোষ-ত্রুটিহীন আদর্শ নয়। আমরা সবাই কিছু না কিছু ভুল-ত্রুটি করে থাকি। একথা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যেই সত্য। স্ত্রীর ক্ষেত্রে বলা যায় সে স্বামীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার বা স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা কিংবা নিজের বেখেয়ালীপণার কারণে স্বামীর আর্থিক ক্ষতি ঘটাবার মত দুষণীয় আচরণ করে ফেলতে পারে। একথা অনস্বীকার্য যে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে দু'জনকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং একে অন্যের অসন্তোষ উৎপাদন থেকে বিরত থাকতে হবে। তবু বাস্তবতা এই যে কখনও কখনও তারা এর ব্যতিক্রম করে ফেলে।

কোন কোন স্বামী মনে করেন স্ত্রীর ভুলত্রুটিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করতে হবে, যার ফলে স্ত্রী ভবিষ্যতে ভুল-ত্রুটি পরিহার করে চলবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু ঠিক উল্টা কথা বলে। স্বামীর কঠোর সমালোচনার ফলে স্ত্রী হয়ত তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে সংশোধিত করে নেবার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু তা স্বল্পমেয়াদী। স্বামীর কঠোর মনোভঙ্গী ক্রমশঃ তাকে হতাশ করে ফেলবে এবং শেষ পর্যন্ত সে স্বামীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নেবে। প্রথম প্রথম স্বামীর কড়া মনোভাব হয়ত কার্যকর হতে পারে কিন্তু ক্রমশঃ স্ত্রী এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং এগুলোকে আর গা করবে না। তাই যে সব স্বামী স্ত্রীর ভুল ত্রুটির প্রতি ক্ষমার মনোভাব বা ঔদার্য দেখাতে চান না তারা শেষপর্যন্ত স্ত্রীকে বেয়াদবি বা ঔদ্ধত্যের দিকে ঠেলে দেন। স্বামী কড়া মনোভাব বজায় রাখতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত ঝগড়া বিবাদই হয়ে দাঁড়াবে তার পরিণতি। এই দম্পতির বাকী জীবনটুকু কাটবে নিত্য কলহ ও বিবাদের মধ্যে দিয়ে। অথবা শেষ পর্যন্ত তাকে স্ত্রীকে এড়িয়ে একা একা থাকার চেষ্টা করতে হবে এবং স্ত্রী সম্পর্কে সমস্ত চিন্তা ভাবনা পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু সেটা স্ত্রীর জন্যে একটা বিজয়ের অনুভূতির মত

এবং স্বামীকে সে তুচ্ছ ও গণার বাইরে বলে মনে করার সুযোগ লাভ করবে। বড় ধরনের কোন অন্যায় বা দোষও তখন সে নিঃশব্দে স্বামীর ওপর চাপিয়ে দেবে। তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তালাকের আশ্রয় নিতে হবে। মনে রাখা দরকার তালাক স্বামী-স্ত্রী দুজনের জন্যেই ক্ষতিকর। কারণ আবার নতুন করে বিবাহিত জীবন শুরু করা সহজসাধ্য নয়। তালাক সুখী জীবনের গ্যারান্টি নয়।

কঠোর মনোভাবের ফলাফল সবসময় ভাল হয়না। পত্র-পত্রিকায় আমরা প্রায়ই এধরনের খবর পড়ে থাকি যে স্বামীর কঠোর মনোভাব বা অসহিষ্ণুতার ফলে কত দুভার্গ্যজনক ঘটনা পারিবারিক জীবনে ঘটে থাকে। শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ভদ্র আচরণ ও যুক্তিসম্মত ব্যবহার। আপনার স্ত্রী যে ভুল ইচ্ছাকৃতভাবে করেননি কিংবা যে ভুলের মাত্রা বা পরিমাণ খুবই সামান্য সেগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখুন। কেউ হঠাৎ ভুল করে বসলে তা নিয়ে হৈ চৈ চীৎকার কোন শুভ ফল এনে দেয়না। অবশ্য ভবিষ্যতে এমন ভুল যেন আর না হয়, যেন সে সতর্ক থাকে - সহানুভূতির সাথে তাকে এটুকু উপদেশ আপনি দিতে পারেন। না জেনে মানুষ অনেক ভুল করে থাকে সুতরাং রেগে না গিয়ে ধৈর্য্যের সাথে উপদেশ দিন যাতে অন্যেরা চিন্তার ক্ষেত্রে বা কর্মের ক্ষেত্রে নিজেদের বিভ্রান্তি দূর করে নিতে পারে। গায়ের জোরে আপনার স্ত্রীর ভুল করবার প্রবণতাকে আপনি স্তব্ধ করে দিতে পারবেন না। বরং তাকে যদি ভুল ত্রুটিগুলো সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন এবং তার ভুল থেকে কতটা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে সেটা যুক্তি দিয়ে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন যেন সে আর এরকম না করে তাহলেই আপনি ভাল ফল পাবেন। এতে করে আপনাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আগের মতই অটুট থাকবে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে একই ধরণের ভুল ত্রুটির পুনরাবৃত্তিও রুদ্ধ হয়ে যাবে।

স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে কোন ভুল করা থেকে যুক্তিপূর্ণভাবে বিরত রাখা বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। স্ত্রী যদি এরপরও আবার ভুল করে বসে তাহলে আবারও তাকে ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হবে এবং স্ত্রীর দোষত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে ঘটনাটি এড়িয়ে যেতে হবে। স্ত্রীকে কোন শাস্তিমূলক বিধান দিতে যাওয়া কিংবা স্ত্রী যে দোষ করেছে একথা উঁচু গলায় প্রমাণ করতে চেষ্টা করা এবং তার কাছ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা আশা করা অত্যন্ত ভুল হবে। ভুল হবে এজন্যে যে নারীজাতি মাত্রই সচরাচর একরোখা আর জেদী হয়ে থাকে। এই

একরোখা স্বভাবের কারণে তারা সমালোচনার মুখে আরও একগুঁয়ে মনোভাব ব্যক্ত করে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব মূহুর্তে ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। বাদানুবাদ থেকে মাথা গরম করে অনেক দম্পতিই রক্তপাতের মত ঘটনা পর্যন্ত ঘটিয়ে ফেলে। ইসলাম দাম্পত্য জীবনের এই স্পর্শকাতর দিকটিকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে পুরুষকে অধিকতর দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে আহ্বান করে।

"ইমাম আলী (আঃ) বলেন ঃ 'সবসময় স্ত্রীর সাথে সমঝোতার পথে চল এবং তাদের সাথে ভদ্র ব্যবহার কর। এবং একমাত্র এভাবেই দম্পতির আচরণ যথাযথ হয়ে উঠতে পারে'।" ১৭৫

"ইমাম সায্যাদ (আঃ) বলেন ঃ 'তোমার স্ত্রী তোমার কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার পাবে এটা হলো তার অধিকার কারণ সে তোমারই দায়িত্বে বর্তমান। তাকে খাওয়ানো পরানোর দায়িত্ব তোমার। আর দায়িত্ব হলো তার অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি মাফ করে দেয়া'।" ১৭৬

"ইমাম সাদিক (আঃ) কে একবার প্রশ্ন করা হলোঃ 'একজন নারী তার স্বামীর ওপর কি কি অধিকার সংরক্ষণ করে যে অধিকারগুলি মেনে নিলে স্বামী একজন ভাল লোক বলে গণ্য হতে পারে?' জবাবে ইমাম বললেন ঃ 'স্ত্রীর অন্ন বস্ত্র সংস্থান করার মাধ্যমে এবং স্ত্রীর অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি মাফ করে দেবার মাধ্যমে'।" ১৭৭

'ইমাম সাদিক (আঃ) আরও বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি তার অধীনস্তদের শাস্তি প্রদান করে সে ব্যক্তি সম্মানিত হবার বা উঁচু দরের বলে পরিগণিত হবার আশা করতে পারে না'।" ১৭৮

দাম্পত্য কলহের আরেক অন্যতম উৎস হলো পারিবারিক ব্যাপারে শাশুড়ীর (স্ত্রীর মায়ের) নাক গলানো। মেয়ের বিয়ে দেবার আগে মায়েরা সবসময় চিন্তা করে যে তার জামাতাটি হবে আদর্শ স্বরূপ এবং তার মেয়েকে সে সবচেয়ে সুখী করতে পারবে। সে জামাতাকে সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তার প্রতি সদয় আচরণ করবে এই আশা করে যাতে করে সে ভবিষ্যতে তার ছোটখাট দোষত্রুটিগুলো সারিয়ে দিতে পারে।

শাশুড়ী কখনও কখনও দেখতে পায় জামাই চলনে বলনে তার প্রত্যাশা মতই হয়েছে, আবার কখনও কখনও দেখতে পায় অন্যরকম। জামাইয়ের এই

'অন্যরকম' ভাব সংশোধন করে তাকে পছন্দ মাফিক গড়ে নেবার জন্যে তখন কোন কোন শাশুড়ী উঠে পড়ে লেগে যায়। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, অন্যান্যদের অভিজ্ঞতা সম্ভাব্য সবকিছুকে মূলধন করে সে তখন মাঠে নেমে পড়ে। জামাতার প্রতি সে সহানুভূতির ভান দেখায় আবার সময় সময় কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করে। সবকিছু বুঝিয়ে শুনিয়ে দেবার দায়িত্ব নেয় আবার সময় সময় অভিযোগও করতে থাকে। তবে তার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে (অর্থাৎ জামাইকে মনের মত করে গড়ে পিটে নেবার জন্যে) সে তার মেয়েকেই মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং মেয়েকে স্বামীর ইচ্ছার বিরূদ্ধে চলার জন্যে প্রভাবিত করে। মেয়েকে সে কাজে লাগায় এবং বিভিন্ন সময়ে মেয়েকে বিভিন্ন রকম নির্দেশ দিতে থাকে। এভাবে স্বামী একদিন আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করে যে স্ত্রী তার আচরণের ব্যাপারে অত্যন্ত সমালোচনা মুখর হয়ে উঠেছে এবং সে তার আচার আচরণ পরিবর্তন করবার জন্যে জরুরী আবেদন জানাচ্ছে।

সদ্য বিবাহিতা অনভিজ্ঞ মেয়ে নিজের মা'কে তার নতুন দাম্পত্য জীবনের দরদী বলে মনে করে তাই মায়ের সব পরামর্শই সে মাথা পেতে নেয়। সুতরাং কোন পুরুষ যদি তার শাশুড়ীর পছন্দসই জামাতা হতে ব্যর্থ হয় তাহলে দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে অসন্তোষ ও কলহ যার পরিণতি বিবাহ বিচ্ছেদ বা মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে। একারণে অধিকাংশ পুরুষই শাশুড়ীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। নিজের স্ত্রীর অবাধ্য আচরণের পেছনে তারা শাশুড়ীর অশুভ প্রভাব খুঁজে পায় এবং একথা মনে করে যে মেয়ের মুখে মায়ের কথাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

এখন শাশুড়ী মাতা সম্পর্কে জামাতারা কি ধরনের অভিযোগ আনয়ন করে তার নমুনা শুনুন ঃ

"জনাব জাভেদ লিখছেনঃ আমার শাশুড়ী আম্মা যেন সাক্ষাৎ এক ডাইনী কিংবা ড্রাগন, দুই মাথাওয়ালা সাপ। আল্লাহ্তায়ালা নেকড়েদেরকে তার হাত থেকে রক্ষা করুক! আমার জীবনটাকে সে একটা জাহান্নামে পরিণত করেছে। মাথা খারাপ হবার সামান্যই বাকী রেখেছে আমার, মনে হয় দৌড়ে এক দিকে পালাই, পাহাড়ে বা মরুভূমির বুকে গিয়ে লুকাই। ... শাশুড়ী আম্মার কবলে পড়ে নাজেহাল অবস্থা শুধু আমার একারই নয়। কম বেশী

সর্বত্রই এই অবস্থা চলছে। আমার তো মনে হয় শতকরা পঁচানব্বইটা ক্ষেত্রে পুরুষেরা শাশুড়ী কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত। আর বাকী যে পাঁচজন তাদের বোধকরি শাশুড়ী (জীবিত বা উপস্থিত) নেই।" জনাব এফ মুহাম্মদ লিখছেনঃ 'আমার শাশুড়ী সবসময়ই আমার সাংসারিক ব্যাপারে নাক গলান। ছোট খাট ব্যাপার নিয়েও তিনি আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করেন। আমার পারিবারিক মর্যাদা সম্পর্কে তার মুখে নিন্দা-মন্দ শুনতে পাবেন। আমার স্ত্রীর জন্যে যখন আমি কিছু কিনে আনি তখন সেটার দোষ ত্রুটি তিনি খুঁজে বের করতে থাকেন। হয়ত বলবেন রঙটা পছন্দসই হয়নি, গড়নটা ভাল নয় কিংবা এরকম কিছু একটা বলে বলে জিনিষটাকে আমার স্ত্রীর কাছে হেয় করে তুলবেন।' জনাব কে পারভেজ লিখছেন ঃ আমার শাশুড়ী তো এমন অবস্থা করেছেন যে আমি আমার স্ত্রীকে তিন তিনবার প্রায় তালাক দিতেই উদ্যত হয়েছিলাম। তিনি (শাশুড়ী) দংশন করেন যেন বৃশ্চিকের মত। আমার স্ত্রীকে শেখান যেন আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে বাড়ী ঘরের কাজ ফেলে রাখে কিংবা আমার কাছে অসম্ভব কিছুর বায়না ধরে। আমার শাশুড়ী যখন আমার বাড়ীতে আসেন তখনই আমার বাড়ীটা একটা দোযখখানায় পরিণত হয়। তার মুখ দেখতেও সত্যি সত্যি আমার ঘেন্না হয়।" [১৭৯]

অধিকাংশ লোকই শাশুড়ির অপপ্রভাব থেকে স্ত্রীকে মুক্ত রাখার জন্যে মায়ের সঙ্গে মেয়ের মেলামেশা কমিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তারা স্ত্রীকে মা বাবার বাড়ীতে যেতে বাধা দেন। মোট কথা পুরুষ কোনভাবেই তার শাশুড়ীর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না এবং সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে নিজের এই অপছন্দের কথা ব্যক্ত করে। তবে শাশুড়ীকে ঠেকাতে পুরুষ যে সব উপায় সচরাচর গ্রহণ করে থাকে সেগুলো স্বাভাবিক হলেও সুচিন্তিত কিংবা সেগুলোকে বুদ্ধিমানের মত কাজ বলে রায় দেয়া যায় না। কারণ মা ও মেয়ের সম্পর্ক হলো অত্যন্ত জোরালো এক সম্পর্ক - এ হলো এক স্বভাবগত বন্ধন যা সহজে ছিন্ন হবার নয়। যে মা-বাবা বছরের পর বছর তাকে লালন পালন করে এত বড়টি করেছে সেই মা-বাবার কাছ থেকে মেয়েকে দূরে সরিয়ে রাখার আশা কি করে একজন পুরুষ করতে পারে ? পুরুষের এই প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত নয়। যদি তার প্রত্যাশা পূরণও হয় তবু তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। যে কোন প্রকৃতি বা স্বভাববিরুদ্ধ কর্মের মতই তা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। আর কোন নারী যদি একথা বুঝতে পারে যে তার স্বামী শ্বশুর–শাশুড়ীকে পছন্দ করে না তাহলে সেও স্বামীর মা–বাবার প্রতি

একইরকম অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। স্বামীর পরিবারের প্রতি তার আচরণ হয়ে উঠতে পারে উদ্ধত, বেয়াদবীপূর্ণ। তদুপরি শাশুড়ীর প্রতি কোন লোকের বিরূপ আচরণ তার শাশুড়ীকে পাল্টা সুযোগ এনে দিতে পারে। শাশুড়ীকে পারিবারিক ব্যাপার থেকে দূরে রাখবার জন্যে সে এইরকম আচরণ করছে কিন্তু এই আচরণকেই ছুতা হিসেবে ব্যবহার করে তার শাশুড়ী তার দাম্পত্য জীবনে আরও বেশী বেশী করে অনুপ্রবেশ করতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে শাশুড়ীকে প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই ধরণের কর্মকান্ডের ফলাফল সম্পূর্ণ নেতিবাচক হয়ে থাকে যার ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়াও সম্ভব। তাহলে স্ত্রীর তরফের সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে যেখানে পুরুষ লাভবান হতে পারে সেখানে তার এই ধরণের অবস্থান নেয়া কতটুকু যথার্থ ?

"ভারতীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭১ সালে নয়াদীল্লিতে সংঘটিত ১৪৬ টি আত্মহত্যার পেছনে মূল কারণ ছিল শাশুড়ী ও জামাতার বৈরী সম্পর্ক ।" ১৮০

"পারিবারিক বিষয়ে শাশুড়ীর নাক গলানো জনৈক ব্যক্তির কাছে এতই অসহ্য হয়ে ওঠে যে সে ট্যাক্সির জানালা দিয়ে তার শাশুড়ী আম্মাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।" ১৮১

"আরেক ব্যক্তি হাতুড়ীর আঘাতে তার শাশুড়ীর মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে শ্যালক ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে ছুরিকাঘাত করে এবং পালিয়ে যায়।" ১৮২

"জনাব ... শাশুড়ীর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে তার মাথায় গরম মাংসের ঝোল ঢেলে দিয়েছিল। মহিলাকে হাসপাতালে নিতে হয়, সুস্থ হবার পর সে জানায় তার মেয়ে ইতিমধ্যেই স্বামীর কাছে বিবাহ বিচ্ছেদ চেয়েছে। এরকম লোকের সঙ্গে ঘর করা তার মেয়ের পক্ষে অসম্ভব।" ১৮৩

"শাশুড়ীর কারণে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে এক লোক আত্মহত্যা করে বসে।" ১৮৪

এখানে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ সম্ভবতঃ গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১। শাশুড়ী অর্থই জামাতার সঙ্গে বৈরী সম্পর্কে সম্পর্কিত এরকম ভাবার কারণ নেই। শাশুড়ী জামাতার শত্রু তো নয়ই বরং তার পক্ষে জামাতাকে আদর করাই অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং যেটা বিয়ের পর প্রথম জামাইরা প্রত্যক্ষই দেখতে পায়। তদুপরি, শাশুড়ী সর্বদাই জামাইকে অত্যন্ত আপন

বলে বিবেচনা করে কারণ তার মেয়ের সুখদুঃখ ভাল থাকা না থাকা এই ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল। তাই যখন কোন মা মেয়ে ও জামাইয়ের দাম্পত্য ব্যাপারে নাক গলায় তখন এর অন্য কোন অপব্যাখ্যার সুযোগ নেই। সে এই কাজ কেবল মাত্র মেয়ের মঙ্গল কামনা থেকেই করে থাকে। সে সহানুভূতির সাথেই ব্যাপারটা সারতে চায় কিন্তু কখনও কখনও অজ্ঞানতাবশতঃ হয়ত ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলে কিংবা ক্ষতিকর পরামর্শ দিয়ে বসে। তাই শাশুড়ী সম্পর্কে অতিরিক্ত সমালোচনার মনোভাবও ভালো নয়।

২। মা ও শিশুর সম্পর্ক হলো এক প্রাকৃতিক বন্ধন যা সহজে ছিন্ন হবার নয়। যে কেউই এই সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবার চেষ্টা (বা অপচেষ্টা) চালাক না কেন সে ব্যর্থ হতে বাধ্য। এধরণের চেষ্টা প্রকৃতির নিয়ম বিরোধী এবং কোন মতেই তা সমর্থনের যোগ্য হতে পারে না।

পুরুষের মত নারীও সমানভাবেই নিজ মাতা-পিতার প্রতি সংবেদনশীল। তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উচিত পরস্পরের মা-বাবা ভাইবোনসহ সকলের সাথে সুস্পর্ক বজায় রাখা যা উভয়ের জন্যেই কল্যাণকর। নিজের বুদ্ধিমত্তা, শ্রদ্ধাশীলতা ও আদব কায়দার গুণে একজন পুরুষ তার শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারে। সে যে এদের কন্যাকে যথার্থ ভালবাসে একথাও এদের সামনে তার স্পষ্ট করে তোলা উচিত। শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে স্ত্রীকে সমালোচনা করা তার উচিত নয়। তারা মুরুব্বী তাই তাদের কাছ থেকে বুদ্ধি-পরামর্শ ও ধর্মীয় উপদেশও সে গ্রহণ করতে পারে। যদি তারা কোন ভুল কাজ করেন বা ভুল পরামর্শ দেন সে ক্ষেত্রে তার উচিত বিনয় ও যুক্তির সাথে তাদের ভুলগুলো তুলে ধরা। তাদের সাথে রূঢ় ব্যবহার করা কখনই তার পক্ষে সঙ্গত নয়। বিবাহিত ব্যক্তিকে তার শ্বশুরবাড়ীর সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নীতিকে তার অন্যতম কর্তব্য এবং দাম্পত্য জীবনকে সফল করবার অন্যতম চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করা উচিত। এই নীতি বজায় রাখার মাধ্যমে জীবনের বহু সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় এবং বহু সমস্যা সহজে সমাধানও করা যায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা উচিত, শাশুড়ী সবসময় সমস্যা সৃষ্টির জন্যে দায়ী নন, বরং সমস্যা এড়িয়ে যাবার জন্যে এবং সমস্যা সমাধানের জন্যে প্রতিটি বিবাহিত পুরুষেরই কর্তব্য হলো শ্বশুরবাড়ীর সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। বাস্তবে অনেকেই শাশুড়ীর সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে চলছেন এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে।

"জনাব মানুচেহের (Manuchehr) লিখছেন ঃ আমার শাশুড়ী যেন সাক্ষাৎ দেবী। তিনি যেমন দয়াবতী তেমনি সবকিছু ভালমত বুঝতেও পারেন, তাই আমি তাকে মায়ের চেয়েও বেশী ভালবাসি। আমাদের সমস্যায় তিনি সবসময়ই আমাদের পাশে থাকেন। তার অস্তিত্ব যেন আমার পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে এক নিশ্চয়তা স্বরূপ।" ১৮৫

কোন ব্যক্তির শাশুড়ী যদি অজ্ঞ, মূর্খ, একরোখা এবং বেমানান ধরণের মহিলাও হয় তবু তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করা উচিত নয়। এই ধরণের মহিলা অন্যের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে তবু এদের অন্যায় আচরণের জবাবে ক্ষিপ্ত না হয়ে গিয়ে শান্ত থাকা দরকার। কারণ একমাত্র সহৃদয় আচরণ করলেই নিজের দাম্পত্য জীবনকে রক্ষা করা যায়। অন্যথায় যৌথ জীবনই নষ্ট হয়ে যাবে। বরং নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আরও আন্তরিকতা গড়ে তোলার মাধ্যমে এরকম পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার যাতে স্ত্রী তার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে শুরু করে। এরপর তার কর্তব্য হলো স্ত্রীর সাথে তার মায়ের ভুল বা অন্যায়গুলো নিয়ে আলোচনা করা এবং এর মারাত্মক পরিণতি যুক্তিপূর্ণভাবে স্ত্রীর সামনে তুলে ধরা। কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে গভীর বোঝাপড়া গড়ে তুলতে সক্ষম হয় তাহলে শুধু শাশুড়ী সংক্রান্ত সমস্যা নয় অন্যান্য বহু সমস্যাই সহজে সমাধা করা সম্ভব। তাই ভদ্র আচরণ করুন। আপনার শ্বশুর বাড়ীর সবার সাথে সহৃদয় আচরণ করুন যাতে করে আপনার দাম্পত্য জীবন সফল হয়।

"ইমাম আলী (আঃ) বলেন ঃ 'বন্ধুত্ব গড়ে তোলা হলো জ্ঞানীর মত কাজ'।"১৮৬

"ইমাম আলী (আঃ) আরও বলেন ঃ 'মানুষের সাথে মেলামেশা করা এবং তাদের সাথে ভদ্র ব্যবহার মানুষকে খারাপ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত রাখে'।" ১৮৭

"ইমাম আলী (আঃ) আর ও বলেন ঃ 'অন্যদের সাথে মেশ এবং ভাল কাজ কর। অভিযোগ করা এবং অন্যদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া থেকে বিরত থাকো'।" ১৮৮

মনোযোগী হউন

নারী হল আবেগের বশীভূত, আবেগের কাছে তার যুক্তি ভেসে যায়। পুরুষের তুলনায় তার সংবেদনশীলতার মাত্রা খুবই বেশী, নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখবার ক্ষমতা খুবই কম। সহজেই তাকে প্রতারিত করা যায়, সে জানেনা কেমন করে নিজের আবেগগুলোকে দমন করে রাখা যায়। সহসা সে ভেঙ্গে পড়ে, আর একবার ভেঙ্গে পড়লে দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে না। অনায়াসে বা সামান্য প্রয়াসেই তাকে আমোদিত করা যায় কিংবা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলা যায়। তাই স্বামী যদি স্ত্রীর আচরণ ও কাজকর্মের ভালমন্দ দেখে দেন তাহলে স্ত্রী কর্তৃক সহসা ভুলত্রুটি করে ফেলবার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। এ কারণে পবিত্র ইসলাম ধর্ম পুরুষকে পরিবারের অভিভাবক ঘোষণা করেছে এবং পরিবারের ঘটনাবলীর দায়-দায়িত্ব পুরুষের ওপর অর্পণ করেছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ "পুরুষরা হলো নারীদের অভিভাবক ও ভরন-পোষণকারী কারণ, আল্লাহ তাদের একাংশকে অপর অংশের উপর গুণান্বিত করেছেন এবং পুরুষরা তাদের ধন-সম্পদ নারীদের জন্য ব্যয় করে। সাধ্বী নারী তারাই যারা অনুগতা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে গোপনীয়তা রক্ষা করে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত স্বামীর আর সব অধিকারের হিফাজত করে।" । ...(৪:৩৪)

সুতরাং পুরুষ - যাকে পরিবারের রক্ষাকর্তা বলে গণ্য করা হয়েছে স্ত্রীর কার্যকলাপ সম্পর্কে তার উদাসীন থাকা উচিত নয়। সর্বদা স্ত্রীর কাজকর্ম তদারক করা এবং পরিচালনা করা তার পক্ষে আবশ্যক কর্ম। তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন স্ত্রী বিপথগামী লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা না করে বা সম্পর্ক রক্ষা না করে। আজে বাজে লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার খারাপ পরিণতি যুক্তিপূর্ণভাবে স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিতে হবে। অশোভন কাপড়চোপড় পরিধান করে কিংবা যৌন আবেদনমূলক কাপড়-চোপড় পরিধান করে স্ত্রীকে বাইরে যেতে অনুমতি দেয়া চলবে না। স্ত্রীকে দুর্নীতিপূর্ণ লোকদের সমাবেশে কিংবা ফালতু পার্টিতে যোগ দিতে দেয়া চলবে না।

এ হলো সাদামাটা বাস্তব কথা যে যদি স্ত্রীকে খেয়ালখুশীমত লোকজনের সাথে মেলামেশা করতে দেয়া হয় কিংবা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে

দেয়া হয় তাহলে সহসাই সে শয়তান লোকজন যারা বেশরিয়তি জীবনযাপন করে তাদের খপ্পরে পড়ে যাবে। পুরুষদের প্রতি অনুরোধ, লক্ষ্য করে দেখুন কত বহু সংখ্যক নারী তাদের স্বামীদের অসতর্কতার কারণে দুর্নীতিগ্রস্ত জীবনে জড়িয়ে পড়েছে। অনেক নারীই রাত্রিকালীন পার্টিগুলিতে প্রতারণার শিকারে পরিণত হয়ে থাকে। এই ধরণের পার্টি থেকে যেসব ঘটনার সূত্রপাত হয় তার জের ধরে অনেক দাম্পত্য জীবনই নষ্ট হয়ে যায়, অনেক শিশুকেই হারাতে হয় তাদের স্নেহময় পারিবারিক জীবন।

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অশোভন কাপড় পড়ে বাইরে যেতে দেয়, সবধরনের মানুষের সাথে মেলামেশা বা বন্ধুত্ব করতে দেয় কিংবা আজেবাজে পার্টিতে যেতে বাধা দেয়না বস্তুতঃ সে নিজেই নিজের প্রতি, নিজের সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীর প্রতি মস্ত বড় শত্রুতা করে বসে। এহেন অসতর্কতা বা অযত্ন প্রদর্শনের ফলে তার স্ত্রী বহুবিধ বিপদের দিকে এগিয়ে যাবে যেসব বিপদের হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। পেট্রোল হলো দাহ্য পদার্থ আর আগুনের কাজ হলো তা পোড়ানো। তাই আগুনের পাশে পেট্রোল রেখেও তা জ্বলে উঠবে না ভাবা বিরাট মূর্খতার শামিল।

এরা কত অজ্ঞ ও সরল যারা কিনা নিজ স্ত্রী বা কন্যাদেরকে অশোভন কাপড় পরে রাস্তায় বেরুতে দেয় আবার একই সঙ্গে যুবকদের মোহিত দৃষ্টির দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়।

এ জাতীয় স্বাধীনতার পরিণাম মারাত্মক। কোন নারী যদি তার স্বামীকে বশীভূত রেখে তার অবৈধ কামনা চরিতার্থ করতে সফল হয় তাহলে সে তার খেয়াল খুশীমূলক আচরণের মাত্রা ক্রমাগত বাড়াতেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত স্বামীকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে থাকে। পারিবারিক জীবনে যার পরিণতি বিষময়।

"এ কারণেই ইসলাম ধর্মের নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'পুরুষ হলো পরিবারের অভিভাবক এবং অভিভাবক মাত্রই অধীনস্থদের কী দরকার না দরকার তার দেখাশোনা করবার দায়িত্বপ্রাপ্ত'*।" [১৮৯]

"নবীজী (সাঃ) আরও বলেন ঃ *'নারীকে সৎ কর্মের আদেশ দাও যেন তারা তোমার দ্বারা অসৎ কর্ম সম্পাদনের সুযোগ না পায়'*।" [১৯০]

"নবীজী (সাঃ) তদুপরি বলেন ঃ *'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর আজ্ঞাবহ আল্লাহ্ তার মুখে অগ্নি নিক্ষেপ করবেন।* একথা শুনে নবীজীকে (সাঃ) প্রশ্ন করা হলো ঃ 'আজ্ঞাবহ বলতে এখানে ঠিক কি বোঝানো হচ্ছে?' আল্লাহ্র নবী (সাঃ) জবাব দিলেন ঃ *'যখন স্ত্রী হাম্মাম খানায়, বিবাহ উৎসবে, আনন্দ-উৎসবে কিংবা শোক সভায় ফিনফিনে পাতলা কাপড় পরে যেতে চাইলো এবং স্বামী সেকথা শুনলো'* ।"[১৯১]

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ 'পুরুষের জন্যে এটা আশীর্বাদ স্বরূপ যে সে তার পরিবারের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়কে পরিণত হয়' ।" [১৯২]

"ইসলামের নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সাজসজ্জায় পূর্ণ হয়ে ঘরের বাইরে যেতে অনুমতি দেয় সে ব্যক্তি হীন-আত্মা এবং যদি অপর কেউ তাকে এই বলে গালি দেয় তাহলে তার পাপ হবেনা। এবং কোন নারীর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে সুগন্ধি মেখে সাজসজ্জা করে ঘরের বাইরে যেতে অনুমতি দেয় তাহলে আল্লাহ্তায়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামে একটি করে বাসস্থান নির্ধারিত করে দেবেন'* ।"[১৯৩]

পরিশেষে দু'টি বিশেষ দিক আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ঃ

১। একথা ঠিক যে স্বামীকে স্ত্রীর দিকে নজর রাখতে হবে কিন্তু এই নজরদারির কাজ বুদ্ধিমত্তার সাথে করতে হবে, করতে হবে সতর্কতার সাথে। ক্রুদ্ধতা বা রাগারাগি করলে চলবে না। স্ত্রী যেন মনে না করে যে তার স্বামী সর্বদা তার ওপর হুকুমদারী করে চলেছে। এতে করে স্ত্রী কথা শোনার বদলে ক্ষেপে যাবে।

পুরুষের জন্যে শ্রেষ্ঠ পথ হলো যে সে নারীর প্রতি দরদপূর্ণ আচরণ করে এবং নারীকে বুঝতে চেষ্টা করে। তার ব্যবহার হওয়া উচিত একজন সহানভূতিশীল সঙ্গীর মত। স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলা দরকার যে তার ভুলের ফলে কত ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এভাবে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা দরকার যাতে স্ত্রী স্বতঃ উৎসাহিত হয়ে আগ্রহের সাথে সঠিক পথটি বেছে নেয়, ভুল পথ পরিহার করে।

২। পুরুষের আচরণ হওয়া দরকার সংযত, খুব বেশী কঠোর হওয়া তার অনুচিত। আবার অত্যন্ত সাদাসিধা বা আলাভোলা হলেও চলবে না।

পুরুষের মত নারীরও রয়েছে স্বাধীনতার অধিকার। নিজস্ব ন্যায়সঙ্গত পরিবেশে সে সম্পূর্ণ মুক্ত বা স্বাধীন। যেমন মা-বাবার সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং যথাযোগ্য বান্ধবীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রেও তাকে কোন বাধা দেয়া যাবেনা। সংক্ষেপে বলতে গেলে মাত্র অল্প কিছু ক্ষেত্রেই নারীকে তার আকাঙ্খা বা ইচ্ছা চরিতার্থ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। অবশ্য এসব ক্ষেত্রেও মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে চলবে না। মাত্রাহীন কঠোরতা ক্ষতিকর যা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট করে, ক্ষুব্ধতার জন্ম দেয়। স্বামীর কঠোর আচরণের ফলে নারী তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে। এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদও চেয়ে বসতে পারে।

"মিসেস ... নামক একজন যুবতী কোর্টে উঠে বলল ঃ ' জনাব ... এর সাথে আমার বিয়ে হয় পাঁচ বছর আগে। আমাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। মাঝে মাঝে আমার স্বামী মানুষের সাথে অত্যন্ত অমিশুকের মত আচরণ করতেন। আমাকে কারও সাথে মিশতে দিতেন না। এমনকি বাইরে যাবার সময় দরজায় তালা দিয়ে আমাকে ভেতরে রেখে যেতেন। আমরা তার বাড়ীতে বন্দীর মত দিন কাটাতাম। এমনকি আমার মা-বাবার সাথেও দেখা করতে যেতে পারতাম না। তার ব্যবহারের কারণে আমার বাপের বাড়ীর কেউ আমাদের সাথে দেখা করতে আসত না। এ অবস্থায় আমি যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। একদিকে তার সাথে জীবন কাটানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে আরেক দিকে দুঃশ্চিন্তা এই শিশুগুলোর ভবিষৎ কি ? তাই আমি আদালতের শরণাপন্ন হবো ঠিক করলাম। হয়ত আদালত কিছু ন্যায়বিচার করতে পারবেন।" [১৯৪]

দুঃখের বিষয় হলো এরকম পুরুষেরা এত বেশী কঠোর যা প্রায় উন্মত্ততার পর্যায়ে পড়ে এবং এদের স্ত্রীরা স্বামীর সাথে বসবাসের আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে বাধ্য হয়। স্বামীর ওপর তাদের ক্ষোভ এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে তারা এমনকি সন্তান থাকা সত্ত্বেও তালাক চেয়ে বসে।

স্ত্রীকে তার নিকটাত্মীয়দের সাথে মেলামেশা করতে বারণ করবার দরকার রয়েছে কি ? স্বামী কি একথা জানেন না যে যদি অতিরিক্ত কড়াকড়ি করা হয় তাহলে কোন কোন নারীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে এবং পরিণতিতে তারা তাদের ভদ্র-মার্জিত আচরণও পাল্টে ফেলতে পারে ? এইরকম কড়াকড়ির ফলে অনেক পরিবার যে ভেঙ্গে যায় সেকথা কি স্বামীরা শোনেননি বা

দেখেননি ? কোন কোন স্ত্রী হয়ত নিরুপায় হয়ে স্বামীর এই বাড়াবাড়ি কড়াকড়ি অনুশাসন মেনেও নিতে পারে কিন্তু তাতে পারিবারিক জীবনের সহজ স্বাভাবিক প্রাণবন্ততা অবশিষ্ট থাকবে না। যে নারী স্বামীর গৃহকে মনে করে একটা কয়েদখানা তার কাছ থেকে কি স্বামী-সন্তানের প্রতি দরদ কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত গৃহকর্ম আশা করা যায় ?

পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে স্বামীর ক্ষমতা

যদিও সংসার স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই এবং সংসার পরিচালনার ব্যাপারে তারা পারস্পরিক সহযোগীতা ও কাজকর্ম ভাগাভাগি করে নেবার নীতি মেনে চলেন তবুও প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়া স্বাভাবিক। স্বামী হয়ত ভাবেন তার স্ত্রীর উচিত স্বামীর মতের সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করা এবং সংসারের ব্যাপারে সব সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার স্বামীরই। কিন্তু স্ত্রী হয়ত নিজের এই একান্ত অনুগতের ভূমিকা মেনে নাও নিতে পারে। ফলশ্রুতিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা দিতে পারে ঝগড়া-বিবাদ, তর্কাতর্কি। উভয়েই তখন তারস্বরে প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে তার মতামতটাই শ্রেষ্ঠ, যুক্তিপূর্ণ এবং সেটাই মেনে নেয়া উচিত। এই রকম সংকটের সমাধান হল স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই নিজেকে শ্রেয়তর বলে দাবী করবার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। বরং সবদিক গভীরভাবে পর্যালোচনা করে মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার চেষ্টা করতে হবে। তারা যদি উভয়েই একগুঁয়েমি পরিহার করতে পারে একমাত্র তাহলেই এর সমাধান সম্ভব।

কোন কোন স্বামী স্ত্রীকে সবসময় নানাবিষয়ে হুকুম করতে থাকে আর কখনও যদি স্ত্রী হুকুমের বিরোধীতা করে তাহলে নিজের রেগে যাবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে বলে মনে করে। এরা এরকম পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে শাস্তি দেয়া এমনকি মারধোর করাটাকেও অন্যায় বলে মনে করে না। কিন্তু এই মনোভাব কখনই সঠিক বা ন্যায়সঙ্গত নয়। আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগের (ইসলাম আগমনের পূর্বে অন্যায় ও পাপপূর্ণ যুগের) পুরুষরাই কেবল স্ত্রীকে আঘাত ও মারধোর করতো।

"সম্মানিত নবী (সঃ) মেয়েদের গায়ে হাত তোলা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন যদি না বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যখন শাস্তিপ্রদান ওয়াজিব হয়ে পড়ে।"[১৯৫]

"নবীজি (সঃ) আরও বলেছেনঃ *'আমি সেই পুরুষের আচরণে বিস্মিত যে স্ত্রীকে মারধোর করে। স্ত্রীর চেয়ে বরং মারধোর তার নিজেরই প্রাপ্য। হে জনমন্ডলী ! তোমাদের নারীদেরকে দন্ডাঘাত করোনা কারণ এইরকম কর্মের জন্যে রয়েছে কিসাস (প্রতিশোধ)'*।" ১৯৬

যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, যে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে সুখ-শান্তি প্রত্যাশা করে আছে, যে স্ত্রী চায় স্বামী তার সাথে সুখদুঃখ ভাগাভাগি করে নিক, সেই স্ত্রীকে অত্যাচার করা স্বামীর পক্ষে কোন ন্যায়সঙ্গত আচরণ হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বিবাহের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা একজন নারীর সকল আস্থা ও ভরসা তার স্বামীর ওপর ছেড়ে দেন সুতরাং পুরুষ যদি স্ত্রীর সাথে অন্যায় আচরণ করে তাহলে তা হবে আল্লাহ্তায়ালার সাথে বেঈমানির সামিল।

"ইমাম আলী (আঃ) বলেন ঃ 'নারীদেরকে পুরুষের কাছে আমানত হিসাবে রাখা হয় সুতরাং তাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের দায় নারীদের নিজের কারণে নয়। তোমাদের (পুরুষদের) কাছে নারী যেন আল্লাহ্তায়ালার এক গচ্ছিত সম্পদ স্বরূপ। সুতরাং নারীদেরকে আঘাত করোনা এবং তাদের জীবনকে বিষময় করে তুলো না'।" ১৯৭

একজন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে আঘাত করে বা মারধোর করে তাহলে স্ত্রীর মনের ওপরেও অসম্ভব চাপ সৃষ্টি হয় যার ফলে স্ত্রী বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। আর পরিবার থেকে মায়া-মহব্বত ও হৃদ্যতা-প্রাণবন্ততা বাষ্পের মত উড়ে যায়। স্ত্রীই যদি আহত-বিক্ষত হয়ে পড়ে তাহলে আর সুস্থ-স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্ক তার সাথে কিভাবে বজায় রাখা সম্ভব ? সত্যিই এই অপকর্মের নিন্দার ভাষা নাই।

"আল্লাহ্র নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'ওহে জনমন্ডলী ! কেমন করে তোমরা স্ত্রীকে প্রহার করতে পার আবার পরে তাকেই আলিঙ্গন করতে পার'।*" ১৯৮

যদি বিশেষ পরিস্থিতিজনিত ব্যাপার, যেরকম ব্যাপারের কথা আমরা একটু পরেই বলছি – থাকার কারণে স্বামী তার স্ত্রীর ওপর অধিকার সংরক্ষণ না করেন তাহলে স্বামীর জন্যে এরকম কোন অনুমোদন ইসলামে নেই যে অবাধ্যতার অজুহাতে সে স্ত্রীকে প্রহার করতে পারবে। স্ত্রী কিন্তু ঘরমোছা, কাপড় ধোয়া, রান্নাবান্না করা ইত্যাদি গৃহস্থালী কাজ করার ব্যাপারে আইনতঃ

বাধ্য নয়। যদিও অধিকাংশ নারী নিজে থেকেই এসব করে থাকে কিন্তু তবু এগুলো তার জন্যে কোন বাধ্য-বাধকতা নয়। তাই নারী যে গৃহকর্ম সুনিপুণভাবে প্রতিদিন সমাধা করে চলেছে এজন্যে পুরুষের উচিত তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। আর তাই কোন নারী যদি গৃহকর্ম করতে অস্বীকার করে বসে তাহলে পুরুষের এরকম কোনই অধিকার নেই যে তাকে শাস্তি দেয়।

কেবল মাত্র নিম্নোক্ত দু'টি ক্ষেত্রে ইসলাম স্ত্রীকে শাস্তি প্রদান অনুমোদন করেছেঃ

১। একজন পুরুষ আইন সম্মতভাবে ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তার স্ত্রীর কাছ থেকে যৌন তৃপ্তি ও আনন্দ চাইবার অধিকার রাখে এবং এই (যৌন) সম্পর্ক থেকে সবধরণের উপভোগ লাভ করবার বৈধ এখ্তিয়ার তার আছে। স্ত্রী আইন-সঙ্গতভাবে স্বামীর যৌন আকাঙ্খা চরিতার্থ করতে দায়িত্ববদ্ধ। যদি কোন স্ত্রী তা করতে অস্বীকার করে তাহলে স্বামীর উচিত প্রথমতঃ তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বশীভূত করা। কিন্তু স্বামী যদি উপলব্ধি করেন যে স্ত্রীর এই আচরণ বিদ্বেষ প্রসূত এবং তার পক্ষে এই পরিস্থিতি অসহনীয় তাহলে যথাযথ নির্দেশিত পদক্ষেপসমূহ (prescribed stages) গ্রহণ সাপেক্ষে সে স্ত্রীকে শাস্তি দিতে পারে।

আল্লাহ্তায়ালা কোর্আন শরীফে বলেনঃ ".... এবং যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর সয্যা বর্জন কর এবং প্রহার কর। অতঃপর তারা যদি তোমাকে মেনে চলে তাদের ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুউচ্চ মহান"।" (৪:৩৪)

সুতরাং কোরআন শরীফে যখন স্ত্রী স্বামীর সাথে যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে অযৌক্তিক আচরণ করে থাকে তখন শাস্তির চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে প্রহারকে অনুমোদন করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায় হলো তাকে উপদেশের সাহায্যে বুঝাবার চেষ্টা করা। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীকে বর্জন করা অর্থাৎ তার বিছানায় না যাওয়া যার সাহায্যে তাকে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে তোমার স্বামী তোমার ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। এরপরও যদি অবস্থার উন্নতি না ঘটে এবং এখনও যদি এই স্ত্রী স্বামীকে প্রত্যাখান করে চলে তাহলে পুরুষের জন্যে এই অনুমোদন রয়েছে যে সে স্ত্রীকে প্রহার করে (হালকাভাবে)। কিন্তু এই সীমা অতিক্রম করে আর অগ্রসর হওয়া কোন

অবস্থাতেই চলবে না এবং নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়া চলবে না। পুরুষদেরকে মনে রাখতে হবে যে ঃ

ক) স্ত্রীকে প্রহারের এই অনুমতি তাকে দেয়া হয়েছে স্ত্রীকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে, কোন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে এই অনুমোদন দেয়া হয়নি;

খ) এই প্রহার শুধু হাতে অথবা হালকা-পাতলা কাঠের লাঠির সাহায্যে করা যাবে;

গ) এরকম মার কোন অবস্থাতেই মারা যাবে না যাতে কালশিটে পড়ে যায় (বা শরীরের কোথাও নীলচে বা লাল দাগ পড়ে যায়)। যদি মারের ফলে এরকম হয় তাহলে অবশ্যই স্বামীকে জরিমানা (দিয়াহ্) দিতে হবে;

ঘ) শরীরের নরম স্থান যেমন চোখ, মাথা, পাকস্থলী ইত্যাদি জায়গায় আঘাত করা চলবে না;

ঙ) কোন অবস্থাতেই শারীরিক শাস্তির মাত্রা এত কঠিন হতে পারবে না যাতে করে পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক হয় বা স্ত্রীর মনে স্বামীর বিরুদ্ধে আরও বিরূপভাব জেগে ওঠে;

চ) স্ত্রীকে এই শাস্তি দেবার সময় স্বামীকে মনে রাখতে হবে যে স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখাই তার উদ্দেশ্য, দাম্পত্য প্রেমকে ধ্বংস করা তার উদ্দেশ্য নয়;

ছ) স্বামীর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ না করার পেছনে স্ত্রীর যদি যথেষ্ট যুক্তি থাকে তাহলে স্বামী স্ত্রীকে অনুরূপ শাস্তি দেবার অনুমোদন পাবে না। যেমন হয়ত স্ত্রীর তখন মাসিক চলছিল কিংবা ইহ্রাম (হজ্জের কাপড়) বেঁধেছিল অথবা শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিল। এ সমস্ত কারণগুলির প্রতিটিই গ্রহণযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত এবং এসব কারণগুলির কোন একটির ফলে স্ত্রী যদি স্বামীর বশীভূত না হয়ে থাকে তাহলে স্বামী তাকে শাস্তি দেবার অনুমোদন পাবে না।

২। স্ত্রী কেবলমাত্র তার স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে। অনুমতি ছাড়া বাইরে যাওয়া আইনতঃ বৈধ নয়, পাপ তো বটেই।

হাদীসে আছে যে নবীজী (সাঃ) স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর বাড়ীর বাইরে যাওয়া অনুমোদন করেননি। তিনি বলেনঃ *'যে নারী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরের বাইরে যায় বেহেশ্তের সমস্ত ফেরেশ্তাদের অভিশম্পাত তার ওপর*

পতিত হবে, যতক্ষণ সে বাড়ী না ফেরে ততক্ষণ তাকে যারা দেখতে পাবে সে জ্বীনই হোক বা মানুষই হোক তাদের সকলের অভিশম্পাত তার ওপর পতিত হবে' ।' ১৯৯

এটা হলো পুরুষের যথার্থ অধিকার যা প্রতিটি স্ত্রীকেই মেনে চলতে হবে। কিন্তু তাই বলে এই ব্যাপার নিয়ে পুরুষদেরও উচিত নয় তাদের স্ত্রীদের সাথে বাড়াবাড়ি করা। তাদের উচিত সম্ভব মত স্ত্রীকে বাইরে যাবার অনুমতি প্রদান করা। পুরুষদেরকে এই অধিকার নারীদের ওপর নিজের ক্ষমতার দাপট দেখানোর জন্যে বা বলপ্রয়োগের ক্ষমতা দেখাবার জন্যে দেয়া হয়নি। বরং তারা যেন স্ত্রীদেরকে অনাকাঙ্খিত ও অনুপযুক্ত স্থানে যাবার ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে সে জন্যেই দেয়া হয়েছে। এই নিয়ে যদি পুরুষ অতিরিক্ত কড়াকড়ি করে তাহলে এই অধিকার যে কোন কাজেই আসবে না শুধু তাই নয় পারিবারিক সম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এমনকি স্ত্রী বেয়াদবি বা অমান্য করবার প্রবণতা দেখাতে পারে। স্ত্রীর পক্ষে তখন দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে লুকিয়ে বাইরে যাওয়া শুরু করাও বিচিত্র নয়। পুরুষকে অবশ্যই স্ত্রীর বাজে জায়গায় যাতায়াত বা অনুপযুক্ত পরিবেশ বা পার্টি, অনুপযুক্ত দাওয়াত বা মজলিশে যাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। স্বামীর প্রতি এই আনুগত্য স্ত্রীর জন্যে ধর্মীয় কর্তব্য স্বরূপ। স্ত্রী যদি অবাধ্য হয় তাহলে স্বামী তাকে শাস্তি দিতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রেও শাস্তি প্রদানের ব্যাপারটি করতে হবে ধাপে ধাপে।

কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি ছাড়াও স্ত্রী বাইরে যাবার এখ্‌তিয়ার রাখে এবং এসব ক্ষেত্রে স্ত্রীকে শাস্তি প্রদানের কোন অধিকার স্বামীর নেই যেমন ঃ

ক) ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাড়ীর বাইরে যাওয়া;

খ) যদি তার আর্থিক ও অন্যান্য সঙ্গতি থাকে তাহলে হজ্জের জন্যে বাড়ীর বাইরে যাওয়া;

গ) ধার পরিশোধ করার জন্যে বাইরে যাওয়া তবে এমন অবস্থায় যে বাড়ীর বাইরে না গিয়ে ঘরে বসে ধার পরিশোধ করা যাচ্ছিল না।

সন্দেহপরায়ণ পুরুষ

স্ত্রীর প্রতি নজর রাখা পুরুষদের জন্যে বিধেয় তাই বলে সেটাকে সন্দেহ বা অবিশ্বাসের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। কিছু কিছু স্বামী স্ত্রীর প্রতি এরকম

অবস্থাতেই চলবে না এবং নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়া চলবে না। পুরুষদেরকে মনে রাখতে হবে যে ঃ

ক) স্ত্রীকে প্রহারের এই অনুমতি তাকে দেয়া হয়েছে স্ত্রীকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে, কোন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে এই অনুমোদন দেয়া হয়নি;

খ) এই প্রহার শুধু হাতে অথবা হালকা-পাতলা কাঠের লাঠির সাহায্যে করা যাবে;

গ) এরকম মার কোন অবস্থাতেই মারা যাবে না যাতে কালশিটে পড়ে যায় (বা শরীরের কোথাও নীলচে বা লাল দাগ পড়ে যায়)। যদি মারের ফলে এরকম হয় তাহলে অবশ্যই স্বামীকে জরিমানা (দিয়াহ্) দিতে হবে;

ঘ) শরীরের নরম স্থান যেমন চোখ, মাথা, পাকস্থলী ইত্যাদি জায়গায় আঘাত করা চলবে না;

ঙ) কোন অবস্থাতেই শারীরিক শাস্তির মাত্রা এত কঠিন হতে পারবে না যাতে করে পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক হয় বা স্ত্রীর মনে স্বামীর বিরুদ্ধে আরও বিরূপভাব জেগে ওঠে;

চ) স্ত্রীকে এই শাস্তি দেবার সময় স্বামীকে মনে রাখতে হবে যে স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখাই তার উদ্দেশ্য, দাম্পত্য প্রেমকে ধ্বংস করা তার উদ্দেশ্য নয়;

ছ) স্বামীর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ না করার পেছনে স্ত্রীর যদি যথেষ্ট যুক্তি থাকে তাহলে স্বামী স্ত্রীকে অনুরূপ শাস্তি দেবার অনুমোদন পাবে না। যেমন হয়ত স্ত্রীর তখন মাসিক চলছিল কিংবা ইহ্‌রাম (হজ্জের কাপড়) বেঁধেছিল অথবা শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিল। এ সমস্ত কারণগুলির প্রতিটিই গ্রহণযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত এবং এসব কারণগুলির কোন একটির ফলে স্ত্রী যদি স্বামীর বশীভূত না হয়ে থাকে তাহলে স্বামী তাকে শাস্তি দেবার অনুমোদন পাবে না।

২। স্ত্রী কেবলমাত্র তার স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে। অনুমতি ছাড়া বাইরে যাওয়া আইনতঃ বৈধ নয়, পাপ তো বটেই।

হাদীসে আছে যে নবীজী (সাঃ) স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর বাড়ীর বাইরে যাওয়া অনুমোদন করেননি। তিনি বলেনঃ *'যে নারী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরের বাইরে যায় বেহেশ্‌তের সমস্ত ফেরেশ্‌তাদের অভিশম্পাত তার ওপর*

পতিত হবে, যতক্ষণ সে বাড়ী না ফেরে ততক্ষণ তাকে যারা দেখতে পাবে সে জ্বীনই হোক বা মানুষই হোক তাদের সকলের অভিশম্পাত তার ওপর পতিত হবে' ।" ১৯৯

এটা হলো পুরুষের যথার্থ অধিকার যা প্রতিটি স্ত্রীকেই মেনে চলতে হবে। কিন্তু তাই বলে এই ব্যাপার নিয়ে পুরুষদেরও উচিত নয় তাদের স্ত্রীদের সাথে বাড়াবাড়ি করা। তাদের উচিত সম্ভব মত স্ত্রীকে বাইরে যাবার অনুমতি প্রদান করা। পুরুষদেরকে এই অধিকার নারীদের ওপর নিজের ক্ষমতার দাপট দেখানোর জন্যে বা বলপ্রয়োগের ক্ষমতা দেখাবার জন্যে দেয়া হয়নি। বরং তারা যেন স্ত্রীদেরকে অনাকাঙ্খিত ও অনুপযুক্ত স্থানে যাবার ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে সে জন্যেই দেয়া হয়েছে। এই নিয়ে যদি পুরুষ অতিরিক্ত কড়াকড়ি করে তাহলে এই অধিকার যে কোন কাজেই আসবে না শুধু তাই নয় পারিবারিক সম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এমনকি স্ত্রী বেয়াদবি বা অমান্য করবার প্রবণতা দেখাতে পারে। স্ত্রীর পক্ষে তখন দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে লুকিয়ে বাইরে যাওয়া শুরু করাও বিচিত্র নয়। পুরুষকে অবশ্যই স্ত্রীর বাজে জায়গায় যাতায়াত বা অনুপযুক্ত পরিবেশ বা পার্টি, অনুপযুক্ত দাওয়াত বা মজলিশে যাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। স্বামীর প্রতি এই আনুগত্য স্ত্রীর জন্যে ধর্মীয় কর্তব্য স্বরূপ। স্ত্রী যদি অবাধ্য হয় তাহলে স্বামী তাকে শাস্তি দিতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রেও শাস্তি প্রদানের ব্যাপারটি করতে হবে ধাপে ধাপে।

কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি ছাড়াও স্ত্রী বাইরে যাবার এখ্তিয়ার রাখে এবং এসব ক্ষেত্রে স্ত্রীকে শাস্তি প্রদানের কোন অধিকার স্বামীর নেই যেমন ঃ

ক) ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাড়ীর বাইরে যাওয়া;

খ) যদি তার আর্থিক ও অন্যান্য সঙ্গতি থাকে তাহলে হজ্জের জন্যে বাড়ীর বাইরে যাওয়া;

গ) ধার পরিশোধ করার জন্যে বাইরে যাওয়া তবে এমন অবস্থায় যে বাড়ীর বাইরে না গিয়ে ঘরে বসে ধার পরিশোধ করা যাচ্ছিল না।

সন্দেহপরায়ণ পুরুষ

স্ত্রীর প্রতি নজর রাখা পুরুষদের জন্যে বিধেয় তাই বলে সেটাকে সন্দেহ বা অবিশ্বাসের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। কিছু কিছু স্বামী স্ত্রীর প্রতি এরকম

সন্দেহ পোষণ করেন এবং স্ত্রীর বিশ্বস্ততাকে অবিশ্বাস করেন। এই রকম মনোভাব খুবই বিপদজনক এবং এর ফলে পারিবারিক জীবন যার পর নাই দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। যেসব পুরুষ এরকম মানসিকতায় ভোগেন তাদেরকে দেখা যায় তারা কথায় কথায় স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করছেন। স্ত্রীকে এরা সবসময় নজর রাখতে থাকেন এমনকি গোয়েন্দার মত স্ত্রীকে অনুসরণ করতে থাকেন। কিছু একটা হলেই তার মধ্যে নিজের সন্দেহের সপক্ষে প্রমাণ দেখতে পান। স্ত্রীকে যদি কোন পুরুষের সাথে কথা বলতে দেখা যায়, যদি তার জিনিষপত্রের মধ্যে কোন পুরুষের ছবি পাওয়া যায় কিংবা কোন পুরুষের লেখা চিঠি পাওয়া যায় অথবা দেখা যায় কোন পুরুষ তার স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছে তখন নিশ্চিতভাবেই এধরণের স্বামীরা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন যে তাদের স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকিনী। স্ত্রী যদি কোন চিঠি তাকে না দেখিয়ে লুকিয়ে ফেলে অমনি তারা সিদ্ধান্ত করে নেন যে সেটা নিশ্চয়ই কোন প্রেমপত্র। স্ত্রীকে যদি দেখা যায় আগের মত ভালবাসার কথা ঘন ঘন আর বলছে না অমনি তারা ভাবতে থাকেন যে নিশ্চয়ই এর আন্তরিকতায় ভাটা পড়েছে। এরা এমনকি এরকমও ভাবতে শুরু করেন যে কই আমার মেয়ে তো দেখতে আমার মত হলো না। তাহলে? নিশ্চয়ই আমার স্ত্রী স্বৈরিণী!

সন্দেহপ্রবণ স্বামীর কাছে উপরোক্ত ধরনের কিছু একটা হলেই মনে হবে সেটা স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার নিশ্চিত প্রমাণ স্বরূপ। যদি কোন আত্মীয় বা বন্ধু তার এই মতামতকে সমর্থন জানায় তাহলে তো কথাই নেই, পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে ওঠে। যে সমস্ত পরিবার এ ধরনের অসুস্থতার কবলে পড়ে তাদেরকে এর জন্যে অনেক মূল্য পরিশোধ করতে হয়। বাড়ীর মধ্যে গৃহকর্তা যেন সর্বক্ষণ এক গোয়েন্দার মত কাজ করে চলেছে। স্ত্রীর কাছে মনে হয় সে যেন সবসময় এক নজরবন্দীর মত দিন কাটাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই এর ফলে মানসিকভাবে চাপের মধ্যে থাকতে হয়, তাদের দাম্পত্য জীবন হয়ে পড়ে রাহুগ্রস্ত। হয়ত তালাক কিংবা খুনোখুনির পর্যায়ে ঘটনা গড়িয়ে যায়।

এই ধরণের সন্দেহবাদীতার ফলে অনেক আত্মহত্যা বা হত্যাকান্ড ঘটতে দেখা গেছে। সন্দেহ প্রবণতার ফলে মারাত্মক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর সচেতন হওয়া আবশ্যক। পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তারা এ ধরণের বিপজ্জনক পরিস্থিতি যা তাদের দাম্পত্য তথা জীবনের জন্যে হুমকিস্বরূপ তা এড়াবার চেষ্টা করতে পারে।

পুরুষকে অবশ্যই তার চরম মনোভাব এবং ঈর্ষাপ্রবণতা পরিত্যাগ করতে হবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির মত হতে হবে তার আচরণপদ্ধতি। তাকে মনে রাখতে হবে যে স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বৈরাচার তথা চরিত্রহীনতার অভিযোগ উত্থাপণ করা কোন মুখের কথা নয় এবং এর জন্যে প্রয়োজন নিশ্চিত প্রমাণ।

পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা বলেন ঃ 'হে মু'মিনগণ! সচরাচর সন্দেহ পরায়ণতা থেকে দূরে থাক। কারণ নিশ্চিত যে অনেক ক্ষেত্রেই সন্দেহ করা হল পাপ'।" (৪৯:১২)

আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেন ঃ *'যদি কেউ স্ত্রীর নামে দুঃশ্চরিত্রের মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে তার সমস্ত ভাল কাজের সুফল বাতিল হয়ে যাবে যেমন সাপের গা থেকে তার খোলস ঝরে পড়ে'*।" ২০০

"আল্লাহ্র নবী (সাঃ) আরও বলেনঃ *'যে কেউ ঈমানদার কোন নারী বা পুরুষের নামে মিথ্যা অভিযোগ করে শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্ তাকে জ্বলন্ত অগ্নিস্তুপের ওপর বসিয়ে দেবেন যেন সে এই অপরাধের যোগ্য শাস্তি পায়।'*২০১

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন নারী অবিশ্বাসীনি একথার দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পুরুষের এ অধিকার নেই যে ঐ নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। অন্যথায় ইসলাম ধর্ম মতে অভিযোগ উত্থাপনকারী পুরুষের এই অভিযোগ একটি পাপকার্য বলে গণ্য হবে এবং এই পাপের শাস্তি ধার্য করতে হবে আশিটি বেত্রাঘাত।

অলীক কিছু প্রমাণ দাঁড় করিয়ে স্ত্রীকে অভিযুক্ত করা যায়না কিংবা এগুলোর সাহায্যে বিশেষ কিছু ঈঙ্গিতও করা যায় না। পুরানো কিছু ছবি, চিঠিপত্র এসবের প্রকৃত কোন মূল্য বা প্রাসঙ্গিকতা নেই বললেই চলে। এ ধরনের জিনিষপত্র থাকা হয়ত ঠিক নয় কিন্তু এগুলো হলো এমন এক ধরনের বালকোচিত আচরণের আলামত বয়সকালে প্রতিটি মানুষই কম বেশী যে ভুল করে থাকে। এ নিয়ে এখন আর বিশেষ মাথা ঘামানোর মত কিছু নেই।

হয়ত স্ত্রীকে দেখা গেল কোন অপরিচিত পুরুষের সাথে কথা বলছে। এটা সত্যি যে স্ত্রীর এধরনের আচরণ করা ঠিক হয়নি। তবু এধরনের বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা থেকে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না যে স্ত্রী চরিত্রহীন। হয়ত নিতান্ত রূঢ়তা হয়ে যাবে বলে সে লোকটির সাথে কথা না বলে পারেনি। আবার এও হতে পারে যে লোকটি আদৌ সেরকম কেউ নয়, হয়ত তার বাবা

বা ভাইয়ের কোন বন্ধু। আবার কোন স্ত্রী যদি কোন পর পুরুষকে শুভেচ্ছা বা মোবারকবাদ জানায় - যদিও এরকম কাজ থেকে তার বিরত থাকাই উচিত - তবু এটা হয়ত নিতান্তই তার সরল মনের একটা অভিব্যক্তি মাত্র, এ থেকে তার অবিশ্বস্ততা সম্পর্কে কিছুই ধারণা করা যায় না। কোন স্ত্রী যদি কারও সাথে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা লুকাতে চায় কিংবা চিঠিপত্র লুকিয়ে রাখে তাহলে এর পেছনে তার দিক থেকে ভাল কোন যুক্তিও কাজ করে থাকতে পারে অথবা হয়ত স্বামীর মনে অযথা কোন সন্দেহ জন্মাতে পারে ভেবে এগুলো সে প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমতীর কাজ বলে মনে করেছে। কখনও যদি কোন স্ত্রীকে তার স্বামীর ব্যাপারে উদাসীন বা শীতল দেখা যায় তাহলে এর পেছনে এরকম কারণ থাকতে পারে যে সে হয়ত তার স্বামীকে নিয়ে কোন মনকষ্টে ভুগছে অথবা সে হয়ত অসুস্থ বা তার অন্য কোন বিশেষ সমস্যা রয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে যেসব পরিস্থিতি বা ঘটনার ফলে স্বামীর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে তার স্ত্রী অবিশ্বাসীনি সেগুলোর সত্যিকারের হাজারটা ব্যাখ্যা বা কারণ থাকা সম্ভব। স্ত্রী স্বৈরিণী হলেই যে এরকম করবে তার কোন মানে নেই। প্রিয় পাঠক! আল্লাহ্তায়ালার দোহাই সন্দেহ করবেন না। নিজেকে একজন বিচারকের আসনে সমাসীন করে দেখুন এবং যুক্তিপূর্ণভাবে সবদিক ভাবার চেষ্টা করুন। ঠিকমত নির্ণয় করে দেখুন আপনার স্ত্রীকে কতটুকু অবিশ্বাস করা সত্যি সত্যি সম্ভব। খুঁজে বের করুন অভিযোগ সত্যি সত্যি কতটুকু সুনির্দিষ্ট নাকি সেটা নিতান্তই সন্দেহ। আপনি যা ভাবছেন তা কি সত্যি সত্যি সম্ভব?

আমি বলছি না আপনাকে (স্ত্রীর আচরণের প্রতি) উদাসীন হতে হবে কিংবা তার দিকে নজর রাখবার কোন প্রয়োজন নেই। ঠিক যতটুকু আলামত আপনার হাতে আছে ততটুকুকে ভিত্তি করে অবশ্যই আপনি বিষয়টা কি দেখবার চেষ্টা করবেন বা তদন্ত করবেন। কিন্তু কখনই সেটাকে বাড়িয়ে দেখবেন না। অমূলক সন্দেহের ভিত্তিতে বাড়াবাড়ি করা অন্যায় - এতে শুধু আপনার নিজের ও আপনার পরিবারের শান্তিই নষ্ট হবে। ধরুন আপনাকে যদি কেউ সামান্য কিছুর ভিত্তিতে বিরাট সন্দেহ করে বসতো তাহলে আপনার নিজের কেমন লাগতো? স্ত্রীর প্রতি আপনার মনোভাব কি সেরকম অন্যায় হয়ে যাচ্ছে না? এতে করে কি আপনি নিজেকে এবং আপনার স্ত্রীকে নীচু করে ফেলছেন না? আপনার স্ত্রীর প্রতি দরদী মন নিয়ে বিচার করা কি আপনার

পক্ষে একান্তই অসম্ভব? আপনি কি একবারও একথা ভেবে দেখেছেন যে আপনার অবিশ্বাস ও মিথ্যা অপবাদের ফলেই আপনার স্ত্রী একসময় ভুল পথে পা বাড়াতে পারে ?

"ইমাম আলী (আঃ) তার ছেলে ইমাম হাসান (আঃ) কে বলেন 'সতর্ক থেকো যেন যেখানে নিশ্চয়তার অভাব আছে তখন নির্দ্বিধায় সেই কাজ করে বস না। কারণ এর ফলে সৎ লোকও বাধ্য হয়ে অসৎ পথে ঝুঁকে পড়বে আর চরিত্রবান লোকও পা বাড়াবে পাপের পথে'।" ২০২

যদি আপনি আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে সন্দিহান হয়েই থাকেন তাহলে সে কথা এর তার কাছে বলে বেড়াবেন না। মানুষের পক্ষে প্রতিহিংসার বশে কিংবা নিছক মূর্খতার কারণেও আপনার সন্দেহকে ষোলআনা সমর্থন করে বসা কিংবা আরও কিছু বাড়িয়ে বলাও বিচিত্র নয়। এদের সাথে কথা বলে হয়ত আপনার নিজের কাছেও যেটা কিছুটা অমূলক মনে হচ্ছিল সেটাই আরও দৃঢ় সত্য বলে মনে হবে। ফলে ইহকাল পরকালের কোন শান্তি আর আপনার অবশিষ্ট থাকবে না। নিজের মা-বোনদের কাছেও এসব প্রসঙ্গ তুলবার কোন মানে হয়না কারণ নিঃসন্দেহে তারা আপনার অমূলক সন্দেহকেই পুরোপুরি সমর্থন যোগাবে যাতে করে আপনার মনের সংশয় বাড়বে বৈ কমবে না। একমাত্র জ্ঞানী, বিবেচক এবং সংসারাভিজ্ঞ কোন আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করলে আপনি কিছু ফল পেতে পারেন। কিন্তু সবচেয়ে সেরা ফললাভের পথ হলো নিজে স্ত্রীর সঙ্গে এনিয়ে সরাসরি কথা বলা এবং তার কাছ থেকে ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা চাওয়া। অবশ্য স্ত্রীকে বলতে গিয়ে তাকে দোষী প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে থাকলে চলবে না। বরং মন দিয়ে শুনুন তার কি বক্তব্য তারপর নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করুন সত্যিই সে অপরাধী কি না।

অন্ততঃ আপনার স্ত্রীর কথাগুলো বিশ্বাস করবার চেষ্টা করুন। মনে করুন যেন আপনার ভগ্নিপতি আপনার বোন সম্পর্কে চরিত্রহীনতার অভিযোগ এনেছে। তখন আপনি কি আপনার বোনের দিকগুলো সহানুভূতির সাথে দেখবার চেষ্টা করবেন না ? আপনার কি তাহলে আপনার স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিহীন নির্দয় হওয়া উচিত ? তাকে মনে করতে হবে দাগী আসামী?

ধৈর্য ধরুন এবং বুদ্ধিমানের মত আচরণ করুন। নতুবা হয়ত আপনি তাকে অকারণে তালাক দিয়ে ফেলবেন। ধরা যাক তালাকের ঝামেলা নাহয় আপনি

মাথা পেতে নিতে রাজী কিন্তু এরপর যাকে বিয়ে করবেন তার সম্পর্কেই বা এত নিশ্চিত কি করে হচ্ছেন? তার ক্ষেত্রেও আপনি সন্দেহ প্রবণ হয়ে পড়বেন। আপনার মন থেকে সন্দেহ রোগ সহজে যাবার নয়। আর আপনার অসুস্থতার জন্যে অপরকে মূল্য দিয়ে যেতে হচ্ছে, তাদের দোষটা কোথায়? বিচক্ষণতার পরিচয় দিন এবং নিজের ভেতরের সমস্যাগুলো বুঝতে চেষ্টা করুন।

সতর্কতার সাথে আচরণ করুন না হলে আপনি হয়ত নিজেকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেবেন, এমনকি স্ত্রীকেও খুন করে বসতে পারেন। সতর্ক হোন নয়ত এ জীবনকে যেমন আপনি নিজ হাতে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে ফেলবেন তেমনি পরকালে আল্লাহ্তায়ালা যেন আপনাকে শাস্তি দেন সে ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলবেন। রক্তরঞ্জিত হাত কখনও লুকিয়ে রাখা যায়না এ কথা আপনার জানা উচিত। একদিন না একদিন তা প্রকাশিত হবেই এবং হয় আপনাকে মৃত্যদন্ড মেনে নিতে হবে নতুবা যাবজ্জীবন কাটাতে হবে জেলে।

যদি এসব শুনে ভাবেন আমি শুধু শুধু কতকগুলো বাড়তি কথা বলছি তাহলে দয়া করে একবার পরিসংখ্যানের দিকে নজর বুলিয়ে দেখুন। মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন প্রাপ্তদের মধ্যে শতকরা কতজন স্ত্রী হত্যার দায়ে এই দন্ড ভোগ করছে একবার খোঁজ নিন।

যে সমস্ত নারীর স্বামী সন্দেহপ্রবণ হয়ে থাকে পরিবারের প্রতি তাদের দায়িত্ব আরও বড়। তারা যে কঠিন সমস্যার মুখোমুখী হয়েছে তাতে করে তাদেরকে অনেক আত্মত্যাগ করতে হবে। সবকিছুর মোকাবিলা করতে হবে অত্যন্ত দক্ষতা ও পারদর্শীতার সাথে। প্রিয় ভগ্নী ! প্রথম কথা হল আপনার স্বামী ঠিক সুস্থ চিন্তা করছে না এবং সে যা করে চলেছে তাতে করে আপনাদের পারিবারিক জীবন হুমকির সম্মুখীন। এসময় উচিত তার প্রতি যথাসম্ভব দরদ ও ভালবাসা প্রদর্শন করা। যেন সে নিশ্চিত বুঝতে পারে যে সেই হলো আপনার জীবনের একমাত্র পুরুষ। তার ব্যাপারে ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, তার সাথে কোন রকম রাগারাগি করবেন না কিংবা তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেবেন না বা তার সাথে কঠিন কোন আচরণ করবেন না। যদি দেখেন আপনার স্বামী আপনার চিঠিপত্রের ওপর নজর রাখছেন বা বাড়ীতে আপনার কাছে যা কিছু আসে সেগুলো সব গোপনে তদন্ত করে দেখছেন তাহলেও কোন প্রতিবাদ করবেন না। তাকে সত্যি কথাটা বুঝিয়ে বলুন। তার কাছ

থেকে কিছু গোপন করবেন না। কোন কিছু অস্বীকার করতে যাবেন না বা সত্য-মিথ্যা কিছু বানিয়ে বলবেন না। যদি আপনার কোন কথার মধ্যে তিনি মিথ্যা কিছু খুঁজে পান তাহলে তার কাছে সেটাকে আপনার বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ বলে মনে হবে। আর এর ফলে যে ক্ষতি হবে তা সহজে পুষিয়ে নেয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। যদি আপনার সন্দেহপ্রবণ স্বামী আপনাকে বিশেষ কারও সাথে মিশতে মানা করে দেয় কিংবা আপনাকে কোন কিছু করতে বলে তাহলে বিনা বাক্যব্যয়ে তার কথা মেনে নেবেন। যদি তা না করেন তাহলে আপনার ওপর তার সন্দেহ আরও ঘণীভূত হবে। সোজা কথা এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকুন যাতে তার সন্দেহ আরও বেড়ে যায়।

"ইমাম আলী (সাঃ) বলেন ঃ 'কেউ যদি নিজেই অভিযোগের মুখে পড়ে তাহলে তাদেরকে তার দোষ দেয়া উচিত নয় যারা তাকে সন্দেহ করছে'।"২০৩

যদি আপনার স্বামী বিশেষ কারও প্রতি বিরূপতা দেখান তাহলে আপনারও উচিত সেই ব্যক্তির সাথে সবরকম সম্পর্ক বন্ধ করে দেয়া। প্রিয় ভগ্নী! অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখার চেয়ে নিজের সংসার ঠিক রাখা আপনার বেশী কর্তব্য। এ রকম ভাবতে বসবেন না যে আপনি আপনার স্বামীর ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছেন বরং বুঝতে চেষ্টা করুন যে আপনার স্বামী মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। মনে করে দেখেন যখন আপনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তখন কথা হয়েছিল যে আপনি জীবনের সকল সুখ দুঃখ তার সাথে ভাগ করে নেবেন। এখন আপনার স্বামী যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে আপনার কি উচিত তার সাথে সহৃদয় আচরণ না করা ? ছেলেমানুষী চিন্তা পরিহার করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আপনার পরিবারের জন্যে আপনার এই ত্যাগ যত বড়ই হোক না কেন তা মূল্যবান। সেই নারীই সেরা যে দুঃসময়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে।

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ 'নারীর জন্যে জিহাদ হলো স্বামীর রাগ ও বিদ্বেষের প্রতি সহিষ্ণুতা'।" ২০৪

এমন কোন কাজ করবেন না যাতে স্বামীর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়।পর পুরুষের দিকে তাকাবেন না।

"আল্লাহতায়ালার নবী (সঃ) বলেন ঃ *'যে নারী অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টি পছন্দ করে আল্লাহ্ তার ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হন'* ।" ২০৫

অপরিচিত পুরুষের সাথে মেলামেশা করবেন না। স্বামীর অনুমতি না নিয়ে বাড়ীর বাইরে যাবেন না। অপরিচিতদের গাড়ীতে উঠবেন না। আপনার সতীত্বই শুধু যথেষ্ট নয়; সতর্কতার সঙ্গে সে সব এড়িয়ে চলতে হবে যা স্বামীর মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। আপনার এরকম অতি তুচ্ছ আচরণের ফলেও স্বামী সন্দেহ পরায়ন হয়ে পড়তে পারেন। "২৭ বছর বয়স্ক এক যুবতী কোর্টে উঠে বললো ঃ '১৯৬৩ সালের শীতকালের কথা। একদিন বরফ পড়ছিল। আমি আমার এক বান্ধবীর চাচার গাড়ীতে উঠি। আমার বান্ধবী বলেছিল তার চাচা আমাকে গাড়ী করে বাড়ীতে পৌঁছে দেবে। আমিও রাজী হই এবং গাড়ীতে উঠে বসি। আমরা যখন পৌঁছালাম তখন আমার স্বামীকে দেখতে পেলাম বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে। আমি চাইনি যে আমার স্বামী অন্যকোন পুরুষের গাড়ীতে আমি উঠেছি এটা দেখুক। আমি তাই তাড়াতাড়ি ভদ্রলোককে বললাম গাড়ি না থামিয়ে চালিয়ে যেতে। তিনিও তাই করলেন। পরে যখন আমার স্বামী বললেন যে তিনি আমাকে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের গাড়িতে দেখেছেন এবং জানতে চান ব্যাপারটা কি, আমি তখন পুরো ঘটনাটা অস্বীকার করে বসলাম। এতে তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলো এবং তা এতদূর গড়ালো যে আমার বান্ধবী যখন আমার হয়ে সব খুলে বলতে এল তখন তিনি আমার বান্ধবীর কথাও বিশ্বাস করলেন না। এরপর থেকে আজ আট বছর হতে চলেছে তিনি আমার সঙ্গে থাকেনওনা বা আমাকে তালাকও দিয়ে দেন না। আমি জানিনা আমার কি করা উচিত'।" ২০৬

এই ঘটনার জন্যে কাকে দায়ী করা উচিত বলে আপনার মনে হয়? আমার তো মনে হয় এক্ষেত্রে স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর দোষ বেশী ছিল। স্ত্রীর মূর্খতা ও কান্ডজ্ঞানহীনতার জন্যেই স্বামী-স্ত্রী দুজনকে এমন অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হয়েছে। প্রথমতঃ অপরিচিত একজন পুরুষের গাড়ীতে ওঠাটাই তার জন্যে ছিল একটা মারাত্মক ভুল কারণ কোন মেয়েরই উচিত না এরকম অপরিচিত কোন পুরুষের গাড়ীতে হুট করে উঠে পড়া। এরকম কাজ অনুচিত এবং বিপজ্জনকও বটে। দ্বিতীয়তঃ স্বামীকে দেখে চোরের মত লুকাতে যাওয়া তার একেবারেই অনুচিত কাজ হয়েছে। তার

উচিত ছিল স্বাভাবিকভাবে গাড়ী থামানো এবং স্বামীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা। তৃতীয়ত ঃ তার আরেকটি ভুল হল গাড়ী চালিয়ে যেতে বলা। চতুর্থতঃ তার স্বামী পরে যখন ব্যাপারটা তার কাছে জানতে চাইলেন তখন বেমালুম অস্বীকার করে বসা। এই পর্যায়েও তার পক্ষে সম্ভব ছিল স্বামীকে সবকিছু বুঝিয়ে বলা। এর ফলে সমস্যাটা জটিল আকার ধারণ করত না।

এ কথা সত্যি যে স্বামীও যথার্থ করণীয় করেননি। এই ঘটনার মাধ্যমে স্ত্রীকে চূড়ান্তভাবে দোষী সাব্যস্ত করে বসা তার ঠিক হয়নি। তার এ কথা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে স্ত্রী হয়ত ভাল করে না ভেবে শুনেই অপরিচিত একজন পুরুষের গাড়ীতে উঠে বসেছে, এরপর হঠাৎ তাকে দেখে ভয় পেয়ে বলেছে গাড়ী না থামাতে। আর এর ফলে পরে সে স্বাভাবিকভাবেই সবকিছু অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছে। স্বামীর উচিত ছিল গোটা ব্যাপারটা ভাল করে যাচাই করে দেখা এবং স্ত্রী দোষী নয় একথা নিশ্চিত হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

অবিশ্বস্ত নারী

সুদৃঢ় প্রমাণের ভিত্তিতে যদি কোন নারী চরিত্রহীনতার দায়ে ধরা পড়ে তখন স্বামীর জন্যে পরিস্থিতিটা খুবই জটিল হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে তার সম্মান হুমকীর মুখোমুখি আবার সবকিছু চেপে সহ্য করে যাওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব। এ যেন তার জন্যে শাঁখের করাত। এই উভয় সংকট থেকে মুক্তি পাবার সহজ কোন পথ তার সামনে খোলা থাকে না। এ পরিস্থিতিতে একজন পুরুষ নিম্নোক্ত আচরণ করতে পারে, যেমনঃ

১। নিজের সম্মানের কথা চিন্তা করে এবং ছেলেমেয়েসহ পরিবারের সবার কথা ভেবে সে নিঃশব্দে সবকিছু হজম করে যেতে পারে। কিন্তু বাকী জীবন তাকে এই বুকের কাঁটা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। একথা ঠিক যে সত্যিকার আত্মসম্মানসম্পন্ন কোন পুরুষের পক্ষে তা করা অসম্ভব। কারণ চরিত্রহীন স্ত্রীর সঙ্গে মানিয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয় কিংবা মেনে নেয়া সম্ভব নয় একজন অবৈধ সন্তানের পিতৃত্ব। স্ত্রীর প্রতি গভীর আসক্তি পুরুষের একটি প্রশংসার যোগ্য গুণ সন্দেহ নেই। এমনকি এই গুণ এতই উচুঁদরের যে কোন পুরুষের যদি তা না থাকে তাহলে সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালার রহ্মত থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি পরিচিতমহলেও সে এজন্যে হেয় প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু

কোন পুরুষ যদি স্ত্রীর চরিত্রহীনতায় বিচলিত না হয়ে উদাসীন থাকে এবং (স্ত্রীর প্রতি আসক্তিবশতঃ বা অন্য যে কোন কারণে) ব্যাপারটা এড়িয়ে যায় তাহলে তাদের জীবন দুর্ভাগ্যজনক ও লজ্জাকর অবস্থার মধ্যে পতিত হয়।

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেনঃ *'পাঁচশ বছর একটানা চললে যতপথ ততদূর পর্যন্ত বেহেশ্তের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে কিন্তু দুই শ্রেনীর লোক এই সুগন্ধ থেকে বঞ্চিত হবে-যাদেরকে তাদের মাতাপিতা পরিত্যাগ করে এবং যারা অসতী নারীর স্বামী'*। একথা শুনে নবীজীর (সাঃ) কাছে লোকেরা জানতে চাইল ঃ 'হুজুর ঠিক কাদেরকে অসতী নারীর স্বামী বলা হবেঃ' হুজুর (সাঃ) উত্তর দিলেন ঃ *'যারা জানে যে তাদের স্ত্রী ব্যভিচারীনী কিন্তু কিছু না বলে চুপ করে থাকে'* ।" ২০৭

২। হয়ত সে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে তার স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী ও স্ত্রীর ব্যভিচারের সঙ্গী পুরুষ – এদের দু'জনকে খুন করে বসতে পারে। প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে শান্তি খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু একাজ, বলাবাহুল্য, বিপজ্জনক যার পরিণতি কখনই শুভ হয় না। খুন কখনও গোপন থাকেনা। অবশেষে শাস্তি তাকে একদিন পেতেই হবে। আদালতে স্ত্রীর ব্যভিচার প্রমাণ করাও সহজ কর্ম নয় সুতরাং তার সাজা না পাবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। সুতরাং তার নিজের জীবন তো ধ্বংস হবেই সেই সাথে সন্তানদের জন্যেও নেমে আসবে বিপর্যয়। তাই কেবল প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে নিজের জীবনকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সুষ্ঠু সমাধান বের করা না যায়, ধৈর্য্য অবলম্বন করা এবং নিজের মেজাজ ঠিক রেখে বুদ্ধিমানের মত কাজ করে যাওয়াই উত্তম।

৩। ব্যভিচারী স্ত্রীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এবং নিজের চোখে নিজের সম্মান ধূলায় লুটিয়ে যাওয়া দেখবার চেয়ে সে বেছে নিতে পারে আত্মহননের পথ। কিন্তু এও কোন বুদ্ধিমানের পথ হতে পারে না। নিজেকে হত্যা করা যেমন ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ এবং ইসলাম ধর্ম মতে শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি প্রদান করবেন তেমনি আত্মহত্যার মাধ্যমে শুধু আত্মবঞ্চনাই করা হবে। অন্যের দোষের জন্যে কোন বুদ্ধিতে নিজেকে ধ্বংস করার পথ বেছে নেয়া যেতে পারেঃ এর মাধ্যমে সে নিজে যেমন পরকালে যন্ত্রণা ভোগ করবে তেমনি স্ত্রীর জন্যে ব্যভিচারের পথ আরও সুগম করে দিয়ে যাবে।

৪। সে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। এবং এটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। হয়ত একথা সত্যি যে তালাকের ফলে সংসার ভেঙ্গে তার নিজের জন্যে ও সন্তানদের জন্যে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করবে কিন্তু তবু এর চেয়ে শ্রেয়তর আর কোন পথ খোলা নেই। স্ত্রীকে তালাক দেয়া এবং সন্তানদেরকে নিজের কাছে রেখে দেয়া তার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত কাজ কারণ একজন চরিত্রহীন নারীর সাথে বেড়ে উঠবার জন্যে সন্তানদেরকে ছেড়ে দেয়া যায় না। একথা সত্যি যে পুরুষের পক্ষে সন্তান লালন-পালন এবং বড় করে তোলা এক কঠিন কাজ কিন্তু সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ লাভ করবে। আল্লাহ্তায়ালা তাকে এক সম্মানজনক নতুন জীবন গড়বার সহায়তা সহজেই যোগাতে পারেন।

অন্য নারীদের পিছু ছুটবেন না

নিজের সঙ্গে সরচেয়ে মানানসই সঙ্গীনি খুঁজে বের করার কাজটি পুরুষকে যথাসাধ্য যত্নের সাথে সারতে হবে। বাকী জীবন যে নারীর সাথে কাটাতে হবে তাকে নির্বাচিত করবার ক্ষেত্রে সবরকম সতর্কতা ও যাচাই-বাছাই করবার সুযোগ পুরুষ তার জীবনে পেয়ে থাকে। বিয়ের পরে অন্য নারীর দিকে ধাবিত হওয়া একান্তই অনুচিত। তখন সুনির্বাচিত ও বিবাহিত নারীটির কথাই শুধু তার মন জুড়ে থাকবে।

মনে রাখতে হবে এই বিবাহিত স্ত্রী নিজ মা-বাবা ভাই - বোনকে ছেড়ে তার সাথে জীবন কাটাতে এসেছে, এর সাথে ছেলেমানুষী খামখেয়ালীপনা নিয়ে চলা অনুচিত। নতুন সূচনা হয়েছে যে দাম্পত্য জীবনের সেই দাম্পত্য জীবনকে সংহত করার সমস্ত প্রয়াস এখন তাকে নিতে হবে, সংসারে তৈরী করতে হবে বন্ধুত্বপূর্ণ এক হৃদ্য পরিবেশ।

বিয়ের আগে যে পুরুষ ছিল আত্মমগ্ন এবং নিজের সুখ-সুবিধা নিয়েই উৎসাহী, এখন বিয়ের পরে অবশ্যই তাকে ছেলেমানুষী ত্যাগ করে নতুন জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এখন অন্য নারীদের সাথে রঙ্গরসিকতা করা কিংবা তাদের প্রতি নিজের আকর্ষণ ব্যক্ত করা নিতান্ত নির্বোধের মত কাজ। বিবাহিত পুরুষ তার স্ত্রী পরপুরুষদের সাথে রঙ্গরসিকতা করলে সেটা কি সহ্য করতে পারে ? তার স্ত্রীও এখন অনুরূপভাবেই পর নারীদের সাথে স্বামীর

হাসি তামাশা পছন্দ করবে না। যদি স্বামী অন্য নারীর সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে তাহলে তা স্ত্রীর মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে, স্ত্রীর মন ভেঙ্গে যায়। স্ত্রী হয়ে পড়ে স্বামী ও সংসারের প্রতি উদাসীন। প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্খায় সেও পরপুরুষদের সাথে মেলামেশা শুরু করতে পারে কিংবা স্বামীর কাছে তালাক চেয়ে বসতে পারে।

"আদালতে এক স্ত্রী স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করে। তেত্রিশ বছর ধরে তারা বিবাহিত কিন্তু এমন দিন যায়নি যে তার স্বামী পরনারীদের সাথে রঙ্গতামাশা করে না বেড়াচ্ছেন।" ২০৮

"আদালতে এক নারী অভিযোগ পেশ করে বলে যে তার স্বামী সবসময় তার বান্ধবীদের প্রতি খুব আগ্রহ দেখায়। এমনকি সে বান্ধবীদেরকে বাড়ীতে দাওয়াত পর্যন্ত করতে পারেনা কারণ তারা ভাবে তার স্বামী বুঝি তাদের সাথে হ্যাংলামো করতে চায়। এ কারণে তার বিব্রতকর অবস্থার শেষ নেই।" ২০৯

বিবাহিত পুরুষের উচিত নয় অন্য নারীদের প্রতি চোখ দেয়া। অন্য নারীর দিকে প্রেমের চোখে তাকালে সংসারে অশান্তি, উদ্বেগ আর প্রাণহীনতা জন্মে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলেন ঃ "ঈমানদারদেরকে বলে দাও তারা যেন দৃষ্টিকে নত করে এবং নিজেদের গোপনাঙ্গ নিয়ন্ত্রিত করে রাখে" ।(২৪:৩০)

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ 'কামুকের দৃষ্টি হলো শয়তানের তীরের মত। এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই দৃষ্টি দুঃখ ও বেদনার কারণ হবে।" ২১০

মনোবিজ্ঞানীদের মতে মেয়েভজানো কথাবার্তা বলে বেড়ানো একটা অসুস্থতার পর্যায়ে পড়ে। যে চোখ বহু নারীর দিকে তাকাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে চোখের তৃষ্ণা কখনও শেষ হয় না। এই আচরণের ফলে বহু অন্যায় অপকর্মের জন্ম হয় যা যুবকদেরকে বিপথগামী করে। যদি চোখকে সংযত রাখা যায় তাহলে অদেখা জিনিষের জন্যে মনও ব্যাকুল হয় না।

প্রথম হয়ত একজন মেয়েদের দিকে তাকানো পর্যন্তই আগায়, এভাবে তাকাবার ফলে যেসব মারাত্মক ঘটনা অন্যদের জীবনে ঘটেছে ততদূর পর্যন্ত সে অগ্রসর হয় না। কিন্তু এভাবে বেশী দিন নিজেকে আটকে রাখা যায়না। একদিন না একদিন সে পাপের পাথে পা বাড়ায়।

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ 'ঘন ঘন কেউ নারীদের দিকে নিষিদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তা তার মনে কামভাব জাগতে থাকে এবং এর অনিবার্য ফল হলো পতন'।" ২১১

কামপূর্ণ দৃষ্টির কুফল চিন্তা করে ইসলাম এই দৃষ্টি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কোন পুরুষ যখন রাস্তাঘাটে বা কোথাও কোন নারীকে দেখতে পায় তার উচিত সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়া বা চোখ বন্ধ করে ফেলা। নারীদের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা তার জন্যে অনুচিত। প্রথম প্রথম হয়ত এটা মেনে চলতে তার কষ্ট হবে কিন্তু কিছুদিন একটু চেষ্টা করলেই একাজ কঠিন নয়। বিজ্ঞজনেরা জানেন যে অবৈধ দৃষ্টি থেকে নিজেকে সংযত রাখবার মাধ্যমে অনেক সম্ভাব্য দুষ্কর্ম ও বিপদ যেমন হত্যা, দুর্নীতি, আত্মহত্যা, তালাক, মানসিক বিপর্যয়, হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, উদ্বেগ, পারিবারিক কলহ ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

আধুনিক যুগে যুবকদের পরিবেশ যে কত প্রতিকূল সে সম্পর্কে আমি সচেতন। এও জানি যে আজকের দিনে রাস্তাঘাটে বা অন্যত্র অশ্লীল কিছু থেকে নিজের দৃষ্টিকে দূরে সরিয়ে রাখা সহজ নয় কিন্তু এগুলোকে অবজ্ঞা করা বা এড়িয়ে যাওয়া ভিন্ন অন্য পথও নেই। যে পুরুষ নিজের দৃষ্টিকে নারীদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখে সে অনেক অনেক অনাকাঙ্খিত দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকবে। পরিবর্তে সে পাবে মানসিক শান্তি, উপভোগ করবে পারিবারিক জীবন।

প্রিয় ভ্রাতা ! বিয়ের পরে যদি সুখের আশা করে থাকেন তাহলে অন্য নারীর দিকে তাকাবেন না। স্ত্রীর সামনে অন্য কোন নারীকে প্রশংসা করবেন না। ভুলেও কখনও বলবেন না ঃ "আহা যদি অমুক মেয়েকে বিয়ে করতাম তাহলে কতই না ভাল হতো... কত ভাল সুযোগই না হারিয়েছি...." ইত্যাদি। এরকম কথা আপনার স্ত্রীর মনে খুবই লাগবে। সে আপনার প্রতি, আপনার সংসারের প্রতি হয়ে পড়বে নিস্পৃহ। এমনকি তার কাছ থেকেও শোনা যাবে একই ধরণের কথা "আহা যদি অমুক লোককে বিয়ে করতাম... কত ভাল সুযোগই না হাতছাড়া হয়ে গেছে...."। তার আচরণও হয়ে উঠবে আপনার মত। এসবের ফলে আপনার সংসার জীবনের সুখ কর্পুরের মত উড়ে যাবে।

সেইসব লোক সত্যিই হতভাগ্য যারা মুহূর্তের লালসার বশবর্তী হয়ে দুশ্চরিত্র নারীদের পেছনে ছুটে যায় এবং নিজেদের পবিত্র স্ত্রীদের নিঃসঙ্গ ফেলে রাখে।

তাদের আচরণ এমন পশুর মত যে পারিবারিক ভালবাসা ও আন্তরিকতা কত মধুর ও সুন্দর তা তারা জানেই না। পশুর মতই তারা খাদ্য, ঘুম ও কাম এই তিন নিয়ে মত্ত। মানবতা ও প্রেম-ভালবাসার জগতে এরা যেন অচেনা অদ্ভুত জন্তু বিশেষ।

স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন

কোন কোন পুরুষের কাছে হয়ত গৃহকর্ম খুবই সোজা ব্যাপার কিন্তু একথা স্বীকার করা অত্যন্ত অন্যায় হবে যে গৃহকর্ম সাধারণত সবার কাছেই শক্ত এবং একঘেয়ে ক্লান্তিকর একটি কাজ। কোন গৃহবধূ যদি রাত দিন সমানে কাজ করে তবু সংসারের কাজ ফুরায় না, কিছু না কিছু বাকী থেকে যাবেই, কোন না কোন নতুন কাজ বেরিয়ে পড়বেই। রান্না, ঘরদোর পরিষ্কার, জামাকাপড় ধোয়া, থালা বাসন ধোয়া, জামা কাপড় ইস্ত্রী করা, রান্নাঘরে থালাবাসন গুছিয়ে রাখা, কখনও কখনও আসবাব পত্রও গুছিয়ে রাখা, সর্বোপরি ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করা। এভাবে কোন বিশেষ একটা দিন শুধু হাড়ভাঙ্গা খাটুনি নয়, প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত পরিশ্রমের। পুরুষের কাছে হয়ত মনে হবে বউ শুধু সারাদিন রান্নাঘরে রান্না নিয়েই মেতে থাকে। সংসারের আর কোন দিকে তার মন নেই!

যদি কোন পুরুষ একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ী বসে প্রতিদিন সংসারের কাজকর্ম করে তাহলেই সে বুঝতে পারবে সংসার সামলানো ঠ্যালা কত। একমাত্র তখনই সে স্ত্রীর পরিশ্রমের কদর করতে পারবে।

গৃহবধূ নিজের উৎসাহে হাসিমুখেই সংসারের সবকাজ সামাল দিয়ে থাকে কিন্তু মনে মনে সবসময় আশা করে থাকে যে প্রতিদিনের গৃহকর্মের জন্যে স্বামী তার প্রশংসা করবে এবং নিজের কৃতজ্ঞতা জানাবে। প্রিয় ভ্রাতা ! স্ত্রীকে যদি সংসারে হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর জন্যে একটু আন্তরিক ধন্যবাদ জানান কোন অসুবিধা আছে কি ? সে রান্না করে যে খাবার পরিবেশন করে সেগুলোর প্রতি আগ্রহ না দেখানো কি উচিত কাজ হতে পারে ? আপনার বাচ্চাদেরকে দেখাশুনা করবার জন্যে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে বাধা কোথায় ? আপনি কি একথা জানেন না যে আপনার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা তাকে সাংসারিক কাজে কর্মে আরও প্রেরণা জোগাবে, তার ক্লান্তি ঘুচিয়ে দেবে? আপনি যদি সংসারে তার খাটাখাটনির কোন মূল্যায়ন না করেন, এজন্যে তার প্রতি

কৃতজ্ঞ না থেকে নিস্পৃহতা দেখান তাহলে সংসারের কাজে সকল উৎসাহই সে হারিয়ে ফেলবে। তখন আপনি নিজেই তার সম্পর্কে অভিযোগ করতে থাকবেন। ভেবে দেখুন আপনার স্ত্রীর কর্মবিমুখতার জন্যে সত্যি সত্যি আপনিই কিন্তু দায়ী হবেন।

যদি বাইরের একজন লোক আপনার দু'পয়সার উপকারও করে তাহলে শত মুখে আপনি তাকে ধন্যবাদ দিতে থাকেন কিন্তু ঘরের বউ রোজ রোজ আপনার একগাদা উপকার করেও একটা শুকনো ধন্যবাদও লাভ করতে পারে না! তার এত পরিশ্রমকে শুধু মুখের একটু কথা দিয়েও আপনি স্বীকৃতি দিতে চান না।

"উনত্রিশ বছর বয়স্ক এক গৃহবধূ তেহ্‌রান থেকে লিখেছেন ঃ 'আমার বিয়ে হয়েছে একজন রীতিমত অকৃতজ্ঞ লোকের সাথে মানুষের কাজকে স্বীকৃতি দেবার সামান্য প্রবণতাও যার মধ্যে নেই। ঘর সংসারের কাজে আমার এত পরিশ্রমের দিকে সে একবার ফিরেও তাকায় না অথচ আমি ঘর-দুয়ার সব সময় ঝকমকে করে রাখি, রান্না–বান্না করি, বাড়ী-ঘর সাজাই, বাসার সবার জন্যে সুয়েটার বুনি, জুতা পালিশ করে রাখি, কাপড় ইস্ত্রী করে রাখি আরও কত কিছু । কিন্তু এতকিছুর জন্যে একদিন আমাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত সে দেয়নি। যখনই আমি তার সঙ্গে এসব কথা তুলি তখনই সে বাধা দিয়ে বলবে তার সামনে আমার এগুলো নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। এভাবে আমার সমস্ত পরিশ্রম ও উদ্যোগকে সে ছোট করে দেয় অথচ তার সাফল্যের পেছনে মূল অবদান কিন্তু আমারই'।" ২১২

অনেক পুরুষ আবার স্ত্রীর গৃহস্থালী কর্মকে ছোট করে দেখার মধ্যে এক ধরণের 'পৌরুষত্ব' আছে বলে মনে করে। তারা ভাবে যদি তারা তাদের বউদেরকে এসব কিছুর জন্যে প্রশংসা করে তো তারা মাথায় উঠে যাবে এবং বিগড়ে যাবে। তারা এমনকি এরকমও মনে করে যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ধন্যবাদের কোন ব্যাপার নেই।

কিন্তু এই বিশ্বাস খুবই ভ্রান্ত। কারণ মনোবিজ্ঞানের বিচারেই একথা বলা যায় যে কেউ যদি কোন ভাল কাজ করে তাহলে সেটার স্বীকৃতি প্রয়োজন, প্রয়োজন সেটার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এই স্বীকৃতির ফলে মানুষ ভাল কাজে আরও উৎসাহ পায়। একথা একজন গৃহবধূর জন্য আরও বেশী সত্য।

কারণ গৃহবধূর কাজ হলো নিতান্ত একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর একটা কাজ যা রোজ রোজ যন্ত্রের মত করে যেতে হয়।

ইসলাম ধন্যবাদ জ্ঞাপনকে ব্যক্তি চরিত্রের উত্তম গুণ বলে গণ্য করে।

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ 'যে কেউ কোন মুসলমানকে প্রশংসা করে, আল্লাহ্তায়ালা তার ভাগ্যেও শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অনেক ধন্যবাদ প্রাপ্তি লিখে দেবেন'।" ২১৩

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেন ঃ '*যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে সম্মান দেখায় এবং তার সাথে অমায়িকভাবে কথা বলে এবং তার দুঃখ ভুলিয়ে দেয় তার ওপর সবসময়ই আল্লাহ্তায়ালার রহমত বর্ষিত হবে*'।" ২১৪

বাড়ীতেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন

সবজায়গায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই জরুরী। প্রত্যেকেরই উচিত বিছানাপত্র, কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখা। সপ্তাহে একবার গোসল অবশ্যই করতে হবে এবং প্রতিদিন সকালে উঠে সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। প্রতিদিন দাঁত মাজতে হবে, চুল আঁচড়াতে হবে, পা ধুতে হবে, পরিষ্কার দেখে মোজা পড়তে হবে এবং অবশ্যই পাক কাপড়-চোপড় পড়তে হবে। পবিত্র ইসলাম ধর্ম পরিষ্কার--পরিচ্ছন্নতা এবং ভাল কাপড়-চোপড় পরিধান করবার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেনঃ '*পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ*'।"২১৫

"পবিত্র নবী (সাঃ) একবার নোংরা একজন লোককে দেখতে পেলেন। তার মাথার চুল উশকো খুশকো, দেখতে অত্যন্ত খারাপ লাগছে। নবী (সাঃ) তাকে বললেন ঃ '*আল্লাহ্তায়ালার রহমত (যা তোমাকে দিয়েছেন সেগুলো) ব্যবহার করা ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গ*'।" ২১৬

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) আরও বলেন ঃ '*নোংরা লোক আল্লাহ্তায়ালার নিকৃষ্ট উপাসনাকারী*'।" ২১৭

"এ ছাড়া আল্লাহ্র নবী (সাঃ) আরও বলেন ঃ '*জীব্রাইল (আঃ) দাঁত মাজার ব্যাপারে এত গুরুত্ব দিয়েছিল যে আমি এ ব্যাপারে ভয়ে ভয়ে (সতর্ক) থাকতাম*'।" ২১৮

"ইমাম আলী (আঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্তায়ালা সৌন্দর্য্যপূর্ণ এবং তিনি সৌন্দর্য্যকে ভালবাসেন। এবং তিনি তাঁর বান্দাহ্দেরকে যে রহ্মত দান করেছেন তাঁর অভিব্যক্তি বা প্রকাশ দেখতে ভালবাসেন'।" ২১৯

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্য্য কেবল মেয়েদের ব্যাপার নয়। পুরুষদেরও উচিত পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকা এবং নিয়মিত গোসল করে পাক–সাফ হওয়া। দেখা যায় পুরুষরা কাপড়–চোপড়ের অবস্থা নিয়ে একটুও মাথা ঘামায় না কিংবা দাড়ি ঠিক মত ছাটা হল কিনা তাই নিয়ে ভ্রুক্ষেপও করে না। গা দিয়ে হয়ত গন্ধ বের হতে লাগল আর লোকজন হয়ত তাকে দেখলে দূরে পালাতে লাগল। আবার কোন কোন পুরুষ যদিও কাপড়-চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে মনোযোগী কিন্তু দেখা যায় তারা সেটা করে কেবল বাইরে যাবার সময়। ঘরের বাইরে লোকজনের চোখে তারা বেশ ঝক্মকে তক্তকে সাজগোজে অভ্যস্ত কিন্তু বাড়ীর মধ্যে পরিবারের সবার চোখে তার অস্তিত্বটা একদম বিপরীত। রাস্তায়, পার্টিতে বা উৎসবে এদেরকে দেখা যায় অত্যন্ত স্মার্ট, কেতাদুরস্ত কিন্তু ঘরে ফেরার পর তারা গায়ে চাপায় জীর্ণ দীর্ণ টুটাফাটা কাপড়–চোপড়। পরিবারের আর সবার কথা মনে করে তারা তখন একবার চুলে চিরুনী বুলাতে বা মুখটা যত্ন করে ধুতেও ভুলে যায়। নাস্তা খাবার আগে এদের হয়ত মুখহাত ধোবার কথাও মনে থাকে না। বাড়ীর লোককে এরা বাধ্য করে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিতে।

প্রিয় পাঠক ! আপনি যদি স্ত্রী নোংরা ময়লা কাপড়-চোপড় পড়লে পছন্দ না করেন, আপনার স্ত্রী ঘরের মধ্যে সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন এটা চান তাহলে নিশ্চিত জানবেন যে আপনার স্ত্রীও আপনার কাছ থেকে ঠিক একইরকম প্রত্যাশা করে। স্বামীর নোংরামি সেও অপছন্দ করে। আপনাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্মার্ট দেখতে সেও ভালবাসে। আপনি যদি এ ব্যাপারে তার প্রত্যাশা পূরণ না করেন তাহলে নিশ্চয়ই অন্যান্য পুরুষদের দিকে তার চোখ পড়তে থাকবে যারা ধোপ-দুরস্ত, স্মার্ট। এমনকি এসব পুরুষকে তখন তার মনে হবে বাস্তব নয়, স্বপ্নের জগতের মানুষ। তাদের সঙ্গে মনে মনে আপনাকে তুলনা করে ফেলবে। তাই ঘরে বাইরে দু'জায়গাতে একইরকম সুন্দর থাকার চেষ্টা করুন। আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন তাহলে তার অন্য কারও দিকে তাকানোর প্রশ্ন ওঠে না। পথের লোকের সামনে নিজেকে সুন্দর প্রতিপন্ন করে বাড়ীর লোকদের সামনে যা-তা

সেজে থাকবার যুক্তি থাকতে পারে কি ? তাই পবিত্র ইসলাম ধর্ম স্ত্রীর সামনে নিজেকে সুসজ্জিত রাখবার জন্যে পুরুষদেরকে নির্দেশ দিয়েছে।

"ইসলামের নবী (সাঃ) বলেন ঃ '*স্ত্রীকে খাদ্য ও কাপড়-চোপড় যোগানো এবং অসুন্দর বা দেখতে খারাপ লাগে এমনভাবে স্ত্রীর সামনে উপস্থিত না হওয়া পুরুষের জন্যে কর্তব্য। যদি পুরুষ এগুলো মেনে চলে তাহলেই সে স্ত্রীর অধিকার বা হক আদায় করবে*'।" ২২০

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেন ঃ '*তোমাদের (পুরুষদের) উচিত অবশ্যই নিজেকে ফিটফাট করে স্ত্রীর জন্যে প্রস্তুত হওয়া ঠিক তোমরা যেরকম পছন্দ কর স্ত্রী সেজে গুজে প্রতীক্ষা করুক*'।" ২২১

"হাসান ইবনে যিহাম বলেনঃ আমি হযরত আবু আল হাসান (আঃ) কে দেখেছি চুলে কলপ দিতে। আমি জানতে চাইলাম সত্যি সত্যি কি আপনি চুলে কলপ দিয়েছেন ? তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই। পুরুষ যদি স্ত্রীর জন্যে নিজেকে সুন্দর করে রাখে তাহলে তা স্ত্রীকে সতী থাকতে সাহায্য করে। যে সমস্ত নারী সতীত্বের পথ থেকে দূরে সরে যায় তার জন্যে স্বামীদের অমনোযোগ ও ভুল-ত্রুটিই দায়ী। অতঃপর আবু আল হাসান জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি তোমার স্ত্রী সাজগোজ ছাড়া দেখতে পছন্দ করবে ? আমি জবাব দিলাম ঃ নিশ্চয়ই না। তখন তিনি আরও বললেন ঃ সেও ও ঠিক তোমার মত করেই ভাবে।" ২২২

"ইমাম রেজা (আঃ) বলেনঃ 'বনী ইসরাইল গোত্রের নারীরা সতীত্বের পথ থেকে দূরে সরে যায় কারণ তাদের পুরুষেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা বা দেখতে সুন্দর লাগা নিয়ে একটুও মাথা ঘামাতো না। অতঃপর ইমাম আরও বলেন ঃ 'তোমরা স্ত্রীদের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা কর স্ত্রীরাও তোমাদের কাছ থেকে অনুরূপ প্রত্যাশাই করে থাকে'।" ২২৩

স্ত্রীর সেবা ও যত্ন

স্বামী-স্ত্রীর সবসময়ই পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা সহানুভূতি এবং ভালবাসা প্রকাশ করা উচিত । বিশেষ করে অসুস্থতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। অসুস্থ রুগীর যেমন ডাক্তার ও ওষুধ পথ্যের প্রয়োজন ঠিক

তেমনি সে তার স্নেহ ও দরদপূর্ণ সেবা যত্নেরও প্রয়োজন। ভাল সেবিকার হাতে একজন রুগীর দ্রুত ও সহজ আরোগ্য ঘটে।

স্ত্রী যদি রোগে শয্যাশায়ী হয় তাহলে সেও স্বামীর একটু সেবা-যত্নের আশা করে থাকে। এ সময় সে নিজের মা-বাবার সেবা যত্নের চেয়ে স্বামীর সেবা যত্নই বেশী প্রত্যাশা করে। বাড়ীর সমস্ত কাজ যে সুস্থতার সময় বলতে গেলে একজন সুনিপুণ গৃহপরিচারিকার মত নিজ হাতে সারে, সে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন স্বামীর হাতের প্রেমপূর্ণ সেবা যত্ন পাবার অধিকার তার রয়েছে বৈকি। তার এই প্রত্যাশার মধ্যে অন্যায় বা অসঙ্গত কিছু নেই।

চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের যে ব্যয় তা প্রত্যেকের জীবনেই একটা অপরিহার্য ব্যপার। এ বাবদ নারীর জন্যে যে ব্যয় সেটা যোগানো স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। বিনামূল্যে যে স্ত্রী সংসারের জন্যে পরিশ্রম করে থাকে, নিজের চিকিৎসার জন্যে স্বামীর কাছে খরচ চাইবার যুক্তিসঙ্গত অধিকার তার রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু পুরুষ এসব ব্যাপারে অত্যন্ত লজ্জাকর অন্যায় আচরণ করে থাকে। স্ত্রী যখন সুস্থ সবল থাকে তখন এরা স্ত্রীকে ব্যবহার করে নিতে কসুর করে না কিন্তু সে অসুস্থ হয়ে পড়লে একটা পয়সাও তার পেছনে ব্যয় করতে চায় না। স্ত্রীর জন্যে একটা পয়সা খরচ হলেও তখন মুখে একশটা কথা শুনিয়ে দেয়। চিকিৎসার ব্যয় যদি বেশী হয় তাহলে কোন কোন স্বামী স্ত্রীর মৃত্যু মেনে নিতেও প্রস্তুত থাকে। এই আচরণ কি মানবিক হতে পারে ?

"জনৈকা স্ত্রী তার স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ করে বলে ঃ 'সংসারের জন্যে আমি কঠিন পরিশ্রম করতাম। সুখে দুঃখে দিনগুলো একরকম চলে যাচ্ছিল। কিন্ত আজ যখন আমি রুগী হয়ে পড়েছি, আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করে চলে যেতে চান'। " ২২৪

প্রিয় ভ্রাতা ! নিজের সুখের আশা যদি করেন এবং পরিবারের উন্নতি যদি কামনা করেন তাহলে স্ত্রী অসুস্থ হওয়া মাত্র অবহেলা না করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। তার চিকিৎসার ব্যয় আপনাকেই বহন করতে হবে। তদুপরি আপনাকেই আন্তরিক স্নেহের সাথে তার সেবাযত্ন করতে হবে। মা বাবাকে ছেড়ে এখন সে আপনার আশ্রিত তাই নিজের মা–বাবার চেয়ে এখন সে আপনার আদর ও স্নেহই বেশী প্রত্যাশা করে। সে আজ আপনার সঙ্গিনী এবং আপনার ছেলে মেয়ের মা। তার এই দুঃসময়ে তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করুন, তার মনে দ্রুত সেরে ওঠার আশা জাগিয়ে তুলুন। প্রয়োজনে তার

জন্যে কিছু রান্নাবান্না করে তাকে খাওয়ান। উপযুক্ত খাবার এবং ওষুধ অন্যান্য যা কিছু দরকার কিনে আনুন। তাকে নিজ হাতে খাইয়ে দিন। আপনার এই আচরণ তার মনে শান্তি ফিরিয়ে আনবে।

বাচ্চাদের শান্ত করে রাখুন। রাতে সতর্ক থাকুন আপনার স্ত্রীর কখন কি লাগে। ঘুম ভাঙ্গলে তার কুশল জানতে চান। যদি ব্যথায় সে ঘুমাতে না পারে তাকে সঙ্গ দিন। বাচ্চাদেরকেও বলুন মা'কে দেখাশুনার কাজে আপনাকে সাহায্য করতে। তাকে কখনও একলা ফেলে রাখবেন না, বিশেষতঃ ব্যথার সময়। এই অসুস্থতার মধ্যে দিয়েই আপনার স্ত্রী তার প্রতি আপনার ভালবাসাকে অনুভব করবে এবং প্রতিদানে আপনাকে আরও গভীরভাবে ভালবাসবে। আপনার সম্পর্কে মনে মনে গর্ব অনুভব করবে এবং সুস্থ হয়ে ওঠার পর আপনাকে ও আপনার ছেলেমেয়েকে আরও বেশী যত্ন করবে।

"ইসলামের নবী (সাঃ) বলেন ঃ '*তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে তার পরিবারের প্রতি ভাল ব্যবহার করে এবং আমি আমার পরিবারের প্রতি সবচেয়ে ভাল আচরণ করে থাকি*'।" ২২৫

"আল্লাহতায়ালার নবী (সাঃ) আরও বলেন ঃ '*যে ব্যক্তি অসুস্থ বা রোগগ্রস্ত লোকের মনের কোন আশা পুরণ করে সে সদ্যজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে*'। একথা শুনে জনৈক আনসার প্রশ্ন করল ঃ হে আল্লাহর নবী (সাঃ) আমার মাতা পিতা আপনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হোক! যদি অসুস্থ বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আপনার পরিবারের (আহল আল বায়ত) কেউ হয় ? তাহলে এক্ষেত্রে সওয়াব কি আরও বেশী হবে ? আল্লাহতায়ালার নবী উত্তর দিলেনঃ *হ্যাঁ*।"২২৬

পারিবারিক অর্থনীতি

স্ত্রীর খোরপোষ দেয়া স্বামীর জন্যে ওয়াজিব। অর্থাৎ স্ত্রীর খরচ যেমন খাদ্য, কাপড় চোপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি বহন করতে স্বামী দায়বদ্ধ। স্ত্রীর খরচ না চালানো স্বামীর জন্যে অন্যায় এবং এ কারণে তার আইন সঙ্গত শাস্তি হতে পারে।

পারিবারিক জীবন মানেই অর্থব্যয়। পরিবারের জন্যে চাই খাদ্য, চিকিৎসা, বস্ত্র এবং বাসস্থান। অবশ্য এর বাইরেও অনেক বাহুল্য চাওয়া থাকতে পারে এবং পরিবারের কর্তা সেগুলোর ব্যয়নির্বাহ নাও করতে চাইতে পারেন।

বুদ্ধিমান মাত্রই আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যয় করে। তার কর্তব্য হলো সংসারের অতি আবশ্যক জিনিষগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করা এবং সম্ভব মত সেগুলো একে একে কিনে ফেলা। অসময়ের কথা ভেবে কিছু সঞ্চয় তাকে করতে হয়। বাড়ী ভাড়ার জন্যে একটা টাকা আলাদা করে রাখতে হয় যাতে, একসময় একটা নতুন জমি বা ফ্লাট কেনা যায়। গ্যাস, পানি, ইলেকট্রিসিটি আর টেলিফোন বিল মেটাবার ব্যাপারও রয়েছে। এছাড়া আছে আয়কর, বাচ্চাদের পড়ালেখার খরচ। আজেবাজে খরচ যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া, বেদরকারে খরচ না করা। এভাবে পরিকল্পিত খরচের মাধ্যমে নিজেকে দেউলিয়া কিংবা ঋণগ্রস্ত হবার হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব।

ভারসাম্য বজায় রেখে খরচ করা আল্লাহ্তায়ালার চোখে ঈমানের নিদর্শন স্বরুপ। পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ "এবং যারা খরচের সময় অপচয়কারীর মত অতিরিক্ত ব্যয় করে না আবার কপনের মতও করে না এবং এর মধ্যেই রয়েছে ন্যায়সঙ্গত মধ্যপথ।"(২৫ঃ৬৭)

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ 'আমি নিশ্চয়তা দেই যে ব্যক্তি মাঝারি রকম খরচ করে চলে সে কখনও দরিদ্র হয়ে যাবে না'।" ২২৭

"ইমাম সাদিক (আঃ) আরও বলেন ঃ 'এই শ্রেণীর লোকের ইবাদত গৃহীত হবে না ঃ যারা ধন সম্পদ অপচয় করে আর তারপর আল্লাহ্র দরবারে ইবাদত করতে থাকে হে আল্লাহ্! আমার রুটিরুজীর ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ তখন বলেন ঃ তোমাকে কি আমি খরচের সময় বেশী বেশী খরচ করতে মানা করে দেই নাই' ?" ২২৮

"আবদুল্লাহ ইবনে আবান বলেন ঃ 'ইমাম মুসা ইবনে জাফর (আঃ) এর কাছে আমি পরিবার প্রতিপালন সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেনঃ 'অপব্যয়ের স্বভাব কিংবা কৃপণতা এই উভয়ই অত্যন্ত ঘৃণ্য। সবসময় মধ্যপথ অবলম্বন করে চলতে হবে'।" ২২৯

বুদ্ধিমান লোক কখনও টাকা ধার করে না। (সুদ সহ) ব্যাংক কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে যে অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত তা ইসলামের দৃষ্টিতে বা যুক্তিপূর্ণ বিচারে ভ্রান্ত এবং তা প্রশংসার যোগ্যও নয়।

কাজেই ধারে (Higher Purchase যা মেট্রোপলিটন সিটিগুলিতে ব্যাংক ও বড় বড় কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হয়) ঘরের জন্যে আসবাবপত্র, টিভি,

ফ্রিজ বা অন্যান্য গৃহসামগ্রী ক্রয় করলে হয়ত তাৎক্ষনিকভাবে ঘরের চেহারা পাল্টে যায় কিন্তু এর ফলে মনের ওপর সবসময় একটা বোঝা চেপে থাকে এবং মনের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্ট হয়।

অপ্রয়োজনীয় বিলাসসামগ্রী অকারণে কিনতে যাবার যথার্থ প্রয়োজন কতটুকু? যার মাধ্যমে সুদসহ কিস্তি খেয়ে খেয়ে ব্যাংকার বা মালিকদের পেটই শুধু স্ফীত হয় ? এ কেমন জীবন ব্যবস্থা যেখানে সবকিছু তথাকথিত Higher Purchase এর দামে কিনতে হয় ? এর চেয়ে অপেক্ষা করে এবং ধীরে ধীরে টাকা জমিয়ে একত্রে কম দামে কেনাই কি ভাল নয় ?

একথা অনস্বীকার্য যে টাকা আয় করা কষ্টকর এবং মানুষের জীবনে এর ভুমিকা বিরাট। তবে মানুষ কেমন করে কোন পথে অর্জিত টাকা ব্যয় করলো সেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। ভাল আয় করেও অনেক পরিবার সবসময় ঋণের বোঝা বয়ে বেড়ায়। কিন্ত এমন অনেক পরিবার ও আছে যারা স্বল্প আয়ে খুব স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করে। এই দুই ধরনের পরিবারের মধ্যে আসল পার্থক্যটা হলো কেমন করে তারা টাকা পয়সা খরচ করে সেটা। সুতরাং পুরুষের উচিত সংসারের খরচপত্রের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখা অথবা পরিবারের যে এই দায়িত্বে নিয়েজিত তার কাজকর্ম নিয়মিত তদারক করা।

পরিশেষে আবারও এই সতর্কবাণী করবো যে অতিরিক্ত ব্যয়সংকোচ বা কৃপনতা অতিরিক্ত ব্যয় তথা অপব্যয়িতার মতই খারাপ। সংসারে আয় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রয়োজন মত ব্যয় বৃদ্ধি করে সংসারের সুযোগসুবিধা বাড়াতে হবে, প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়ের মাত্রা যথাসম্ভব বাড়াতে হবে। অর্থ ও সম্পদ খরচের জন্যেই এবং এর মাধ্যমে জীবনের যা কিছু দরকারী তা সংগ্রহ করতে হয়। অর্থ ও সম্পদ শুধু জমা করে রাখার জন্যে এবং মরণকালে এই দুনিয়ায় ফেলে রেখে যাবার জন্যে নয়। যদি অর্থ-সম্পদ থাকে তাহলে ঘর সংসারের সর্বত্র তার ছাপ বিদ্যমান থাকা উচিত। মুখে রক্ত তুলে শুধু উপার্জন আর খরচ না করে তা জমিয়ে রাখবার কি মানে থাকতে পারে ?

নিজের সুখ–সুবিধার জন্যে এবং পরিবারের সুখ-সুবিধার জন্যে অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করতে হবে। কেউ অর্থবান কিন্তু ঘরে তার সন্তানেরা ভাল খাবার কিংবা উপযুক্ত কাপড় চোপড় পাচ্ছে না এই দৃশ্য অত্যন্ত ঘৃণাকর। কৃপণ লোকের ছেলেমেয়েরা কি করে ? সবসময় আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে কখন এই হাড়কিপটা

লোকটা মরবে আর আমরা একটু ভোগসুখের মুখ দেখবো! যদি আল্লাহ্তায়ালা কারও ওপর রহ্মতই করে থাকেন তাহলে তার জীবনযাপনে সেই রহ্মতের সুস্পষ্ট প্রকাশ থাকা উচিত।

"দ্বীনের নবী (সঃ) বলেন ঃ *'সেই ব্যক্তি কোন মুসলমান নয় যে ধনসম্পদের মালিক কিন্তু নিজ পরিবারকে তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে'।* "২৩০

"মুসা ইবনে জাফর (আঃ) বলেন ঃ 'পরিবারের সদস্যরা হলো পরিবারের কর্তার ওপর নির্ভরশীল। তাই যে ব্যক্তির ওপর আল্লাহতায়ালার রহ্মত হয় তার উচিত নির্ভরশীলদের সুখ–সুবিধার বৃদ্ধি ঘটানো নতুবা এই রহমত উঠিয়ে নেয়া হতে পারে'।" ২৩১

"ইমাম রেজা (আঃ) বলেন ঃ 'পুরুষের যোগ্য কাজ হল খরচ নির্বাহের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের সুখ সুবিধা বৃদ্ধি করা যেন তারা এই অপেক্ষা করে বসে না থাকে যে কখন এর মৃত্যু হবে'।" ২৩২

"ইমাম আলী (আঃ) বলেন ঃ 'প্রতি শুক্রবার যারা তোমার ওপর নির্ভরশীল তাদের জন্যে ফলমূলের ব্যবস্থা কর যেন শুক্রবার উপস্থিত হলে তারা আনন্দিত হয়ে ওঠে'।" ২৩১

সংসারের কাজে কর্মে সাহায্য করুন

নারীর কর্তব্য হলো সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনা করা কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে এই কাজ নিতান্ত সহজ বা ফালতু কিছু নয়। একজন গৃহবধূ রাতদিন কাজ করেও সংসারের সব দিক সামলে উঠতে পারে না। বিশেষতঃ ঘরে যখন মেহ্মান থাকে কিংবা কেউ অসুস্থ থাকে তখনকার জন্যে একথা আরও বেশী সত্য। ঘরের কাজ যার পর নাই একঘেয়ে, বৈচিত্রহীন ও ক্লান্তিকর তাই স্বামীরা স্ত্রীদেরকে এ কাজে সর্বাত্নক সহযোগিতা করবে তা একান্তই কাম্য। স্ত্রী যখন সংসার সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তখন কোন পুরুষের পক্ষে চুপচাপ দর্শকের মত বসে থাকা অত্যন্ত অন্যায়। যখনই সম্ভব তখনই উচিত স্ত্রীকে গৃহকর্মে কিছু না কিছু সহায়তা করা। এই সহযোগীতা হল স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসার এক মূর্ত প্রকাশ যা স্ত্রীকে স্বামী ও সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখে।

এর মধ্যে কোন পৌরুষত্ব নেই যে কেবল বউকে হুকুম করে চললেন কিংবা মেয়েলী মনে করে সংসারের কোন এটা কাজে একটু হাত লাগালেন না। সংসার কোন অফিসের সদরদপ্তরের মত হুকুম তামিল আর হ্যাঁ হুজুর জী হুজুরের জায়গা নয় ঃ সংসার হল স্নেহ মায়া ভালবাসা ও পারস্পরিক সহযোগিতার জায়গা।

প্রিয় ভ্রাতা ! ঘরের কাজ করা পুরুষের জন্যে বিন্দুমাত্র সম্মানহানিকর নয়। আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে সহযোগিতা করেন তাহলে বরং এর মধ্যে দিয়েই আপনার স্ত্রী আপনাকে অধিকতর মুল্য দিতে শিখবে।

"দ্বীনের নবী (সঃ) বলেন ঃ *'ইতিহাসে যারা সর্বোচ্চ সম্মানিত ছিলেন তারা সবাই স্ত্রীকে গৃহকর্মে সহায়তা করতেন'।*"২৩৪

"আয়েশা (রঃ) - হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর স্ত্রী - তিনি বলেনঃ 'নবীজী (সঃ) যখনই অবকাশ পেতেন তখনই কিছু না কিছু গৃহকর্ম যেমন কাপড় সেলাই জুতাসারাই করতেন এবং অন্যান্য আর দশটা সাধারণ পুরুষের মতই গৃহকর্মে অংশ নিতেন'। " ২৩৫

দেরী করে বাসায় ফিরবেন না

যখন অবিবাহিত ছিলেন তখন যত রাত পর্যন্তই বাইরে থাকতেন কারও বলার কিছু ছিলনা। কিন্ত বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে এই স্বভাব অবশ্যই বদলাতে হবে। এখন আর আপনার খেয়াল খুশীমত বাইরে থাকা চলবে না। আপনি কখন কোথায় আছেন সে কথা স্ত্রীকে সবসময় জানিয়ে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে স্ত্রী সারাদিন ঘরের কাজকর্ম করেছে, বাড়ীঘর পরিষ্কার করে, থালাবাসন ধুয়ে, রান্নাবান্না শেষ করে আপনার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে। আপনার কাজ শেষ হবার সময় হলে সে আপনার ঘরে ফেরার কথা ভাবছে, আপনার সাথে কথা বলবার জন্যে এবং আপনার সঙ্গের জন্য সে ব্যাকুল অপেক্ষায় রয়েছে। আর যদি সন্তানাদি থাকে তারাও গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে বাবা কখন ফিরবে। সুতরাং পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় আচরণ হবে যদি সে ঘরে বউ পরিবার ফেলে রেখে অন্যত্র নিজের আনন্দের সন্ধানে সময় কাটাতে যায়।

বিয়ের অর্থ শুধু পরিবারের জন্যে ভাত কাপড়ের যোগান দেয়া নয়। একজন নারী তার স্বামীর দাসী নয় সঙ্গিনী। সংসারে সারাদিন খাটবার জন্যে এবং বিনিময়ে দু'মুঠো ভাত পাবার জন্যে সে সংসারে রয়েছে এমন নয়, বরং একজন স্থায়ী বন্ধু ও সঙ্গীর প্রত্যাশা তার মনকে দখল করে আছে।

কিছু কিছু লোক সত্যি সত্যিই অত্যন্ত অন্যায় আচরণকারী, অশোভন এবং বোকাও বটে। বাড়ীতে তারা বউ ছেলেমেয়ে ফেলে রেখে অন্যত্র রাত্রি কাটায়। যে টাকা ঘরের জন্যে ব্যয় করা দরকার সেই টাকা তারা অন্যত্র ব্যয় করে আসে। স্নেহ ভালবাসার কি মূল্য তা এইসব লোক এখনও বুঝতে শেখেনি। নিজেদের সস্তা এ নোংরা আনন্দকেই তারা ভাল জীবনের নমুনা বলে মনে করে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে হীন করে চলেছে একথা তারা বিস্মৃত হয়। কিন্ত অন্যেরা ঠিকই তাদেরকে বুদ্ধিহীন ও তুচ্ছ গণ্য করে। এরা নিজেদেরকেও অসুখী করে তোলে, নিজেদের পরিবারকেও অসুখী করে তোলে। তাদের আচরণ শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে তালাক চাইতে বাধ্য করে।

"স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে এমন এক ব্যক্তি আদালতে বলে ঃ 'বিয়ের পর প্রথম প্রথম আমার কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল যাদের সঙ্গে আমি বাইরে চলে যেতাম বউকে একা ফেলে রেখে..... সাধারণতঃ পরদিন ভোরবেলা আমি ফিরে আসতাম। এই অবস্থায় ত্যাক্ত বিরক্ত হয়ে আমার স্ত্রী অবশেষে নিজের জন্যে তালাকের ব্যবস্থা করে। আমাদের ইতিমধ্যে দশটি সন্তান জন্মেছিল যাদের সঙ্গে আমার মাসে দু'বার দেখা হবার কথা হলো। এভাবে কিছুদিন কাটলো। কিন্তু এখন আমি আর ছেলেমেয়েদের কোন খোঁজখবর পাচ্ছিনা। তাদের সাথে দেখা করার জন্যে আমি পাগলের মত হয়ে উঠেছি'।" ২৩৬

"জনৈক মহিলা বলেন ঃ একা একা থাকতে থাকতে আমি ক্লান্ত ও হতাশ ! কিন্তু আমার প্রতি আমার স্বামীর কোন মনোযোগই নেই। প্রতিটি রাত সে বাইরে কাটায় আর নিজের আমোদ ফূর্তি শেষে ঘরে ফিরে আসে ভোরবেলায়।" ২৩৭

প্রিয় ভ্রাতা ! আপনি এখন বিবাহিত। অবিবাহিত পুরুষের মত আচরণ এখন আর আপনার জন্যে উচিত নয়। আপনার স্ত্রী ও শিশুদের দায়-দায়িত্ব এখন আপনার। ফালতু বন্ধুদেরকে পরিত্যাগ করুন। নিজের কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরে আসুন। পারিবারিক জীবনের আনন্দ ভোগ করুন এবং স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের জন্যে একজন সুন্দর সাথী হয়ে উঠুন। হয়ত আপনার

রাত্রিকালীন আমোদ ফূর্তিগুলি নিতান্তই নিষ্পাপ, কলুষিত কিছু নয় কিন্তু তবুও এগুলো আপনার নিজের জন্যে এবং দাম্পত্য জীবনের জন্যে খুবই ক্ষতিকর।

বিশ্বস্ত হউন

বৈবাহিক চুক্তির মাধ্যমে দু'টি পৃথক জীবন এক সূত্রে গ্রথিত হয়। সূচনা হয় একটি নতুন সামাজিক জীবনের। এই পবিত্র চুক্তির অর্থ হলো একজন নারী এবং একজন পুরুষ পরস্পরের প্রতি এই মর্মে অঙ্গিকারাবদ্ধ যে তারা বাকী জীবন পরস্পর একত্রে বসবাস করবে, পরস্পরকে সহযোগীতা করবে, সবসময় পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবে, পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করবে। দারিদ্রের সময় কি সম্পদশালী থাকার সময় রোগে কি সুস্থতায়, সুখে কি দুঃখে সবসময়।

মানবতার দাবী এই যে মানুষ তার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। জীবন যখন সংকটের মুখোমুখি হয় বিবাহিত দম্পতির তখন বারবার স্মরণ করা উচিত একসময় কি চুক্তিতে কি প্রতিশ্রুতিতে তারা পরস্পর পরস্পরকে আবদ্ধ করেছিল। একজন তরুণী যখন একজন পুরুষকে বাকী জীবনের জন্যে সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করে তখন তার মধ্যে এই প্রত্যাশাই কাজ করে যেন এই পুরুষ তাকে অসময়ে ত্যাগ করে না যায় - বিশেষ যে সময়ে সে আর তরুণী থাকবে না, বয়স্কা হয়ে পড়বে। পুরুষের জন্যেও উচিত কর্ম এই নয় যে সে স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীর মধ্যে আনন্দ খুঁজতে যায়। একজন নারী যে মজবুত অর্থনীতির ভীতের ওপর দাঁড়ানো শক্তিশালী একটি পারিবারিক কাঠামো গড়ে তুলতে প্রচুর অবদান রাখে সে কখনও চাইতে পারে না যে তার স্বামী পরনারীতে আসক্ত হোক। একজন নারী যে সংসারের জন্যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে থাকে, স্বভাবতই তার প্রত্যাশা এই হয় যে তার স্বামী তাকে স্নেহ বা ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করবে না বিশেষত সে যদি অসুস্থ বা অক্ষম হয়ে পড়ে। স্বামীর কাছে অন্তত এই তার প্রত্যাশা যে তার স্বামী তাকে স্নেহ বা ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করবেনা। বিশেষতঃ সে যদি অসুস্থ বা অক্ষম হয়ে পড়ে। স্বামীর কাছে তার প্রত্যাশা যে সে শুধু তার কামনা চরিতার্থ করবার জন্যে ছুটে বেড়াবে না।

কিছু কিছু পুরুষ সত্যিই হৃদয়হীন। স্ত্রী যখন তন্বী-তরুণী থাকে তখন তারা স্ত্রীর সঙ্গ ঠিকই উপভোগ কিন্তু করে কিন্তু তারা শ্রীহীন হয়ে পড়া মাত্র তাকে ত্যাগ করে।

"একজন লোক তার স্ত্রীকে কুলক্ষণা বলে তালাক দেয় কারণ তাদের বিয়ের পর থেকে তার বাবার মৃত্যু ঘটে এবং তার চাচা দেউলিয়া হয়ে যায়।" ২৩৮

"একজন লোক যে প্রেম করে বিয়ে করেছিল সে পরবর্তীতে এই বলে স্ত্রীকে তালাক দেয় যে বর্তমানে সে আর তাকে ভালবাসে না"। ২৩৯

"মিসেস অমুক কোর্টে অভিযোগ করেনঃ বহু বছর ধরে আমি স্বামীর ঘর করছি কিন্তু আজ যেহেতু আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি সে আর আমার মত রুগীকে রাখতে চাইছে না।" ২৪০

প্রিয় ভ্রাতা! আপনি তো আর জন্তুদের মত নন যাদের কাজ হলো শুধু খাওয়া আর কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। আপনি একজন হৃদয়বান মনুষ্য সন্তান যার মধ্যে রয়েছে বিবেক ও ত্যাগের প্রবনতা। তাহলে এটা কি শোভন, সুন্দর বা ন্যায়সঙ্গত হতে পারে যে আপনি স্ত্রী ব্যতিত অন্য কারও পেছনে নিজের আনন্দ চরিতার্থ করবার জন্যে ছুটে বেড়াবেন ? যদি তাই হয় তাহলে বলতেই হবে আপনি একজন স্বৈরাচারী আর এই স্বৈরাচারিতাব জন্যে এই দুনিয়াতেই আপনাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যদি আপনি পরনারীতে আসক্ত হয়ে তার পেছনে সময় নষ্ট করেন তাহলে সামান্য ভোগের বিনিময়ে আপনি সত্যি মনের শান্তি হারিয়ে ফেলতে পারেন, মানসিক সংকটে ভেঙ্গে পড়তে পারেন। আর মানুষের সামনে নীচু হয়ে যাওয়া সে তো আছেই। আপনার সন্তানরাও আপনাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে না এবং আপনার বিরুদ্ধে বিদ্বেষী হয়ে উঠবে। যদি আপনার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে অবিলম্বে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। আর যদি তার অসুস্থতা আরোগ্যের উর্দ্ধে হয় তবু তাকে পরিত্যাগ করে যাবেন না। কিছু ত্যাগ স্বীকার করুন এবং যতদিন সে জীবিত থাকে ততদিন পুনর্বিবাহ থেকে বিরত থাকুন। সংকটের সময়ে তার মনে আর কষ্ট দেবেন না। যদি আপনার অবস্থা আজ তার মত হত তাহলে আপনি মনে মনে কি আশা করতেন ? সে যা আশা করেছে সেটাও ঠিক ঐরকম ন্যায়সঙ্গত এক আশা। যদি আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে আপনার স্ত্রীর কি উচিত হবে তালাক চাওয়া তথা আপনাকে ত্যাগ করে যাওয়া? আপনার আত্নীয় ও বন্ধুরা কি তখন তাকে ঘৃণার চোখে দেখবে না? তাই আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততাকে যদি শ্রেয় জেনে থাকেন তাহলে আন্তরিক ও বিশ্বস্ত থাকবার চেষ্টাই করুন।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

নববিবাহিতা তরুণী বধূর দায়িত্ব হলো স্বামীর সংসারের সব কাজ পরিচালনা করা এবং এ জন্যে তার চাই রান্নাবান্না ধোয়ামোছা, ইস্ত্রী, সেলাই, আসবাবপত্র সাজানো, অতিথি আপ্যায়ন, দশজনের সাথে মেলামেশা, শিশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ।

স্বামীর প্রত্যাশা থাকবে যে নববিবাহিতা বধূ এসব বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ ও জ্ঞানের অধিকারিণী হবে। কিন্তু বাস্তবতঃ স্বামীর এই প্রত্যাশা পূরণ হবার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ সচরাচর অল্পবয়স্ক ও অনভিজ্ঞ নারীর এসব ব্যাপারে অল্পই জ্ঞান থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা একেবারেই থাকে না।

তাহলে কর্তব্য কি ? এটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের একটি সামাজিক সমস্যা। একজন উঠতি বয়সের তরুণীকে এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষা দেবার ব্যাপারে মা-বাবাও যেমন বিশেষ মাথা ঘামায় না তেমনি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও এমন পর্যাপ্ত আয়োজন নেই যে একজন তরুণী সহজেই এসব শিক্ষা লাভ করতে পারে। কিন্তু তবু এর একটি উপযুক্ত সমাধান আমাদের খুঁজে বের করা প্রয়োজন। যেহেতু একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে বাকী জীবনটুকু কাটাতে পরিকল্পনা করেছে তাই তার উচিত স্ত্রীর প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যাপারেও সহায়তা করা। এক্ষত্রে পুরুষের কিছু সুবিধা রয়েছে কারণ সাধারণতঃ তারা স্ত্রীদের তুলনায় বয়সে এগিয়ে থাকে এবং একারণে তাদের অভিজ্ঞতাও থাকে বেশী। ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বন করলে একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারে এবং নিজের জানা বিষয়গুলো তাকে শেখাতে পারে। এব্যাপারে সে তার মা, বোন কিংবা খালা-চাচীদের সহযোগীতা নিতে পারে যাতে করে সে নিজে যে সব বিষয়ে অনভিজ্ঞ তারা সেগুলো নববধূকে শিক্ষা দেয়। তার পক্ষে রান্নাবান্না, কাপড় সেলাই ফোঁড়াই, গৃহকর্ম ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বইপত্রও স্ত্রীকে কিনে দেয়া সম্ভব।

নৈতিক শিক্ষার সহায়ক বইপত্র পড়বার ব্যাপারে স্ত্রীকে উৎসাহ দেয়াও একজন পুরুষের অবশ্য কর্তব্য। নরম ও ভদ্রোচিত ব্যবহারের মাধ্যমে স্ত্রীর নৈতিক দোষ-ত্রুটি বা ঘাটতিগুলি পূরণ করবার চেষ্টা করাও পুরুষের কর্তব্যের অন্তর্গত। এ ব্যাপারে জোর বা রাগারাগির কিছু নেই,তা না হলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনাই বেশী।

বিয়ের পর মোটামুটি বছর দুয়েকের মধ্যেই একটু ধৈর্য্য ধরে শেখালেই স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে তার নিজস্ব জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া সম্ভব। এই শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে হয়ত শতকরা এক'শ ভাগ সাফল্য লাভ করা স্বামীটির পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু নিঃসন্দেহে সে প্রায় মনের মত করেই একাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হবে।

- ধৈর্য অবলম্বন, সময় এবং বুদ্ধিমত্তা এই তিনটি উপাদান স্ত্রীকে যথার্থ শিক্ষা প্রদানের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষের উচিত এই গুনাবলী অর্জনের চেষ্টা করা কারণ স্ত্রীকে যথাযথ শিক্ষা দেবার ওপরই নির্ভর করছে সে বাকী জীবন কেমন একজন সঙ্গীনীর সাথে কাটাবে আর তার ছেলে-মেয়েরা কেমন একজন মা'কে পাবে। একজন সুশিক্ষিত সঙ্গিনী এবং সুশিক্ষিত মা একজন স্বামীর জন্যে রহ্‌মত স্বরূপ।

  মুসলমান বিবাহিত পুরুষকে একথা গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে যে তার স্ত্রীও একজন মুসলিম নারী এবং ইসলামী শরা শরিয়ত ও জীবন বিধান সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা নাও থাকতে পারে। এমনকি ওজু বা নামায সম্পর্কে তার যথাযথ শিক্ষা নাও থাকতে পারে। আসলে ছেলেমেয়েকে ইসলামী জীবন ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা প্রদান করা মা বাবারই দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা অজ্ঞতার পরিচয় দেয় এবং মেয়েকে যথার্থ ইসলামী শিক্ষা প্রদান না করেই বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘর করতে পাঠায়। সুতরাং যে পুরুষ এই নারীকে বিয়ে করে তার ওপরেই নববিবাহিত স্ত্রীকে শিক্ষা দেবার সকল দায়িত্ব এসে পড়ে। প্রিয় ভ্রাতা ! তাই আপনারই দায়িত্ব হলো স্ত্রীকে ইসলামী জীবন বিধানের সাথে যথাযথ পরিচয় করিয়ে দেয়া, তাকে, ইসলামী বিধিমত করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে নতুন করে শিক্ষা দেয়া। ইসলামী আচরণ পদ্ধতি সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দিন। আপনি নিজে যদি এসব করার অবকাশ না পান তাহলে অন্যদের সাহায্য নিন, তাকে ইসলামী বই-পুস্তক সংগ্রহ করে দিন, লক্ষ্য করুন সে যেন সেগুলো পড়ে এবং চর্চা করে। তার শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের জন্যে আপনি একজন সৎ ও শিক্ষিত ব্যক্তিকেও নিয়োগ করতে পারেন। মোট কথা স্ত্রীকে সৎ কাজে উৎসাহ দেয়া এবং কোন অন্যায় কাজ থেকে বিরত করা আপনারই কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। যদি আপনি আপনার কর্তব্য পালন করেন তাহলে আপনি একজন ভদ্র, বিনয়ী, নীতিবান ও বুদ্ধিদীপ্ত স্ত্রীর সঙ্গ আজীবন উপভোগ করবেন। আর আপনি যদি আপনার এই কর্তব্যে অবহেলা করেন তাহলে

একজন মূর্খ, দুর্বল ঈমান এবং দুর্বল নৈতিকতা বিশিষ্ট নারীর সঙ্গে আজীবন দুঃখ ভোগ করতে হবে। আর এজন্যে পরকালে তাকে আল্লাহ্তায়ালার কাছেও জবাবদিহি করতে হবে।

পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা বলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ ! নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারকে সেই জলন্ত আগুনের হাত থেকে বাচাঁও যার ইন্ধন হবে পুরুষেরা ও পাথরসমূহ .....।" (৬৬ ঃ ৬)

ইমাম সাদিক (আঃ) বলেনঃ '(ওপরের) এই আয়াত যখন নাযেল হয় তখন একজন মুসলমান চীৎকার করে বলে উঠলোঃ আমি তো নিজেকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে অক্ষম আর আমাকে কিনা আমার পরিবারকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে হবে ! তখন নবীজী (সাঃ) তাকে বললেন ঃ *'নিজেকে যে সব কাজ করতে হবে ঠিক সেগুলো তাদেরকে করতে বললে এবং যে সব কাজ তোমার নিজের জন্যে করা নিষেধ সেগুলো তাদেরকেও করতে মানা করলেই যথেষ্ট, আর বেশী কিছুর দরকার নেই"*।"[২৪১]

"নবী পাক (সাঃ) বলেন ঃ *'নিজের পরিবারের জন্যে পুরুষকে অভিভাবক ও দায়িত্ববদ্ধ করা হয়েছে আর একারণে তার ওপরে যারা নির্ভরশীল তাদের (কর্মের) দায়িত্ব তার ওপর'*।"[২৪২]

"নবী পাক (সাঃ) নারীদেরকেও সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ *'তোমাদের স্বামীরা তোমাদেরকে অসৎ কাজে টেনে নেবার আগেই তোমরা তাদেরকে সৎকাজের দিকে আহ্বান করো'*।" [২৪৩]

মা বাবা হওয়া

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেসব বিষয়ে মতান্তর ঘটতে পারে তার অন্যতম হলো ঠিক কখন তারা সন্তান নেবে। হয়ত স্ত্রী এখনই মা হতে চায় কিন্তু স্বামী তা চায় না কিংবা এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে। কখনও কখনও এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মতান্তর এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে কোন কোন দম্পতি বিয়েই ভেঙ্গে ফেলে।

"মিসেস অমুক আদালতে অভিযোগ পেশ করে বললেনঃ 'সাতাশ বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়। আমার স্বামী তখন সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। এরপরপরই সে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান

করে। স্বভাবতই আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবতী ভাবছিলাম। কিন্তু আমার স্বামী তখন বাচ্চা নেবার ব্যাপারে আমার সাথে একমত হলেন না। আমার কিন্তু কিছু বুঝে এল না। কারণ আমরা দু'জনেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। আল্লাহ্ আমাদের টাকা পয়সাও দিয়েছেন,একটা কেন দুটো বাচ্চা লালন-পালন করতেও আমাদের কোন কষ্ট হবার কথা নয়। তিনি যে বাচ্চাদের অপছন্দ করেন এমনও নয়। ভাগ্নে-ভাগ্নীদের বেশ আদর করেন। আমার বয়সও প্রায় তিরিশ হতে চলেছে। তাই খুবই স্বাভাবিক যে আমি এখন মা হতে চাইবো। আমার অনুভূতি তিনি ঠিকই বোঝেন কিন্তু তবু খালি বলবেন বাচ্চা মানেই একটা ঝামেলা, এখন আমাদের নিরিবিলি জীবনে অশান্তি বাড়াবার কোন দরকার নেই, ইত্যাদি, ক্রন্দনোদ্যত এই নারী এমন এক কঠিন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে যার ফলে এই দম্পতিকে বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এই নারী আবার বিয়ে করবে আর ঐ ব্যক্তি তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রচুর অবকাশ পাবে।" ২৪৪

সন্তান ও প্রজননের প্রতি দুর্নিবার ভালবাসা মানুষের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এমনকি পশুর জন্যেও একথা সত্য। শিশুরা হলো জীবন নামক বৃক্ষের ফল স্বরূপ। মানবজাতির তারা শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। যে ব্যক্তির সন্তান রয়েছে মৃত্যুর সাথে সাথেই তার জীবন শেষ হয়ে যায় না। তার জীবন আরেকটি নতুন জীবনের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকবে। এ যেন জীবনের এক বিস্তৃতি বা প্রক্ষেপণ। সন্তানহীন মানুষের জীবন নিঃসঙ্গ ও পরিত্যক্তের মত। বার্ধক্যে তার জীবন ভরে যায় আরও ভয়াবহ এক একাকীত্বে।

যে সংসারে কোন শিশু নেই সেই সংসার একঘেয়ে আনন্দশূন্য, ভালবাসা ও হৃদ্যতার মাত্রা সেখানে ক্ষীণ হয়ে আসে। তাছাড়া সন্তানহীন দাম্পত্য যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ার আশংকা থাকে। তাই শিশুরা হলো পরিবারের প্রাণ ও সজীবতার শর্তের মত।

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেনঃ 'মানুষের সুখ সন্তান লাভের মধ্যে নিহিত'।"২৪৫

"দ্বীনের নবী (সাঃ) বলেনঃ *'বেশী সংখ্যক সন্তানের জন্ম দাও কারণ আমি হাশরের ময়দানে অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য দেখে গর্বিত বোধ করবো'।*"২৪৬

অপত্যস্নেহ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কিন্তু কিছু লোক এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে দূরে সরে যায়। এই অসুস্থ মানসিকতার বশে তারা সন্তান না নেবার পেছনে অনেক ওজর তুলে ধরে যেমন টাকা পয়সার অভাব ইত্যাদি ইত্যাদি আরও বহুকিছু। আল্লাহ্তায়ালা কিন্তু তার সৃষ্ট জীবের জন্যে ঠিকই রেজেকের ব্যবস্থা করেছেন।

"বকর ইবনে সালেহ বলেন ঃ 'একটি চিঠিতে আমি হযরত আবু আল হাসান (আঃ) কে লিখি যে পায় পাঁচ বছর যাবৎ আমি এমন ব্যবস্থা সর্তকতার সাথে মেনে চলছি যাতে সন্তান না হয়। কারণ আমার স্ত্রী এখন সন্তান চায় না। সে বলে টাকা-পয়সার কারণে এখন আমাদের পক্ষে শিশু পালন খুবই কষ্টকর হবে'। চিঠিতে তিনি এ সম্পর্কে হয়রত আবু আল হাসানের মতামত জানতে চান। জবাবে হযরত আবু আল-হাসান (আঃ) লেখেন: 'সন্তান নেয়া থেকে বিরত থেকো না কারণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালাই তার রুটী-রুজির বন্দোবস্ত করবেন'।" ২৪৭

সন্তানের কল্যাণে আল্লাহ্তায়ালা পরিবারের আয়-উন্নতি বরং বাড়িয়ে দেবেন।অনেককেই এমন দেখা গেছে যে সন্তান নেবার আগে তাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল কিন্তু সন্তান আসবার পর ধীরে ধীরে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। অথচ এমন অনেকে রয়েছেন যারা সন্তানকে ঝামেলা বলে মনে করেন। এই ধারণা সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সন্তান হলো আনন্দের শ্রেষ্ঠতম উৎস। মা-বাবার জন্যে সন্তানের চেয়ে উপভোগ্যকর আর কিছু হয় না।

এ কথা তো সত্যি যে কিছু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার না করলে সন্তান পালন সম্ভব নয়। এই হল প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু মানুষ এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে এবং সন্তান পালনের যে সুখ তার তুলনায় এই দুঃখকষ্ট নগণ্য। সেই সব নর-নারী কত সংকীর্ণ যারা সন্তান নেবার চেয়ে এমনকি দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি মেনে নেয়।

এ কি খুব অবাক করার মত ব্যাপার নয় যে একজন পুরুষ, বিশেষতঃ একজন সুশিক্ষিত পুরুষ, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মকে দিনের পর দিন অস্বীকার করে চলে, এমনকি এ জন্যে বউকেও তালাক দিতে প্রস্তুত থাকে ?

অনেক দম্পতিই অবশ্য সন্তান নেবার ব্যাপারে কোন দ্বিমত পোষণ করে না কিন্তু তাদের মধ্যে আরেকটা ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা যায় সেটা হলো ঠিক কখন বা কবে এই সন্তান নেয়া হবে। এ রকম নারী বা পুরুষকে বলতে শোনা যায় ঃ "তরুণ বয়সে নারী বা পুরুষের কিছুটা মুক্ত-স্বাধীন থাকা দরকার। সন্তান আসা মানেই শৃঙ্খলিত হয়ে পড়া, নিজের জীবন উপভোগে বাধা সৃষ্টি হওয়া। সুতরাং যত দেরীতে পারা যায় একটা বা দু'টো বাচ্চা নিলেই চলবে"। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি একই পথের পথিক না হয় তাহলে তখন এ নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

মনে রাখতে হবে যে যদি কেউ সন্তান নিতে চায় তাহলে তার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত হচ্ছে যথাসম্ভব তরুণ বয়সে সন্তান নেয়া। কারণ বয়স্ক মা-বাবার সন্তানের চেয়ে তরুণ মা-বাবার সন্তান অনেক দিক থেকেই শ্রেয়তর হয়ে থাকে। প্রথমত: এরা অধিকতর সুস্থ ও সবল হয়। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু এসব শিশুদের মা-বাবার বয়স কম তাই তারা মা-বাবাকে বেশীদিন ধরে পায়। তাদের লালন পালন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মা-বাবা তারুণ্যের সজীবতা ও সযত্নের পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু বয়স্ক মা-বাবার সন্তান মা-বাবার অভিভাবকত্ব থেকে সহসাই বঞ্চিত হতে .পারে কারণ মৃত্যু, অসুস্থতা, অক্ষমতা ইত্যাদির সম্ভাবনা এদের বেশী থাকে। তৃতীয়তঃ মা-বাবা বেঁচে থাকতে থাকতেই অপেক্ষাকৃত তরুণ দম্পতির সন্তানেরা বিয়ের বয়সে পৌঁছায়, চাকরী বাকরী শুরু করে। তখন মা-বাবার দেখাশুনা বা সাহায্যের ব্যাপারেও তাদের পক্ষে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়। মোট কথা বেশী বয়সে ছেলেমেয়ের মা-বাবা হবার চেয়ে অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে মা-বাবা হওয়া অনেক ভাল। তবে এ নিয়ে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া–ঝাঁটি বাধাবার কোন প্রয়োজন নেই। স্বামী–স্ত্রী পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এটা একমত হওয়াই শ্রেয়। খামোখা এই নিয়ে পরস্পরের মধ্যে ভাঙ্গনের বীজ বপন করবার কোন মানে নেই।

কোন কোন দম্পতির মধ্যে আবার ছেলেমেয়ের সংখ্যা কতজন হওয়া উচিত এই নিয়ে মতান্তর দেখা যায়।

"শিশু কোলে একজন নারী বলে উঠলোঃ 'বিয়ের চার বছরের মধ্যে আমার দু'টি মেয়ে জন্মে কিন্তু আমার স্বামী ছেলে চাইছিলেন তাই আমি আবারও গর্ভবতী হয়ে পড়ি। কিন্তু আবারও আমার মেয়ে হলো। এখন আমার তিন

মেয়ে। আমার স্বামী ব্যাঙ্কে চাকুরী করেন এবং তার বেতনে সংসারের খরচ চালানো মুশকিল হয়ে পড়ে। সম্প্রতি তিনি আবার জোরাজুরি শুরু করেছেন যে যতদিন না আমাদের ছেলে হয় ততদিন এভাবে বারবার করে আমাকে গর্ভবতী হয়ে পড়তে হবে। কিন্তু আমি এর জন্যে মোটেও প্রস্তুত নই কারণ তার আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। এই আয়ে মনের মত করে এতগুলো ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলা অসম্ভব। আমি বারবার তাকে বলেছি ছেলে কিংবা মেয়ে যে কোনটিই ভাল। আমি ভয় পাচ্ছি যে আবার যদি আমি গর্ভবতী হয়ে পড়ি তাহলে এবারেও হয়ত একটা মেয়ে জন্মাবে। আমি নিশ্চিত যে তারপরও আমার স্বামী আবার জোর করতে থাকবে আরেকবার চেষ্টা করে দেখার জন্যে। এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতের মিল হওয়া অসম্ভব। তাই শেষ পর্যন্ত আমরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছি'।" ২৪৮

একথা সত্য যে ছেলেমেয়ের সংখ্যা যদি বেশী হয় তাহলে শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়ে। যাদের আয় বেশী নয় তাদের ক্ষেত্রে একথা আরও সত্য। সুতরাং প্রতিটি দম্পতি নিজ নিজ আয় ও অন্যান্য সঙ্গতির সাথে তাল রেখে সন্তান সংখ্যা নির্ধারণ করে নেবে এটাই হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়া থাকতে হবে। এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, পরস্পরের প্রতি দরদ ও উদারতা নিয়ে বিষয়টি যৌথভাবে বিবেচনা করতে হবে। দু'জনের কারও জন্যেই উচিত নয় অন্যের ওপর অযৌক্তিক কোন দাবী করতে থাকা। এটা এমন কোন বিরাট সমস্যার বিষয় নয় এবং এনিয়ে মতান্তর ঘটিয়ে আদালতে দৌড়াদৌড়ি তথা বিচ্ছেদের পথে পা বাড়াবার কোন প্রয়োজন নেই। কোন কোন পরিবারে বহু সংখ্যক সন্তান থাকে তারা তাই নিয়েই সুখী। আবার কোন কোন পরিবারে মাত্র একজন বা দু'জন সন্তান থাকে। যে যেরকমভাবে সুখী হয়।

সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্খা থাকতে পারে। কোন কোন স্বামী স্ত্রী ছেলে চায়, মেয়ে হওয়াটাকে তারা ভাল চোখে দেখে না। মেয়ে জন্মালে মা'র মন কাঁটা হয়ে থাকে। নিঃশব্দে সে সবার দিকে তাকায় আর ভাবে আমার জন্যেই এরকম হয়েছে। বাবা হয়ত জোরেসোরেই মনের অসন্তোষ ব্যক্ত করতে থাকে। দু'একজন হয়ত মনের ভাব লুকিয়ে রাখে, শুধু তাদের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় তারা

কতটুকু অসন্তুষ্ট। এরা বিশেষতঃ মেয়ে হবার খবর পেলে (হাসপাতালে বা শ্বশুরালয়ে) বউকে দেখতে যায়না। সবসময় মন ভার। কেউ কেউ আবার মেয়ে হবার খবর শুনে ক্ষিপ্তও হয়ে ওঠে। বউকে গালিগালাজ করতে থাকে আর উঠতে বসতে কথা শোনায়। কলহ-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে যেন তারা এই নবজাতকের আগমনের প্রতিবাদ জানায়। দু'একজন আরও বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যায়। কন্যা সন্তান জন্ম দেবার দায়ে বউকে পেটায় কিংবা তালাক দেয়।

"আদালতে এক নারী জানায়ঃ 'পনের মাস আগে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের ছ'মাস পর আমি গর্ভবতী হই।প্রসবের তারিখ এগিয়ে আসবার পর আমার স্বামী আমাকে একদিন বললো সে চায় যে আমি একটি ছেলে জন্ম দেই। কিন্তু আমার মন বলছিল আমার হয়ত একজোড়া এমনকি তিনটা বাচ্চাও হতে পারে। কিছু দিন হল সত্যি সত্যিই আমার একজোড়া যমজ মেয়ে হয়েছে। আমি খুব সুখী। কিন্তু আমার স্বামী খবর পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং হাসপাতালের কেবিন ছেড়ে বাইরে চলে যায়। পরে আমি যখন অনুরোধ করি আমাদের সবাইকে বাসায় নিয়ে চলুন তখন সে আমার সঙ্গে চীৎকার করতে থাকে আর বলে একজোড়া কন্যা সন্তান জন্ম দেবার জন্যে আমিই দায়ী। তাকে ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেয়। তাই বাধ্য হয়ে আমি বাপের বাড়ীতে গিয়ে উঠি। এখন তালাকের জন্যে আমি দরখাস্ত পেশ করছি'।" ২৪৯

"মিসেস .... আদালতের একজন সাংবাদিককে জানান ঃ 'বিয়ের একুশ বছর পর পাঁচটি সন্তানের মা হয়েও আমাকে স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। নিজের এত কষ্টে গড়া সংসার ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে অপর একজন নারীর জন্যে জায়গা করে দিতে যে একটি ছেলে জন্ম দেবে। অথচ আমার পাঁচটি সন্তান প্রত্যেকেই বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী এক একটি মেয়ে যারা বাপের কাঁধে কোন অর্থেই কোন বোঝা নয়। যদি ছেলে জন্ম দিতে না পেরে থাকি তাহলে তার জন্যে আমার কি এমন অপরাধ? অথচ আমার স্বামী এজন্যে আমাকেই দায়ী করে এবং আমাকে বলে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করবার অনুমতি দিতে'।" ২৫০

দুঃখজনক ব্যাপার হলো কোন কোন পুরুষের মধ্যে কন্যা সন্তানের ব্যাপারে এই যে মানসিকতা দেখা যায় সেটার অস্তিত্ব আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময়ও ব্যাপকভাবে দেখা যেত। এরা মানুষ হিসেবে নারীর মর্যাদাকেই অবজ্ঞা

করতে চায়। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তারা লজ্জা বোধ করে এবং নিজেদের সম্মান ছোট হলো বলে মনে করে। আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময় পুরুষেরা নারী সন্তান হলে তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে দিত। পবিত্র কোরআন একথা উল্লেখ করে বলে ঃ "আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মাবার সংবাদ দেয়া হলো তার মুখ কাল হয়ে গেল এবং সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো" ।(১৬:৫৮)

"মানুষের কাছ থেকে সে মুখ লুকিয়ে বেড়ায় কারণ তাকে (নাকি) এক অশুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে। সে কি এই (তথাকথিত) লজ্জা বয়ে বেড়াবে না তা (জ্যান্ত) কবর দেবে? কিন্তু সত্যি সত্যি অশুভ হলো তাদের বিচার-বিবেচনা (যারা কন্যা সন্তানকে অশুভ বলে মনে করে)" । (১৬:৫৯)

ইসলাম অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মানুষের এই ভুল ধারণার নিন্দা করেছে এবং নারী ও পুরুষকে সমান বলে ঘোষণা দিয়েছে।

"ইসলামের নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ '*তোমাদের কন্যা সন্তানরাই হলো তোমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান* ।" ২৫১

"দ্বীনের নবী (সাঃ) আরও বলেছেন ঃ '*সৌভাগ্যবতী নারীর লক্ষণ এই যে তার প্রথম সন্তান কন্যা* ।" ২৫২

"তদুপরি নবীপাক (সাঃ) একথাও বলেন ঃ '*যে তিনটি কন্যা সন্তান পালন করে তার বেহেশ্‌ত নসীব হবে* ।" ২৫৩

নারী যদি পুরুষের চেয়ে নিচু স্তরেরই হবে তাহলে আর আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর (অর্থাৎ নবী (সাঃ)-এর) বংশ পরম্পরা একজন নারী অর্থাৎ হযরত ফাতেমা জাহ্‌রা (আঃ)-এর মাধ্যমে রক্ষা করতেন না।

প্রিয় ভ্রাতা! নিজেকে আপনি যদি সভ্য ও আধুনিক একজন মানুষ বলে গণ্য করেন তাহলে এ ধরণের অশুভ ধারণা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। ছেলে না হয়ে যদি আপনার মেয়ে হয় তাহলে কি এমন পার্থক্য হলো? ছেলে হোক বা মেয়ে হোক সে আপনার সন্তান। উভয়ের পক্ষেই সম্ভব পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়া। আপনি যথার্থ শিক্ষা প্রদান করলে এবং বিশেষ যত্ন নিলে একজন মেয়ের পক্ষেও বড় কিছু হয়ে ওঠা সম্ভব।

কোন কোন ব্যাপারে মেয়ে সন্তান ছেলে সন্তানের চেয়েও ভাল। যেমন মা-বাবার জন্যে মেয়েদের টানই বেশী থাকে। ছেলেরা বড় হয়ে সচরাচর মা-বাবার বিশেষ উপকারে আসে না, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয়ে যায়। মা-বাবা যদি ছেলের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব না দেখায় তাহলে মেয়েরা মা-বাবাকে অধিকতর ভালবেসে থাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ ছেলে মানুষ করবার খরচ মেয়ের চেয়ে বেশী। মেয়েরা বাবার বাড়ীতে বিয়ের পর আর বসবাস করেনা। সামান্য কিছু নিয়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করে। কিন্তু ছেলেরা বড় হবার পরও মা-বাবার সাথেই থেকে যেতে পারে। তার শিক্ষার খরচ চালানো ছাড়াও তার চাকুরী খোঁজা, তার বিয়ের খরচ, তারপর তার নতুন সংসারের জন্যে ঘরের বন্দোবস্ত করে দেয়া, আসবাবপত্র যোগাড় করে দেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। বিয়ের পরও সে দরকার হলেই মা-বাবার কাছে এসে হাত পাতবে।

তৃতীয়ত ঃ মা-বাবা যদি ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কোন বৈষম্য না করে এবং মেয়ে–জামাইকে অত্যন্ত আদর করে তাহলে এই জামাই বিপদ–আপদের সময় ছেলের চেয়েও বেশী কাজে লাগবে, তাদের প্রতি ছেলের চেয়েও বেশী বিশ্বস্ত থাকবে।

যাহোক, মেয়ে সন্তান জন্ম দেয়া নারীর কোন দোষ হতে পারে কি? প্রজননের সঙ্গে স্বামী স্ত্রী উভয়েই জড়িত তাই স্বামীর এমন অধিকার নেই যে এ ব্যাপারে সে একতরফাভাবে স্ত্রীকে দোষারোপ করে। তাহলে স্ত্রীর পক্ষেও স্বামীকে এজন্যে সমানভাবে দায়ী করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে কাউকেই দোষী করবার কিছু নেই কারণ সন্তান ছেলে হবে কি মেয়ে হবে তা খোদার মর্জি।

কোন কোন 'বিশেষজ্ঞ' মনে করেন যে গর্ভবতী হবার পর প্রথম দু'মাস নারী কি খেল না খেল তার দ্বারা সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে নির্ধারণ করা যায়। সুতরাং কেউ যদি ছেলে চায় বা মেয়ে চায় তাহলে সময়মত এই সব 'বিশেষজ্ঞের' সাথে যোগাযোগ করা উচিত। এ ব্যাপারে বউকে দোষ দেবার কিছু নেই।

বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত মানুষের পক্ষে মেয়ে সন্তান হবার খবরে উদ্‌ভ্রান্ত হবার কোন কারণ নেই। বরং এই খবরে তার খুশীই হওয়া উচিত। এ খবর শুনে তার উচিত স্ত্রীকে অভিনন্দিত করা, স্ত্রীর প্রতি নিজের ভালবাসাকে ব্যক্ত করা

এবং সে যে খুশী হয়েছে একথা সবাইকে বলা। নতুন সন্তান উপহার দেবার বিনিময়ে তার উচিত স্ত্রীকে কিছু একটা উপহার দেয়া। তার পক্ষেই সম্ভব নতুন সন্তানের আগমনকে উৎসবে পরিণত করা এবং স্ত্রী যদি কন্যা সন্তান হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়ে তাহলে যুক্তির সাথে স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলা যে কন্যা সন্তান ছেলে সন্তানের চেয়ে কোন অংশেই হীন নয়। বুদ্ধিমান বাবা কন্যা ও ছেলে সন্তানের মধ্যে কোন ফারাক করে না, কন্যা সন্তান হবার দায়ে কাউকে দোষী করে না। এভাবে সে আইয়ামে জাহেলিয়াতের অজ্ঞান অন্ধকার এক ধারণার বিরুদ্ধে নিজ সংগ্রাম পরিচালনা করে।

"এক ব্যক্তি যখন ইসলামের নবী (সাঃ)-এর সঙ্গে অবস্থান করছিল তখন তার কাছে মেয়ে হবার খবর পৌঁছায়। এ খবর শুনে সে খুব মুষড়ে পড়ে। তখন নবীজী (সাঃ) বললেনঃ *'তুমি এত হতাশ হয়ে পড়লে কেন'?* লোকটি জবাব দিল: 'বাড়ী থেকে বেরোবার সময় দেখেছিলাম স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠেছে। এইমাত্র খবর পেলাম আমার একটি মেয়ে হয়েছে'। নবীজী (সাঃ) বললেনঃ *'ঐ নবজাত মেয়েটির জন্যে পৃথিবী তার দরজা খুলে রেখেছে, আকাশ তার মাথার ওপর নির্ভয় আশ্রয়ের মত দাঁড়িয়ে আছে আর আল্লাহ্তায়ালা তার রুটীর মালিক। সুগন্ধী এক ফুলের মত সে ফুটে উঠেছে যার সুবাস তোমাকে আনন্দিত করবে।"* ২৫৪

গর্ভাবস্থা ও সন্তান প্রসব

শিশু যখন মা'র গর্ভে থাকে সেই সময়টা তার জীবনের জন্যে যেমন সংবেদনশীল তেমনি ভাগ্যনির্ভর। মায়ের খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক ও মানসিক আচরণ ইত্যাদি শিশুর জন্যে যেমন ঠিক তেমনি যার জরায়ুতে শিশুটি বেড়ে উঠছে সেই মায়ের জন্যেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর স্বাস্থ্য বা অসুস্থতা, শিশুর সবলতা বা দুর্বলতা, সৌন্দর্য বা সৌন্দর্যহীনতা, কিংবা এর ভাল-মন্দ চরিত্র এমনকি এর বুদ্ধিবৃত্তিক দিক, মেধা ইত্যাদি মাতৃজরায়ুতে থাকাকালীন সময় নির্ধারিত হয়। "এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেনঃ 'শিশুর মা-বাবা শিশুর জন্যে যেমন দুর্গ হয়ে উঠতে পারে তেমনি স্বাস্থ্যহীনতার উৎসেও পরিণত হতে পারে। একথা অবশ্যম্ভাবী যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (অর্থাৎ মা-বাবা অসুস্থ হলে) সে জায়গা অনিত্য আত্মার (শিশুর রুহের) আগমন (অর্থাৎ গর্ভধারণ) এবং বসবাস (অর্থাৎ

জন্মের পূর্বে অবস্থান) উপযোগী হতে পারে না। একারণেই সৃষ্টির সমগ্র প্রক্রিয়ায় মা-বাবার দায়িত্ব সব'চে বড় বলে মনে করা হয়'।" ২৫৫

সুতরাং গর্ভধারণকালকে সাধারণ আর পাঁচটা সময়ের সাথে তুলনা করা যায়না। গর্ভাবস্থা শুরু হওয়া মানেই (অনাগত শিশুর) মা-বাবার ওপর বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হওয়া।

মা-বাবা তাদের নির্বুদ্ধিতাবশতঃ অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অসতর্কতার জন্যে এসব সমস্যা অনেক সময় খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করে।

নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করছিঃ

১। খাদ্য ঃ মাতৃগর্ভে ভ্রূণ মায়ের শরীর থেকেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করে ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠতে থাকে। সুতরাং মা'কে এমন খাদ্য গ্রহণ করতে হবে যাতে দু'জনের পুষ্টির যোগান হয় – তার নিজের আর সেই সঙ্গে তার গর্ভে ক্রমবিকাশমান ভ্রূণের। ভিটামিন, প্রোটিন, স্নেহ জাতীয় পদার্থ, শর্করা ইত্যাদি যদি মায়ের খাদ্যে কম পড়ে তাহলে মা ও গভর্স্থ শিশু দু'জনেই অসুস্থ হয়ে পড়বে।

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ 'ভ্রূণের খাবার মায়ের পুষ্টির মাধ্যমে যোগান হয়'।" ২৫৬

মা'কে সুষম খাবার দেবার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হলো গর্ভাবস্থায় দেখা যায় মা'য়েরা বিশেষ বিশেষ খাবার খুব বেশী বেশী খেতে চাইছে আবার কোন কোন খাবার দেখলে বলছে আমার গা গুলায় আমি এগুলো একদম খাবো না। মেয়েরা সাধারণতঃ খাবার একটু কমই খেয়ে থাকে কাজেই গর্ভাবস্থায় খুবই সতর্কতা দরকার যেন সে নিয়ম করে ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করে। এমন সব খাবার দিতে হবে যেগুলো গুরুপাকও নয় আবার তার মধ্যে পুষ্টি উপাদানও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে যা মা ও শিশু উভয়ের জন্যেই খুব জরুরী।

গর্ভাবস্থায় রুটিন বেঁধে নিয়মিত মা'কে খাইয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা মোটেই সহজ কিংবা হেলাফেলার কাজ নয়। আর্থিক দিক থেকেও তা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্যে তো বটেই।

সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব হলো শিশুর বাবার। স্ত্রীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগাবার সবরকম চেষ্টা তাকে করতে হবে। শিশুর বাবা যদি অমনোযোগী হয় তার ফলাফল শিশুর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। আর দায়িত্বে এই অবহেলার জন্যে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই এই দায়িত্বজ্ঞানহীন বাবাকে দোষী করা হবে।

২। মানসিক অবস্থা ঃ গর্ভাবস্থায় মায়ের জন্যে প্রয়োজন মানসিক সুস্থতা। জীবনের প্রতি যে ভালবাসা মানবিক সেই ভালবাসা যদি সে এসময় উপলব্ধি করা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তা হবে খুবই ক্ষতিকর। অনাগত শিশুর পিতার দায়িত্ব হলো এসময় শিশুর মা'কে একটি শান্তিপূর্ণ জীবনের মধ্যে রাখা, একটি স্নেহপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে রাখা। গর্ভিণী নারীর স্বামীকে এসময় পরিপূর্ণ স্নেহ, দরদ ও ভালবাসা দিয়ে এমন আচরণ করতে হবে যাতে স্ত্রী নিজেকে সুখী ও গর্বিত বোধ করতে পারে।

স্বামীর জন্যে সবসময়ই স্ত্রীর প্রতি এইরকম আচরণ বিধেয়, স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় তা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আরেকটি জীবন এখন তার ওপর নির্ভর করে আছে একথা ভেবে নারীকে গর্বিত হবার সুযোগ করে দিতে হবে। সে যে তার গর্ভস্থ শিশুর কল্যাণের দায়িত্বে রয়েছে স্বামীর কাজ হলো এই উপলব্ধিটুকু স্ত্রীর মনে জাগিয়ে তোলা।

৩। ঝাকুনি লাগা এড়াতে হবেঃ গর্ভবতী নারীর জন্যে ভারী কোন কাজ একদম নিষিদ্ধ। তাকে বিশ্রাম নিতে হবে প্রচুর। ভারী বস্তু টেনে তোলা কিংবা জোরে জোরে দেহসঞ্চালন এসময় মা ও শিশু উভয়েরই অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে। গর্ভবতী নারীর জন্যে ভারী কাজ যেহেতু মানা তাই এসময় স্বামীর উচিত এধরণের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা।

৪। প্রসবের ব্যাপারে ভয় পাওয়া ঃ সন্তান প্রসব সবসময় সহজসাধ্য হয়না। কখনও কখনও প্রসববেদনা খুব তীব্র হতে পারে। গর্ভবতী নারীরা প্রায়ই প্রসববেদনা সম্পর্কে ভীত থাকে। সন্তান প্রসবের যে আনুসঙ্গিক জটিলতা সেগুলো নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন থাকে। নারীর পক্ষে যদিও স্বাভাবিকভাবেই গর্ভধারণ, প্রসব এবং সন্তানকে খাওয়ানো ইত্যাদি কাজ করে চলা সম্ভব তবু স্বামীরও উচিত শিশু লালন পালনের ব্যাপারে ও অন্যান্য সব ব্যাপারে স্ত্রীকে সহায়তা করা।

বাসায় নিয়ে ভ্রূণ যদিও মাতৃগর্ভেই বাসা বেঁধেছে তবু মায়ের দেহের বাইরেও তার একজন বাবা রয়েছে। যে কিনা গর্ভধারণের সময় গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং সন্তান জন্ম নেবার সময় স্ত্রীর আরামের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা পুরুষের কর্তব্য। জরুরী কখন কী প্রয়োজন পড়ে সেদিকেও তাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। স্ত্রীর চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা এবং প্রসব যেন সহজে ও নিরাপদে হতে পারে তার জন্যে সবরকম যোগাড়যন্ত্র করা স্বামীর জন্য যেমন ইসলামের দৃষ্টিতে একটি কর্তব্য তেমনি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও তা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। শিশু জন্মাবার পর স্ত্রীর পাশে থাকার যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে যদি তা অসম্ভব হয় তাহলে স্ত্রীকে এ সংবাদ দিতে হবে এবং ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয়াকে তার কাছে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। নিজে গিয়ে (হাসপাতাল বা নার্সিং হোম থেকে) শিশুসহ তাকে নিয়ে আসতে হবে। বাসায় ফেরার পর সবরকম কাজে তাকে সাহায্য করতে হবে যাতে করে বিশ্রামের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পর্যাপ্ত সুযোগ সে পায়।

যে স্বামী স্ত্রীর সাথে সহৃদয় আচরণ করে সে আল্লাহ্ কর্তৃক পুরস্কৃত হবে।

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেন ঃ '*পুরুষদের মধ্যেই সেই শ্রেষ্ঠ যে তার স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং (আমি) স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করেছি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী*'।" ২৫৭

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ 'যে স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে আল্লাহ্ তার ওপর রহ্মত নাজেল করেন কারণ আল্লহ্তায়ালা নিজেই পুরুষকে স্ত্রীর অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন'।" ২৫৮

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করে সে নিজের সংসারের পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তোলে, পরিবারের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে তোলে। বিনিময়ে স্ত্রী কখনই স্বামীর স্নেহ ও ভালবাসার কথা ভুলে যায়না বরং এর ফলশ্রুতিতে দাম্পত্য বন্ধন আরও দৃঢ় হয়।

শিশুপালনে সহযোগিতা

শিশু হলো বিবাহের ফল স্বরূপ। শিশুর পৃথিবীতে আসার ব্যাপার নারী ও পুরুষ উভয়েরই অংশগ্রহণ থাকে তাই এ ব্যাপারে দুঃখ কষ্ট ও আনন্দ যা কিছু তা দু'জনকে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হয়। শিশুর লালন পালনও মা-বাবা

উভয়ের কর্তব্য, এ শুধু একা মায়ের দায়িত্ব নয়। সচরাচর যদিও মায়েরাই শিশুপালন সংক্রান্ত অধিকাংশ কাজ করে থাকে যেমন শিশুর যত্ন নেয়া, তাকে সঙ্গ দেয়া, খাওয়ানো, ধোয়ানো-মোছানো ইত্যাদি কিন্তু তাই বলে শিশুর বাবার একথা মনে করবার কারণ নেই যে এসব একচেটিয়া মায়েরই দায়িত্ব। পুরুষের এরকম ভাবনা খুবই অন্যায় যে বাচ্চার দেখাশোনার ভার শুধুমাত্র মায়ের এবং পুরুষের এ ব্যাপারে করণীয় কিছুই নেই। বাচ্চা যখন কাঁদতে থাকে তখন মায়ের কাছে তাকে ফেলে রেখে চলে যাওয়া এবং আলাদা ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেয়া তাই বাবার পক্ষে খুবই অশোভন কাজ হবে।

প্রিয় ভ্রাতা! আপনার শিশুর দায়িত্ব আপনারও বটে। আপনি নিজেও কি ভাবেন না যে বাচ্চা কাঁদতে থাকলে তাকে মায়ের কাছে ফেলে রেখে নিজে অন্য ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেয়া অন্যায় ? সংসার পালনের এই কি ন্যায্য রীতি হতে পারে ? আপনি যেমন ঘরের বাইরে প্রচুর পরিশ্রম করেন আপনার স্ত্রীকেও তেমনি ঘর-দোর সামলাবার জন্যে প্রচুর খাটতে হয়। তাই আপনার যেমন ঘুম ও বিশ্রামের দরকার ঠিক তারও তো তেমনি ঘুম ও বিশ্রামের দরকার, নয় কি ? বাচ্চা যখন একটানা কাঁদতে থাকে তখন তারও তো বিরক্ত লাগতে পারে, তবু সে তাকে শান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

প্রিয় ভ্রাতা ! শিশুকে বড় করে তোলার কাজে আপনি আপনার স্ত্রীকে সহায়তা করবেন এটা যেমন ইসলামের দাবী তেমনি মানবতারও দাবী। হয় আপনারা একসঙ্গে কাজ করুন নতুবা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে পালাক্রমে প্রতিদিন বাচ্চার দেখাশুনা করুন। আপনার স্ত্রী যদি বাচ্চার জন্যে সারারাত না ঘুমিয়ে কাটায় এবং ফজরের নামাজের পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে অন্যান্য দিনের মত সকালের নাস্তার জন্যে তাকে ডেকে তুলবেন না। বরং নিজেই নিজের নাস্তা সেদিন তৈরী করে নিন। সম্ভব হলে স্ত্রীর নাস্তাটাও তৈরী করে দিন এবং অপেক্ষা করুন কখন সে ওঠে।

আপনি যখন অফিসে থাকেন বা ট্যুরে যান তখন চব্বিশ ঘন্টা আপনার স্ত্রীই বাচ্চার দেখাশোনা করতে থাকবে একথা ভাবা ঠিক নয়। মোট কথা শিশুর দেখাশোনা ও যত্নের ব্যাপারে স্ত্রীর সাথে সববিছু আপনাকে ভাগাভাগি করে নিতে হবে। স্ত্রীকে করতে হবে যথাসম্ভব সহায়তা। আর একমাত্র এভাবেই আপনাদের পারিবারিক জীবন দৃঢ় হয়ে ওঠার অবকাশ পাবে।

সবশেষে, স্ত্রীকেও একথা মনে রাখতে হবে যে সংসারের আয়ের জন্যে স্বামীকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় সুতরাং তার কাছ থেকে এমন কিছু আশা করা উচিত নয় যা তার সাধ্যের বাইরে। অফিস থেকে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী তাকে বাচ্চা রাখার ব্যাপারে সাহায্য করতে শুরু করবে এমন ভাবা তার পক্ষে অন্যায় হবে।

নিজেদের বিরোধ মেটাতে সবচেয়ে বড় বাধা

আত্ন-অহমিকা এবং আত্ন-কেন্দ্রীকতাই হলো দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ মেটাবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনেকের মধ্যেই এই সব খারাপ দোষগুলি বিদ্যমান থাকে। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে এরা কেবল নিজেদের ভালটাই দেখতে পায় আর চোখে পড়ে শুধু অন্যের দোষ, নিজেদের দোষ-ত্রুটি ব্যর্থতা সর্বদাই তাদের নজর এড়িয়ে যায়। এর সঙ্গে কারও কারও চরিত্রের মধ্যে অন্যের খুঁত ধরবার প্রবণতাও থাকে। তখন পরিস্থিতি আরও দুর্ভাগ্যজনক হয়ে ওঠে। কখনও কখনও স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই এই অপরের দোষ ধরবার প্রবণতা দেখা যায় যার ফলে রাতদিন তাদের মধ্যে কলহ-বিবাদ লেগেই থাকে। নিজের সমস্ত ভুল অস্বীকার করে এরা তখন শুধু পরস্পরের সমালোচনায় ব্যস্ত থাকে। যদি দু'জনের মধ্যে শুধু একজনের এই অপরের খুঁত ধরবার প্রবণতা থাকে তাহলেও যথেষ্ট। সে তখন শুধু স্বামী বা স্ত্রীর দোষ ধরতে থাকবে কিন্তু নিজের কোন সমালোচনা স্বীকার করবে না।

আর স্বামী–স্ত্রী উভয়েরই যদি এই দোষ থাকে তাহলে তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কারণ কারও কোন উপদেশ কানে তোলার মন-মানসিকতা তাদের থাকেনা। এই দম্পতির একজন যখন রেডিও বা টেলিভিশনে দাম্পত্য বা পারিবারিক জীবনের ওপর কোন নাটক ইত্যাদি শোনে বা দেখে তখন তার কোন বিশেষ চরিত্রের (অবশ্যই খারাপ) মধ্যে স্বামী/স্ত্রীর দোষ ত্রুটিগুলো যেন মূর্তরূপে দেখতে পায় এবং বলে ওঠে ঃ "দেখো ! দেখো ! একদম ঠিক তোমার মত (খারাপ)"! কিন্তু নিজেদের কোন দোষ-ত্রুটির কথা যদি বাইরের কেউ ধরিয়েও দেয় তাহলেও তারা সেটা কানে তুলে না। বাজার থেকে পারিবারিক নৈতিকতার বই কিনে এনে এক জন আরেক জনের হাতে দিয়ে বলেঃ "পড় ভাল করে পড়ে শেখ"। নিজে

কিন্তু একবারও পড়ে না বা শেখে না! আত্মকেন্দ্রীকতা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, যে ব্যক্তি এই দোষে ভুগছে সে হয়ত নিজের অবস্থা বুঝেই উঠতে পারে না। ফলে দাম্পত্য সম্পর্ক অচল হয়ে পড়া অসম্ভব নয়। ঝগড়া বিবাদ, দু'জনেরই অসুখী ও বিপর্যস্ত জীবন এদের নিয়তি হয়ে দাঁড়ায় নতুবা বিবাহ বিচ্ছেদই একমাত্র পথ যা এদের সামনে খোলা থাকে।

তাই প্রতিটি দম্পতির প্রতিই একান্ত পরামর্শ আত্মগৌরব করা থেকে এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়া থেকে বিরত থাকুন। যে দম্পতি এই রকম অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে তাদের উচিত অবিলম্বে দু'জন একসাথে বসে ধৈর্য্যশীল ও সৎবিচারকের মত নিজের নিজের ও পরস্পরের সমস্যাগুলো বুঝতে চেষ্টা করা। নিজের মন থেকে সবরকম বদ্ধমূল ধারনা ঝেড়ে ফেলে মন দিয়ে অপরের কথা শোনা। নিজের ছোটখাট ভুলত্রুটিগুলিকে পর্যন্ত চিহ্নিত করতে চেষ্টা করা। এবং সারিয়ে ফেলার মন মানসিকতা নিয়ে সেগুলোকে খুঁজে বের করা। নিজেদেরকে সর্বাগ্রে বদলাতে হবে – এই হওয়া উচিত এখন তাদের সিদ্ধান্ত। এবং এ কাজ করতে হবে পরস্পরের মধ্যে গভীর বোঝাপড়ার তাড়না থেকে। করতে হবে নিজেদের মধ্যেকার শান্তি ও প্রেম-ভালবাসা ফিরিয়ে আনার আন্তরিক তাগিদ থেকে।

তবে নিজেরা যদি নিজেদের মধ্যেকার সমস্যা মিটিয়ে দিতে একেবারেই না পারে সেক্ষেত্রে উচিত অভিজ্ঞ, আস্থাভাজন, সতর্ক ও বিশ্বাসী, সর্বোপরি পরোপকারী একজন কাউকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নেয়া। এরকম কেউ যদি আত্মীয় বা বন্ধুদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে খুবই ভাল কারণ তারা দু'জনেই তাকে মনের সবকথা অকপটে সবটুকু খুলে বলতে পারবে, তারপর তার রায়ের জন্য অপেক্ষা করবে। দু'জনকেই এই মধ্যস্থতাকারীর উপদেশ মেনে চলতে হবে এবং কথাকে নিজেদের জীবনে কাজে প্রয়োগ করতে হবে। তৃতীয় কারও রায় মেনে চলা এবং তার উপদেশ মত সব কাজ করা সহজ নয় কিন্তু পরিবারের শান্তি ও কল্যাণ আন্তরিকভাবে কামনা করলে, পরিবার দৃঢ়ভাবে টিকে থাকুক এই মনোবাসনা থাকলে একাজে লেগে থাকতে হবে। কেবল তাহলেই পরে এর সুফল ভোগ করা সম্ভব হবে। এ ধরনের দম্পতির মা-বাবা যদি এদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থাকেন তাহলে তাদের উচিত সন্তানদেরকে একজন প্রাজ্ঞ সুবিবেচক ও বিশ্বস্ত বিচারকের কাছে যেতে বলা। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মধ্যে বিশেষ কারও পক্ষ নেয়া মা–বাবার উচিত হবেনা।

উপরে লিখিত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলে আল্লাহ্‌র রহ্‌মতে সমস্যাগ্রস্ত দম্পতির পক্ষে সমস্যা কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব হবে না।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেনঃ 'আর তোমরা যদি দ'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ আশংকা কর তাহলে লোকজনদের মধ্যে থেকে একজনকে বিচারক নিয়োগ কর। যদি তারা উভয়েই একমত হতে চায় তাহলে আলাহ তাদের মধ্যে ঐক্য সাধন করে দেবেন; নিশ্চয়ই আলাহ জ্ঞানী ও (সব বিষয়ে) অবগত'।"(৪ : ৩৫)

তালাক বা বিবাহ বিচেছদ

তালাক আইনগতভাবে অনুমোদিত হলেও তা সবচেয়ে অরুচিকর ও হীন কাজ। " ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ 'বিয়েকর কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ করোনা কারণ বিবাহ বিচ্ছেদ আল্লাহর আরশকে পর্যন্ত কাপিয়ে দেয়'।" ২৫৯

"ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ 'যে সংসারে মানুষ বিয়ের মাধ্যমে একত্র যাপন করে আল্লাহ্ সেই সংসারকে পছন্দ করেন আর যে সংসারে মানুষ বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক পূর্বক ত্যাগ করে যায় আল্লাহ্ সেই সংসারকে পছন্দ করেন না। তালাকের চেয়ে অপছন্দীয় আর কিছু আল্লাহতায়ালার কাছে নাই'।"২৬০

বিয়ে একজোড়া জুতা বা মোজা ক্রয় করবার মত ব্যাপার নয় যে যখন খুশী তা ফেলে দেয়া যাবে এবং নতুন আরেক জোড়া কিনে নেয়া যাবে। বিয়ে হল এক আত্মিক চুক্তি বা বন্ধন যা পরস্পরের মধ্যে বন্ধুর মত একত্রে বসবাসের নিয়তে সম্পাদিত। চুক্তিতে একথাই থাকে যে আমৃত্যু তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা নিয়ে একত্র বাস করবে। এইসব বড় বড় আশার ভিত্তিতেই একজন নারী তার আজন্ম স্নেহের মা–বাবার সাহচর্য ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে আসে। এই বেহেশ্‌তী চুক্তির ভিত্তিতেই একজন পুরুষ কঠোর পরিশ্রম করে, সংসারকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলবার উদ্যোগ নেয়। নতুন বিয়ের জন্যে অর্থব্যয় করে এবং নতুন জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু সংগ্রহ করে সংসারকে সুখী করে তুলতে বিয়ের প্রথম দিন থেকেই কাজে নেমে পড়ে।

বিয়ে কোন তুচ্ছ ব্যপার হতে পারে না এবং সামান্য কারণে স্বামী স্ত্রীর পক্ষে তা ভেঙ্গে ফেলা জায়েজ হতে পারে না। যদিও তালাক আইনসঙ্গত তবু তা অত্যন্ত অরুচিকর এবং প্রতিটি মানুষকেই তা পারতপক্ষে এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো ইসলামের চোখে এই অত্যন্ত অরুচিকর কাজটি আজ বহু ইসলামী দেশেই এক সচরাচর ঘটনায় পরিণত হয়েছে ফলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তি এত ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে যে মানুষের মনে বিবাহের উপর আস্থাই উঠে যাচ্ছে।

তালাক অনুমোদিত কিন্তু তা কেবল কতিপয় বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যা একান্তই একাজে বাধ্য করে, যা নিতান্তই ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতির ফলে ঘটে থাকে।

"আল্লাহ্তায়ালার নবী (সাঃ) বলেনঃ *'জিব্রাইল (আঃ) নারীদের সম্পর্কে আমাকে এত অধিক উপদেশ দিয়েছেন যে আমি ভাবি কেবলমাত্র চরিত্রহীন-তার দোষ না হলে কোন নারীকে তার স্বামীর তালাক দেয়া সহি হয় না'*।"২৬১

অধিকাংশ তালাকই কিন্তু শক্তিশালী বা উপযুক্ত কারণের ভিত্তিতে হয় না বরং কারণগুলো হয় অত্যন্ত অপরিপক্ক মন মানসিকতা প্রসূত কিছু অভিযোগ। অর্থাৎ অধিকাংশ তালাকের কারণই অত্যন্ত তুচ্ছ এবং এমন সব কারণ যা দু'জন মানুষের মধ্যে তালাক ঘটানোর জন্যে পর্যাপ্ত হতে পারে না। স্বামী কিংবা স্ত্রী আত্মকেন্দ্রীকতা বা আত্মপরতাবশতঃ ছোট খাট বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বড় করে দেখতে পারে এবং ভাবতে পারে যে তাদের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানা দরকার।

"চব্বিশ বছর বয়স্কা মিসেস .... তার স্বামীকে অনুরোধ করে তার মা-বাবাকে এক ব্যয়বহুল পার্টি দিয়ে দাওয়াত করে খাওয়াতে। স্বামী রাজী না হওয়ায় সে তালাকের জন্য দরখাস্ত করে। " ২৬২

"পরপর মেয়ে সন্তান জন্ম দিচ্ছে বলে একজন তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। এদের মেয়ের সংখ্যা ছিল পাঁচ।"২৬৩

"জনৈক স্ত্রী এই বলে তালাকের আবেদন জানায় যে তার স্বামী রহস্যবাদে (Mysticism) বিশেষ উৎসাহ দেখায়।" ২৬৪

"এক ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিতে চেয়েছিল কারণ সে একজন ধনী মহিলাকে বিয়ে করতে চায়।" ২৬৫

"জনৈকা স্ত্রী একারণে তালাকের আবেদন করে যে তার স্বামী জামার হাতার মধ্যে টাকা লুকিয়ে রাখতো"। ২৬৬

"অলক্ষী বা কুলক্ষনযুক্ত এই অভিযোগে জনৈক স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। (মেয়েটি স্বামীর চোখে অলক্ষী কারণ) বিয়ের পর পরই তার শ্বশুর মারা যায় এবং স্বামীর এক চাচা দেউলিয়া হয়ে যায়।" ২৬৭

কোন দম্পতি যদি বুদ্ধি না ধরে, যথেষ্ট বিচক্ষণ না হয় তাহলে সহসাই তারা এসব ছোটখাট ব্যপার নিয়ে বিরোধের ফাঁদে পা দেবে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করবে।

স্বামী-স্ত্রী যদি বিবাহ বিচ্ছেদ চায় তবু এ ব্যাপারে তাদের তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। তাদের উচিত তারা যা করতে যাচ্ছে তার ফলাফল ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখা। তাদের নিজেদের বা সন্তানদের ভবিষ্যৎ এর ফলে কি হবে তা আরও বিস্তারিত চিন্তা করা। তারপরই কেবল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। বিশেষ করে দু'টি বিষয় তাদেরকে প্রথমে ভাবতে হবেঃ

১। বিবাহ বিচ্ছেদের পরে তারা সাধারণত আবার নতুন বিয়ে করতে চাইবে। কিন্তু একথা খেয়াল রাখা দরকার তালাকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিয়ের বাজারে কখনও উঁচু মর্যাদা পায় না। মানুষ তাদেরকে সাধারণতঃ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রীক ও অবিশ্বস্ত মনে করে। পুরুষ যদি পূর্বে বিবাহিত ও তালাকপ্রাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে নতুন যে নারী তার জীবনে আসবে সে সহজেই তার সম্পর্কে অবিশ্বাস করবে এমনকি তার চরিত্র নিয়ে খারাপ ভাবতে ইতস্ততঃ করবে না।

তালাকপ্রাপ্ত নারীর অবস্থা আরও খারাপ। তার আবার বিয়ে হবার সম্ভাবনাই খুব কম। পুরুষেরা সাধারণত তালাকপ্রাপ্তা কোন নারীকে বিয়ে করবার উৎসাহ দেখায় না এবং চরিত্র নিয়েও সংশয় প্রকাশ করে।

তাই তালাকপ্রাপ্ত নারী বা পুরুষকে বাকী জীবন একা একাই কাটাতে হতে পারে এবং নিঃসঙ্গতার কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করতে হতে পারে। একাকী নিঃসঙ্গ

জীবন কত কঠিন তা শুধু যাকে এই যন্ত্রনা ভোগ করতে হয় সেই জানে। নিঃসঙ্গতার চেয়ে তাই অনেকে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে।

"বাইশ বছর বয়স্কা এক তালাকপ্রাপ্তা যুবতী বোনের বিয়ের রাত্রে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সে ছিল এক সন্তানের জননী "। ২৬৮

যা হোক পুরুষের পক্ষে যদি পুনর্বিবাহ সম্ভব হয় তবু কতটুকু গ্যারান্টি রয়েছে যে তার এই নতুন জীবন আগেকার চেয়ে বেশী ভাল হবে? তার নতুন স্ত্রী আগের জনের চেয়ে আরও খারাপ হতে পারে। এ অবস্থায় পুরুষেরা নতুন স্ত্রীকে ত্যাগ করে আবার পুরোনো স্ত্রীর কাছেই ফিরে যেতে চায়। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে।

"আশি বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধ কোর্টে দাড়িয়ে বলেঃ ' প্রায় ষাট বছর আগে প্রথম বিয়ে করবার পর আমার জীবনটা ছিল সুখেরই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রী আমার সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করে এবং পরিণতিতে আমি তাকে তালাক দেই।এরপর আমি আরও বেশ কয়েকবার বিয়ে করেছি কিন্তু প্রতিবারই উপলব্ধি করেছি যে আমার প্রথম স্ত্রী ছিল সবচেয়ে বিশ্বস্ত। অবশেষে একদিন তার সাথে আবার দেখা হলে আমি তাকে পুনর্বিবাহ করতে চাই। নিঃসঙ্গ ও একাকি জীবন নিয়ে সেও খুব দুঃখের মধ্যে ছিল তাই সেও রাজী হয়। এখন আমরা আবার বিয়ে করেছি'।" ২৬৯

"এক ব্যক্তি তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দেয় কারণ এই স্ত্রী তার প্রথম স্ত্রীর রেখে যাওয়া দু'টি সন্তানকে ভালভাবে যত্ন নিতে পারত না। তারপর লোকটি তার প্রথম স্ত্রীকেই ফের বিয়ে করে যার সাথে প্রায় পাঁচ বছর আগে তার তালাক হয়ে গিয়েছিল।" ২৭০

২। যদি কোন দম্পতি বিবাহ বিচ্ছেদ চায় তাহলে ছেলেমেয়েদের কথাও তাদেরকে ভাবতে হবে। পারিবারিক জীবন শিশুদের সুখের উৎস যেখানে তাদের মা-বাবা একত্রে বসবাস করে এবং যৌথভাবে তাদের ভালমন্দ দেখাশোনা করে। এই পারিবারিক জীবন যদি ভেঙ্গে যায় তাহলে শিশুরা মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।এখন যদি তারা শুধু বাবার যত্ন পায় তাহলে মায়ের স্নেহ ভালবাসা তারা আর পাবে না। সৎ মায়েরা যে এসব শিশুকে নিজের বলে মনে করতে পারে না শুধু তাই নয় বরং সৎ ছেলেমেয়েকে একটা বোঝা বলে মনে করে। অনেক সৎ মা এদের সাথে

দুর্ব্যবহার করে এবং ইচ্ছে করে এদেরকে উত্যক্ত করে। এসব দেখেও বাবাকে চুপ করে থাকতে হয়।

"এক বিয়ের কনে যার বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। হাসপাতালে নেবার পর তার কাছ থেকে জানা যায়ঃ 'আমার এক বছর বয়সে মা বাবার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এর বছর দেড়েক বাদে আমার বাবা আবার বিয়ে করে। তারপর থেকে আমি সৎমায়ের সাথে আছি। কিন্তু সৎ মা আমাকে প্রায়ই মারধোর করত। এমনকি দু'একদিন জ্বলন্ত লোহার রড দিয়ে স্যাকা দিয়ে দেয়। আমার বাবা যদিও বেশ বড়লোক তবু তিনি আমার পড়ালেখা বন্ধ করে দেন। মাস খানিক আগে আমার বাবা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক এক বুড়োর সঙ্গে জোর করে আমার বিয়ে দেবার চেষ্টা করে'।" ২৭১

"তের বছরের এক মেয়ে নিজের গলায় ফাঁস লাগায়। মেয়েটি দুই ভাইয়ের সঙ্গে থাকতো। এক ভাই জানালোঃ 'তিন বছর আগে আমাদের মা বাবার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। আমার মা আরেক জায়গায় বিয়ে বসে। মাস দুয়েক আগে আমার বাবাও মারা যান। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় বাসায় ফিরে দেখি আমার বোন গলায় দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করেছে'।" ২৭২

আবার মা যদি ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব নেয় তাহলে তারা বাবার প্রকৃত স্নেহ থেকে বঞ্চিত হবে। সৎ বাবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কষ্টের কারণ হয়ে দাড়ায়।

"সৎ বাবা আট বছরের ছেলেকে তার আপন মায়ের সহযোগিতায় বিছানার সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। তারপর দরজা আটকে দু'জনে বেড়াতে বের হয়। ফিরে এসে তারা দেখে বাড়ী আগুন লেগে পুড়ে গেছে এবং দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল বলে ছেলেটিও পুড়ে মারা গেছে।" ২৭৩

বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় এবং ছেলেমেয়েরা আশ্রয়হীন ভবঘুরের মত হয়ে পড়ে। মা বাবার এই স্বার্থপর আচরণের কারণে শিশুরাই সবচেয়ে বেশী ভুগে থাকে।

"বার, নয়, ছয় এবং চার বছরের বয়সের চারটি শিশু থানায় এসে হাজির হলো। সবচেয়ে বড় ছেলেটি জানালঃ 'আমাদের মা বাবা একটু আগে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সবসময় তাদের বাদানুবাদ লেগে থাকতো, রাত দিন সমানে চলত ঝগড়া। এখন যেহেতু তারা বিচ্ছিন্ন দু'জনের কেউই আমাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে চাইছে না'।" ২৭৪

শিশুরা যদি পারিবারিক পরিবেশ না পায়, উপযুক্ত অভিভাবক না পায় তাহলে সচরাচর তারা নষ্ট হয়ে যায়। নিজেদের জীবনে তারা যথার্থ শিক্ষা বলতে যা বোঝায় সেটা পায়না কিংবা তাদের প্রতি সত্যিকার দরদ দেখাতে পারে এমন কাউকে পায় না। এর ফলে তারা হীনমন্যতায় ভুগতে থাকে। তারা শৈশবেই বা বয়ঃসন্ধিক্ষণে ধীরে ধীরে অপরাধের জগতে প্রবেশ করতে থাকে। প্রতিদিনের খবরের কাগজের পাতা একটু মনোযোগের সাথে উল্টালেই একথার সত্যতা বোঝা যাবে।"যুব পুনর্বাসন কেন্দ্রের এক গবেষণায় দেখা যায় এই কেন্দ্রের ১৬০ জন অপরাধীর মধ্যে ৮০ জনের বক্তব্য এই যে সৎ মায়ের দুর্ব্যহারের কারনে তারা ধীরে ধীরে অপরাধ জগতের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে।" [২৭৫]

প্রিয় ভগ্নি/প্রিয় ভ্রাতা! আল্লাহর ওয়াস্তে এবং আপনাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দু'জন দু'জনকে ক্ষমা করতে চেষ্টা করুন। ছোট ও তুচ্ছ ব্যাপারকে বড় করে দেখা থেকে বিরত থাকুন এবং নিজের কথাকে ঠিক বলে গোঁ ধরে থাকবেন না। পরস্পর শুধু পরস্পরের দোষ খুঁজে বেড়াবেন না। নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। সাবধান! আপনাদের ছেলেমেয়েরা আপনাদের উপর নির্ভরশীল এবং নিজেদের সুখের জন্যে তারা আপনাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের ওপর সদয় হউন। তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দেবেন না।

যদি আপনারা তাদের অন্তরের আকাঙ্খার দিকে না তাকান, যদি আপনারা তাদের নরম কচি মনে আঘাত দেন তাহলে তারা দুঃখী হবে। তার ফল আপনাদেরকেই আবার ভোগ করতে হবে। তাদেরকে দুঃখ দিয়ে নিজেদের জীবন নিয়ে আপনারা কোনদিনই সুখী হতে পারবেন না।

তথ্য নির্দেশনা

১. *ওয়াসা 'ইল আল শি'য়া*, ১৪শ খন্ড পৃ-৩;
২. প্রাগুক্ত ;
৩. প্রাগুক্ত ;
৪. প্রাগুক্ত , পৃ-২৩ ;
৫. প্রাগুক্ত, পৃ-৫ ;
৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৬ ;
৭. প্রাগুক্ত, পৃ-২৩;
৮. প্রাগুক্ত, পৃ-১৭;
৯. বিহার আল্-আনওয়ার খন্ড-৪৩, পৃ-১১৭;
১০. দার আল-আগুসে খুসাখ্ফিহ, পৃ-১৪২;
১১. বিহার আল্ আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২৫৪;
১২. মাহাযাত আল বায়দা খন্ড-২ পৃ-৭০;
১৩. মুসতাদরাক, খন্ড-২ পৃ-৫৫২;
১৪. ইত্তেলা'ত, ২০ শে ইসফান্দ, ১৩৪৮ সৌর হিজরী সংখ্যা ১৩১৪০;
১৫. মুসতাদরাক খন্ড-২ পৃ-৫৩২;
১৬. বিহার আল আনওয়ার খ-১০৩ পৃ-২৩৫;
১৭. প্রাগুক্ত খন্ড-৭৪ পৃ-১৮১;
১৮. মুসতাদ্রাক, খন্ড-৩ পৃ-৫৫১;
১৯. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩ পৃ-২৫৩;
২০. মুসতাদরাক, খন্ড-৩ পৃ-৫৫১;
২১. ইত্তেলা'ত, ১৪শ উর্দিবেহেশত ১৩৫১ সৌর হিজরী, সংখ্যা-১৩৭৮৭;
২২. প্রাগুক্ত, ১ লা আজার ১৩৫০ সৌর হিজরী সংখ্যা ১৩৬৫২;
২৩. বিহার আল্ আনওয়ার, খন্ড-৭৬ পৃ-৩৬৩;
২৪. মাহাযযাত আল-বায়দা খ-২ পৃ-৭২
২৫. ইত্তেলা'ত ১৩ ই দী ১৩৫০ সৌর হিজরী সংখ্যা ১৩৬৮৯;
২৬. বিহার আল-আনওয়ার, খন্ড-৭১ পৃ-৩৮৯;
২৭. প্রাগুক্ত, খন্ড-৭৩ পৃ-২৯৮;
২৮. ইত্তেলাত, ১৫ই আজার, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী;
২৯. প্রাগুক্ত, ৩য় বাহমান ১৩৫০ সৌঃ হিজরী;
৩০. প্রাগুক্ত ৩য় শাহরিয়ার ১৩৪৯ সৌঃ হিজরী;
৩১. বিহার আল আনওয়ার, খন্ড ৭১ পৃ-৩৭৭;

৩২. প্রাগুক্ত খন্ড ১০৩ পৃ-২৫৩ ;
৩৩. প্রাগুক্ত খন্ড-১০৩ পৃ-২৫৩;
৩৪. বিহার আল আনওয়ার, খন্ড ৭১ পৃ-২৪৪;
৩৫. প্রাগুক্ত খন্ড ৭৬ পৃ-৩৬৭
৩৬. বিহার আল্ আনওয়ার, খন্ড-১০৩ পৃ-৫৩২;
৩৭. বিহার আল্ আনওয়ার, খন্ড-১০৩ পৃ-২১৭;
৩৮. মুসতাদরক, খন্ড -২ পৃ-৫৩৪;
৩৯. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩ পৃ-২৩৯;
৪০. শা'ফি, খন্ড-২ পৃ-১৩৯;
৪১. ওয়াসা'ইল আল-শিয়া, খন্ড-১১ পৃ-৫৪২;
৪২. ইত্তেলাত, ৭ই আজার ১৩৫০ সৌঃ হিজরী;
৪৩ প্রাগুক্ত, ১৭ ই বাহমান, ১৩৫০ সৌর হিজরী;
৪৪. প্রাগুক্ত, ৮ই ইসফান্দ, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
৪৫. বিহার আল-আনওয়ার, খন্ড-৭৩, পৃ-৩৮৫;
৪৬. প্রাগুক্ত, খন্ড-১০৪ পৃ-৩৮;
৪৭. ইত্তেলা'ত ৩রা ইসফান্দ, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী;
৪৮. বিহার আল-আনওয়ার,খ-১০৪ পৃ-৩৯;
৪৯. প্রাগুক্ত, খন্ড-১০৩,পৃ-২৩৫;
৫০. প্রাগুক্ত, খন্ড-৭৪,পৃ-১০১;
৫১. ইত্তেলা'ত ১৩ই মুরদা'দ ১৩৪৯ সৌঃ হিজরী;
৫২. বিহার আল-আনওয়ার, খন্ড-১০৩,পৃ-২৪৭;
৫৩. ইত্তেলাত, ৪ঠা দী, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী;
৫৪. প্রাগুক্ত, ৭ই দী, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী;
৫৫. প্রাগুক্ত, ২৯শে দী ১৩৪৮ সৌঃ হিজরী;
৫৬. প্রাগুক্ত, ১৭ই তির ১৩৪৯ সৌঃ হিজরী;
৫৭. প্রাগুক্ত, ২৫ শে তির ১৩৪৯ সৌঃ হিজরী;
৫৮. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-১২৩;
৫৯. প্রাগুক্ত খন্ড-৭৪, পৃ-৫;
৬০. প্রাগুক্ত, খন্ড-৭৬,পৃ-৩৬৭;
৬১. প্রাগুক্ত, খন্ড-৭৫ পৃ-১৯৪;
৬২. প্রাগুক্ত,
৬৩. প্রাগুক্ত, খন্ড-৫৭, পৃ-২১৮;

৬৪. ইত্তেলা'ত, ২৭শে আ'বান ১৩৫০ সৌঃ হিজরী;
৬৫. প্রাগুক্ত ৯ই আজার, ১৩৪৮ সৌঃ হিজরী;
৬৬. প্রাগুক্ত ১২ ই উর্দিবেহেশত, ১৩৪৯ সৌঃ হিজরী;
৬৭. প্রাগুক্ত ১৩ই উর্দিবেহেশত ১৩৪৯ সৌঃ হিজরী;
৬৮. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩ পৃ-২৩৫;
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৭;
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ-২৩৫;
৭১. শাফি, খন্ড-২, পৃ-১৩৮;
৭২. বিহার আল্-আনওয়ার, খ-১০৩, পৃ-২২৮;
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৭;
৭৪. প্রাগুক্ত, খন্ড-৭৫, পৃ-৭১;
৭৫. প্রাগুক্ত , খন্ড-৭৪, পৃ-১৭৮;
৭৬. ইত্তেলা'ত ১৭ ই মুরদা'দ ১৩৫১ সৌঃ হিজরী;
৭৭. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২৩৫;
৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৮;
৭৯. মুসতাদরাক খন্ড-২, পৃ-৫৩২;
৮০. শা'ফি, খন্ড-২, পৃ-১২৯;
৮১. ইত্তেলাত, ২৫ শে আজার, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী;
৮২. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২৪৭;
৮৩. ইত্তেলাত ৪ঠা আজার ১৩৪৮ সৌ; হিজরী;
৮৪. প্রাগুক্ত, ২৮ শেশ মেহর, ১৩৪৮ সৌ; হিজরী;
৮৫. প্রাগুক্ত, ৮ ই আজার ১৩৫০ সৌ; হিজরী;
৮৬. প্রাগুক্ত, ১৭ ই ইসফান্দ, ১৩৪৮ সৌ; হিজরী;
৮৭. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-৭৫, পৃ-১৮৬;
৮৮. ইত্তেলা'ত ১৭ ই তির, ১৩৪৯ সৌঃ হিজরী;
৮৯. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২৪৭;
৯০. প্রাগুক্ত, পৃ-২৩৯ ;
৯১. প্রাগুক্ত, খন্ড-৭১ পৃ-৪১৯;
৯২. ইত্তেলা'ত ৩ রা আজার , ১৩৫০ সৌ; হিজরী;
৯৩. ইত্তেলা'ত ২৮ শে ফারওয়ার্দিন, ১৩৫১ সৌ; হিজরী;
৯৪. মাহাযযাত আল্-বায়েদা,খন্ড-১, পৃ-১৬৬,
৯৫. মাজমা' আল্-জাওয়াইদ, খন্ড-৫, পৃ-১৩২;

৯৬. বিহার আল্-আনওয়ার ,খন্ড-৭৯, পৃ-৩০০;
৯৭. শাফি, খন্ড-১, পৃ-২০৮;
৯৮. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-৭৬, পৃ-১৭৫;
৯৯. প্রাগুক্ত, ;
১০০. শাফি, খন্ড-১ পৃ-২০৮;
১০১ প্রাগুক্ত, পৃ-২১৫;
১০২. বিহার আল্-আনওয়ার , খন্ড-৭৬, পৃ-১৭৬;
১০৩. প্রাগুক্ত,
১০৪. শা'ফি, খন্ড-২, পৃ-১২৪;
১০৫. প্রাগুক্ত, খ-১, পৃ-২০৯;
১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ-২১০;
১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ- -২১১;
১০৮. প্রাগুক্ত,
১০৯. প্রাগুক্ত,
১১০. প্রাগুক্ত, খ-২, পৃ-১২৩;
১১১. ইত্তেলা'ত, ২৩ শে বাহমান, ১৩৪৮ সৌঃ হিজরী;
১১২. প্রাগুক্ত, ২৬ শে তির , ১৩৫১ সৌঃ হিজরী;
১১৩. প্রাগুক্ত, ইসফান্দ, ১৩৪৮ সৌঃ হিজরী;
১১৪. প্রাগুক্ত , ৩রা বাহমান, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী;
১১৫. ওয়াসা' ইল আল্-শিয়া, খন্ড-১৪, পৃ-১৫;
১১৬. বিহার আল্-আনওয়ার , খন্ড-৬২ , পৃ-২৯০;
১১৭. মুসতাদরাক, খন্ড-২, পৃ-৫৫১;
১১৮. বিহার আল্- আনওয়ার, খন্ড-১০৩ , পৃ-২৫১
১১৯. ওয়াসা' ইল আল্-শিয়া, খন্ড-১৬, পৃ-৫৫৭;
১২০. প্রাগুক্ত, পৃ-৫২০;
১২১. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-৭৪, পৃ-৩৫৫;
১২২. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫৩;
১২৩. মুসতাদরাক, খন্ড-২, পৃ-৫৫০ ;
১২৪. ওয়াসা' ইল আল্-শিয়া, খন্ড-১৪, পৃ-১৫;
১২৫. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২৪৮;
১২৬. মুসতাদরাক, খন্ড-২, পৃ-৫৩২ ;
১২৭. উসুল আল-কা'ফি, খ-৫, পৃ-৮৪ ;

১২৮. প্রাগুক্ত,
১২৯. প্রাগুক্ত, পৃ-৮৬ ;
১৩০. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২৪৭;
১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ-২৫১ ;
১৩২. উসুল আল্ কা'ফি, খন্ড-৫ , পৃ-১১৩ ;
১৩৩. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১, পৃ-১৬৫;
১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৪ ;
১৩৫. প্রাগুক্ত, খন্ড-১০৩, পৃ-২৫৮ ;
১৩৬. ওয়াসা ই'ল আল্-শি'য়া, খন্ড-১৫, পৃ-৯৬ ;
১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৯৭ ;
১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬ ;
১৩৯. মাযমা আল্-জাওয়াইদ, খন্ড-৮, পৃ-১৩৮ ;
১৪০. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-৭৪, পৃ-৬;
১৪১. ওয়াসা 'ইল আল্-শি'য়া, খন্ড-১৫, পৃ-১৭৫ ;
১৪২. ইত্তেলা'ত, ১৫ ই ফারবারদি'ন, ১৩৫৩, সৌঃ হিজরী ;
১৪৩. ওয়াসা' ইল আল্-শিয়া, খ-১৫, পৃ-১৮৮;
১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৯ ;
১৪৫. মুসতাদরাক, খন্ড-২, পৃ-৫৫০;
১৪৬. ইত্তেতা'ত, ১৫ ই আজার , ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
১৪৭. প্রাগুক্ত, ৬ ই বাহমান, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
১৪৮. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২২৭ ;
১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ-২২৮ ;
১৫০. প্রাগুক্ত, পৃ-২৩৬ ;
১৫১. শা'ফি, খন্ড-২, পৃ-১৩৮ ;
১৫২. ইত্তেলা'ত ৬ ই বাহমান, ১৩৪৮ সৌঃ হিজরী ;
১৫৩. প্রাগুক্ত, ৮ ই ইসফান্দ , ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
১৫৪. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২২৪ ;
১৫৫. প্রাগুক্ত, খন্ড-৭৪, পৃ-৩০৩ ;
১৫৬. মাওয়া'ইজ আল্-আদাদিয়াহ, পৃ-১৫১ ;
১৫৭. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২২৬ ;
১৫৮. শা'ফি, খন্ড-১, পৃ-১৬৬ ;
১৫৯. প্রাগুক্ত,

১৬০. প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৬;
১৬১. মাহাযযাত আল্-বায়েদা, খন্ড-২, পৃ-৫৪ ;
১৬২. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-৭১ , পৃ-৩৮৯ ;
১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮৫ ;
১৬৪. প্রাগুক্ত, খন্ড-৭৩ , পৃ-২৯৪ ;
১৬৫. প্রাগুক্ত, খন্ড-৭২ , পৃ-৩২৬ ;
১৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৬ ;
১৬৭. মাজ'মা আল্-জাওয়াইদ, খন্ড-৩ পৃ-৩৩১ ;
১৬৮. ইত্তেলা'ত ১৬ ই উর্দিবেহেশত, ১৩৫১ সৌঃ হিজরী ;
১৬৯. শা'ফি, খন্ড-১ , পৃ-২০৬ ;
১৭০. ইত্তেলাত, ২৫ শে আ'বান, ১৩৪৮ সৌঃ হিজরী ;
১৭১. প্রাগুক্ত, ১৪ ই মুরদাদ, ১৩৪৯ সৌঃ হিজরী ;
১৭২. প্রাগুক্ত, ১৩ ই উর্দিবেহেশত, ১৩৪৯ সৌঃ হিজরী ;
১৭৩. প্রাগুক্ত, ৩ রা ইসফান্দ, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
১৭৪. কায়হান, ২৫ শে ফারবারদি'ন ১৩৫২ সৌঃ হিজরী ;
১৭৫. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২২৩ ;
১৭৬. প্রাগুক্ত, খন্ড-৭৪, পৃ- ৫ ;
১৭৭. শা'ফি, খন্ড-২, পৃ-১৩৯ ;
১৭৮. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-৭৫, পৃ-২৭২ ;
১৭৯. সাপ্তাহিক ইত্তেলা'ত সংখ্যা-১৬৪৬ ;
১৮০. কায়হান, ১৫ ই ফারবারদি'ন ১৩৫২ সৌঃ হিজরী ;
১৮১. ইত্তেলা'ত, ১৩ই উর্দিবেহেশত, ১৩৪৯ সৌঃ হিজরী ;
১৮২. কায়হান ৪ঠা ইসফান্দ, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
১৮৩. ইত্তেলা'ত, ১৪ ই ইসফান্দ, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
১৮৪. প্রাগুক্ত, ১২ ই উর্দিবেহেশত, ১৩৪৯ সৌঃ হিজরী ;
১৮৫. প্রাগুক্ত, সাপ্তাহিক, সংখ্যা-১৬৪৬ ;
১৮৬. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-৭৪, পৃ-১৬৮ ;
১৮৭. প্রাগুক্ত ;
১৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৪০০ ;
১৮৯. মুসতাদরাক, খন্ড-২, পৃ-৫৫০ ;
১৯০. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২২৭ ;
১৯১. প্রাগুক্ত, পৃ-২২৮ ;

১৯২. ওয়াসা'ইল আল্-শি'য়া, খন্ড-১৫, পৃ-২৫১ ;
১৯৩. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২৪৯ ;
১৯৪. ইত্তেলা'ত, ১৪ই ফারবারদি'ন ১৩৫১ সৌঃ হিজরী ;
১৯৫. মুসতাদরাক, খন্ড-২, পৃ-৫৫০ ;
১৯৬. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২৪৯ ;
১৯৭. মুসতাদরাক, খন্ড-২, পৃ-৫৫১ ;
১৯৮. ওয়াসা'ইল আল্-শি'য়া, খন্ড-১৪, পৃ-১১৯ ;
১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৪ ;
২০০. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২৪৮ ;
২০১. প্রাগুক্ত, খন্ড-৭৫, পৃ-১৯৪ ;
২০২. প্রগুক্ত, খন্ড-১০৩, পৃ-২৫২ ;
২০৩. প্রাগুক্ত, খন্ড-৭৪, পৃ-১৮৭ ;
২০৪. ওয়াসা'ইল আল্-শি'য়া, খন্ড-১৪, পৃ-১১১ ;
২০৫. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৪, পৃ-৩৯ ;
২০৬. ইত্তেলা'ত,২৩ শে ইসফান্দ, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
২০৭. ওয়াসা'ইল আল্-শি'য়া, খন্ড-১৪, পৃ-১০৯ ;
২০৮. ইত্তেলা'ত, ২৬ শে বাহমান, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
২০৯. প্রাগুক্ত, ২৭ শে বাহমান, ১৩৪৮ সৌঃ হিজরী ,
২১০. ওয়াসা'ইল আল্-শি'য়া, খন্ড-১৪, পৃ-১৩৮ ;
২১১. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৯ ;
২১২. "ওয়া নামি 'দা'নান্দ চেরা " ("এবং তারা জানে না, কেন?") পৃ-১৪০ ;
২১৩. শা'ফি, খন্ড-১, পৃ-১৯৭ ;
২১৪. প্রাগুক্ত,
২১৫. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-৬২, পৃ-১২৯ ;
২১৬. শা'ফি, খন্ড-১, পৃ-২০৮ ;
২১৭. প্রাগুক্ত,
২১৮. প্রাগুত্ত, পৃ-২১০ ;
২১৯. প্রাগুক্ত, পৃ-২১২ ;
২২০. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৩, পৃ-২৫৪ ;
২২১. মুসতাদরাক, খন্ড-২, পৃ-৫৫৯ ;
২২২. ওয়াসা'ইল আল্-শিয়া, খন্ড-১৪, পৃ-১৮৩
২২৩. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-৭৬, পৃ-১০২ ;

২২৪. ইত্তেলা'ত, ১৮ ই উর্দিবেহেশত, ১৩৫১ সৌঃ হিজরী ;
২২৫. ওয়াসা'ইল আল্-শিয়া, খন্ড-১৪, পৃ-১২২ ;
২২৬. প্রাগুক্ত, খন্ড-২, পৃ-৬৪৩ ;
২২৭. প্রাগুক্ত, খন্ড-১৫, পৃ-২৫৮ ;
২২৮. প্রাগুক্ত, পৃ-২৬১ ;
২২৯. প্রাগুক্ত,
২৩০. মুসতাদরাক, খন্ড-২, পৃ-৬৪৩ ;
২৩১. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১০৪, পৃ-৬৯ ;
২৩২. ওয়াসা'ইল আল্-শিয়াব , খন্ড-১৫, পৃ-২৪৯ ;
২৩৩. বিহার আল্-আনওয়ার, খন্ড-১৪, পৃ-৭৩ ;
২৩৪. প্রাগুক্ত, খন্ড-১৬, পৃ-২২৭ ;
২৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ-২৩০ ;
২৩৬. ইত্তেলা'ত ১১ ই তির ১৩৪৯ সৌঃ হিজরী ;
২৩৭ "ওয়া নামি দানান্দ চেরা" (এবং তারা জানেনা, কেন ? ") পৃ-১৩৮ ;
২৩৮. ইত্তেলা'ত ২৫ শে দি, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
২৩৯. প্রাগুক্ত, ২৬ শে শাহরিবার , ১৩৪৮ সৌঃ হিজরী ;
২৪০. প্রাগুক্ত, ১৮ ই উর্দিবেহেশত, ১৩৫১ সৌঃ হিজরী ;
২৪১. ওয়াসা'ইল আল্ শি'য়া, খন্ড-১১ , পৃ-৪১৭ ;
২৪২. মুসতাদরাক, খন্ড-২, পৃ-৫৫০ ;
২৪৩. বিহার আল-আনওয়ার, খন্ড-১০৩ , পৃ-২২৭ ;
২৪৪. ইত্তেলাত, ২৮ শে বাহমান, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
২৪৫. ওয়াসা'ইল আল-শি'য়া, খন্ড-১৫, পৃ-৯৭ ;
২৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬ ;
২৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬ ;
২৪৮. ইত্তেলা'ত, ২রা মুরদা'দ ১৩৫১ সৌ; হিজরী ;
২৪৯. প্রাগুক্ত, ১৪ ই তির, ১৩৪৯ সৌঃ হিজরী ;
২৫০. প্রাগুত্ত, ১৬ ই ইসফান্দ, ১৩৫০ সৌ; হিজরী ;
২৫১. মুসতাদরাক, খন্ড-২, পৃ-৬১৫ ;
২৫২. প্রাগুক্ত, পৃ-৬১৪ ;
২৫৩. ওয়াসা 'ইল আল্-শি'য়া, খন্ড-১৫ পৃ-১০০ ;
২৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ-১০১ ;
২৫৫. রা'জ এ আ'ফারিনেশ, পৃ-১০৮ ;

২৫৬. বিহার আল-আল্-আনওয়ার, খন্ড-৬০, পৃ-৩৪২ ;
২৫৭. ওয়াসা'ইল আল্-শি'য়া, খন্ড-১৫, পৃ-১২২ ;
২৫৮. প্রাগুক্ত,
২৫৯. মাকা'রিম আল্-আখলাক, পৃ-২২৫ ;
২৬০. ওয়াসা'ইল আল্-শি'য়া, খন্ড-১৫, পৃ-২৬৭ ;
২৬১. মাকা'রিম আল্-আখলাক, পৃ-২৪৮
২৬২. ইত্তেলা'ত, ১২ ই ইসফান্দ ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
২৬৩. প্রাগুক্ত, ১৬ ই ইসফান্দ, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
২৬৪. প্রাগুক্ত,
২৬৫. প্রাগুত্ত , ৮ ই ইসফান্দ , ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
২৬৬. প্রাগুক্ত, ১৬ ই ইসফান্দ, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী
২৬৭. প্রাগুক্ত, ২৫ শে দেই, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;
২৬৮. প্রাগুক্ত, ১৭ ই ইসফান্দ ১৩৪৮ সৌঃ হিজরী ;
২৬৯. প্রাগুক্ত, ২১ শে বাহমান, ১৩৪৮ সৌঃ হিজরী ;
২৭০. প্রাগুক্ত, ৮ই দি, ১৩৪৮ সৌঃ হিজরী ;
২৭১. কায়হান, ২৯ শে আ'বান ১৩৪৮ সৌঃ হিজরী ;
২৭২. ইত্তেলা'ত, ৪ঠা বাহমান, ১৩৫১ সৌঃ হিজরী ;
২৭৩. প্রাগুক্ত, ১৮ই বাহমান, ১৩৪৮ সৌঃ হিজরী ;
২৭৪. প্রাগুক্ত, ৭ই খুরদাদ, ১৩৪৯ সৌঃ হিজরী ;
২৭৫. প্রাগুক্ত, ২২শে ইসফান্দ, ১৩৫০ সৌঃ হিজরী ;